বিচিত্র রাগিনী

ইউজিন ও'নীল

অনুবাদ

সোমেন্দ্র চন্দ্র নন্দী

মিত্রালয়
১২, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

পাঁচ টাকা

মিত্রালয়, ১২ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে সত্যশঙ্কর ভট্টাচার্য
কর্তৃক প্রকাশিত ও সোমা প্রকাশন, ২·এ কেদার দত্ত লেন, কলিকাতা-৬
হইতে মুদ্রিত।

বিচিত্র রাগিনী

(C) STRANGE INTERLUDE *by*

Eugene O'Neill

Originally Published by

Vintage Books, Random House

New-Y

॥ চরিত্র ॥

চার্লস মার্সডেন	স্যাম এভান্স
অধ্যাপক হেনরি লীডস্‌	স্যামের মা অ্যামস এভান্স
ঐ কন্যা, নীনা লীডস্‌	গর্ডন এভান্স
এডমণ্ড ডারেল	ম্যাডেলাইন আরনল্ড

দৃশ্য পরিচয়

॥ প্রথম ভাগ ॥

প্রথম অঙ্ক : অধ্যাপক লীডসের বাড়ীর লাইব্রেরী ঘর। নিউ ইংলণ্ডের এই ছোট সহরটা একটা বিশ্ববিদ্যালয়কে ঘিরে গড়ে উঠেছে—এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা করেন হেনরি লীডস। গ্রীষ্মের শেষের এক বিকাল।

দ্বিতীয় অঙ্ক : একই দৃশ্য। পরের বছরের শরৎকাল। রাত্রি।

তৃতীয় অঙ্ক : উত্তর নিউইয়র্ক প্রদেশে এভান্সদের বাড়ীর খাবার ঘর। পরের বছরের বসন্তকাল। সকাল।

চতুর্থ অঙ্ক : প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্কের দৃশ্য। সেই বছরের শরৎকাল। সন্ধ্যা।

পঞ্চম অঙ্ক : নিউইয়র্কের উপকণ্ঠে সমুদ্রের ধারে, এভান্সের বাসা বাসাবাড়ীব বসবার ঘর। বাড়ীটি খুবই ছোট। পরের বছর গ্রীষ্মকাল। সকাল।

॥ দ্বিতীয় ভাগ ॥

ষষ্ঠ অঙ্ক : একই দৃশ্য। এক বছরেব কিছু বেশীদিন কেটেছে। সন্ধ্যা।

সপ্তম অঙ্ক : পার্ক অ্যাভিনিউতে এভান্সের বসার ঘর। প্রায় এগার বছর কেটে গেছে। মধ্যাহ্ন।

অষ্টম অঙ্ক : পগ্‌কিপসিতে এভান্সের স্টীমারের 'আফটার ডেক'। স্টীমারটি নোঙর করা হয়েছে বাইচ প্রতিযোগিতা যেখানে শেষ হবে তার একটু দূরে। দশ বছব পর। অপরাহ্ণ।

নবম অঙ্ক : লঙ আ্যাইল্যাণ্ড দ্বীপে এভান্সদের বিরাট এষ্টেটের এক অংশ। এভান্সের প্রাসাদোপম বাড়ীর খোলা বারান্দা। বেশ কয়েক মাস পরে। পড়ন্ত বিকেল।

॥ **প্রথম অঙ্ক** ॥

আমেরিকার নিউইংল্যাণ্ডের একটি ছোট্ট সহরে অধ্যাপক লীডসের পড়ার ঘর (লাইব্রেরী)। বিশ্ববিদ্যালয়কে ঘিরে এই সহরটা গড়ে উঠেছে—সেজন্য রাস্তাগুলিতে লোক চলাচল বেশি নয়। লাইব্রেরী ঘরটি বাড়ির সামনের দিকে। রাস্তার দিকের জানালা দিয়ে তাই দেখা যায়, নিঝুম পথ। আর, পথ আর বাড়ির মাঝখানে সবুজ ঘাসের আস্তরণ। এই এলাকায় কেবল গৃহস্থদের বাস—সেজন্য আবহাওয়া খুব নিস্তব্ধ। ঘরটা ছোট, ছাদটাও নীচু। আসবাব দেখলে বোঝা যায় যে গৃহকর্তা নিউইংল্যাণ্ড ফ্যাসানের আসবাব পছন্দ করেন। চারদিকের দেওয়ালেই প্রায় ছাদ পর্যন্ত বইয়ের আলমারি—নানা রকমের বইএ ঠাসা। গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষার প্রাচীন বইএর সংখ্যাই বেশি, বিভিন্ন সংস্করণের একই বই আছে। তার মধ্যে কতকগুলি অত্যন্ত পুরাণ। ফরাসী, জার্মাণ ও ইটালীয় ভাষার 'ক্লাসিকস্'ও প্রচুর। ইংরাজী ভাষায় যখন এস্ অক্ষরটি এফ-এর মত লেখা হত সেই সময়কারও অনেক বই আছে। থ্যাকারে হলেন লেখকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা আধুনিক। এই সব দেখলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে অধ্যাপক অতীতের সাহিত্যের মধ্যেই আজও বাস করেন। ঘরটায় পুরাতন সংস্কৃতির বদ্ধ আবহাওয়া আধুনিক জীবনের সহজ নিদর্শনকে উপেক্ষা করে। মনে হয়, ফেলে আসা শতাব্দীর সংস্কার পিঠে করে অধ্যাপক যেন বর্তমানকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন। কঠিন বাস্তব থেকে পালিয়ে

অতীতের কৃষ্টির মধ্যে নিজেকে বন্দী রেখেছেন। দৈনন্দিন জীবনকে নিরাপদ দূরত্ব হতে দেখে হয়তো কখন ব্যথিত, দুঃখিত বা 'পুলকিত হন। অভাজনকে দাক্ষিণ্য দেখাবার মত, নিজের বিদ্যার জয়স্তম্ভে বসে নীচের লোকেদের অভাব অভিযোগকে করুণার চোখে দেখতে অভ্যস্ত হয়েছেন।

ঘরের মধ্যে একটা বড় টেবিল, ভারী হাতলের চেয়ার, একটা দোলনা চেয়ার আর আরামে বসবার জন্যে গদি মোড়া একটা পুরাণ বেঞ্চি আছে। অধ্যাপকের হাতল দেওয়া চেয়ারটা টেবিলের বাঁ দিকে। চেয়ার ও টেবিল ঘরের বাঁদিক চেপে আছে। দোলনা চেয়ারটা মাঝখানে আর বেঞ্চিটা ডান দিকে।

ঘরের ভেতরে ঢোকবার একমাত্র দরজা ডানদিকের পেছনের দেওয়ালে। আগস্ট মাসের অপরাহ্ণ। গাছের ডালপালায় সূর্যালোক বাধা পেয়ে স্তিমিত ও স্নিগ্ধ হয়ে গেছে। তার অস্ফুট আলোয় ঘরটা শান্তভাবে আলোকিত।

ডানদিক থেকে বাড়ির মধ্যবয়সী দাসীর কণ্ঠস্বর ভেসে আসে। তার কণ্ঠস্বরে চেনা মানুষের প্রতি সম্ভ্রম প্রকাশ পায়। একটু পরে মার্সডেন ভেতরে আসে।

মার্সডেন ইংরেজ দর্জির তৈরী চমৎকার পোষাক নিখুঁতভাবে পরেছেন। বয়স পঁয়ত্রিশ। দেখে ইঙ্গ প্রভাবিত নিউ ইংল্যাণ্ডের ভদ্রলোক বোঝা যায়। তাঁর কপাল চওড়া, নাক টিকোলো ও উঁচু— মুখটা প্রস্থের তুলনায় অনেক বেশী লম্বাটে। হালকা নীল রঙের চোখদুটি স্বপ্নালু, আত্মজিজ্ঞাসু। তাঁর পাতলা ঠোঁটে ব্যঙ্গ আর দুঃখ এক সঙ্গে মিশে আছে। তাঁর মধ্যে কোথায় যেন নারীত্বের ছাপ আছে, বোঝা যায় কিন্তু ধরা যায় না—চেহারায় কাজে কিংবা কথায় এই নারীত্ব বোঝা যায় না। তাঁর চালচলন অত্যন্ত শান্ত, ধীর এবং

সংযত। তিনি সাবধানী স্বচ্ছন্দতায় কথা বলেন এবং নিজের কণ্ঠস্বর শুনতে ভালবাসেন। তাঁর লম্বা লিকলিকে হাত আর ঝোলা কাঁধ দেখলে বুঝতে বাকী থাকে না যে উনি কখনই খেলাধুলা পছন্দ করেন না। মনে হয় খারাপ স্বাস্থ্যের অজুহাতের আবরণীতে তাঁকে চিরকাল আগলে রাখা হয়েছিল—যার ফলে তাঁর পেশীগুলির মধ্যে অব্যবহারের স্থায়ী দুর্বলতা এসে গিয়েছে। শান্ত মাধুর্য, সংবেদনশীল মৈত্রী, অন্যের কথা শোনবার ও সমবেদনা জানাবার ঔৎসুক্য এবং অন্যের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাবার ইচ্ছা তাঁর চরিত্রের প্রধান গুণ।

মার্সডেন ঃ [দরজা দিয়ে ভেতরে আসেন। তাঁর লম্বা ঈষৎ ঝুঁকেপড়া শরীর—বইএর আলমারীর দিকে পেছন করে দাঁড়ায়। তারপর সেখানে হেলান দিয়ে নেপথ্যের দাসীকে হেসে বলেন স্নিগ্ধভাবে]

—মেরি, আমি এখানেই অপেক্ষা করছি।

[দাসীর চলে যাওয়াটা তাঁর চোখ অনুসরণ করে। তারপর ঘরের চারিদিকে তাকান। এই ঘরের বই, আসবাবের সঙ্গে তাঁর পরিচয় যে বহুদিনের তা তাঁর দৃষ্টি থেকে বোঝা যায়। স্নেহশীল হাসি হেসে তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন কণ্ঠে আবৃত্তি করার মত বলেন]

স্যাংটাম, স্যাংটোরাম! একেবারে স্তব্ধতার পরাকাষ্ঠা!

[তাঁর গলার স্বরে একঘেয়ে ভাব লাগে—তাঁর চোখের দৃষ্টি মনের ভাবনায় উদাস হয়ে যায়। তাঁর ভাবনা শোনা যায়]

'অধ্যাপকের এই আস্তানাটা চমৎকার। (হাসে) যদিও বড্ড সেকেলে। একথা স্বচ্ছন্দে বলা চলে যে এখানে নিউইংল্যাণ্ডের এক ভদ্রলোকের সঙ্গে গ্রীসের দেখা হয়েছে। (বইগুলি দেখেন) গত কয়েক বছরে একখানা

বইও কেনেনি দেখছি। প্রথম যেদিন এ ঘরে এসেছিলাম—তখন আমার বয়স কত? ছ'বছর। বাবা—বাবার সঙ্গে এসেছিলাম। বাবার মুখটা আর মনে করতে পারি না বড্ড ঝাপসা হয়ে গেছে। মরবার ঠিক আগে বাবা যেন আমাকে কি বলতে চেয়েছিলেন। মনে পড়ছে—সেই হাসপাতাল—আয়োডোফর্মের গন্ধভরা ঠাণ্ডা ঘরগুলো—বাইরের প্রচণ্ড গ্রীষ্ম। বাবার কণ্ঠস্বর অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল—মনে হচ্ছিল কত দূর থেকে তাঁর গলার আওয়াজ ভেসে আসছে। আমি ওঁর মুখের কাছে ঝুঁকলাম—কিন্তু কি বললেন বুঝতে পারলাম না। কোন্ ছেলেই বা পারে? বাপেরা হয় তাড়াতাড়ি খুব কাছাকাছি এসে যায় নয়তো চিরকাল খুব দূরে থাকে। কাছে যেতে যেতেই সময় ফুরিয়ে যায়।

[ছোট বয়সের স্মৃতিতে মনটা বিষাদগ্রস্ত হয়। তারপর মাথা নেড়ে চিন্তাটাকে দূরে ফেলে দেন। পায়চারী করেন]

এমন সুন্দর বিকেলে কি বিশ্রী চিন্তা করছি! তিন মাস পরে এই সহরে ফিরে এসেছি—রোদের আলোয় আনন্দময় দিনটা হাসছে। আর কখনও ইউরোপে যাব না। ওখানে গিয়ে এক লাইন লিখতে পারিনি। অতীতের ঐ মরা বিকলাঙ্গ বোঝা কাঁধে করে লেখা সহজ নয়। আমার পক্ষে সেটা একেবারে দুঃসাধ্য কাজ।

[দীর্ঘশ্বাস ফেলে যেন নিজেকেই ঠাট্টা করেন]

এই আধ ঘুমন্ত সহরে ফিরে এসে বুঝতে পারি এখানে প্রশ্ন জাগে বিরতির ফাঁকে ফাঁকে, নাচ থেমে গেলে তখনই

তো ভাবা যায় কেমন লাগল। এই নিবৃত্তি আমার উপন্যাসের খোরাক। দুপুর বেলায় পোষাকী জনতা সবাইকে নিরীক্ষণ করতে বাইরে আসে, তাদের কাজকর্ম কীর্তিকলাপ আমি লিপিবদ্ধ করি—মনের আনন্দে কথার জাল বুনে চলি ওদের দোহাই দিয়ে, আমার বেশ লাগে। তবে সাংঘাতিক কোন মূল্য এই লেখাগুলোর নেই তা বুঝতে পারি.........

[আত্মচেতনায় ভাবেন]

কিন্তু অনেক লোকেরই ত সে সব লেখা ভাল লাগে। তারা পড়ে। কাজেই আমিও লিখে চলি। তবে হ্যাঁ, কামের দাপাদাপি নিয়ে ইদানিং যে লেখাগুলো বেরুচ্ছে তার থেকে আমার লেখা ভাল। কালকেই আবার লেখা শুরু করতে হবে। এক এক সময় ভাবি অধ্যাপক আর তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে একটা উপন্যাস লিখলে বেশ হয়। অধ্যাপকের স্ত্রী ছ' বছর আগে মারা গেছেন বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না। এই তো সেদিনও কি প্রচণ্ড বিক্রমে অধ্যাপকের ওপর গিন্নীপনা করেছেন। বেচারা অধ্যাপক! এখন মেয়ের হাতে পড়েছেন—নীনা এখন বাড়ির কর্ত্রী। কিন্তু তফাৎ অনেক। মনে পড়ে সেই ছোট্টবেলা থেকে নীনা আমার ওপর কর্তৃত্ব করছে। এখন সে পূর্ণযৌবনা নারী —কিন্তু এর মধ্যেই ভালবাসার আর মৃত্যুর স্বাদ তার পাওয়া হয়ে গেছে।......অদ্ভুত নিয়তির কি শয়তানী পরিহাস। যুদ্ধ শেষ হবার মাত্র দুদিন আগে নীনার প্রেমিক গর্ডন মারা গেল! এরোপ্লেন শুদ্ধ জ্বলতে জ্বলতে নেমে এল। অমন সুন্দর দেহ—অমন খেলোয়াড়ী স্বাস্থ্য,

ভাঙাবাঁকা ইস্পাতের খাঁচার মধ্যে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। বেচারা নীনা যে শোকে অসুস্থ হয়ে পড়বে এ আর আশ্চর্য কি!······মা নীনাকে হিংসা করে, বলে, নীনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে! আমি অবশ্য কখনও নীনার প্রেমে পড়িনি। মাঝে মাঝে ভাবি, কেন? মনে পড়ে ছোট্ট নীনাকে কতদিন কোলের ওপর নাচিয়েছি—তার সঙ্গে প্রেমে পড়ব কি করে! নীনাও ভাবেনা কোনদিন আমি তার প্রেমে পড়ব। কিন্তু······মাঝে মাঝে ওর চুলের গন্ধ—ওর মসৃণ নরম দেহ, মনে হয় স্বপ্নে যেন মদ খেয়েছি। ওই তো বিপদ! সব কিছু যেন স্বপ্ন আমার জীবনে। আমার কামনাও তাই অবাস্তব।

[গভীর দুঃখের হাসি হাসেন]

কেন?······দূর্ দূর্ এইভাবে মনটাকে খুঁড়ে কি লাভ! আমার কামনা চুলোয় যাক! এ যেন অবৈধ সঙ্গমের ভয়ে পুরুষত্বহীনতার অভিনয় করা। ঢাক বাজিয়ে যারা নিজেদের জাহির করতে চায় তারা শণ্ডের পুরুষাঙ্গ নিয়ে শোভাযাত্রা করে করুক—কিন্তু কখনই কাউকে ঠকাতে পারে না—নিজেদেরও নয়।

[হঠাৎ তাঁর সমস্ত মুখ প্রচণ্ড ব্যথা আর বিতৃষ্ণায় কুঁচকে যায়]

ছিঃ বারবার খালি ওই কথা মনে আসে!······আমি ভুলতে পারিনা কেন? স্পষ্ট মনে পড়ে যায়—যেন গতকালের ঘটনা—কি বিশ্রী! সেই ইস্কুলে যখন পড়ি তখন এক ইস্টারের ছুটিতে—মোটা বগস্ আর জ্যাক ফ্রেসার নিয়ে গেল······সেই স্ফুর্তির বোঁটকা গন্ধ—এক

ডলারের মাগী—ছিঃ! কেন গেলাম? জ্যাক ছিল চমৎকার খেলোয়াড়, আমার ওকে খুব ভাল লাগত—সে ঠাট্টা করল, সেই ইতালিয় বেশ্যাটাকে আমার দিকে ঠেলে দিয়ে বলল—নাও। না বলতে সাহস হল না—মনের ভয় বুকে পুষে পেছন পেছন গেলাম। কি নোংরা আর কুৎসিৎ—ঠিক একটা মাদী শুয়োরের মতো। পাউডার আর রঙের তলে কি কদাকার মুখ, কি রুক্ষ আর অভব্য ব্যবহার! দেহটা যেন একতাল মাংস—পা দুটো বেঁটে মোটা। 'অমন হাঁ করে কি দেখছ? তাড়াতাড়ি গা গতর নড়াও খোকা।' খোকা! ষোল বছর বয়স তখন আমার, নেপল্‌সের এই মোটা বেশ্যাটা আমাকে বলে খোকা! খোকা সেদিন পৌরুষের পরীক্ষা দিল। খোকা নয় বোকা। কি বোকামী করেছি সেদিন। জ্যাক ঠাট্টা করবে সেই লজ্জাটাই সব থেকে সেদিন বড় হল। তাকে অনায়াসে মিছে কথা বলতে পারতাম কিন্তু মনে হল তাহলে ওই ছুঁড়িটাকে অপমান করা হবে। সত্যি, সেদিন ওই কথাটাই অনেকবার মনে হয়েছিল। হস্টেলে ফিরে এলাম, অপেক্ষা করে থাকলাম সকলে ঘুমিয়ে যাওয়া পর্যন্ত। তারপর কাঁদলাম—প্রাণ খুলে কাঁদলাম। মায়ের কথা মনে পড়ল—মনে হল আমি ওঁকে অশুচি করেছি—নিজেকে কলুষিত করেছি চিরকালের জন্য।......

[অত্যন্ত তিক্তভাবে নিজেকে বিদ্রূপ করে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। অত্যন্ত অধৈর্য মনে।]

কেন বারবার ওই কথাগুলো মনে পড়ে? কোন প্রয়োজন নাই ওই স্মৃতির। আমার সেই অভিজ্ঞতা

একেবারে সাধারণ ঘটনা। ওই বয়সের সব ছেলেই অমন বোকামী করে থাকে·····'

[দরজার বাইরে কার পায়ের শব্দ পেয়ে ঘুরে দাঁড়ায়। অধ্যাপক লীডস্ আসেন। তাঁর চিন্তান্বিত মুখ খুশি আর আশ্বস্ততায় ক্রমে ভরে ওঠে। অধ্যাপক লীডস্ —রোগা ছোট্ট মানুষ, বয়স পঞ্চান্ন, চুল পাকতে শুরু করেছে—মাথার ঠিক মাঝখানে বেশ টাক পড়েছে। তাঁর মুখ দেখলেই বুঝতে পারা যায় যে লেখাপড়া নিয়েই তাঁর জীবনটা কেটেছে। চোখদুটি বুদ্ধিদীপ্ত—হাসিতে শ্লেষের ভাব কখন কখন বোঝা যায়। তাঁর চরিত্রটা ভীরু—তাই ক্লাসের ছাত্র পড়াবার সময়কার অধ্যাপকী চলনটাকেই সব সময়ে ব্যবহার করে পৃথিবীর নানা ঝামেলা থেকে আত্মরক্ষা করেন। ছোট সহরে বসবাসের সঙ্গে যে প্রাদেশিকতা জড়ান আছে তাও তাঁর আত্মরক্ষার কাজে সাহায্য করে। যদিও গ্রীস ও রোমের চালচলন রীতিনীতি সম্বন্ধে উনি অত্যন্ত উদারমতাবলম্বী। তাদের শিক্ষা সংস্কৃতির বিষয়ে তাঁর মতাগত কেবল প্রগতিশীল নয় বিশেষভাবে চরমপন্থী। বলাবাহুল্য, ক্লাসের বাইরে তাঁর গুরুমশাই সাজাটা সহজ হয় না—তাই তাঁর চালচলনে সর্বদা একটা কৃত্রিমতা থেকে যায়। এ বিষয়ে অধ্যাপক নিজেও সচেতন—সেজন্য তাঁর দ্বিধাগ্রস্ত ভাবটা সব কাজেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মার্সডেনের কাছে ওঁর এই দ্বিধা নাই, কারণ মার্সডেন প্রথমতঃ ওঁর ছাত্র তার ওপর দীর্ঘদিন ওঁর পরিচিত। মার্সডেনের সঙ্গে তাই ওঁর ব্যবহার স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল।]

মার্সডেন : (অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে হাত বাড়িয়ে দেয়) অধ্যাপক, আমি ফিরে এসেছি।

লীডস্ঃ (করমর্দন করতে করতে—অন্য হাতে পিঠে চাপড় মারতে থাকেন। ওকে দেখে ওঁর স্নেহশীল মন অত্যন্ত আনন্দিত।) —তোমাকে দেখে খুব খুশি হলাম চার্লি। একটু আশ্চর্যও হয়েছি অস্বীকার করব না। তুমি যে এত তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে ভাবিনি।

[তাঁর চেয়ারে বসেন। মার্সডেন দোলনা চেয়ারে বসেন। অধ্যাপক অন্যদিকে তাকান এক মুহূর্ত। তাঁর মুখে স্বস্তি। স্বার্থপর চিন্তা আসে মনে।]

(ভাবেন) 'ওর ফিরে আসাতে ভালই হল···নীনার ওপর ওর কিছু প্রভাব আছে। ও থাকলে নীনা বেশ শান্ত থাকে।'

মার্সডেনঃ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি যে এত তাড়াতাড়ি ফিরে আসব। জানেন, এবারকার যুদ্ধে ইউরোপ একেবারে মরে গেছে—এ কথাটা ওরা স্বীকার করতে ভয় পায়।

লীডস্ঃ (তাঁর মুখ মেঘে ঢাকে) ঠিক বলেছ। যুদ্ধের পর ওখানকার সব কিছু বদলে গেছে সেটা তুমি নিশ্চয় লক্ষ্য করেছ।

[ক্ষুণ্ণ মনে চিন্তামগ্ন হলেন]

'গত যুদ্ধ·········গর্ডন·········'

মার্সডেনঃ ইউরোপ একেবারে গোল্লায় গেছে। (অদ্ভুতভাবে হাসে) আমি একেবারেই পছন্দ করতে পারিনি। আমাদের দেশ অনেক ভাল। (ভুরু কোঁচকায়) যাঁরা বংশপরম্পরায় ওখানে অধিকার ফলিয়ে এসেছেন তাঁরা তো এর মধ্যেই কাঁদুনি গাইতে শুরু করেছেন। লক্ষ লক্ষ লোক বিশ্বাস করে যে ইউরোপ একেবারে মরে গেছে। (সোজাসুজি বলে) আমি ওখানে অহেতুক সময়

নষ্ট করলাম, একলাইনও লিখতে পারিনি। (মৃদু কণ্ঠে) কিন্তু নীনা কোথায়? তার সঙ্গে দেখা হওয়া দরকার।

লীডস্‌ঃ এখুনি আসবে। ও বলল, কি একটা কথা ভাবছে—ভাবনা শেষ হলেই আসবে। নীনা অনেক বদলে গেছে হে চার্লি, প্রচুর বদলে গেছে। (দীর্ঘশ্বাস ফেলে অপরাধী মনে চিন্তা করেন।)

'প্রাতরাশের টেবিলে বসে প্রথমেই সে বলল—আমি গর্ডনের স্বপ্ন দেখেছি। মনে হল যেন আমাকে ঠাট্টা করার জন্যেই অমন করে বলল। কি অদ্ভুত!……ওর চোখ দুটো আমার দিকে তাকিয়ে থেকে যেন জ্বলে উঠল!'

(যেন হঠাৎ বলে ফেলেন) নীনা আজকে গর্ডনকে স্বপ্নে দেখেছে।

মার্সডেনঃ (আশ্চর্য হয়, একটু আনন্দ পায়) তাহলে আর কি করে বলছেন বদলে গেছে। আপনার কি মনে হয়?

লীডস্‌ঃ (ভেবে চলেন মার্সডেনের কথা না শুনে)

'আমাকে সব সময় মনে রাখতে হবে যে নীনা অসুস্থ…'

মার্সডেনঃ (ভাবে) 'যেদিন সকালে গর্ডনের মরে যাবার খবর এল—নীনার মুখটা কেমন ছাইরঙা হয়ে গেল…সব সৌন্দর্য যেন মন্ত্রবলে উড়ে গেল। কোন মুখই প্রচণ্ড দুঃখ সহ্য করতে পারে না। ধীরে ধীরে দুঃখ যখন ব্যথায় প্রকাশ পায়, তখন…'

বদলে গেছে কেন বলছেন অধ্যাপক? আমি যখন বিদেশযাত্রা করলাম তখন তো দুঃখটাকে স্বীকার করে নিয়ে ও বেশ শান্ত হয়েছে।

লীডস্‌ঃ (ধীরে ধীরে সাবধানে বলেন) হ্যাঁ, সেবার গ্রীষ্মে নীনা অবশ্য খুব গল্‌ফ আর টেনিস খেলেছে—বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে

মটরে করে খুব ঘুরেও বেড়িয়েছে। এমন কি প্রায়ই নাচতে টাচতেও গিয়েছে। কিন্তু……এখন খিদেটা খুব বেড়েছে।

(ভয় পেয়ে ভাবেন) 'প্রাতরাশ…গর্ডনের স্বপ্ন…নীনার চোখে কি ঘৃণা।'

মার্সডেন: আমার তো শুনে ভালই লাগছে। আপনার মনে আছে কিনা জানি না। আমি যখন গেলাম তখন ও কারু সঙ্গে দেখা করত না, কোথাও যেত না। (গভীর সমবেদনায় ভাবেন)

'কেবল এ ঘরে ও ঘরে ঘুরে বেড়াত! রোগা দেহ, ফ্যাকাশে মুখ। মনে হত ওর মনটাই হারিয়ে গেছে—পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। ওব ভ্রষ্টপ্রেম চোখের দিকে তাকান যেত না।…'

লীডস্: এখন সে সবের ঠিক উল্টো ঘটনা ঘটছে। এখন সকলের সঙ্গে মেশে—হাসে, উত্যক্ত করে, ফাজলামি করে, যেন একজনার সঙ্গে অন্যের প্রভেদ নাই। মনে হয় ওর মনটা এখন আর তফাৎ করতে পারে না বা চায় না। যা বল। চার্লি, কি বলব তোমায়, এখন নীনা ক্রমাগত কথা বলে—ইচ্ছা করে বাজে কথা বলে—কোন শক্ত বা কাজের কথা শোনে না। সব কিছুই ওর কাছে এখন ঠাট্টা বিদ্রূপের জিনিষ।

মার্সডেন: (সান্ত্বনা দেয়) আপনি ভাববেন না। সবই ও করছে পুরাণ দিনগুলোকে ভোলবার জন্যে।

লীডস্: (ভুলো মনে) তাই বোধহয় হবে। (তারপর মনে মনে যেন নিজের সঙ্গেই তর্ক কবেন)

'ওকে বলব?…না থাক। কথাগুলো বোকার মত শোনাবে। কিন্তু কাউকে না বলে আমি থাকি কি করে? আমি যে একেবারে একা। তবু যদি নীনার মা বেঁচে

থাকত। কিন্তু···ওঁর মৃত্যুতে দুঃখ পাইনি।···স্ত্রীর হাত থেকে ছাড়া পেয়ে যেন বেঁচেছি। কিন্তু এখন মনে হয় কেউ যদি সাহায্য করত···এখন আমার সাহায্যের দরকার।···ভেবে কি হবে···ও মরে গেছে।'

মার্সডেন: (অধ্যাপককে লক্ষ্য করে। স্নেহের প্রসন্নতায় মন আপ্লুত হয়। ভাবে)

'এই ছোট্টখাট্ট লোকটা বড় ভাল। মনে হচ্ছে ওর মনটা বিক্ষুব্ধ। সব সময় কোন না কোন ভাবনা ওঁর মনে থাকে।···নীনাকে বোধহয় সর্বদা বিরক্ত করেন।······'

(আশ্বাস দিয়ে বলে) গর্ডনের যে রকম দুর্ঘটনায় মরণ হয়েছে, কোন মেয়ের পক্ষেই ওকে চট করে ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়। ওই রকম মৃত্যু মনে বড় আঘাত দিয়ে যায়।

লীডস্: (রেগে যান) হ্যাঁ হ্যাঁ তা আমি বুঝি। (চটে গিয়ে ভাবেন)

'সর্বদা গর্ডন—খালি গর্ডন—সবাই খালি ওই এক কথাই জানে।'

মার্সডেন: ও ভাল কথা, সেডান বলে জায়গাটা যেখানে গর্ডনের এরোপ্লেন ভেঙে পড়েছিল আমি দেখে এসেছি। নীনা আমাকে দেখে আসতে বলেছিল—আপনি তো জানেন।

লীডস্: (রাগটা প্রকাশ করে ফেলেন) তুমি কি পাগল হয়েছ? ওকে আর ও সব কথা মনে করিয়ে দিও না। ভুলতে যখন চাইছে ওকে ভুলতে দাও—তাহলে যদি আবার সুস্থ হতে পারে। তুমি তো বোঝ চার্লি, জীবনটা বেঁচে থাকবার জন্যে—নীনা চিরকাল একটা মড়াকে মনে বেঁধে জীবন কাটাতে পারবে না। (রাগটা সামলাতে চেষ্টা করেন—কণ্ঠস্বরে নির্ব্যক্তিক ভাব) তুমি বোধ হয়

বুঝতে পারছ যে সমস্ত ঘটনাটাকে আমি কোন ভাবপ্রবণতা না করে পরিষ্কার চোখে দেখতে চাই। তোমার বোধহয় মনে আছে যে গর্ডনের মৃত্যুতে আমিও খুব মুষড়ে পড়েছিলাম। তুমি এ কথাও নিশ্চয় ভুলে যাওনি যে প্রথমে ওদের বিয়েতে আপত্তি করলেও শেষ পর্যন্ত নীনার গর্ডনকে ভালবাসা আমি মেনে নিয়েছিলাম। অবশ্য প্রথমে আপত্তি করবারও যথেষ্ট কারণ ছিল। গর্ডন দেখতে সুন্দর ছিল, খেলাধুলোতেও অত্যন্ত সুনাম করেছিল বটে কিন্তু সে ছিল চালচুলোহীন সাধারণ ঘরের ছেলে—না ছিল তার বংশ পরিচয়, না ছিল অর্থের স্বাচ্ছল্য। কাজেই চাকরি করে বা কাজ করে বড় হওয়া ছাড়া তার সামনে আর কোন পথ খোলা ছিল না।

মার্সডেন: (যেন গর্ডনকে সমর্থন করে) তবে যে পথ গর্ডন বেছে নিয়েছিল তাতে ওর সাংঘাতিক উন্নতি হতে পারত। ওর ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল ছিল।

লীডস্: (অধৈর্য হন) হয়তো পারত, জোর করে বলা যায় না। তবে একথা তোমাকে স্বীকার করতে হবে চার্লি যে কলেজের মাঠে যাদের নামডাক হয়, ভবিষ্যৎ জীবনে তাদের কথা কেউ শুনতেই পায় না। দুঃখের কথা কি জান—বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বিশ্রী ঘটনাগুলো প্রশ্রয় পায়। ছেলেগুলোকে নষ্ট করে দেয় একেবারে···

মার্সডেন: গর্ডন কিন্তু একেবারেই নষ্ট হয়নি—একথা আমায় বলতেই হবে!

লীডস্: (আবার উত্তপ্ত হন) আমাকে ভুল বুঝোনা চার্লি, গর্ডনের স্মৃতি, গর্ডনের ভূতের মত নীনার কাঁধে চেপে বসেছে। আমি এই ভূতটাকে ভয় করি, কেননা তার প্রভাবে নীনার আমার সঙ্গে ব্যবহার একেবারে পাল্টে গেছে।

[তাঁর মুখটা কুঁচকে ওঠে—মনে হয় এক্ষুনি কেঁদে ফেলবেন]

(ভাবেন) 'ওকে আমায় বলতেই হবে তাহলে বুঝতে পারবে যে নীনার ভাল হবে ভেবেই…আমি ঠিক কাজ করেছি…ওকে বোঝাতে হবে।'

(একটু দ্বিধা করে হঠাৎ বলে ফেলেন) তোমার শুনে হয়ত বিশ্বাস হবে না কিন্তু নীনা এখন আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করে যেন সে আমাকে ঘৃণা করে।

মার্সডেন : (হতচকিত ভাবে) না, না, এ হতেই পারে না।

লীডস্ : বিশ্বাস কর। আমি নিজেও এ কথা বিশ্বাস করতে চাইনি। মনকে কত বুঝিয়েছি—কিছুতেই মানতে চাই নি। কিন্তু এখন ওর হাবভাব এত পরিষ্কার হয়ে গেছে যে আমাকে ও কি চোখে দেখে তা বুঝতে আর সময় লাগে না।

[কণ্ঠস্বর শেষের দিকে কেঁপে যায়]

মার্সডেন : (বিচলিত হয়, প্রতিবাদ করে)—না, না, এ হতেই পারে না। আপনি মনগড়া একটা অশুভ কল্পনায় ঐ সব ভেবে দুঃখ পাচ্ছেন। নীনা ত চিরকালই আপনাকে ভক্তি করে—পুজো করে বললেও বেশি হবে না। এমন কি কারণ থাকতে পারে যে ও আপনাকে…… ?

লীডস্ : (তাড়াতাড়ি) ওর উত্তর আমার মনে হচ্ছে আমি জানি। আমাকে ঘৃণা করার কারণ একটা ঘটেছে। অবশ্য তার জন্যে নীনা কেন আমাকে দোষী করছে বুঝতে পারছি না—ওর ভাল হবে ভেবেই তো আমি—। তুমি সম্ভবত জাননা যে যুদ্ধে যাবার জন্যে জাহাজে চাপবার কয়েকদিন আগে গর্ডন নীনাকে বিয়ে করতে চায় আর নীনাও তাতে সম্মতি দেয়। ও এখন

যেভাবে কথা বলে—যেভাবে আমাকে অপমান করে তাতে মনে হয় সেদিন বিয়ে করার জন্যে ও ব্যগ্র হয়েছিল। যাক, আমি মনে করি যে সে সময় বিয়ে করাটা সম্পূর্ণ কাণ্ডজ্ঞানহীনতার লক্ষণ, এবং সে কথা গর্ডনকেও বুঝিয়ে বলি। তাকে বোঝাই যে এই সময় বিয়ে করাটা শুধু অনুচিত নয় তার পক্ষে অসম্মানজনক আর নীনার পক্ষেও ক্ষতিকর।

মার্সডেন : (আশ্চর্য হয়ে তাকায়) আপনি ঐ কথা গর্ডনকে বলেছিলেন ?

(মনে মনে ভাবে) 'খুব চতুরের মত কথা। গর্ডনের যে দুটো সব থেকে নরম জায়গা—ঔচিত্যবোধ আর সম্মান—সেইখানেই ঘা দিয়েছে।······কিন্তু কাজটা করতে তোমার সম্মান আর ঔচিত্যবোধে বাধল না ?'

লীডস্ : (কথার মধ্যে জোর ছিল) হ্যাঁ বললাম। যুক্তি দেখিয়েই বুঝিয়ে বললাম। তার যুদ্ধে মারা পড়বার সম্ভাবনা আছে। বিশেষ সম্ভাবনা বলতে পারি কারণ তাকে এরোপ্লেনে উড়ে যুদ্ধ করতে হবে। কথাটা অবশ্য আমি বলিনি কিন্তু গর্ডন বুঝেছিল। বেচারা ছেলেটার জন্যে সত্যি দুঃখ হয়। ও মরে গেলে নীনার কি অবস্থা হবে—বিধবা হবে—হয়তো একটা বাচ্চা নিয়ে বিধবা হবে—তারপর কোথায় যাবে—কি করবে ? ওর কোন আয় বা সম্পত্তি নাই যা থেকে ওদের খাওয়াপরা চলবে ? গভর্ণমেণ্টের পেন্সন অবশ্য পাবে কিন্তু তাতে কি সারাজীবন চলা সম্ভব ? অথচ নীনার সমস্ত জীবনটাই পড়ে থাকবে—ওর রূপ আর সৌন্দর্য চিরদিনের মত অকেজো হয়ে যাবে। অথচ বিয়ে না করে গেলে ওর ভবিষ্যৎ জীবনে সুখী হবার একটা সম্ভাবনা থাকবে। আমি গর্ডনকে স্পষ্ট বললাম যে অন্তত নীনার প্রতি

সুবিচার করবার জন্য ওর বিয়ে করে যুদ্ধে যাওয়া উচিত নয়। আমি অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে এ অশ্বাসও দিয়েছিলাম যে যুদ্ধ থেকে ফিরে কাজকর্মে প্রতিষ্ঠিত হয়ে তারপর নীনাকে বিয়ে করলে আমি সাদর সম্মতি দেব। আর সেটা উচিত ও সম্মানজনকও হবে। গর্ডন সব বুঝে আমার কথা মেনে নিয়েছিল।

মার্সডেন ঃ (ভাবে) 'সব কথা বুঝে! অন্যের সুখের কোন ব্যাপার হলে আমরা সবাই কুচক্রী।......হয় চুরি কর, নয়তো উপোস কর।' (একটু ঠাট্টার ঢঙে বলে) —তখন গর্ডন বুঝি নীনাকে গিয়ে বলল যে বিয়ে করে যুদ্ধে যাওয়া উচিত হবে না—একথা সে বুঝতে পারছে। আপনার কথায় বিয়ে ভেঙ্গে দিলে একথা সে নিশ্চয় নীনাকে বলেনি ?

লীডস্ ঃ না। আমি ওকে আমাদের আলোচনা সম্পূর্ণ গোপন রাখতে বলেছিলাম। আমি জানি আমার সম্মান ও নষ্ট করেনি।

মার্সডেন ঃ (বিদ্রূপের ভাব মনে) 'আবার সেই সম্মানের কথা!—বুড়ো শেয়াল পণ্ডিত এত সেয়ানা জানতাম না!...বেচারা গর্ডন!...বুঝেছি—এখন নীনা সন্দেহ করেছে... ?'

(হেসে বলে) নীনা বুঝি এখন বুঝতে পেরেছে যে আপনিই— ?

লীডস্ ঃ (চমকে ওঠেন) হ্যাঁ। ঠিক তাই ঘটেছে। কি এক অদ্ভুত উপায়ে ও বুঝতে পেরেছে। আমার সঙ্গে এখন ও এমন ব্যবহার করে যেন আমি ইচ্ছা করে ওর জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্যকে নষ্ট করে দিয়েছি। যেন গর্ডনের মৃত্যু আমি চেয়েছি—ওর মরণের খবর পেয়ে মনে মনে ভয়ানক খুশি হয়েছি। (ভাবাবেগে ওঁর কণ্ঠস্বর কাঁপতে থাকে) এই হল এই অদ্ভুত গণ্ডগোলের আসল কাহিনী। বুঝতে পারলে চার্লি।

[প্রথমে নিজেকে দোষী ভাবেন পরক্ষণেই মত পালটান]

'ও ঠিক বুঝবে!...আমার জঘন্য মনটার খোঁজ যদি পায়...? না, না।...আমি কেবল নীনার ভালর জন্যে ও কাজটা করেছি। তাতে স্বার্থপরতার লেশমাত্র ছিল না।'

মার্সডেন ঃ (আশ্চর্য হয়) নীনা আপনাকে ওর দুর্ভাগ্যের জন্যে দায়ী করেছে একথা বিশ্বাস করা কঠিন।

লীডস্ ঃ না না মুখে কিছু বলেনি। একটা কথাও না। কিন্তু হাবেভাবে চালচলনে ছোটখাট ব্যাপারে ও বুঝিয়ে দেয় যে ও আমাকে ঘৃণা করে। ও এ কথা পরিষ্কার জানে যে এমন কোন প্রমাণ নাই যা দিয়ে আমাকে অভিযুক্ত করা যায়। তাই সত্যে মিথ্যায় জড়িয়ে মনের এই বিশ্রী অবস্থার সৃষ্টি করেছে।

মার্সডেন ঃ (বিদ্রূপাত্মক ভাবে) 'সবাইকেই তাই করতে হয়...

তা না হলে মানুষ বাঁচবে কি করে?'

(সান্ত্বনার সুরে বলে) আমার মনে হচ্ছে যে সর্বদা আমাদের মনে রাখতে হবে যে নীনা অসুস্থ—ওর মনটা দুর্বল। কাজেই, ও কি দু'চারটা কথা বলল তাই নিয়ে ভেবে, তারপর তার সঙ্গে আমাদের নিজেদের অপরাধী মনের ভাবনাচিন্তা মিলিয়ে, আমরা যদি একটা অসম্ভব অবস্থার সৃষ্টি করি—তাতে সবারই ক্ষতি হবে। (বাইরে পায়ের শব্দ ওঠে) আসুন মনটাকে চাঙ্গা করুন—ওই বোধহয় নীনা আসছে।

[মার্সডেন উঠে দাঁড়ান। অধ্যাপকও তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে ওঠেন। তাঁর মুখের ভাবটা নিরপেক্ষ হয়ে যায়]

মার্সডেন ঃ (এবার নিজেকেই ঠাট্টা করে কিন্তু ভাবনাটা

চিন্তান্বিত) 'নীনার আসার খবরেই বুকের মধ্যে যেন হাতুড়ি পেটাতে শুরু করল। কতদিন পর ওকে দেখব! …ছি আমি বড় ছেলেমানুষী করছি। নীনা টের পেলে হেসে উঠবে। সেই আমার উচিত শাস্তি হবে। আমি এমন ভাব করছি যেন ওর প্রেমে পড়েছি। সেই ছোট্ট বেলা থেকে আমি ওর চার্লি ওকে ভালবাসি বটে—কিন্তু—দূর, যত বাজে ভাবনা।'

[নিজেকে উপহাস করে হাসে]

লীডস্ঃ (অত্যন্ত চিন্তিত) 'নীনা এসে একটা কাণ্ড না করলেই বাঁচি। আজ সকাল থেকেই ওর মনটা একেবারে চড়ে আছে। তবু ভাল চার্লি একেবারে বাড়ির লোকের মতো। কিন্তু আমি—আমি কি নিয়ে থাকি? কি বিশ্রী লাগছে। আর মাত্র কয়েক সপ্তাহ পরে কলেজ খুলবে, নতুন ক্লাশ শুরু হবে—আর আমি একফোঁটা পড়াশুনা করতে পারছি না। মনে হচ্ছে আমারও স্নায়ুমন সব দুর্বল হয়ে পড়েছে,—বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ডাকতে হবে। সব শেষ যে ডাক্তারটা এসেছিল সে খালি এক গাদা টাকাই নিল, নীনার এতটুকু উপকার করতে পারল না। ব্যাটাকে টাকা দেব না, ভাঁওতাবাজ। …তখন ও মোকদ্দমা করবে, লোক জানাজানি হবে—চাপা কেচ্ছা প্রচার হবে। না পয়সা দিতেই হবে। দরকার হলে ধার করেও দিতে হবে। ডাকাতটা আমায় কোণঠাসা করে ফেলেছে।'

[নীনা আসে। দরজার ঠিক ভেতর দিকে দাঁড়িয়ে দুজনকে লক্ষ্য করে। তারপর বাপের দিকে উদ্ধতভাবে তাকিয়ে থাকে। মুখের ভাবে কঠোরতা। নীনার বয়স

কুড়ি। বেশ লম্বা আর কাঁধটা খুব চওড়া। চমৎকার শক্ত কৃশ জানু আর সুন্দর লম্বা গড়নের পা-দেখলে সহজেই বোঝা যায় যে এ মেয়ে সাঁতার, টেনিস, গল্‌ফ্‌ প্রভৃতি খেলাধূলায় মেতে থাকতে ভালবাসে। তার রোদেপোড়া মুখটাকে খড়ের রংয়ের একগাদা চুল ঘিরে রেখেছে। মুখে তার সৌন্দর্যের থেকে লাবণ্যই বেশী। গালের হাড়গুলো স্পষ্ট উঁচু, চওড়া কপাল, শক্ত চোয়ালের ওপর ঠোঁটদুটো ভারী আর মুখটা বেশ বড়। চোখদুটো খুব বড়, ভাবময়। চোখের তারার রং সমুদ্রনীল। অপূর্ব সুন্দর চোখদুটো কিন্তু মনে হয় যেন দ্বিধায় দ্বন্দ্বে ভরে আছে। গর্ডনের মৃত্যুর পর থেকে চোখদুটো যেন অজানা ভয়ে, থেকে থেকে শিউরে ওঠে। মনে হয় গভীর ব্যথার আশঙ্কায় নিজেকে প্রস্তুত করছে তাই প্রতিবাদ আর প্রতিরোধ করার সংকল্প তার চোখে স্বচ্ছতা এনেছে। বাইরে খেলাধূলা করার যোগ্য স্বাস্থ্যপূর্ণ দেহের সঙ্গে তার চালচলন ব্যবহার যেন বেমানান। তার ব্যবহার দেখলেই মনে হয় সে যেন ভেতরে ভেতরে সর্বদা উত্তেজিত হয়ে আছে। তার মন যেন জ্বরগ্রস্ত, শঙ্কিত, ত্রস্ত। কঠিন আত্মসংযম তার স্নায়ুতন্ত্রীকে যেন শেষশক্তিতে টেনে রেখেছে। ফিটফাট আটপৌরে পোষাক তার পরনে। নিজের চিন্তায় এত বিভোর যে মার্সডেনকে দেখতে পর্যন্ত ভুল হয়ে গেল। তাপহীন সহজ কণ্ঠে সোজাসুজি বাপকে উদ্দেশ্য করে চাপা তীব্রতায় বলে]

নীনা : বাবা, আমি মনস্থির করে ফেলেছি।

লীডস্ : (অস্থির ভাবনা মনে। থতমত খেয়ে তাড়াতাড়ি উত্তর দেন) নীনা, তুমি চার্লিকে দেখতে পাওনি ?

মার্সডেন : (বিপদে পড়েন ভাবনা নিয়ে। পরক্ষণেই সে ভাব সামলে নেন। নিজের অস্বাচ্ছন্দ্য ঢাকা দিয়ে নীনার দিকে এগিয়ে

যান। অত্যন্ত স্নেহের সুরে তাঁর নিজস্ব আদরের নামে ডাকেন) কিগো নীনা, লক্ষ্মী নীনা। তুমি যেন আমাকে আমলই দিচ্ছ না, ব্যাপার কি ?

নীনা : (মার্সডেনের দিকে তাকায়। করমর্দনের জন্যে হাতটা এগিয়ে দেয়। অত্যন্ত শীতল, দূরাগত গলায়) এই যে চার্লি কেমন আছ ? (পরক্ষণেই বাপের দিকে ঘুরে বলে) বাবা, শুনছ ?

মার্সডেন : (নীনার বড় কাছে দাঁড়িয়ে কোনক্রমে দুঃখটাকে চাপা দেন—ভাবেন)

'বড় ব্যাথা লাগল।··· আমি ওর কাছে কিছুই নই।··· কিন্তু আমার দুঃখ পাওয়া উচিত নয়। আমার মনে রাখতে হবে যে মেয়েটা অসুস্থ—ওর মনটা অসুস্থ।'

লীডস্ : (মনে হতাশা নিয়ে ভাবেন)

'সেই দৃষ্টি—আবার সেই দৃষ্টি। চোখ দুটোয় ষোল আনা ঘৃণা।' (বোকার মত হেসে বলেন)

এ কি নীনা ছিঃ! তুমি অত্যন্ত অভদ্র হয়েছ। চার্লি কি দোষ করল ?

নীনা : (ভাবলেশহীন কণ্ঠেই বলে) কই না তো! দোষ করবে কেন ? (মার্সডেনের কাছে যায়, হেসে বলে) আমি কি খুব অভদ্রতা করেছি চার্লি ? কিছু মনে কোর না—ইচ্ছা করে করিনি। (গালে চুমু খায়) তুমি বাড়ী ফিরেছ দেখে খুব খুশী হয়েছি।

(ক্লান্তভাবে ভাবে) 'চার্লি !কি কোন দোষ করেছে ?··· না, ও কখন কোন দোষ করে না···কিছুই করে না। প্রচণ্ডগতি নদীতে উলঙ্গ সাঁতারুরা যদি ডুবে মরে, ঠাণ্ডায় জমে যায়, কিংবা আগুনে পুড়ে কেউ ছাই হয়ে যায়—তাহলেও ও কিছুই করবে না। নদীর ধারে ফিটফাট
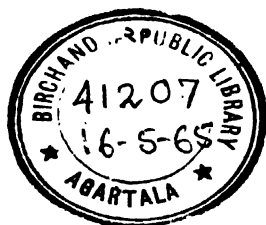
জামাকাপড় পরে, শান্ত সংযত হয়ে বসে বসে ও তাদের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দেখবে। ওর জামাকাপড়ের মতই ওর মনের ভাঁজ এতটুকু ওলটপালট হবে না।...'

মার্সডেন : (মনের দুঃখে ভাবেন—ব্যথা পান)

'কি ঠাণ্ডা ঠোঁট।...কি অবজ্ঞায় চুমু খেল। এই চার্লির জন্যে ও রেখেছে শুধু অবজ্ঞা।...'

(জোর করে খুশীর হাসি হাসে) অভদ্রতা। দূর ওসব বাজে কথা। (ঠাট্টা করে) আমি তো তোমাকে হামেশা মনে করিয়ে দি সেই ছোট্টবেলার গল্প। তোমার বয়স তখন একবছর। আমার দিকে অনেকক্ষণ সোজাসুজি একভাবে তাকিয়ে শেষে বললে—কুকুর। আমার সঙ্গে সেই তোমার প্রথম কথা। প্রথম আলাপেই যে অপমান করে, তার কোন কথায় আমি কি কিছু মনে করতে পারি?

নীনা : (ক্লান্ত ভাবনা) 'না এখান থেকে চলে যেতে হবে। বাচ্চা নীনার কথা ভেবে বাপের দল হাসাহাসি করে।... আমার লক্ষ্মী চার্লি কুকুর বড় প্রভুভক্ত। নিয়ে যায়, নিয়ে আসে। গভীর রাত্রে বই-এর মধ্যে থেকে আস্তে আস্তে ডাকে।...'

লীডস্ : (ব্যথার হাসিটাকে ঠোঁটের কোণে ধরে রাখতে চেষ্টা করেন) নীনা, তুমি যে রকম ব্যবহার করছ চার্লির সঙ্গে দেখলে লোকে মনে করবে যে কালকেও ওর সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে।

নীনা : (ধীরে ধীরে যেন আপন মনেই বলে) তা বলতে পার। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। ইউরোপ থেকে ফিরে আসাকে এখন আর কেউ অসম্ভব কীর্তি বলে মনে করে না।

মার্সডেন : (তিক্ত ভাবনায়) 'ঠাট্টা করছে। আমাকে

ঠাট্টা করছে। আমার দেহ অক্ষম—যুদ্ধ করতে যাইনি—বেঁচে আছি। গর্ডনের মত আগুনে পুড়ে মরিনি। আমার বেঁচে থাকাটা ও পছন্দ করতে পারছে না।... আমার কথা ভাবছে, মনে করছে কাগজের অফিসে বসে আমি খালি মিথ্যার চাষ কবেছি। আর্তনাদ, চীৎকার, এমন কি কামানের গোলার আওয়াজকেও প্রচারের বুকনি দিয়ে ঢেকে দিয়েছি। প্রচার যন্ত্রের বিকট অওয়াজে সমস্ত জগৎকে মিথ্যায় ভরিয়ে দিয়েছি।...একদল ভাড়াকরা বাজিয়েব মতো খালি মিথ্যাব ঢাক পিটিয়েছি প্রচণ্ড বিক্রমে।'

(ঠাট্টাতরল গলায় বলে) তুমি তো জান না নীনা, আমাদের কাজেও কি সাংঘাতিক বিপদের মুখে পড়তে হয়। যে খাবাব ওরা আমাদেব খাইয়েছে তা দেখলে তুমি আমাকে তাবিফ না করে থাকতে পাবতে না। তাও আবার গাড়ির মধ্যে।

[অধ্যাপক চেষ্টা করে হাসেন একটু]

নীনা : (শীতলভাবে) যাই হোক—এখন তো ফিরে এসেছ। তাহলেই হল। (হঠাৎ সত্যিকারের খুশীর হাসিতে তার মুখটা মিষ্টি হয়ে ওঠে) সত্যি বলছি চার্লি আমি খুব খুশী হয়েছি। তুমি এখানে এসেছ এতে কত খুশী হয়েছি তা তো তুমি বোঝ!

মার্সডেন : (খুশী হয়—একটু অস্বস্তিতে) আমিও তাই জানি নীনা।

নীনা : (স্থির সংকল্পে বাপকে বলে) তোমাকে যা বলতে এসেছিলাম—সেটা শেষ করি বাবা। আমি অনেক ভেবে স্থির বুঝেছি যে এখান থেকে চলে যেতে না পারলে আমি পাগল হয়ে যাব। তাই ঠিক করেছি যে আজ রাত্রে নটা চল্লিশের ট্রেনে এখান

থেকে চলে যাব। (মার্সডেনের দিকে ফিরে চটকরে হেসে বলে) চার্লি···আমার জিনিসপত্র কিন্তু তোমায় গুছিয়ে দিতে হবে।

(অবসন্ন স্বস্তিতে ভাবে) 'যাক বাঁচলাম···বলা হয়ে গেল। আমি চলে যাব···আর কখন ফিরে আসব না। উঃ! এই ঘরটা এত বিশ্রী লাগে!'

মার্সডেনঃ (ভয় পেয়ে ভাবেন) 'এ কি রকম কথা? চলে যাবে···কোথায়? কার কাছে?'

লীডস্ঃ (সন্ত্রস্ত হয়ে ভাবেন) 'চলে যাবে? আমার কাছে কখনো ফিরে আসবে না?···না!'

(প্রাণপণ চেষ্টায় মুখের ভাবটাকে যথাসম্ভব কঠোর করেন। ক্লাসের দুষ্টু ছাত্রীকে খুব গম্ভীর মুখে বকেন যেন) তোমার এই চলে যাবার ইচ্ছাটা যেন আচমকা স্থির হয়েছে মনে হচ্ছে। আগে তুমি কখনো বলনি যে তুমি এখান থেকে চলে যেতে চাও। বরঞ্চ তোমার হাবভাবে আমাদের মনে হয়েছে যে এখানে তুমি বেশ আনন্দে বাস করছ। অবশ্য ভবিষ্যতে তুমি কি করবে তা কখন জানাওনি সেইজন্যে আমি মনে করি যে—

মার্সডেনঃ (নীনার দিকে তাকায়। ভয় পেয়ে ভাবেন) 'চলে যাবে?···কার কাছে? (অধ্যাপকের দিকে তাকিয়ে করুণা হয়, যেন হঠাৎ শীত লাগে, ভাবেন) অধ্যাপক ভুল করছে। এখন আর অধ্যাপকী চাল চলবে না। ও নীনার কাছে ধরা পড়ে গেছে। নীনা ওর অন্তরের অন্তস্থল পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে। কি কঠিন দৃষ্টি! ভগবান, আমার যেন কখনও কোন সন্তান না হয়!···'

নীনাঃ (বিপর্যস্ত ক্ষোভে ভাবে) 'অধ্যাপক মরা ভাষার

অধ্যাপক জীবন্ত মানুষকে বুঝতে পারে না। মরে যাওয়া সভ্যতা নিয়ে যে মেতে থাকে সে জীবনের জানবে কি? আমি জন্ম থেকে এই অতীতের মধ্যে বাস করছি। অধ্যাপকের ছাত্রী হয়েছি, কন্যাছাত্রী নীনার দুই কান ঝালাপালা হয়ে গেছে মৃত যুগের কথা শুনতে শুনতে। তবু স্নেহের মনোযোগে ওই আত্মাহীন লোকটার বক্তব্য সহ্য করেছি, কারণ উনি আমার সংস্কৃতিবান পিতাঠাকুর। হয়তো অন্য সবার থেকে একটু বেশি কালা—তবুও বাপ তো বটে। বাপ? বাপ কাকে বলে?...'

লীডস্‌ঃ (ভয় পেয়ে ভাবেন) 'ওর সঙ্গে কথা বলতে হবে। কথা বলে, ওই মতলবটা ঘুচিয়ে দিতে হবে। ঠিক কথাটা মনে আসা চাই।...কি হবে? আমি জানি, আমার কোন কথা ও শুনবে না।... ওঃ গিন্নী, গিন্নী তুমি মরে গেলে কেন? তোমার কথা ও শুনত। তুমি বুঝতে কি বললে ওর যাওয়া বন্ধ হবে!...'

(অধ্যাপকের উন্নাসিক ঢঙে বলেন) আমি বিশ্বাস করি যে, কোন কিছু সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তে আসবার আগে, ভাল করে সব দিক ভেবে দেখতে হয়। নিজের মনটাকে যাচাই করে না নিলে শেষকালে অনুশোচনা আসতে পারে। নীনা, তুমি হয়ত বুঝতে পারছ না—কিংবা তোমার হয়ত জানা নেই যে তুমি কি ভয়ঙ্কর অসুস্থ! এই তো সেদিন মাত্র ছ'মাস আগেকার কথা, ডাক্তাররা তোমাকে দেখে বলে গেছেন যে সম্পূর্ণ সুস্থ হতে তোমার বহু বছর লাগবে। আমার কথা বিশ্বাস না হয় চার্লিকে জিজ্ঞাসা কর—ও তো সব কিছুই জানে। তবে হ্যাঁ একথা স্বীকার করব যে বাড়িতে বিশ্রাম করে, বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে খেলাধুলা করে আর

এই বাড়িটার আর আমার দৈনন্দিন দেখাশুনা করে তুমি খুব তাড়াতাড়ি সেরে উঠেছ। (একটু হাসার চেষ্টা করেন) কিন্তু তাই বলে একথা তো জোর করে কেউ বলতে পারি না যে তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ। এটা হল তোমার স্বাস্থ্যকে ভাল করে গড়ে তোলবার সময় এবং আমি বিশ্বাস করি যে এই দারুণ গ্রীষ্মের মধ্যে তোমার বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার ইচ্ছেটা নেহাতই বোকামী।

নীনা ঃ (ভাবে) 'খালি কথা আর কথা। ভিখারীর বাজনার মতই এক ঘেয়ে আর বৈচিত্র্যহীন। যেন আমৃত্যু বিরক্তি জাগাবে। ওর আত্মা পুড়ে শেষ হয়ে গেছে, পড়ে আছে শুধু ছাই।...(ব্যথা পায়) ছাই! ওঃ গর্ডন! ছাই! প্রিয়তম, সেদিন তোমার ঠোঁট ছিল আমার ঠোঁটে, তোমার শক্ত হাত আমায় জড়িয়ে ধরেছিল, খুশীতে, আনন্দে, তোমার বীরত্বময় উদার মনের মহত্ব আমাকে ঘিরে রেখেছিল।...উঃ কাদায় ছাই মিশে গেল! কাদা আর ছাই!...ব্যস আব কিছু না। চলে গেছে। চিরকালের মত আমার কাছ থেকে চলে গেছে।'

লীডস্ ঃ (রেগে গিয়ে ভাবেন) 'চোখ দুটো কি রকম হয়ে গেল।...ও দৃষ্টি আমি চিনি। ভালবাসায় কোমল হয়ে গেছে ওর চাউনি। আমার জন্যে নয়, গর্ডনের কথা মনে করে ওর মন ভালবাসায় ভরে গেছে। জাহান্নমে যাক গর্ডন। ও মরেছে তাতে আমি খুশী হয়েছি।...'

(গলায় কোমলতা এনে বলেন) আর মাত্র দু ঘণ্টার মধ্যে সব কিছু ফেলে রেখে তুমি চলে যাবে—এ যে অসম্ভব। যেন.........। (খুব চিন্তা করে বলেন) না নীনা এতে আমি রাজী হতে পারি না। তুমি জান যে তোমার ভালর জন্যে আমি অনেক কিছু সহ্য করতে

পারি, কোন কিছু তোমাকে অদেয় নাই। কিন্তু না—এ ব্যাপারটায় আমার মত নেই। তুমিও সমস্ত জিনিসটা ভাল করে ভেবে দেখনি।

নীনা ঃ (ব্যথাতুর হয়ে ভাবে) 'গর্ডন, আমাকে এমন কোথাও চলে যেতে হবে, যেখানে বসে আমি চুপচাপ নিশ্চিন্ত মনে তোমার কথা ভাবতে পারি।'

(বাপের দিকে ফিরে কণ্ঠস্বরকে সংযত রাখতে চেষ্টা করে—তা সত্ত্বেও চাপা রাগে কণ্ঠস্বর কেঁপে ওঠে। অত্যন্ত ঠাণ্ডা বরফের ছুরির মতো স্বর) শুধু শুধু কথা বাড়িয়ে কোন লাভ নেই বাবা। সবকিছু ভাল করে ভেবে দেখেছি। আমাকে এখান থেকে চলে যেতেই হবে।

লীডস্ ঃ (ভদ্রভাবে কঠোর) কিন্তু আমিও তো বারবার বলছি, তা অসম্ভব! টাকাপয়সার কথা আমি তুলতে চাই না—কিন্তু এ কথা বলাই ভাল যে দু' জায়গার খরচ চালান আমার পক্ষে কঠিন। তুমি যে চলে যেতে চাইছ—কিভাবে চলবে তোমার? দু' বছরের বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতা তোমাকে কোন চাকরিই জুটিয়ে দিতে পারবে না। তাও যদি তোমার স্বাস্থ্য সম্পূর্ণ সুস্থ থাকত—স্নায়বিক বিকারে যদি তোমার দেহমন এত দুর্বল হয়ে না থাকত—হয়ত আশা ছিল। কিন্তু এখন যে তোমাকে দেখবে সেই বলবে যে মানসিক অবসাদে তুমি অবসন্ন। কাজের অযোগ্য। বরং আগে বিজ্ঞান পড়া শেষ করে ডিগ্রীটা নাও তখন না হয়—

(হতাশায় ভাবেন) 'কোন ফল হল না।...ও আমার কোন কথা শুনছে না—কেবল গর্ডনের কথা ভাবছে। ও অবাধ্য হবে—ও চলে যাবে।'

নীনা ঃ (হতাশায় ভাবে) 'ওর কোন কথায় কিছু মনে করলে চলবে না।...চুপ করে থাকতে হবে। আমার সংযমের

লাগাম আলগা হলেই সব ওকে বলে ফেলব। আমি ওকে কিছু বলতে চাই না। যাই ঘটুক ও আমার বাবা।...'

(অত্যন্ত হিসাব করে মাপমত আলোচনায় ছেদ টানে) আমি এর মধ্যে ছ'মাস নার্সের শিক্ষা নিয়েছি। যুদ্ধে আহত পঙ্গু সৈন্যদের হাসপাতালে গর্ডনের বন্ধু, আমার পরিচিত একজন ডাক্তার আছেন। তাঁকে আমি চিঠি লিখেছিলাম। তিনি জানিয়েছেন যে সানন্দে তিনি আমার ট্রেনিং-এর সব ব্যবস্থা করে দেবেন। ওখানে পড়াটা শেষ করে ফেলব।

লীডস্‌ঃ (ভয়ানক চটে গিয়ে ভাবেন) 'গর্ডনের বন্ধু! উঃ আবার গর্ডন!'

(কঠিন কণ্ঠে) তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না। তুমি কি বলতে চাও যে শরীরের এই অবস্থায় তুমি সৈনিকদের হাসপাতালে নার্স হবে? তুমি সত্যি এমন অসম্ভব কথা ভাব? তুমি কি পাগল?

মার্সডেনঃ (তাঁর মনটায় যেন বিদ্রোহ করে ওঠে। ভাবেন) 'ঠিক বলেছ অধ্যাপক। সেই লোকগুলো তাদের বিছানায় শুয়ে থাকবে...আর এমন সুন্দর মেয়ে...। না না এটা অত্যন্ত অশোভন ব্যাপার হবে।'

(বিশ্বাস জাগান নিরপেক্ষ গলায় বলেন) কথাটা বেবাক ঠিক। সত্যি কথা বলতে কি এই শান্তির সময়ে তোমাকে ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলের সাজে মোটেই মানাবে না, নীনা।

নীনাঃ (প্রাণপণ চেষ্টায় মেজাজ ঠাণ্ডা রাখে। মার্সডেনের কথা কানে তোলে না) তাহলেই বুঝতে পারছ বাবা, যে আমি সব কিছুই আগে থেকে ভেবে রেখেছি—আমার জন্যে চিন্তা করবার কোন কারণ নাই। তাছাড়া কি করে তোমার দেখাশোনা করতে

হবে তাও মেরীকে শিখিয়ে দিয়েছি। আমাকে তোমার কোনদিনই আর দরকার হবে না। তোমার দিন আগের মতোই যেন কিচ্ছু ঘটেনি এমন ভাবেই কাটবে। আর সত্যি নতুন কিছু ঘটেনি বা ঘটবে না আজকে। যা ঘটবার তা অনেকদিন আগেই ঘটেছে। অনেক আগে ঘটে গেছে আমাদের জীবনে।

লীডস্ঃ দেখ, যেভাবে তুমি আমার সঙ্গে কথা বলছ, যে বিশ্রী ঢঙে ওই কথাগুলো তোমার মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে—তাতে সবাই বুঝতে পারে যে তুমি কতো অসুস্থ। তোমাতে তুমি নেই।

নীনাঃ (তার চিন্তার প্রকাশ হওয়ায় কণ্ঠস্বরে অদ্ভুত ভাবের ছোঁয়া লাগে) ঠিক বলেছ বাবা, আমি এখনও 'আমি' হতে পরিনি। কিন্তু চিন্তা কোর না—এবার থেকে যাতে নিজেকে চিনতে পারি সেই চেষ্টাই কেবল করে চলব। যে কাজ শুরু হয়ে গেছে—সেটা আমায় শেষ করতেই হবে।

লীডস্ঃ (খুব রেগে অর্থপূর্ণভাবে মার্সডেনকে বলেন) দেখছ, চার্লি। মেয়েটা এখনও কি সাংঘাতিক অসুস্থ!

নীনাঃ (ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ অনাত্মীয়ার মতো বলে) আমি অসুস্থ নই—ভয়ানক সুস্থ। তাই যারা অসুস্থ, যাদের সেবার প্রয়োজন তাদের কাজে লাগতে চাই। আমার স্বাস্থ্য দিয়ে যদি তাদের উপকার না করি—নিজেকে কখনই সুস্থ মনে করতে পারব না। (হঠাৎ প্রচণ্ড জোরের সঙ্গে বলে) গর্ডনের সঙ্গে যে বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছি কাপুরুষের মতো, তার দাম আমাকে দিতেই হবে। তোমার অন্তত একথা বোঝা উচিত বাবা—কেননা তুমিই তাকে—

[কথাটা সামলে নিয়ে চুপ করে যায়। ঢোক গেলে। বিষণ্ণমনে ভাবে]

'আমি প্রায় বলে ফেলেছিলাম।…না বলা উচিত নয়। যাই হোক উনি আমার বাবা।…

লীডস্ ঃ (মনের মধ্যে অপরাধভাবটা অনুভব করে ভয় পান। তবু জোরের সঙ্গে বলেন) কি বলছ আবোলতাবোল। আমার দৃঢ় ধারণা তুমি কি বলছ তা তুমি নিজেই জান না—তাই বুঝতে পারছ না যে কথাগুলো কি রকম দায়িত্বজ্ঞানহীন।

নীনা ঃ (জোর দিয়ে বলে) আমাকে দাম দিতে হবে। সেটাই আমার প্রধান কর্তব্য। গর্ডন মরে গেছে আমার জীবনের এখন আর মূল্য কি? তাই আমাকে জীবনটা বিলিয়ে দিতে হবে, কাজে লাগাতে হবে। (প্রচণ্ড শক্তিতে বলে) আমায় শিখতে হবে কি করে নিজেকে বিলিয়ে দিতে হয়। শুনতে পাচ্ছ কি বললাম, নিজেকে দিয়ে দিয়ে এমন অভ্যাস করতে হবে যেন একদিন কোন একজনের সুখের জন্যে নিজেকে একেবারে উৎসর্গ করে দিতে পারি। এই দানে কোন দ্বিধা থাকবে না, ভয় থাকবে না, আনন্দ থাকবে না। শুধু তার আনন্দ আমার আনন্দ হবে। এইভাবে যেদিন নিজেকে দিয়ে দিতে পারব সেদিন নিজেকে খুঁজে পাব। সেদিন জানতে পারব, বুঝতে শিখব—কেমন করে নিজের জীবনকে ভোগ করতে হয়। (প্রচণ্ড অস্থিরতায় অনুনয় করে) তোমরা কেন বুঝতে পারছ না? অতি সাধারণ ভদ্রতা আর আত্মসম্মানের নিয়মে এই হল গর্ডনের কাছে আমার ঋণ!

লীডস্ ঃ (তীক্ষ্নভাবে) না, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, আর আমার বিশ্বাস কেউই পারবে না।

(বন্য ভাবনা ; গর্ডন নরকে যাক—কামনা করি।'

মার্সডেন ঃ (ভাবে) 'নিজেকে দিয়ে দেবে মানে? নিজের দেহটাকে বিলিয়ে দিতে চায় কি? ওর ওই সুন্দর

দেহটা…কতকগুলো পঙ্গু লোককে দিয়ে দেবে। তাও আবার গর্ডনের জন্যে! চুলোয় যাক গর্ডন!'

(শান্তভাবে বলেন) আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না নীনা। গর্ডনের কাছে তোমার আবার ঋণ কিসের?

লীডস্ঃ (অত্যন্ত তিক্তভাবে) সত্যি এটা অত্যন্ত অসম্ভব কথা। গর্ডন কখনও তোমার ভালবাসা পাবার যোগ্য ছিল না—তুমি তাকে ভালবেসে যে সম্মান দিয়েছ তাও সে আশা করতে পারত না—এই আমার মত!

নীনাঃ (আত্মক্ষোভ প্রচণ্ড) দিয়েছি? কি দিয়েছি আমি তাকে? কিছু দিইনি—দিতে পারিনি। জাহাজে করে চলে যাবার আগের রাত্রে আমার অন্তরাত্মা বারবার আমায় মনে করিয়ে দিচ্ছিল—এই আমার শেষরাত্রি, গর্ডনের সঙ্গে শেষ রাত্রি। আমি বুঝতে পেরেছিলাম ও মরে যাবে, আর কখনও আমার কাছে ফিরে আসবে না। সারারাত্রি ধরে ওর আলিঙ্গনে দেহ ব্যথিত হয়েছে—ওর চুম্বনে ঠোঁট অসাড় হয়ে গেছে—তবুতো দিতে পারিনি আমার শ্রেষ্ঠ সম্পদ, আমার নারীত্ব। ও আমাকে আর কখনও চুমু খাবে না, কখনও জড়িয়ে ধরবে না জেনেও—কাপুরুষের মত আমার মন ওর সঙ্গে মিথ্যাচার করেছে। ও বিয়ে করতে ফিরে আসবে না বুঝেও আমি ওর সন্তান ধারণ করিনি—যদি করতাম তাহলে হয়তো আমার জীবন আজ এত অসার হয়ে যেত না। গর্ডনের নীল চোখ মেলে গর্ডনের ছেলে আমায় সান্ত্বনা দিত।…কিন্তু তা হয়নি—গর্ডনকে কখনও এই দেহটা দিতে পারিনি। (আরো তীক্ষ্ণভাবে বলে) গর্ডন কখনও আমায় পায়নি। তাই আমি আজও সেই কুমারীত্বের বোকা খাঁচায় ছটফট করছি—আর গর্ডন হয়ে গেছে একতাল ছাই আর কাদা।…আজ আমার মনের কোথাও এতটুকু

সুখ নেই। আমি কি বুঝিনি ভাবছ? সেই শেষ রাত্রে গর্ডনের দেহও উন্মুখ হয়ে ছিল—কিন্তু মাথার মধ্যে কে ঢুকিয়েছিল বুদ্ধির পোকা, শিখিয়েছিল তার ভাবী বউকে সম্মান করার কিংপুরুষ মন্ত্র—বারবার তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে বিয়ের অনুষ্ঠানের আগে সংযমের নীতিবোধ।

[ঠাট্টা করে হেসে ওঠে]

লীডস্ ঃ (তড়িতাহত) নীনা, সত্যি এবার অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করছ।

মার্সডেন ঃ (দুঃখিত হলেও উন্নাসিক সম্পর্কের সুযোগ নিয়ে বলেন) ছি ছি নীনা—এ সব কি কথা। কোন বই পড়ে এই বিশ্রী কথাগুলো শিখেছ বল দেখি। এগুলো তোমার নিজস্ব চিন্তা মনে হয় না।

নীনা ঃ (তার দিকে তাকায় না—বাপকে সোজা সম্বোধন করে) গর্ডন আমায় চেয়েছিল। আমি গর্ডনকে চেয়েছিলাম। আমার উচিত ছিল তার কাছে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া। সেদিন যে আনন্দ হাতছানি দিয়ে ডেকেছিল তাকে আমি স্বীকার করতে পারলাম না, গর্ডন মরবে জেনেও অপেক্ষা করলাম। তাই আজ জীবনটা শূন্যতায় ভরে গেছে—বড় গর্ডন, ছোট গর্ডন কিছুই নেই আমার—শুধু সেদিনের বোকামীর জন্যে। সেদিনের অকীর্তির জন্যে আজ আমার সমস্ত জীবনটা এমন মরুভূমির মত অনুর্বর হয়ে গেছে। একমাত্র বিতৃষ্ণা ছাড়া আর কিছু আমার মধ্যে জন্মাবে না। (এই শেষ কথাগুলো যেন বাপকে ছুঁড়ে মারে) কেন এমন হয়েছে জান? কেন আমি গর্ডনের কাছে আত্মসমর্পণ করিনি বলতে পার? কারণ আমার কাপুরুষ মনটা সর্বক্ষণ বলছে—ছি ছি তোমার বাবা শুনলে কিবলবে!

লীডস্ঃ (প্রচণ্ড রাগে ভাবেন) 'ছিঃ একেবারে জানোয়ারের মত।...আমার মেয়ে। আমার তো কখন ওই স্বভাব ছিল না।...তবে? ওর মা কি ওই রকম ছিল?...'

(উদাসভাবে বলেন) নীনা এই সব কথা আমার শোনাও উচিত নয়।

নীনাঃ (বন্যভাবে) আমি এখন বুঝতে পেরেছি বাবা, ঠিক এমনি করেই তুমি গর্ডনকে বলেছ। বলেছ—অপেক্ষা কর। যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর। তারপর একটা ভাল চাকরি জোগাড় করে এসে নীনাকে বিয়ে কোর।

লীডস্ঃ (ভয়ে দুঃখে কুঁকড়ে যান) নীনা! আমি!

মার্সডেনঃ (কাছে গিয়ে তাড়াতাড়ি বলেন) ওর সমস্ত কথাই ছেলেমানুষী আপনি কিছু মনে করবেন না।

(ভয় পেয়ে ভাবে) 'নীনা পালটে গেছে। ওর সমস্ত অঙ্গে কামনা। স্বপ্নেও ভাবিনি যে ওর দেহে এত কাম।...এখানে আজকে না এলেই বেশ হত—এ সবের মধ্যে জড়িয়ে পড়তে চাই না।'

নীনাঃ (অত্যন্ত ধীরে শান্তভাবে বলে) বাবা, আর মিথ্যা বোলনা। আজ সমস্ত প্রশ্নের সমাধান করব বলে আমি তৈরী হয়েছি। এখন আমি বুঝতে পেরেছি যে যুদ্ধে যাবার আগে কেন গর্ডন বিয়ের প্রস্তাব করা বন্ধ করল—কেন বিয়ে করার ইচ্ছা সত্ত্বেও বিয়ে করতে রাজী হল না। কেন হঠাৎ তার মনে হল যে যুদ্ধে যাবার আগে আমাকে বিয়ে করে গেলে আমার প্রতি অবিচার করা হবে। অবিচার!! অথচ সুখ কত সহজ হতে পারত—আজ গর্ডন আর গর্ডনের ছেলে আমার জীবনের সমস্ত ফাঁকটাকে ভরাট করে রাখত। (সোজাসুজি অভিযোগ করে) তুমি তাকে

বারণ করেছিলে, বলেছিলে ওটা হবে অন্যায় অসম্মানজনক। বলনি ?

লীডস্ : (ধীরে ধীরে আত্মস্থ হয়ে বলেন) হ্যাঁ বলেছিলাম। তোমার ভালর জন্যেই বলেছিলাম, নীনা।

নীনা : (আগের মতোই বলে) কেন বাজে কথা বলছ। মিথ্যা বলার সময় অনেকদিন পার হয়েছে।

লীডস্ : (কঠোরভাবে বলেন) বেশ, তাহলে এ কথা বলব যে আমার বিশ্বাস মতো, তোমার ভালর জন্যেই ও কাজটা আমি করেছি। হ্যাঁ এটা সত্যি কথা। তোমার বয়স কম, তাই ধারণা কর যে চরম সত্যের সঙ্গে বাস করা যায়। ভাল, সত্যি কথাই বলব।...তোমার ভালবাসার সবটুকু পেয়েছে বলেই আমি গর্ডনকে হিংসা করতাম। এ পৃথিবীতে আমি একা—কিছু ভালবাসা পাবার প্রয়োজন আমারও আছে। গৃহস্থ যেমন চোরকে হিংসা করে, তেমনি আমি গর্ডনকে হিংসা করেছি। সে আমার বাড়ির শ্রেষ্ঠ সম্পদ চুরি করেছে—অবশ্য তার জন্যে কখনই আমি তাকে শাস্তি দিতে যেতাম না। আমি তোমাদের বিয়ে বন্ধ করতে চেষ্টা করেছি—তার মৃত্যুতে খুসী হয়েছি, স্বস্তি পেয়েছি। এই হল সত্য। এ কথাই তো তুমি শুনতে চাইছিলে ?

নীনা : হ্যাঁ। তোমার সাহস আমার থেকে অনেক বেশি। একটু আগে তোমাকে ঘৃণা করেছিলাম ভুলে যেতে চাই।

লীডস্ : আমি আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হয়ে তোমার ভালবাসার মধ্যে বাঁচতে চেয়েছি, এই হল আমার অপরাধ। আমি তোমার জন্মদাতা এ কথা মনে রেখে আমায় ক্ষমা কর !

[হাতে মুখ লুকিয়ে নিঃশব্দে কাঁদেন]

মার্সডেনঃ (ভাবেন) 'এক কথায় বলা চলে যে আমার ভালবাসার অধিকারকে ক্ষমা কর, যেমন আমি অন্যের ভালবাসার চেষ্টাকে ক্ষমা করেছি।…মা হয়তো ভাবছে আমার এত দেরী হচ্ছে কেন!…চা খাবার সময় হল। এবার বাড়ি যাওয়াই ভাল।'

নীনাঃ (দুঃখ পায়) অমন করে বোলনা। তোমায় ক্ষমা করেছি। কিন্তু যতক্ষণ না আমি এমন কিছু করতে পারছি—যা করলে আমার মনে হবে যে গর্ডনের জন্যে নিজেকে উৎসর্গ করলাম—ততক্ষণ শান্তি পাব না। গর্ডনের কাছে যে বিরাট ঋণ রয়েছে তা শোধ না করা পর্যন্ত—কিছুতেই নিজেকে ক্ষমা করতে পারব না।

লীডস্ঃ বুঝলাম।

নীনাঃ মেরী তোমার দেখাশোনা করবে।

লীডস্ঃ মেরী ও কাজটা ভালই পারবে।

মার্সডেনঃ (ভাবেন) 'নীনা অনেক বদলে গেছে। এখানে আমার না থাকাই ভাল …মা চা নিয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করে বসে আছে।…'

(সহজ কথার তরল স্বরে বলে ফেলেন) নিশ্চয়—নিশ্চয়! কিন্তু আমার বিশ্বাস এ সব বাজে কথা—নীনা একমাস পরেই ফিরে আসবে। খোঁড়া লোকদের সহ্য করা আর এই দারুণ গরম আর স্যাঁতসেঁতে বাতাসের (হিউমিডিটির) মাঝে খোঁড়াদের সহ্য করা এক কথা নয়। অধ্যাপক, এই ভ্যাপসা গরম, মনের সব উৎসাহ নিভিয়ে দেয়।

লীডস্ঃ (তীক্ষ্ণভাবে বলেন) আমার মতে—ও যতদিন না সম্পূর্ণ সুস্থ বোধ করে, এখানে ফিরে না আসাই ভাল। এবার আমি সত্যি ওর স্বাস্থ্যের কথা ভেবেই বলছি।

নীনাঃ আজকের ৯টা চল্লিশের ট্রেনটা ধরব। (মার্সডেনের দিকে ফিরে যেন ছোট্ট মেয়ে হয়ে যায়) ওপরে এস চার্লি, আমার জিনিসপত্র গুছিয়ে দেবে।

[হাত ধরে টানতে থাকে]

মার্সডেনঃ (বুঝতে পারে না কি করবে—একটু ভয়ও পায়) বলছিলাম—ঠিক বুঝলাম না কি করতে হবে ?

নীনাঃ (অদ্ভুতভাবে হাসে) একদিন দেখব, এই সব কথা তুমি তোমার উপন্যাসে লিখেছ। তুমি এমন চমৎকার আর সহজ করে সমস্ত ঘটনাটা লিখবে যে আমি পড়ে বুঝতেই পারব না যে তুমি আমার কথা লিখেছ। কি বলতে চাইছ তাই হয়ত বুঝবনা। (হাসে খিল খিল করে) চার্লি তোমাকে এই জন্যে এত ভাল লাগে।

মার্সডেনঃ (ব্যথা পায় ভাবে) 'আমাকে শুধু ভাল লাগে। এই চার্লির মরণ হয় না।'

(মিষ্টি হেসে বলে) তুমি যদি আমার সব থেকে কড়া সমালোচক হও তাহলে তোমাকে আমার বিয়ে করে ফেলা উচিত। আর তা করতে হলে সব আগে বিয়ের কথা ভুলতে হবে। আমি কিন্তু নিয়মমত কাজ করার পক্ষপাতী।

নীনাঃ (ঠাট্টার সুরে) সেই ভাল। যতক্ষণ আমি বাক্স গুছাব ততক্ষণে তোমার প্রস্তাব শোনা হয়ে যাবে। এস। (হাতধরে টেনে নিয়ে যায়। ডানদিকের দরজা দিয়ে বাইরে যেতে থাকে)

লীডসঃ (নাক ঝাড়েন, চোখ মোছেন, নিঃশ্বাস ফেলে গলা ঝাড়েন। কোট, টাই ঠিক করে ঘরে পায়চারি করেন। তাঁর মুখ ভাবলেশহীন। চিন্তাকরেন)

'নতুন ক্লাশ আরম্ভ হতে আর তিন সপ্তাহ মাত্র বাকী। এইবার বইপত্র নিয়ে কাগজপত্র দেখা সুরু করতে হবে...

(জানালা দিয়ে বাইরে দেখেন।) লনের মাঝের ঘাসগুলো রোদে জ্বলে গেছে। টমটা বড় দায়িত্বজ্ঞানহীন···আবার জল দিতে ভুলেছে। ওই যে ব্যাঙ্কের ডেভিস সাহেব যাচ্ছে।···ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্ক। এ বছর আমার মাইনে আরো বাড়বে। দরকারী বইগুলো কিনতে পারব। যত বাজে কথা, দুজনার খরচ কখনই একজনার খরচের সমান হতে পারে না। নার্স হবার থেকেও অনেক খারাপ কাজ আছে। ভালই হয়েছে ···ওর একটু নিয়মানুবর্তিতা শেখা দরকার ছিল। এখানে তো সবাই ছাত্র, ওখানে হয়তো পরিণত কারু সঙ্গে আলাপ হবে। হয়তো কোন বড়লোকের সঙ্গে ভালবাসা হতে পারে। এখানে থাকার থেকে ওখানে থাকা ভালই হবে। আশা থাকবে।··· (নিশ্চিন্তে নিঃশ্বাস ফেলে বসেন) ভালই হল, পরিষ্কার কথাবার্তা হয়ে গেল। ওর মনটা পরিষ্কার হয়ে গেল। এবার গর্ডনের ভূত ওকে ছাড়বে। আর গর্ডন গর্ডন বলে ওর ভালবাসা, প্রশংসা, চোখের জল সব কিছু উৎসর্গ করতে পারবে না। সবই গর্ডনের জন্যে এখন আর রাখা চলবে না—আর নিজেকে বঞ্চিত করতে পারবে না।···ভালই হল।···আমার পক্ষে মেরীই যথেষ্ট—দিব্যি নিশ্চিন্ত মনে মাথা ঠাণ্ডা করে কাজ করতে পারব।···তারপর একদিন নীনা ফিরে আসবে। সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ফিরে আসবে। সেই আগেকার নীনার মতো ফিরে আসবে আমার কাছে।···আমার ছোট্ট নীনা।···ও আমায় বুঝেছে, আমায় ক্ষমা করেছে। বলেছে ক্ষমা করলাম।···কিন্তু সত্যি ক্ষমা করেছে তো? তার মনের গভীরে হয়তো একটু ক্ষত এখনও রয়েছে।···

হয়তো চুপি চুপি এখনও ঘৃণা করে আমাকে !...ওঃ ভগবান ! আমি একা—একা। এ বাড়িটাতে কেউ নাই—খালি শূন্যতা।...উঃ কি শীত লাগছে। বাড়িটায় মৃত্যুর শীতলতা। কেবল যেন মরণের পায়ের শব্দ শুনতে পাই। উঃ বুকের মধ্যে কি ব্যথা।...'

(উঠে দাঁড়িয়ে অবরুদ্ধ কণ্ঠে ডাকেন) নীনা !

নীনা ঃ (তার কণ্ঠ সিঁড়ির ওপর থেকে ভেসে আসে। ছোট্ট মেয়ের মত আওয়াজ) বাবা তুমি আমায় ডাকছ ?

লীডস্ ঃ (নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। দরজার কাছে গিয়ে সস্নেহ ভদ্রতায় বলেন) না। তোমাকে শুধু মনে করিয়ে দিতে এলাম যে সময় থাকতে ট্যাক্সী ডাকতে ভুলো না যেন !

নীনার কণ্ঠ ঃ না বাবা ভুলব না।

লীডস্ ঃ (ঘড়ি বার করে দেখে ভাবেন) 'এখন ঠিক সাড়ে পাঁচটা—৯টা চল্লিশে ট্রেন—তারপর আর নীনা থাকবেনা। আর মাত্র চার ঘণ্টা।...জিনিসপত্র গোছাচ্ছে...তারপর আসবে চুমু খাবে। ব্যস। আর কিছু কাউকে বলার থাকবে না। তারপর আমি একদিন মরে যাব। একা মরব।...হয়তো চীৎকার করে সাহায্য চাইব, কেউ থাকবে না। নিশ্বাস নেব—শেষ নিশ্বাস। ব্যস শেষ। মৃত্যুর পর কলেজের প্রেসিডেণ্ট বক্তৃতা করবে, কাল পোশাক পরে নীনা আসবে। আবার ফিরে আসবে এখানে। কিন্তু তখন আমি থাকব না। ফিরে আসতে তখন খুব দেরী হয়ে যাবে !...খুব দেরী !...'

(আবার অবরুদ্ধ গলায় ডাকেন) নীনা !

[কোন উত্তর আসে না। বইএর তাকের দিকে ফেরেন

অধ্যাপক। সব আগে যে বইটা হাতে ঠেকে সেটাকেই টেনে বার করেন। যে কোন জায়গা খুলে জোর গলায় পড়তে আরম্ভ করেন। খুব ভয় পেলে ছোট ছেলেরা যেমন চিৎকার করে গান গায়, শিষ দেয়]

ল্যাটিন—"স্টোটিট উন্নুস ইন আরকাম·········

Erectus capitus victorque ad sidera mittit

Sideras oculos propiusque adspectat Olympum

Inquiritque loven,······"

॥ দ্বিতীয় অঙ্ক ॥

এক বছর কেটে গেছে গেছে। শরৎ কাল এসেছে। গত দৃশ্যের ঘরটাই দেখা যাচ্ছে। রাত্রি ৯টা। ঘরটা একই রকম আছে। শুধু পর্দাটানা জানলাগুলোকে মৃতের ফ্যাকাশে চোখের মতো দেখাচ্ছে। মনে হয় ঘরটা যেন পৃথিবীর সম্পর্ক কাটিয়ে দূরে সরে যেতে চায়। টেবিলের ওপরকার কাগজ কলম পেন্সিল প্রভৃতি নিখুঁতভাবে সাজান। পড়বার আলোটা টেবিলের ওপর জ্বালান রয়েছে।

মার্সডেন মাঝের চেয়ারটায় বসে আছেন। ইংরেজ দর্জির তৈরী ঘোর নীল রঙের পোশাক সযত্নে পরেছেন। পোশাকটার রঙ এত গভীর যে হঠাৎ দেখলে কাল রঙ মনে হয়। তাঁর মুখের ভাবেও বিষণ্ণতা প্রকাশ পাচ্ছে। সব মিলিয়ে একটা গভীর শোকের ছাপ সর্বত্র পড়েছে। তাঁর দেহটা শিথিলভাবে চেয়ারে এলিয়ে রয়েছে, মাথাটা এত ঝুঁকে পড়েছে যে চিবুকটা প্রায় বুকে ঠেকেছে। চোখ দুটো দৃষ্টিহীন।

মার্সডেনঃ (তাঁর ভাবনাতেও যেন ভাটার টান এসেছে, জোর নাই, অলস দুঃখে বয়ে চলেছে) 'অধ্যাপক যেন ভবিষ্যৎ দেখতে পেয়েছিলেন। নীনা চলে যাবার সামান্য কিছুদিন পরেই আমাকে বলেছিলেন মনে পড়ছে—একদিন এইখানে আমার দেহটা খুঁজে পাবে। উনি কি বুঝতে পেরেছিলেন? না অসম্ভব। জীবনের সবকিছু আকস্মিক ঘটনার সমষ্টিমাত্র। আমরা ভাবি আমরা

সব বুঝি—ভগবান আমাদের নির্বুদ্ধিতায় হাসেন। (দুঃখিতভাবে হাসেন) বেচারা অধ্যাপক বড় একা পড়ে গিয়েছিলেন। নীনার হাসপাতালের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সবাইকে বোঝাতেন বটে, কিন্তু নিজের নিঃসঙ্গতা ঢাকতে পারতেন না। বেচারা!

(ব্যথায় গলার স্বর ভার ভারী হয়। নিজেকে সংবরণ করেন—সোজা হয়ে বসেন) কটা বাজল? (ঘড়ি বার করে সময় দেখেন) ৯টা বেজে দশ। নীনার এতক্ষণে আসা উচিত ছিল। (হঠাৎ তিক্ত হয়ে ওঠেন) বাপের মৃত্যুতে তার দুঃখ হবে কিনা কে জানে? আমার তো খুব সন্দেহ হয় যে···। আচ্ছা আমি এত চটে যাচ্ছি কেন? হাসপাতালে নীনার সঙ্গে যে দুবার দেখা করতে গিয়েছিলাম ও তো আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহারই করেছে। হ্যাঁ, ভাল ব্যবহার করেছে। কিন্তু এড়িয়ে চলেছে। বোধহয় ভেবেছিল ওর ওপর গোয়েন্দাগিরি করবার জন্যে ওর বাবা আমাকে পাঠিয়েছে। বেচারা অধ্যাপক! তবু ভাল যে নীনা ওর চিঠির উত্তরগুলো ঠিক সময় মতো দিয়েছে। চিঠিগুলো আমাকে দেখিয়ে অধ্যাপক কত আনন্দ পেতেন। অথচ শুধু খবরে ভরা চিঠি—নিজের সম্বন্ধে একটা কথাও থাকত না। এখন ওকে আর সেগুলো লিখতে হবে না।···আমার একটা চিঠিরও কিন্তু জবাব দেয়নি—পেয়েছে কিনা তাও জানায়নি। আশ্চর্য! মা বলে, ওর এই ব্যবহার ক্ষমার অযোগ্য। (একটু হিংসার ছোঁয়া লাগে) হাসপাতালে আমার তো মনে হল যে, প্রত্যেকটা অসুস্থ লোকই ওর প্রেমে

পড়েছে। আমি যখন ওর চোখের দিকে তাকালাম, চোখ দুটো অদ্ভুত লাগল। ওর সেই চোখভরা বিতৃষ্ণা যেন বহু পুরুষের সঙ্গ ভোগ করার ফল। যেন বাজারের বেশ্যার চোখের দিকে তাকিয়ে আছি মনে হল। অবশ্য আমি কখনও বেশ্যাসঙ্গ করিনি—ছেলেবেলায় সেই একবার ছাড়া। নীনার চোখ দুটো যেন এক প্লেট নীল দুধে চামড়ার বোতামের মত। (অধৈর্য হয়ে পায়চারী স্থরু করেন) শয়তান মন, কেবল বিশ্রী জিনিষের স্মতিগুলোকেই চেপে ধরে রাখতে চায়—কদাকার আর কুৎসিত ঘটনাই খালি মনে থাকে। জীবনের স্থন্দর স্মৃতিগুলো মনে রাখতে হলে ডায়েরীর পাতায় লিখে রাখতে হয়।...

[কথাগুলোয় যেন মজা ছিল—অত দুঃখের মধ্যেও হাসেন। তারপর গভীর দুঃখে ভাবেন]

মনে পড়ে এখান থেকে চলে যাবার রাত্রে কি নির্লজ্জ সব কথা বলেছিল। বলেছিল ও সবার মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দেবে।...ওই হাসপাতাল ভর্তি পুরুষের মধ্যে ও সত্যি কি করেছে জানতে ইচ্ছা করছে। বিশেষ আত্মম্ভরিতায় ভরা ওই গাধা ডাক্তারটার সঙ্গে ওর সম্পর্ক কত ঘনিষ্ঠ জানতে পারলে বেশ হত। সে আবার নাকি গর্ডনের বন্ধু! ··

[ভুরু কুঁচকে ভাবেন, ভাবনাটাকে জোর করে থামিয়ে দিয়ে চেয়ারে এসে বসেন। কিন্তু ভাবনা থামেনা। কথা বলার ভঙ্গীতে ভাবনা বলে চলেন—যেন অনেকের সঙ্গে আলোচনা করছেন।]

না এখন এসব ভাবনা ভাবা আমার উচিত নয়। ওপরের ঘরে ওর বাবার মৃতদেহ পড়ে রয়েছে—এখন এসব কথা আমার চিন্তা করাও অন্যায়।

[কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন। নিজেকে সংযত করতে পেরে খুশি হন। ঘড়ি বার করে সেদিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকেন। বাইরে গাড়ির আওয়াজ হয়। বাগানের ওপারে ফুটপাতের ধারে গাড়িটা দাঁড়াল। মার্সডেন প্রায় লাফিয়ে দাঁড়িয়ে ওঠেন তাড়াতাড়ি। দরজার দিকে যেতে গিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে ভাবেন।]

না মেরীই যাক। আমি গিয়ে কি করে ফেলব ঠিক জানি না। ওকে এখুনি জড়িয়ে ধরে চুমু খাওয়া উচিত হবে না। না অপেক্ষা করি—ও আসুক।

[ঘণ্টা বাজে বাড়ির পেছন দিকে। সামনের দিক থেকে প্রথমে নীনার, তারপর একজন পুরুষের গলার স্বর শোনা যায়। মার্সডেন চমকে ওঠেন—তাঁর মুখে রাগ আর হতাশা।]

পুরুষ! ওর সঙ্গে পুরুষ! আমি ভেবেছিলাম ও একা আসবে।'

[মেরীর দরজার দিকে যাবার আওয়াজ হয়। দরজা খোলামাত্র নীনাকে দেখে মেরী কান্নায় ভেঙে পড়ে তার প্রচণ্ড কান্না আর কান্না চাপবার চেষ্টার মধ্যে তার অস্ফুট কথা বোঝা যায় না।]

নীনা: (মেরী একটু শান্ত হলে তার গলা শোনা যায়। কণ্ঠস্বর ভাবলেশহীন—একঘেয়ে) মেরী, মিঃ মার্সডেন আসেননি? (ডাকে) চার্লি?

মার্সডেনঃ (কিংকর্তব্যবিমূঢ়—অস্পষ্ট স্বরে বলেন) এই যে আমি। এই ঘরে।

[দরজার দিকে দ্বিধাভরে এগিয়ে যান। নীনা এসে দরজার ভেতর দিকে দাঁড়ায়। নার্সদের পোষাক আর টুপি পরে আছে, তার ওপর একটা মোটা পশমের কোট। গত দৃশ্যের থেকে তার বয়স বেশি লাগে। মুখটা ফ্যাকাশে আর রোগা হয়ে গেছে। তার ঠোঁটের মধ্যে কঠোরতা এসেছে, গালের হাড় দুটো উঁচু দেখায়। একটা:তাচ্ছিল্যের হাসি যেন সর্বদা পৃথিবীটাকে উপেক্ষা করছে। তার চোখ যেন ব্যথা পাওয়া মনটাকে বর্ম দিয়ে ঢেকে রাখতে চায়, আত্মরক্ষা করতে চায় যেন এই কথা বলে, যে তার মন নয়—যদি কিছু নষ্ট হয়ে থাকে তা তার আদর্শ। নার্সের অনেকগুলো চরিত্রগত গুণ তার মধ্যে এসে গিয়েছে। আগের থেকে তার আচার ব্যবহার কর্কশ হয়েছে। দুঃখ দেখে দেখে নার্সদের মতো দুঃখ বা ব্যথাবোধের প্রতি উদাসীন হয়েছে। চালচলন নিখুঁত, ত্রুটিহীন, নিয়মানুবর্তী হয়েছে। কিন্তু সব কিছুই যেন একটু প্রয়োজন অতিরিক্ত, জোর করে সাজান। নিজের মনের দ্বিধা ও দৌর্বল্যকে ঢাকবার জন্যে চমৎকার নার্সের খোলসের মধ্যে নীনা নিজে লুকোতে চেয়েছে কিন্তু তার মন, আগের থেকে চড়া সুরে বাঁধা হয়ে অত্যন্ত অশান্ত হয়ে আছে। তবু সব মিলে তাকে আগের থেকে উজ্জ্বল লাগে। চরিত্রের রহস্যময়তা তার রূপকে যেন অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। মার্সডেনের দিকে দৃষ্টিহীন চোখে তাকিয়ে থেকে অদ্ভুত একঘেয়ে স্বরে গভীর নিরুৎসাহে বলে]

নীনাঃ এই যে চার্লি। মেরী বলছিল ও মরে গেছে।

মার্সডেনঃ (অনেকবার বোকার মত মাথা ঝাঁকিয়ে বলে) হ্যাঁ।

নীনা: (একই স্বরে) দেরী হয়ে গেল। আমি ডাক্তার ডারেলকে সঙ্গে করে এনেছিলাম। এখন আর কিছুই করবার নেই।

[চুপ করে তারপর ঘরের চারদিক দেখে বিহ্বল হয়ে ভাবে]

'তার বই চেয়ার—সব সেই রকম আছে।...ওই তো ওর টেবিল, ওইখানে ও বসত। ছোটবেলায় ওসব কোনদিন ছোঁবারও অধিকার ছিল না। তার কোলে এসে বসতাম, তার বুকের মধ্যে মাথা গুঁজে কত স্বপ্ন দেখতাম—জানলা দিয়ে ওই অন্ধকারে পাখা মেলে উড়ে যেত আমার কল্পনা। তার বাহুবন্ধের মধ্যে বসে শীতকালে আগুন পোয়াতাম। আগুনের ফুলকির সঙ্গে আমার স্বপ্ন উড়ে যেত ঠাণ্ডা রাতে। তার ভালবাসার উত্তাপে পরম নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়তাম। সবাই বলত—বাপ সোহাগী মেয়ে। (চারিদিক, ওপর নীচ দেখে) তার ঘর, তার বাড়ি—আমার বাড়ি—আমার বাবা—। আজ আর নেই। মরে গেছে। (মাথা নাড়ে) সেদিনের ছোট্ট নীনার একটা কথাও আমি আর বুঝতে পারি না। (নিজের মনেই হেসে যেন নিজেকে উপহাস করে) কিছু মনে কোরনা বাবা, আমার কাছে তুমি অনেকদিন আগেই মরে গিয়েছ। গর্ডন মরার দিন থেকে সব পুরুষই আমার কাছে মৃত। সেদিন কি তোমার মনে ব্যথা লেগেছিল? লাগে নাই। তাই আজ তুমি মরে যাওয়াতেও আমার মনে কোন ব্যথা বোধ হচ্ছে না, কি করব বল? বড় দেরী হয়ে গিয়েছে।'

মার্সডেন: (অত্যন্ত দুঃখ পায়—ভাবে) 'আমি ভেবেছিলাম ও আমার বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কাঁদবে।...আমার

বুকে মুখ লুকিয়ে বলবে—চার্লি, তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই। (রাগে) ওই ডারেলটাকে সঙ্গে করে এনেছে কেন?'

নীনা: (অনুচ্চ স্বরে) এখান থেকে চলে যাবার রাত্রে আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে আর ওর সঙ্গে কখন এ জীবনে দেখা হবে না।

মার্সডেন: (তার মানসিক বিক্ষোভ জানাতে পেরে যেন বেঁচে গেল) নীনা, তুমি কিন্তু তারপর একদিনও ওকে দেখতে আস নাই। (নিজেকে সামলে নেয়—নিজের ওপরেই ক্ষুব্ধ হয়) কিছু মনে কোরনা। আজ ওকথা বলা আমার উচিত হয়নি।

নীনা: (মাথা নেড়ে ভাবাবেগহীন স্বরে বলে) আমার সম্বন্ধে মনে মনে ও যা ছবি এঁকেছিল সেটাকে নষ্ট করে দিতে চাইনি বলেই কখন আসিনি। (শ্লেষাত্মকভাবে বলে) আমার মনের এই ভাবটাকে তুমি কথা দিয়ে কেটে কেটে বুঝতে পারবেনা। (হঠাৎ যেন তার কর্তব্যবোধ জেগে ওঠে। নার্সের স্পষ্ট ভাবাবেগহীন ওজনকরা স্বরে জিজ্ঞাসা করে) দেহটা কি ওপরে আছে? (মার্সডেন মাথা নাড়ে বোকার মত) তাহলে আমি নেডকে সঙ্গে নিয়ে ওপরেই যাই।

[ঘুরে তাড়াতাড়ি চলে যায়]

মার্সডেন: (তার চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে ভাবে) 'এতো আমাদের নীনা নয়। (রেগে যায়) ওরা ওর মনটাকে একেবারে মেরে ফেলেছে। (চোখে জল এসে যায়। রুমাল বার করে মোছে) বেচারা অধ্যাপক। (নিজেকে মর্মান্তিকভাবে ঠাট্টা করে) অভিনয় বন্ধ কর চার্লি। অধ্যাপকের কথা ভেবে তোমার চোখে জল আসেনি। জল এসেছে হতাশায়—নীনা দৌড়ে এসে তোমার বুকের ওপর পড়ে কাঁদেনি তাই।

[হেসে ওঠে বিশ্রীভাবে। দরজার কাছে একজন লোক দেখে চুপ করে যায়। কর্কশভাবে হাঁকে]

কে—কে ওখানে ?

[এভান্সের গলা শোনা যায় বাইরে থেকে। সে কথা বলতে বলতে ঘরে আসে—মুখে অপ্রতিভ হাসি।]

এভান্স : ভয় পাবেন না। আমি। আমি মানে, মিস লীডস্ আমাকে আসতে বলেছেন। (একটু দ্বিধা করে হাত বাড়ায় করমর্দনের জন্যে) মনে হচ্ছে, মিঃ মার্সডেন, আপনি আমায় চিনতে পারেন নি। হাসপাতালে একদিন মিস লীডস্ আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। আমি আসার একটু পরেই আপনি চলে গেলেন। আমার নাম এভান্স।

মার্সডেন : (অত্যন্ত অসন্তুষ্টভাবে ওকে লক্ষ্য করছিলেন। এবার জোর করে হেসে করমর্দন করেন) হ্যাঁ এবার মনে পড়েছে। প্রথমে ঠিক বুঝতে পারিনি।

এভান্স : (দ্বিধাপূর্ণ) আমার মনে হচ্ছে যেন জোর করে ঢুকে পড়েছি।

মার্সডেন : (ওর ছেলেমানুষীটা পছন্দ করে ফেলেন) না না কে বলল। বসুন।

[মার্সডেন মাঝের দোলনাচেয়ারটায় বসেন, এভান্স বসে বেঞ্চিটায়। হাতের টুপিটা ঘোরাতে ঘোরাতে এভান্স অস্বস্তিকর ভাবে সামনে ঝুঁকে বসে। এভান্স মাঝামাঝি দৈর্ঘের লোক—চুল খুব ফিকে রঙের, নীল চোখ, হাবে ভাবে সবলতা। তার শরীর কর্মঠ হলেও ছোট ছেলের মত ভঙ্গি। তার তাজা মুখ, আর লাল গাল মিলে একটা ছেলেমানুষি সৌন্দর্য। বন্ধুদের সঙ্গে তার ব্যবহার যেমন স্বতস্ফূর্ত, মেয়েদের বা বয়োজেষ্ঠদের কাছে সে তেমনি নম্র

আর লাজুক। তার মধ্যে আত্মম্ভরিতা বা আত্মবিশ্বাস না থাকায় মনে হয় তার তরল মনটা হঠাৎ কোথায় হারিয়ে যাবে।. অথচ ভেতরে ভেতরে একটা একগুঁয়ে কর্মতৎপরতা আর নাজাগা শক্তির সন্ধান পাওয়া যায়। তার পঁচিশ বছর বয়স হলেও—অনেক কম বয়সী মনে হয়। তিন বছর কলেজ ছেড়েছে বটে কিন্তু কলেজীয় পোষাকই পরে থাকে। ফলে ওকে সব সময়েই ছাত্র মনে হয়—তাতে বলা বাহুল্য সে দুঃখিত হয় না।]

মার্সডেন ঃ (তাকে লক্ষ্য করে ভাবে) 'ইনি যে একজন প্রখ্যাত পণ্ডিত নন, তা একে দেখেই বোঝা যায়। একটা ধাড়ী খোকা।···মনে হয় লোকটাকে ভালই লাগবে।···'

এভান্স ঃ (মার্সডেনের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অস্বস্তি বোধকরে, ভাবে) 'আমাকে উল্টেপাল্টে দেখছে। নীনা বলে লোকটা ভাল। আমারো তাই মনে হচ্ছে। আমার কিছু বলা উচিত। কি বলব ? ওর লেখা বইগুলো সম্বন্ধে কিছু বলা যাক। কিন্তু একটা বইএরও নাম মনে পড়ছে না, কি বিপদ।'

(হঠাৎ বলে ফেলে) আপনি তো নীনাকে—মানে ইয়ে মিস লীডস্‌কে ছোটবেলা থেকেই দেখছেন ?

মার্সডেন ঃ (গম্ভীরভাবে) হ্যাঁ। আপনি কতদিন দেখছেন ?

এভান্স ঃ বেশিদিন না। এইতো হাসপাতালে উনি যোগ দেবার পর আলাপ হয়েছে। তার আগে অবশ্য একবার ওঁকে দেখেছিলাম এক বছর আগে—প্রমে গর্ডন শ'র সঙ্গে।

মার্সডেন ঃ (তাচ্ছিল্যভাবে) ও আপনি গর্ডনকে চিনতেন ?

এভান্স ঃ (গর্বিত) নিশ্চয়। আমরা একই ক্লাসে পড়তাম। (বীর পূজার গভীর সন্মানে বলে) সে কিন্তু একটা অদ্ভুত ছেলে ছিল তাই না ?

মার্সডেন : (শ্লেষাত্মক ভাবনা) 'গর্ডন খালি ফিরে ফিরে আসে। ক্রমেই অধ্যাপকের বক্তব্য স্পষ্ট হচ্ছে।'

(সাধারণভাবে) হ্যাঁ। বেশ ভাল ছেলে ছিল। আপনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল ?

এভান্স : না। যারা খেলাধূলায় ভাল ছিল তারাই ওর ঘনিষ্ঠ বন্ধু হত। আমি চিরকালই খেলার ব্যাপারে ডাব। (জোর করে হাসে) কোন খেলার ব্যাপার হলেই সব আগে আমি বাদ পড়তাম। (শান্ত গর্বে বলে) কিন্তু তাই বলে আমি কখনও চেষ্টা করা ছাড়িনি শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করেছি প্রত্যেক বার।

মার্সডেন : (সান্ত্বনা দেন) তবে জানেন তো, খেলার মাঠের বীররা কলেজ জীবনের পরে আর কিছুই করতে পারে না।

এভান্স : কিন্তু গর্ডন করেছিল। (মুগ্ধ প্রশংসায় কণ্ঠ আগ্রহশীল) যুদ্ধের সময় কি রকম নাম হয়েছিল তার। ফুটবল খেলার মতোই পরিষ্কারভাবে নিয়ম মেনে যুদ্ধ করেছে। শ্রেষ্ঠ বিমান যোদ্ধার সম্মান পেয়েছে। এমনকি জার্মানরা পর্যন্ত ওকে সম্মান করত।

মার্সডেন : (গভীর শ্লেষে ভাবেন) 'এই গর্ডনপূজারী নিশ্চয় নীনার নয়নের মণি।'

(সাধারণভাবে) আপনি কি সৈন্যদলে ছিলেন ?

এভান্স : আজ্ঞে হ্যাঁ, পদাতিক বাহিনীতে। কিন্তু আমাকে যুদ্ধক্ষেত্রে কখনও যেতে হয়নি তাই যুদ্ধের উত্তেজনাও আমার দেখা হয়নি।

(বিরসভাবনা) 'ওকে আমি কখনই বলবনা যে আমি বিমানবাহিনীতে গর্ডনের নেতৃত্বে কাজ করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু বিমান বাহিনীতে ঢুকতে পারিনি। ওরা আমার

দেখেই আমাকে বাতিল করে দিল। নিজের ইচ্ছামত কোন কিছুতেই সফল হইনি। নীনার কাছেও হয়তো অসফল হতে হবে—ও ও হয়তো আমাকে বাতিল করবে। (নিজের মনে জোর আনে) ছিঃ ছিঃ এ সব কি ভাবছি। চেষ্টা করে যেতে হবে বৈকি?'

মার্সডেন: (তাকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দিয়ে লক্ষ্য করছিলেন) আজ রাতে এখানে এলেন কি করে?

এভান্স: আমি আজ হাসপাতালে নীনার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম যখন আপনার টেলিগ্রামটা পৌছল। যদি কোন কাজে দরকার লাগে তাই নেড আমাকে সঙ্গে আসতে বলল।

মার্সডেন (ভুরু কুঁচকায়) তার মানে ডঃ ডারেল? (এভান্স মাথা নাড়ায়) উনি কি আপনার ঘনিষ্ঠ বন্ধু?

এভান্স: (দ্বিধা করে) তা বলতে পারেন। কলেজে আমরা একই সঙ্গে থাকতাম। ও আমাকে নানা বিষয়ে খুব সাহায্য করত। আমি এত ছেলেমানুষ ছিলাম যে আমার অবস্থা দেখে ওর মায়া হত তারপর অবশ্য আর দেখাশোনা ছিলনা। গত বছর আমার সৈন্য দলের এক অসুস্থ ছোকরাকে দেখবার জন্যে হাসপাতালে গিয়ে ওর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। (হেসে বলে) তবে একথা স্বীকার করব যে ঘনিষ্ঠতা বলতে যা বোঝেন তা নেডের সঙ্গে কারু হয় না। ও একেবারে আলাদা, মনে হয় কে যেন ওকে তুলো দিয়ে জড়িয়ে রেখে দিয়েছে কিছুতেই ওর কাছাকাছি পৌছান যায় না। ও কেবলমাত্র রোগীর রোগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করে—ব্যস হয়ে গেল। (খুব হাসে—তারপর সামনে গিয়ে গম্ভীরভাবে বলে) কিন্তু আমাকে ভুল বুঝবেন না। নেড খুব ভাল লোক। ওর সঙ্গে আপনার নিশ্চই আলাপ আছে?

মার্সডেনঃ (কঠিন স্বর) সামান্যই। নীনা একবার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল মনে পড়ে।

(তিক্ত ভাবনা) 'ওই লোকটা ওপরে নীনার সঙ্গে একা আছে ভাবতেই রাগ হচ্ছে। ভেবেছিলাম আমি……'

এভান্স: (ভাবে) 'নেড সম্বন্ধে ওই লোকটার যাতে কোন খারাপ ধারনা না হয় সে চেষ্টা আমায় করতে হবে। নেড আমার সব থেকে অন্তরঙ্গ বন্ধু। নীনার সঙ্গে যাতে আমার আলাপটা গভীর হয় তার জন্যে ও যথাসাধ্য করছে। নেডের ধারনা যে শেষ পর্যন্ত নীনা আমাকেই বিয়ে করবে। ভগবান করুন তাই যেন হয়। কিন্তু তার আগে একটু আমাকে ভালবাসলে বেশ হত। আমি খুব যত্ন করব। ওর চুল আঁচড়ে দেব, বালিশ ঠিক করে দেব। নিজে রান্না করে ওকে রোজ সকালে খাওয়াব। বিছানা ছেড়ে উঠতে হবে না। শুধু ওর চুলে চুমু খেতে পারলেই আমি খুসী —তার থেকে বেশী আর কিছু চাইব না। আর কিছু না।'

মার্সডেনঃ (মনের ভাবনা সন্দেহপূর্ণ আর উত্তেজিত) 'ডারেলের সঙ্গে নীনার ঘনিষ্ঠতা কতখানি? কেন ওই ডাক্তারটাকে পছন্দ করবে—কি হয়েছে ওর? যত বাজে চিন্তা। আমার কি? আমি ভেবে মরছি কেন? ওই এভানাটাকে জিজ্ঞাসা করা যাক—ওকে টিপতে পারলে অনেক খবর পওয়া যাবে।'

(চেষ্টাকৃত ঔদাসীন্যে জিজ্ঞাসা করেন) আপনার ওই ডাক্তার বন্ধুর নীনার সঙ্গে নিশ্চয়ই আলাপ ভালই হয়েছে? নীনার মানসিক অসুখবিসুখের জন্যে, অন্ততঃ ওর রোগের সঙ্গে এতদিন ডাক্তারের

ঘনিষ্ঠতা হওয়া উচিত ছিল—একথা আপনাকে স্বীকার করতেই হবে। (হাসেন)

এভান্স ঃ (দিবাস্বপ্ন থেকে চমকে জেগে ওঠে)—কি বললেন? ও হ্যাঁ নিশ্চয়। নীনা যাতে তার শরীরটাকে যত্ন করে তার জন্যে ডাক্তরের জোরজবরদস্তির শেষ নাই। কিন্তু নীনা ওকে হেসেই উড়িয়ে দেয়। (গম্ভীর হয়)—ও ডাক্তারের কথা শুনে চললে অনেক ভালি হত।

মার্সডেন ঃ (সন্দেহাকুল) নিঃসন্দেহে।

এভান্স ঃ (ছেলেমানুষী গাম্ভীর্যে বলতে চেষ্টা করে) সত্যি কথা বলতে কি নীনা নিজেকে বোঝে না। ওই অত রোগীর নিত্য শুশ্রূষা করা কি ওর কাজ। তার ওপর প্রতিদিন সৈন্যদের দেখে যুদ্ধের কথাই বারবার মনে পড়ে—অথচ ওরই সে কথা সব আগে ভোলা উচিত। আমার মত হচ্ছে যে নীনার উচিত ওই নার্সের কাজ ছেড়ে দিয়ে:ভাল করে নিজের চিকিৎসা করা।

মার্সডেন ঃ (কথাটা মনে লাগে—সত্যিকারের আনন্দে বলেন) ঠিক বলেছেন আমারো ওই মত।

(ভাবেন) 'বিয়ে করে নীনা যদি এইখানেই থাকে···বেশ হয়। আমি রোজ আসব। ওকে দেখব, ওর খোঁজখবর নেব—দরকার হলে শুশ্রূষা করব। মা বাড়ীতে, নীনা এখানে, আমার আর কোন কাজ করা হবেনা!'

এভান্স ঃ (ভাবে) 'ওকে দেখে তো ভাল লোক মনে হচ্ছে। সব বিষয়েই আমাদের মতের মিল হচ্ছে। (হঠাৎ যেন ছটফট করে) ওঁকে বলব উনি তো এখন থেকে নীনার অভিভাবকের মতো। বলেই দেখিনা উনি কি মনে করেন?'

(খুব গম্ভীরভাবে বলতে আরম্ভ করে) দেখুন মিঃ মার্সডেন আমি, মানে একটা কথা আপনাকে জানান কর্তব্যবোধ করছি। মানে···নীনা আপনার সম্পর্কে অনেক কথা বলেছে। আমি জানি সে আপনাকে কি রকম শ্রদ্ধা করে। এখন বুড়ো কর্তা—মানে ওর বাবা মারা গেছেন—

মার্সডেনঃ (ভয় পেয়ে ভাবেন) 'এবার কি? প্রস্তাব? নীনাকে বিয়ের প্রস্তাব! একেবারে নিয়মমত! আমার কাছে কেন? ও হ্যাঁ, আমি যে এখন বাবা চার্লি হয়েছি।···ভগবান এ লোকটা কি বোকা। ওর কি ধারণা নীনা ওকে কখনও ভালবাসবে? কিন্তু কিছু বলা যায় না—নীনা সব কবতে পারে। দেখতে খারাপ নয়, ভদ্র, সরল—ভালবাসতে দোষ কি? নীনা ওকে বিয়েব দিন থেকেই শিশু কবে বেখে দেবে।······'

এভান্সঃ (কোন দিকে না তাকিয়ে বলে চলে) জানি, এ সব কথা বলার সময় এটা নয়, তবু—

মার্সডেনঃ (শুষ্কভাবে ওকে থামিয়ে দিয়ে বলেন) আমি বুঝেছি। আপনি বলতে চান যে আপনি নীনাকে ভালবাসেন এই তো?

এভান্সঃ অজ্ঞে হ্যাঁ। আমি নীনাকেও জানিয়েছি যে আমি ওকে বিয়ে করতে চাই।

মার্সডেনঃ নীনা কি বলল?

এভান্সঃ (ভীরুভাবে) কিছু না। শুধু হাসল একটু।

মার্সডেনঃ (হাঁপ ছাড়ে) 'তাই বল।' (তিক্ত কণ্ঠে বলেন) কি আর বলবে বলুন—আপনি হয়তো জানেন না যে ও এখনও গর্ডনকে ভালবাসে।

এভান্স ঃ আমি জানি। আর সেজন্যে ওর প্রতি আমার শ্রদ্ধা বেড়েছে। বেশীরভাগ মেয়েই চট করে ভুলে যায়। নীনার গর্ডনকে আরো অনেকদিন ভালবাসা উচিত। সেই ছিল ওর ভালবাসা পাবার উপযুক্ত লোক। আমি তো তার তুলনায় একেবারেই বাজে, তবে হ্যাঁ, একথাও বলব যে আমার ভালবাসাও কারু থেকে কম নয় —এমন কি গর্ডনের থেকেও কম নয়। একটা মানুষ মনপ্রাণ দিয়ে যতখানি ভালবাসতে পারে, আমি নীনাকে ঠিক ততখানি ভালবাসি। আমি জানি আমি অযোগ্য কিন্তু আমি ওর যোগ্য হবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করব যতদিন না ও আমায় যোগ্য মনে করে। ও যা চাইবে সব ওকে দেব কোন প্রতিদান চাইব না। চাইব শুধু ওকে দেখাশোনা করবার অধিকার, ওকে যত্ন করার দায়িত্ব। (জোর দিয়ে বলে) ও আমার কাছে বিস্ময়, ওর সৌন্দর্য আমার আকাশকুসুম। আমি স্বপ্নেও চিন্তা করি না যে ও আমাকে গ্রহণ করবে। কিন্তু যদি করে, তাহলে হয়তো কোনদিন আমাকে সামান্য একটু ভালবাসবে এই আশায় সারাজীবন অপেক্ষা করব।

মার্সডেন ঃ (তীক্ষ্ণভাবে) এ বিষয়ে আমায় কি করতে বলেন ?

এভান্স ঃ (অপ্রস্তুত হয়) কেন, না মানে কিছুই না। আমার মনে হল এই কথাগুলো আপনাকে জানান আমার কর্তব্য—তাই বললাম।

[ভীরুভাবে কড়িকাঠ গোণে, মাটিতে তাকায়, টুপি ঘোরায়]

মার্সডেন ঃ (হিংসা হয়—তবু প্রশংসা করতে চান নিজের বিক্ষোভ ঢেকে—ভাবেন) 'খাঁটি ভালবাসা—দেওয়া নেওয়া যেন অত সহজ। হ্যাঁ কথা বলা চলে যত খুসী। ওর জীবন সম্পর্কে এখনও কোন অভিজ্ঞতা হয়নি। কিন্তু নীনার পক্ষে এ লোকটা খারাপ হবে না নীনা যদি এই

সরল বোকাটাকে বিয়ে করে, তাহলে কি সতীত্বের বিশ্বাস নিয়ে থাকবে ? না যদি থাকে—তখন আমি —। ছি ছি কি কুৎসিত চিন্তা না না ও কথা আমি ভাবিনি।'

(সহজ সুপ্রসন্ন হাসি হাসেন জোর করে) সত্যি কথা বলতে কি এ ব্যাপারে আমার কিছু করবার নাই। (আবার হাসেন) নীনার যদি বিয়ে করতে ইচ্ছা হয়, সে বিয়ে করবেই, ইচ্ছা না হলে কেউ করাতে পারবে না। তবে এ কথা বলতে পারি যে, আমি তোমার সফলতাই কামনা করছি।

এভান্স ঃ (সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমানুষী কৃতজ্ঞতায়) ধন্যবাদ মিঃ মার্স´ডেন।

মার্স´ডেন ঃ আমার মনে হয় যে এখন এ বিষয়ে আলোচনা না করাই ভাল। আমরা ভুলে যাচ্ছি যে যিনি মারা গেছেন তিনি নীনার বাবা।

এভান্স ঃ (খুব অপরাধী আর অপ্রতিভ হয়) হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক কথা! আমায় ক্ষমা করবেন। আমার বুদ্ধিশুদ্ধি একেবারে চলে গিয়েছে!

[সিঁড়িতে আওয়াজ হয়। ডাঃ ডারেল ঘরে আসেন। তাঁর বয়স সাতাশ, কাল চুল, ছোট রোগা গড়ন। তাঁর চালচলন খুব চটপটে আর দৃঢ়তাব্যঞ্জক। তাঁর দৃষ্টি সন্ধানী, হাবভাব উত্তেজনাহীন। তাঁর কাল চোখ যেন অন্যের চরিত্রকে ব্যবচ্ছেদ করে। অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত সুন্দর চেহারা। তাঁকে দেখলে মনে হয় প্রচণ্ড কামনাকে তিনি কঠোর মনন দিয়ে সুশৃঙ্খল করেছেন। তাঁর মধ্যেকার কামশক্তিকে তিনি সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তীভূত করেছেন। এই জন্য কামিনীরা তাঁর প্রতি প্রচণ্ডভাবে আসক্ত হয়। তাদের মানসিক প্রবৃত্তি পরীক্ষা করার জন্য ডাঃ ডারেল

তাঁর কামশক্তিকে মাঝে মাঝে মুক্তি দিয়ে তাঁর নিজের এবং তাদের মানসিক অবস্থা নিরীক্ষণ করেন। এই জন্যে তাঁর মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে, প্রেম তাঁর কাছে হার মেনেছে। বিজ্ঞানের পরিধির মধ্যে যৌনকামনা পর্যবেক্ষণ করে করে তিনি সে সম্পর্কে পূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন।

ঘরে ঢুকে তিনি এভান্স ও মার্সডেনকে দেখলেন। মার্সডেনকে মাথা নেড়ে নিঃশব্দে অভিবাদন জানালেন, মার্সডেন আন্তরিকতাহীনভাবে প্রত্যভিবাদন করেন। ডারেল প্রেস্ক্রিপসন লেখার খাতাটা পকেট থেকে বার করে টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে খুব তাড়াতাড়ি লিখতে আরম্ভ করেন।]

মার্সডেন ঃ (গভীর বিতৃষ্ণায় ভাবেন) 'এই চ্যাংড়া ডাক্তারগুলো এক নয়া জাত। নিজের মাথা কত ঠাণ্ডা প্রমাণ করতে গিয়ে ঘেমে সারা হয়ে গেল। কি লিখছে—প্রেস্ক্রিপসন! বোধহয় মরার জন্যে কাশির ওষুধের বিধান দিচ্ছে। তবে দেখতে মন্দ না। মেয়েদের পটাতে পারবে।'

ডারেল ঃ (লেখা কাগজটা ছিঁড়ে এভান্সকে দেয়) স্যাম, এক দৌড়ে গিয়ে এই ওষুধটা নিয়ে এস।

এভান্স ঃ (বাইরে যেতে পেয়ে বেঁচে গেল) এখুনি নিয়ে আসছি। হাঁটতে আমার ভালই লাগে।

[চলে গেল]

ডারেল ঃ (মার্সডেনকে বলে) নীনার জন্যে ওষুধটা আনাচ্ছি। আজ রাত্রে ওর ঘুমোন দরকার।

[ঘরের মাঝের চেয়ারটায় যেন নিজের অজ্ঞাতেই বসে। মার্সডেন অধ্যাপকের জায়গায় গিয়ে দাঁড়ান। উভয়ে

উভয়কে লক্ষ্য করে সামান্যক্ষণ। ডারেলের স্পষ্ট অনু-
সন্ধিৎসু দৃষ্টি মার্সডেনকে আহত করে। তার মন ডারেল
সম্পর্কে বিরূপতায় ভরে যায়। ডারেল ভাবে।]

'এই মার্সডেন লোকটা যে আমাকে পছন্দ করে না তা বেশ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু ওর সম্বন্ধে আমার জানতে ইচ্ছা করে। ওর লেখা বইগুলো পড়েছি। বইগুলো মন্দ না, পড়তে ভাল লাগে—তবে ভেতরে কিচ্ছু নেই। না আছে কোন বক্তব্য, না আছে কোন গভীর অনুভূতি। কেন? মনে হয় লেখার ক্ষমতা আছে কিন্তু সাহস নাই। বোধহয় নিজের লেখায় নিজের চরিত্রকে প্রকাশ করে ফেলবে বলে ভয় পায়। নিজের মুখোমুখি দাঁড়াতে ভরসা পায় না কেন? নীনার অসুখের সঙ্গে ওর কি সম্পর্ক? মনে হচ্ছে ভদ্রলোক সেই জাতের লোক যারা নপুংসকতাকেই জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্মান মনে করে।'

মার্সডেন : (ভাবেন) 'মাছের মত পলকহীন চোখে আমাকে লক্ষ্য করছে। ডাক্তারী ইস্কুলের ছেলেরা প্রথম প্রথম এইভাবেই রোগীর দিকে তাকিয়ে থাকে। হার্ভার্ডের ছাত্ররা ওই রকম করে হার্ভার্ড কথাটার শুদ্ধ উচ্চারণ করতে শেখে বারবার অভ্যাস করে। ও কোন্ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হয়েছে? বোধহয় স্নায়ুদৌর্বল্যের ডাক্তার। মানসিক অসুখের বিশেষজ্ঞ নিশ্চয় নয়—না হলেই ভাল।…ফ্রয়েড সাহেব কি বিশ্রী কাণ্ডটা করে গেছে। তবে শাস্তিটাও ভালই পেয়েছিল। খেতে শুতে বসতে কতকগুলো বাজে লোকের সাপের স্বপ্ন দেখার একঘেয়ে গল্প শুনতে হয়েছে। অত সহজে যদি রোগ সারত

তাহলে আর ভাবনা ছিল না !…কাম হয়েছে পরশপাথর !
রাজা ইডিপাস, তুমি আজ সমস্ত পৃথিবীর পুষ্যিপুত্তুর।'…

ডারেল ঃ (ভাবে) 'নীনার সম্বন্ধে ওকে জিজ্ঞাসা করতে হবে। অনেক খবর ওর জানা আছে। নীনার স্বাস্থ্যের জন্যে যে খবরগুলো আমার দরকার তা ও বুঝবে না। অত বোঝাবার সময় নাই আমার। ওরা এমন এক দলের লোক যাদের পেটে বোমা মেরে খবর বার করতে হয়। তবে বোমাটা বেশি বড় না হওয়াই ভাল, তাহলে ফেটে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।'

(ভদ্রভাবে) নীনার মাথাটা আবার বিগড়ে গেছে! ওর বাবার মৃত্যুর শোকে যদি মাথা খারাপ হত তাহলে আমি এত চিন্তিত হতাম না। কিন্তু সেজন্য কিছু হয়নি। ওর বাবার মৃত্যুতে ওর কোন ব্যথাবোধ না হওয়াটাই ওর মনে খুব বেশি আঘাত করেছে। নীনার ধারণা হয়েছে যে কোন কিছু বোধ করবার ক্ষমতা সে হারিয়ে ফেলেছে। ওপরে বসে এখন তাই প্রাণপণে চেষ্টা করছে যেমন করেই হোক—যেন একটু ব্যথাবোধ তার আসে!

মার্সডেন ঃ (সক্ষোভে ভাবেন) 'তুমি কিছুই বোঝনি ছোকরা নীনা তার বাবাকে ভালবাসত —'

ডারেল ঃ (আড়ম্বরহীন নীরসভাবে বলে চলে) নীনার এই রকম মানসিক অবস্থার সময়—ভাবাবেগে সময় নষ্ট করতে চাই না। ও এখনি নীচে নেমে আসবে তার আগে আপনাকে গোটাকতক কথা বলতে চাই। (মার্সডেন আপত্তি জানাতে চেষ্টা করেন) নীনা আপনাকে সত্যিকারের শ্রদ্ধা করে—আর আমার বিশ্বাস আপনিও তাই করেন। কাজেই আমার মতো আপনিও নিশ্চয় চান যে সে তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠুক। নীনা অত্যন্ত

চমৎকার মেয়ে, জীবনে তার সুখী না হবার কোন কারণই থাকতে পারে না। (হঠাৎ অত্যন্ত সুতীক্ষ্ণভাবে কথা বলতে থাকে) কিন্তু এখন তার যে রকম মানসিক অবস্থা তাতে তার পক্ষে সেরে ওঠা অত্যন্ত কঠিন। একটার পর একটা ধ্বংসের স্মৃতি, মৃত্যুর দায়িত্ব তার মনকে ভারাক্রান্ত করে রেখেছে। এই রকম ঘটনা ওর জীবনে যদি আর দু' একটিও ঘটে তাহলে ওর মন কদর্যতার শেষপ্রান্তে গিয়ে আশ্রয় নেবে। সেখানে একবার চলে গেলে, শত চেষ্টাতেও আমরা আর ওকে ফিরে পাব না। জীবনযাত্রার সব থেকে নীচু স্তরে আশ্রয় নিয়ে ও এই সান্ত্বনা পাবে যে, তার থেকে নীচে আর যাওয়া যায় না।

মার্সডেন ঃ (প্রচণ্ড রাগে লাফিয়ে ওঠে) দেখ ডারেল তুমি ভেব না যে তোমার এই সব হাস্যকর কথা আমি বিশ্বাস করব!

ডারেল ঃ (অধিকারীর সুস্পষ্টতায় বলে) আপনি কি করে জানলেন যে, যা বলছি তা হাস্যকর? এই বাড়ি থেকে চলে যাবার পরেকার নীনার, আপনি কতটুকু জানেন? জানেন কি যে যখন ওর নার্সের কাজে তিনদিনও কাটেনি তখন আমি আবিষ্কার করি যে নার্স নয়, আসলে ও-ই হচ্ছে রোগী। তখন থেকে আমি ওর চিকিৎসা করছি। আমি আশা করব যে আমার কথা আপনি স্থির হয়ে শুনবেন।

মার্সডেন ঃ (যেন জমে যায়) বলুন শুনছি।

(কিন্তু কি শুনবেন সে সম্ভাবনার ভীত হন—ভাবেন) 'তবে কি…তবে কি…? কদর্যতা…নীচুস্তর…যদি তাই হয় সে কথা আমি শুনতে চাই না!'

ডারেল ঃ (ভাবে) 'কতটুকু ওকে বলা উচিত হবে? নীনার অপকর্মের বিকট সত্য ওকে বলা চলবে না। ওর চেহারা

দেখে মনে হয় না উলঙ্গ সত্যটাকে সহ্য করতে পারবে। কোন লেখকই তার বইএর বাইরের সত্যটাকে সহ্য করতে পারে না। একটু কম করে বলতে হবে, তবে আবার খুব কম করেও নয়।'

নীনার মনে ধীরে ধীরে একটা ধারণা এসেছে যে তাকে শহীদের মতো নিজেকে বলি দিতে হবে। এ ধারণার কারণ কি তা তো বুঝতেই পারছেন। গর্ডন ওকে—আচ্ছা বলা যাক যে, গর্ডন ওকে বিয়ে না করেই চলে গিয়েছিল। যুদ্ধে সে মারা গেল—নীনা বাগদত্তা হয়ে ঝুলে থাকল। ক্রমে ধারণা হল যে গর্ডনকে ও দেহদান করেনি বলেই সে মারা গেছে এবং সে তার মৃত্যুর জন্য দায়ী। কাজেই প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে সে যুদ্ধে আহত সৈন্যদের কাছে নিজেকে উৎসর্গ করল, প্রমাণ করতে চাইল যে তাদের সবাইকে সে ভালবাসে। কিন্তু এ অভিনয় বেশিদিন টিকল না। সৈন্যদের কাছে আর তার নিজের কাছেও ফাঁকিটা ধরা পড়ে গেল। আর তার ফলে সে নিজেকে আরো দোষী মনে করতে লাগল, নিজেকে শাস্তি দেবার সংকল্প দৃঢ়তর হল।

মার্সডেন: (ভাবেন) 'কি বলতে চাইছে?···কতদূর পর্যন্ত নেমেছে···? কতজন?'

(শীতল ও রুষ্টভাবে বলেন) ওর কোন্ কোন্ কর্মের ওপর নির্ভর করে আপনি এই সিদ্ধান্তে এসেছেন তা কি জিজ্ঞাসা করতে পারি?

ডারেল: (সমান শীতলতায়) হাসপাতালের যে কোন রোগীর সঙ্গেই ও যে রকম ঘনিষ্ঠ ব্যবহার করত তাতে আর কোন কিছু বুঝতে কষ্ট হয়নি। কষ্ট হবেই বা কেন? নীনা তো কোন কিছু ঢাকতে চায়নি বরঞ্চ সবার সামনে লোক দেখিয়ে দেখিয়ে চুমু

খেত, ঘাড়ে পড়ত, জড়াজড়ি করত। তার যে পুরুষের প্রচণ্ড প্রয়োজন একথা কাউকেই বুঝিয়ে দিতে হয়নি।

(ভাবে) 'হালকা করেই বললাম। সত্যি নীনা যা করেছে তা এর থেকে অনেক জঘণ্য। মনে হচ্ছে এই মেয়েলিমনের লোকটার পক্ষে যা বলেছি তাই বেশ কড়া হয়েছে।'

মার্সডেনঃ (তিক্ত মনে ভাবেন) 'মিথ্যা কথা বলছে।··· কি লুকোতে চাইছে? তবে কি ও নিজেও নীনার প্রেমিকদের মধ্যে একজন?···তাহলে তো ওর কাছ থেকে নীনাকে সরিয়ে রাখতে হবে। কি ভাবে?··· এভান্সের সঙ্গে নীনার বিয়ে দিতে হবে।'

(কর্তৃত্বপূর্ণ) তাহলে তো আপনার হাসপাতালে ওর ফিরে যাওয়া আর উচিত হবেনা।

ডারেলঃ ঠিক বলেছেন। সেই কথা ওকে বুঝিয়ে বলার জন্যে আপনাকে অনুরোধ করছি।

মার্সডেনঃ (ভাবেন—মনে সন্দেহ) 'না তাহলে ও নীনাকে চায় না।···আমি ভুল করেছি। কিন্তু ওকে চায় না কেন?···তার অনেক কারণ থাকতে পারে। মনে হচ্ছে ও নীনাকে ঘাড় থেকে নামাতে চায়।···

(সতর্কভাবে বলেন) আমার ক্ষমতাকে আপনি অতিরঞ্জিত করে দেখছেন।

ডারেলঃ মোটেই না। এখন আপনি হচ্ছেন একমাত্র লোক যিনি গর্ডনপ্রিয়া নীনার সঙ্গে বর্তমানের নীনার যোগসূত্র বাঁচিয়ে রেখেছেন। ওর জীবনের সব থেকে সুখের দিনগুলোর স্মৃতির সঙ্গে আপনি জড়িয়ে আছেন।—যখন ওর দেহে মনে শান্তি ছিল, স্বাস্থ্য

ছিল। তাই আপনি হলেন একমাত্র লোক যাকে ও সত্যিকারের শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে। (চকিত হয়ে অপরাধীর মত মার্সডেন তার দিকে চায়, নিজের মনের আলোড়ন ঢাকতে—অপ্রতিভ হাসি হাসে) আপনার তাতে ভয় পাবার কোন কারণ নাই—ওর আপনার প্রতি ভালবাসা অনেকটা ওর কাকা বা মামাকে ভালবাসার মতো, শ্রদ্ধা ভক্তি জড়ান।

মার্সডেন: (দুঃখ পায় ভাবে) 'ভয় পেয়েছিলাম আমি?… প্রথমে ও বলল একমাত্র আমায় ভালবাসে। তারপর বলল কাকা বা মামার মতো ভালবাসে!…আবার সেই খুড়ো চার্লি হলাম।…চুলোয় যাক ডারেল।'

ডারেল: (লক্ষ্য করে) 'মনে হচ্ছে খুব বিপদে পড়ে গেছে নীনার কোন দায়িত্ব ও নিতে চায় না মনে হচ্ছে। হ্যাঁ—ওর চরিত্র দায়িত্ব নেবার নয়। ভালই হল!…নীনার কোন ভাল জায়গায় বিয়ে দিতে পারলেই ওর কর্তব্য শেষ হবে।'

(সোজাসুজি বলে) সেই জন্যে এত কথা বললাম। নীনাকে সুস্থ করার জন্যে আপনাকে সাহায্য করতেই হবে।

মার্সডেন: (বিরক্ত) কি করতে হবে আমাকে?

ডারেল: আমি তো কেবল একটা পথই দেখছি। স্যাম এভান্সের সঙ্গে ওর বিয়ে দিয়ে দিন।

মার্সডেন: (আশ্চর্য হয়ে যায়) এভান্সেয় সঙ্গে?

[দরজার দিকে তাকায়, সব যেন ঘুলিয়ে যায়]

(ভাবেন) 'আবার ভুল বুঝেছি। নীনাকে কেন বিয়ে দিতে চায় ওই…কোন মতলব আছে।'

ডারেল: হ্যাঁ। এভান্স ওকে ভালবাসে। অমন ভালবাসা

এ যুগে কেবল গল্পের বই-এ পড়া যায়। নীনাও ওকে ভালবাসে—অবশ্য সে ভালবাসায় মাতৃত্ববোধই বেশি। কিন্তু ওর বর্তমান অবস্থায় সেটাই সব থেকে বেশি দরকার। এমন কাউকে যদি ও কাছে পায় যাকে খাইয়ে ধুইয়ে বকে ও সম্পূর্ণ নিজের আওতায় রাখতে পারবে, তাহলেই ওর মন শান্তি পাবে। এ বিয়ের ফলে ওর সন্তান জন্মাবে, নীনার মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য এখন সন্তানের প্রয়োজন। গর্ডনের মৃত্যুতে পর জীবনের ভালবাসার উৎস পাথর চাপা পড়েছে তাকে খুলে না দিলে ও স্বাভাবিক হতে পারবে না কখনও। স্যামকে বিয়ে করলে সব প্রশ্নের সমাধান হতে পারে। অবশ্য হবেই একথা জোর করে বলা যায় না। কেউ তা বলতে পারে না। তবে আমার মনে হয় স্যামের স্বার্থহীন ভালবাসা নীনার জীবনকে ক্রমে ক্রমে স্বাভাবিকতা এনে দেবে। ক্রমে ওর মনে হবে যে জীবনে ও সুপ্রতিষ্ঠিত—বেঁচে থাকার মূল্যায়ণ করতে পারবে, প্রয়োজন অনুভব করবে। সেইটা কোন রকমে ওর মনে জাগাতে পারলেই ও বেঁচে যাবে। (এতক্ষণ অত্যন্ত জোর দিয়ে ভাবাবেগে বলে চলেছিলেন, এবার উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করেন) এই অবস্থায় এটাই শ্রেষ্ঠ উপায় বলে আপনার মনে হচ্ছে না?

মার্সডেন: (মনে সন্দেহ। স্পষ্ট কিছু বলতে চায় না) কিছু মনে করবেন না, কিন্তু এই অবস্থায় আমার কিছু বলা সঙ্গত নয়। প্রথমত আমি এভান্সকে চিনি না।

ডারেল: আমি চিনি। এভান্স চমৎকার ছেলে। ভাল স্বাস্থ্য, পরিষ্কার মন, কোন ঘোরপ্যাঁচের মধ্যে নেই। আমার কথার ওপর আপনি নির্ভর করতে পারেন। এই সব ছেলেরাই জীবনে সাফল্য লাভ করে। একবার কাজ সুরু করলে উন্নতির শেষ ধাপ পর্যন্ত না পৌঁছে এরা থামে না। ওকে দেখলে অবশ্য

এখন একটা বুড়ো খোকা মনে হয়। কিন্তু একটু আত্মবিশ্বাস এলে, দায়িত্ব ঘাড়ে পড়লে ওর চেহারাই বদলে যাবে। নতুন হলেও প্রচার আর বিজ্ঞাপনে ও একটা ভাল চাকরী করে। ওদের দুজনার সুখে চলে যাবার মত রোজগার স্যামের আছে! (সামান্য হাসেন) নীনার সঙ্গে স্যামের বিয়ে হলে ওদের দুজনারই উপকার হবে।

মার্সডেন ঃ (এবার উন্নাসিকতা প্রকাশের সুযোগ পেয়েছে) আপনি ওর বাপকে চেনেন ? তারা লোক কেমন ? বংশ কেমন ?

ডারেল ঃ (তীক্ষ্ণভাবে বলেন) ওঁদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা কেমন আমি জানি না। আপনি বোধহয় জানতে চান ওঁদের আভিজাত্য কতখানি ? যতদূর জানি ওঁরা গ্রামাঞ্চলের অধিবাসী, ফল আর ফসলের চাষে যথেষ্ট অর্থ জমিয়েছে। আমি তাঁদের যদিও কখন দেখিনি তবে বিশ্বাস করি যে তাঁরা সাদাসিধে, সহজ এবং স্বাস্থ্যবান লোক।

মার্সডেন ঃ (লজ্জা পায়। বিষয়ান্তরে যায় তাড়াতাড়ি) নীনকে এ বিয়ের প্রস্তাব আপনি জানিয়েছেন ?

ডারেল ঃ হ্যাঁ। হাসতে হাসতে, ঠাট্টা করে একথা ওকে বহুবার বলেছি। গম্ভীর হয়ে এ সব কথা বললে ও ভাববে যে ওর রোগের পথ্য দিচ্ছি। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে ওর মনে এ কথাটা আমি গেঁথে দিয়েছি। ওর মনে তাই এই বিয়ের সম্ভাবনার প্রথম প্রলেপ দেওয়া হয়েছে।

মার্সডেন ঃ (সন্দেহাকুল মনে ভাবেন) এই ডাক্তারটাই কি তবে নীনার প্রেমিক নাকি ? আমার চোখে ধুলো দিয়ে একটা

সুব্যবস্থা করিয়ে নিতে চায়। আমাকে দিয়ে নিজের পছন্দমত ত্রিভুজ সাজিয়ে নিচ্ছে না তো ?

(গলার কঠোরতা ঠাট্টার হাসিতে ঢেকে বলেন) একটা সত্যি কথা বলি ডাক্তার ! আমার গভীর সন্দেহ হচ্ছে যে আপনি নীনাকে ভালবাসেন।

ডারেল ঃ (আশ্চর্য হন) সত্যি নাকি ? তাহলে আপনার বুদ্ধিকে তারিফ করতেই হবে। এ রকম মনে হবার কারণ জানতে পারি ? নীনাকে দেখে অনেক লোকই প্রেমে পড়ে আর সেটা খুবই স্বাভাবিক কিন্তু আমি তার মধ্যে নাই। ওর প্রেমে পড়া আমার পক্ষে অসম্ভব কেননা আমার কাছে আজও ও গর্ডনের বাগদত্তা। অবশ্য বলতে পারেন যে নীনার কাছে গর্ডনের গল্প শুনে শুনেই এ ধারণাটা আমার মনে বাসা বেঁধেছে কিন্তু একথা ঠিক যে—(হঠাৎ অত্যন্ত কঠিন শক্ত কণ্ঠে) একটা আধিভৌতিক স্মৃতিব সঙ্গে ভাগ করে আমি কোন স্ত্রীলোককেই ভালবাসতে পারব না।

(শ্লেষাত্মক ভাবনা) শুধু ভূতের সঙ্গে ভাগ বলি কেন, যে সব জীবন্ত লোক ওকে উপভোগ করেছে তাদের ভাগও তো আমি জানি। স্যাম তাদেব কথা জানেনা। নীনাকে ও এত শ্রদ্ধা করে যে সে সব কথা কোনদিন বিশ্বাস করবে না।......'

মার্সডেন ঃ (বিক্ষুব্ধভাবে চিন্তা করে) 'আবার ভুল করেছি। না, ও মিথ্যা কথা বলছে না, তবে কি যেন লুকোচ্ছে। গর্ডনের স্মৃতির ওপর ওর অত রাগই কেন ? আমি বা তার জন্যে সমবেদনা দেখাচ্ছি কেন ?'

(অত্যন্ত তীক্ষ্ণ শ্লেষ আর ব্যঙ্গে বলেন) হ্যাঁ গর্ডনের ওপর আপনার রাগ হবার কারণ বুঝতে পারি। ভূতের সঙ্গে প্রেম বা প্রেমিকা কোনটাকেই ভাগ করতে আমিও চাইব না। ওই গর্ডনের মত যারা মরে, তারা এমন অমর হয়ে বেঁচে থাকে যে ডাক্তারের পক্ষেও তাদের মারা দুষ্কর। (জোর করে হাসে। তারপর বান্ধবের

অন্তরঙ্গ সুর টেনে বলে) ভূত হিসেবে গর্ডন যে অতি উৎকট একথা নীনার বাবা ভালই বুঝে গেছেন। (মৃতব্যক্তির কথা মনে পড়ায় দুঃখিত কণ্ঠে) নীনার বাবার সঙ্গে আপনার কখনও আলাপ হয়নি—না ? চমৎকার লোক ছিলেন।

ডারেল ঃ (ভেতর দিক থেকে একটা আওয়াজ পেয়ে) চুপ !

[নীনা আসে ধীরে ধীরে। উভয়ের দিকে তাড়াতাড়ি স্বচ্ছ জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে তাকায়। কিন্তু তার মুখ রক্তশূন্য। ফ্যাকাসে মুখোসের মত মুখে পার্থিব জগতের কোন ঘটনাই যেন ছাপ ফেলতে পারে না। কেবলমাত্র তার চোখ দুটো যেন ইচ্ছামত কাজ করে যাচ্ছে—ঘটনা মনে রাখছে, অশান্ত জিজ্ঞাসায় একজনের মুখ থেকে অন্যজনের মুখে ছুটে বেড়াচ্ছে পুরুষ দুজন দাঁড়িয়ে উঠে উৎকণ্ঠিত হয়ে ওকে লক্ষ্য করেন ডারেল সরে যান—ক্রমে গত দৃশ্যে মার্সডেন যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে দাঁড়ান—মার্সডেন অধ্যাপকের জায়গা নেয়। নীনা গত দৃশ্যে যেখানে এসে দাঁড়িয়েছিল সেখানেই দাঁড়ায়। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধে কাটে। সেটা কাটাবার জন্যে দুজন পুরুষই কিছু বলতে চেষ্টা করেন—ঠিক তখনই নীনা কথা বলতে সুরু করে—যেন তাকে প্রশ্ন করা হয়েছে]

নীনা ঃ (অদ্ভুত একঘেঁয়ে ভাবে) হ্যাঁ, ও মরে গেছে। আমার বাবা মরে গেছে। ওর ভালবাসায় আমি জন্মেছি, আমার জন্মদাতা —তার জীবন শেষ হয়েছে। এখন সেই শেষ হয়ে যাওয়াটা—সেই মৃত্যুটা বেঁচে আছে। বেঁচে আছে আমার জন্য, আমার জীবন শেষ করবার জন্য। তাই খালি আমায় অকর্ষণ করছে—আমার জীবনকে ডাকছে। (হঠাৎ আত্মগ্লানিতে বিশ্রী ভাবে হেসে ওঠে) একদল বাঁদরের মত কিচির মিচির আওয়াজে আমরা খালি নিজেদের ঢেকে রাখতে চাই।

মার্সডেনঃ (ভয় পান—ভাবেন) 'কি সাংঘাতিক হয়েছে। এ নীনা আমার নয়—ওকে আমি চিনি না।' (যেন নিজের বিশ্বাস জাগাতে ডাকেন) নীনা।

[ডারেল মার্সডেনকে বাধা দিতে বারণ করে। মনের উন্মা কথার ভেতর দিয়ে বেরিয়ে গেলে নীনা সুস্থ হবে ডারেলের বিশ্বাস। নীনা মার্সডেনের দিকে তাকায় যেন তাকে চিনতে পারছে না।]

নীনাঃ কি? (চিনতে পারে ক্রমে—তারপর সত্যিকারের স্নেহপূর্ণভাবে বলে) আমার সেই লক্ষ্মী চার্লি।

মার্সডেনঃ (ভাবেন) 'চার্লির মরণ হয় না।...ওর ব্যথা দিতেই আনন্দ।'...(জোর করে হেসে মিষ্টি করে বলেন) হ্যাঁ এই যে দাঁড়িয়ে আছি নীনা, আমার ছোট্ট নীনা।

নীনাঃ (জোর করে হাসে) তোমায় দেখে মনে হচ্ছে তুমি খুব ভয় পেয়েছ। আমায় দেখে কি মনে হচ্ছে যে আমি পাগল? হঠাৎ আমার মনে হল কথার আওয়াজগুলো সব মিথ্যা। দুঃখ, ব্যথা, ভালবাসা, বাবা—কথাগুলো মুখে বলি হাতকে লেখাই—কোন মানে নাই। আমি কি বলতে চাই—তুমি কথার ব্যবসা কর, তুমি বুঝবে। তুমি কি আরও একটা নভেল লিখেছ? দাঁড়াও দাঁড়াও। ভুল বলেছি। আমি কি বলতে চাই তুমি সব থেকে কম বুঝবে। তোমার কাছে ওই কথার মিথ্যাগুলোই একমাত্র সত্য। তাই বোধ হয় ঠিক। এই পিছল জীবনটাতো কয়েকটা কথাকে নির্ভর করেই রয়েছে? তাই না? সেইজন্যে ওর গঠন সীমাবদ্ধ। চার্লি, আমার কথা বুঝতে পারছ? জীবন মিথ্যায় ভরা। মিথ্যার আবরণ হচ্ছে জীবন—আর জীবনের সমস্ত ভেতর দিকটা কেবল কপটতায় ভরা। (হাসে)

মার্সডেন : (গভীর দুঃখে ভাবেন) 'ওর মনটা বাজারের রূপাঙ্গনার মতো কঠোর হয়েছে। নোংরা হাতের নখ দিয়ে হৃৎপিণ্ডটা ছিঁড়ে নিয়ে আসছে। আমার নীনা এই হিংস্র কুকুরী হয়েছে।...একদিন আমি আর সহ্য করব না—চীৎকার করে সত্যি কথা বলে দেব—বলে দেব মেয়েরা আসলে কি? বলে দেব প্রত্যেক মেয়ের মন হচ্ছে এক ডলারে পাওয়া বেশ্যার মত। (হঠাৎ গভীর দুঃখ পায়)—মা, আমায় ক্ষমা কর। প্রত্যেকের কথা বলছি না।'

ডারেল : (নিজেও চিন্তান্বিত—জোর করে বলেন) বোস নীনা। তুমি বসলে আমরাও বসব।

নীনা : (তাঁর দিকে তাকিয়ে যান্ত্রিক তৎপরতায় হাসে) বেশ নেড, সেই ভাল।

[নীনা মাঝে বসে, ডারেল বসেন বেঞ্চিতে আর মার্সডেন অধ্যাপকের জায়গায়।]

(শ্লেষের সঙ্গে বলে) নেড কি এখনও আমার জন্যে ওষুধের ব্যবস্থা করছ? চার্লি, এই বেচারা হচ্ছে আমার পোষা ডাক্তার। এ লোকটা স্বর্গে গিয়েও খুশি হবে না যদি না ও নিয়মিত ভগবানের চিকিৎসা করতে পারে। চার্লি, তুমি কোন অল্পবয়সী বৈজ্ঞানিককে চেন? আমার এই বৈজ্ঞানিক বিশ্বাস করেন যে মিথ্যাকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলতে পারলে—সেই টুকরোগুলো সত্য হবে। কি বোকা! ও ওই রকম অমানুষ বলেই ওকে পছন্দ করি।... একবার মনে পড়ে হঠাৎ কামনায় উত্তেজিত হয়ে আমায় চুমু খেল। আমি তো অবাক—যাদুঘরের মমি চুমু খেলেও অত অবাক হতাম না। উনি কিন্তু সেই মুহূর্তেই নিজের কাজ দেখে বীতরাগ হয়েছেন।

আত্মধিক্কারের সে কি মুখ—দেখে আমি ভয়ানক হেসেছিলাম।

[ডারেলের দিকে তাকিয়ে হাসে—সে-হাসি করুণাপূর্ণ ঘৃণার।]

ডারেল ঃ (ভদ্রভাবে হেসে বলেন) ঠিক বলেছ। ভাল করে গাল দিয়ে নাও। (ধাক্কা খায় বটে কিন্তু খুসীও হয় কথাটা শুনে—ভাবে)—

'আমি চুমু খাবার ঘটনাটা ভুলেই গিয়েছিলাম। এখন মনে পড়েছে, নিজের ওপর ভারী রাগ হয়েছিল। কিন্তু সব থেকে রাগ হয়েছিল নীনার উদাসীনতা দেখে !...'

নীনা ঃ (মনটা স্থিতি হয়নি) আমি ওপরে কি করেছিলাম জান? আমি ভগবানকে ডাকতে চেষ্টা করেছিলাম। আমাদের আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগের ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে ইচ্ছা হয়েছিল। আমি ভাবছিলাম দশলক্ষ আলোকবর্ষ যেমন নিয়ত সঞ্চরমান নীহারিকার ঘূর্ণির কাছে মূল্যহীন, তেমনি মূল্যহীন কোটি কোটি সৌর জগতের মাঝে একটা জগৎ। জন্ম থেকে সুরু হয়েছে যে মৃত্যু, তার জন্য চিন্তা করার সময় কোথায় ভগবানের? মানুষের প্রাণ এত তুচ্ছ জিনিস এই বিরাট জগতের মধ্যে যে তার ব্যবস্থা করতে গেলে ভগবানের জাতিপাত হবে—আমিও তাহলে তাঁর ওপর বিশ্বাস হারাব। তাই তার মতো উদাসীন হতে চেষ্টা করছি—এই এক গুণই আমরা অনুসরণ করতে পারি।

মার্সডেন ঃ (চিন্তিত হয়) নীনা একটু শুয়ে পড় না কেন?

নীনা ঃ (ঠাট্টার সুরে) না না, আমায় কথা বলতে দাও চার্লি। কথাতো শুধু কথাই। বহু কথা আমার মাথার মধ্যে জমে আছে। তাদের যদি বাইরে বেরুতে না দাও, তাহলে তারা আমার মাথাটাকে ফাটিয়ে দেবে। জল বেশি হয়ে গেলে বাঁধ খুলে দিতে হয়। আজ আমি একটা কোন কিছু বিশ্বাস করতে চাই—একটা যেমন

তেমন ভগবান হলেও আমার চলবে। পাথরের নুড়ি, মাটির মূর্তি দেওয়ালে আঁকা পট, মাছ, পাখী, সাপ, কিংবা বেবুন—কিংবা সত্যসন্ধ, সত্যবাক্ কোন লোক যে সহজ করে দেবে মানুষের জীবন ধারণের প্রশ্ন। যেমনই হোক কিছু একটা চাই। কিন্তু কোথাও তা পেলাম না—মতলববাজ পাজী কতকগুলো লোক বিশ্বাসের কথাকে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে নিজের ইচ্ছামত সাজিয়ে খাড়া করছে।

মার্সডেন ঃ (প্রায় উঠে দাঁড়ান, ভয় পান) নীনা এবার চুপ কর। কথা বললেই তুমি উত্তেজিত হবে তখন—

[ডারেলের দিকে সাহায্য পাবার জন্যে তাকান, ডারেল সে দৃষ্টি উপেক্ষা করে।]

নীনা ঃ (তিক্ত অসহায়তায়) আচ্ছা আচ্ছা বেশ।

ডারেল ঃ (মার্সডেনের দিকে তাকিয়ে ভাবেন)

'বোকাটা। বোকাটা জানে না যে বলাটাই এখন নীনার পক্ষে ভাল। সমস্ত কথা বলে ফেলতে না পারলে ও সুস্থ হবে না। তারপর স্যামের কথা বলার ও সুযোগ পাবে।

[দরজার দিকে যেতে যেতে বলেন]

যাই আমি একটু পায়চারি করে আসি।

মার্সডেন ঃ (ভয় পেয়ে ভাবেন)

'আমি এ ঘরে নীনার সঙ্গে একা থাকতে চাই না।...এ নীনাকে আমি চিনি না। আমার ভয় করছে।'

[ডারেলকে বাধা দিতে চান।]

যাবেন না ডাক্তার। মানে, নীনার হয়ত আপনার সঙ্গে—

নীনা ঃ (তন্দ্রালুভাবে) ওকে যেতে দাও। ওকে যত কথা বলার ছিল, সব বলা আমার হয়ে গেছে। এখন আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই।

[মার্সডেনের দিকে অর্থপূর্ণভাবে তাকিয়ে ডারেল নিঃশব্দে বাইরে চলে যায়।]

মার্সডেন ঃ (ভাবেন, ও কাঁপেনও)

'এইবার···এইখানে···আমি যা আশা করেছিলাম। ও আর আমি একা।···ও কাঁদবে আমি ওকে সান্ত্বনা দেব। আঃ এত ভয় পাচ্ছি কেন? কাকে এত ভয়? ওকে না নিজেকে?'

নীনা ঃ (তার গলার স্বরে করুণা—প্রাণপণে অভিযোগের স্বরকে ঢাকা দিতে চায়) চার্লি, তুমি চিরকাল এত ভীরু কেন? কাকে তোমার এত ভয়? কেন ভয়?

মার্সডেন ঃ (ভয় পেয়ে ভাবেন)

'আমার মনে ঢুকে আমার ভাবনাটা চুরি করেছো। (সাহস আনেন) জীবনে একবার সত্যি কথা বলি না—ক্ষতি কি?

(অত্যন্ত নম্রভাবে বলেন) সত্যি কথা বলতে কি নীনা আমি এই জীবনটাকেই ভয় করি।

নীনা ঃ (ধীরে ধীরে মাথা নাড়ে) আমি তা জানি। (কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অদ্ভুতভাবে বলে) প্রথম ভুল হয়েছে যেদিন থেকে সবাই আমারা ভগবানকে পুরুষ ভাবতে সুরু করেছি। অবশ্য মেয়েদের পক্ষে তাঁকে পুরুষ ভাবাই স্বাভাবিক। কিন্তু পুরুষদের উচিত ছিল তাদের মায়ের কথা ভেবে, ভগবানকে স্ত্রীলোক করা। তাহলেই তারা সত্যিকারের ভদ্রলোকের কাজ করত। কিন্তু তা হয়নি, তাই ভগবান পুরুষ, কাজের লোক, অফিসের বড় সাহেব। এইজন্যেই তো জগৎটা এত অধার্মিক, মৃত্যু এত অস্বাভাবিক। যদি মায়ের জন্মদানের যন্ত্রণার সঙ্গে ভগবানকে কল্পনা করতাম, তাহলে সমস্ত দুঃখ আর ব্যথা-বোধের মধ্যে অর্থ খুঁজে পাওয়া যেত। আমরা

বুঝতাম যে প্রেম আর জন্মের ব্যথা আমাদের উত্তরাধিকার। তাঁর বিরাট হৃদয়ের মধ্যে যে ধ্বনি জেগে উঠছে, তারই তরঙ্গে তরঙ্গে আমাদের জীবন দোলায়িত, নিয়ন্ত্রিত, স্পন্দিত। তাহলে আমরা বিশ্বাস করতাম যে মৃত্যু সেই মাতৃজঠরে মিলনের মহালগ্ন। তাঁর রক্তের সঙ্গে মিশে গিয়ে, তাঁর সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়ে, আমরা তাঁর শান্তিতে মহাশান্তি অনুভব করতাম। (মার্সডেন অবাক হয়ে শোনেন নীনা একটু হাসে) এবার বল দেখি চার্লি, ভগবানের মেয়ে হওয়া উচিত ছিল কিনা। আজ পুরুষ হয়ে—বুক ভরা আত্মম্ভরিতা নিয়ে কোন ক্লান্ত মনকেও সান্ত্বনা দিতে পারছে না—কেবল নিজের বজ্রনাদে সবাইকে প্রতি মুহূর্তে শঙ্কিত করে তুলছে।

মার্সডেন: (অদ্ভুত উত্তেজনাময় আন্তরিকতায় বলেন) ঠিক বলেছ নীনা, ঠিক বলেছ!

নীনা: (হঠাৎ লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে চার্লির কছে যায়। ব্যথায় গুমরে ওঠা হতাশা ভাষা পায়।) চার্লি চার্লি—আমি কিছু একটা বিশ্বাস করতে চাই। আমি কিছু একটা বিশ্বাস করতে পারলে অনুভব করতে পারব। ওঃ ভগবান, ভগবান—আমি অনুভব করতে চাই যে আমার বাবা মরে গেছে। কিন্তু আমি পারছি না, চার্লি, আমি তা পারছি না।

[তাঁর পাশে হাঁটু গেড়ে বসে হাতে মুখ ঢেকে তার কোলের উপর ডুকরে ডুকরে কাঁদতে থাকে। তার চাপাশব্দ মাঝে মাঝে হাহাকার ধ্বনিতে ছড়িয়ে যায়।]

মার্সডেন: (কম্পিত হাতে মাথায় চাপড় মেরে তাকে শান্ত করতে চেষ্টা করেন। নীচু হয়ে কম্পমান গলায় বলেন) শোন শোন —ছিঃ নীনা, কেঁদনা। আবার অসুখ করবে কাঁদলে। শোন আমার কথা শোন। এস, এবার উঠে এস—ওঠ।

[ওর হাত ধরে টেনে তোলেন। নীনা অর্দ্ধোত্থিত হয়। তখনও মুখ হাতে ঢাকা, কাঁদছে। তারপর হঠাৎ ওর কোলের ওপর বসে পড়ে—ছোট্ট মেয়ের মত—বুকে মুখ লুকায়। মার্সডেনের মুখ স্বর্গীয় আনন্দে ভরে যায়—এত আনন্দ সে জীবনে কল্পনাও করেনি। মহানন্দে ভাবেন—]

ঠিক এমনি আমি ভেবেছিলাম, কিন্তু এতে এত আনন্দ (গভীর সম্মানে নীনার চুলে চুমু খান—আঘ্রাণ নেন।) এইবার আমার সব সাধ সফল হল। এই রকমের প্রেমিক হতেই ভাল লাগে আমার। এই আমার প্রেম। নীনাকে আমি ভালবাসি না না—নারী নীনাকে নয়, এই ছোট্ট নীনাকে। আমার ওকে ছুঁতে সাহস হচ্ছে কেন না কোন দেহ-কামনা এই ছোট্ট মেয়ের সহজ খাঁটি প্রেমকে কলুষতাময় করতে পারেনি। আজ আমি গর্বিত। আর কাউকে ভয় লাগছে না। আমার মনটাও আর লজ্জিত নয়।'

(আবার চুলে চুমু খেয়ে হেসে বলেন) না না আর নয়। নীনা আমার ছোট্ট নীনা। আর কাঁদা চলবে না—না কিছুতেই না। আমি আর তোমাকে কাঁদতে দেব না।

নীনা : (কান্না ক্রমে কমে আসে। ধরা গলায় দীর্ঘনিঃশ্বাস নিয়ে বলে। তার বলার ধরণ ছোট্ট নীনার মতো হয়ে গেছে) ও চার্লি, তোমার কাছে এলে এত সান্ত্বনা পাই। তোমার মতো দয়া কারু নাই। তোমার কাছে আসতে ভাল লাগে। এত দরকার আর কাউকে হয় না।

মার্সডেন : (সঙ্গে সঙ্গে চিন্তান্বিত) 'দরকার, দরকার? কি রকমের দরকার? ও কি আর কিছু বলছে?...'

(দ্বিধাভরা প্রশ্ন করেন) তোমার আমায় দরকার নীনা ?

নীনা ঃ হ্যাঁ, ভীষণ দরকার। আমার বাড়ী ফিরতে এত ইচ্ছা করত—মনে হত এক দৌড়ে বাড়ি চলে এসে তোমাদের বলি কি রকম দুষ্টু মেয়ে আমি হয়েছি যত অপরাধ এতদিন ধরে করেছি সব স্বীকার করতে ইচ্ছা হত। বলতে ইচ্ছা হত, আমায় শাস্তি দাও। এখন বাবা মরে গেছে, খালি তুমি আছ। আমাকে শাস্তি দাও চার্লি। দয়াকরে আমাকে শাস্তি দাও যাতে এই বিরাট অপরাধের বোঝাটা একটু হাল্কা হয়। যদি আমাকে এতটুকু ভালবাস তাহলে বলে দাও কি শাস্তি আমার পাওয়া উচিত, বল তোমাকে বলতেই হবে।

মার্সডেন ঃ (ভাবেন তাড়াতাড়ি) 'আমি ওকে সত্যি ভালবাসি! তাহলে—কি বলব ?'

(ব্যাগ্রভাবে বলেন) তুমি যা বলবে তাই আমি করব নীনা।

নীনা ঃ (নিশ্চিন্তের হাসি হাসে। চোখ বন্ধ করে মার্সডেনের কোলে কুঁকড়ে শোয়) আমার লক্ষ্মী চার্লি! আমি জানি তুমি কখনও আমায় হতাশ করবে না। (মার্সডেন চমকে ওঠেন—নীনা ওর মুখের দিকে তাকায়) কি হল ?

মার্সডেন ঃ (প্রাণপণে চেষ্টা করেন মুখে হাসি রাখতে। ব্যঙ্গ করে বলেন) বাত ব্যথা আর কি ? ক্রমেই তো বুড়ো হচ্ছি নীনা। (মহাদুঃখে ভাবেন) 'লক্ষ্মী চার্লি আবার মিথ্যার নরকবাস সুরু করল।'

(তারপর ভাবহীন গলায় জিজ্ঞাসা করেন) কিসের জন্য তুমি শাস্তি পেতে চাইছ নীনা ?

নীনা ঃ (কথা বলার সময় ওর দিকে তাকায় না ছাদের দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত স্বপ্নময় গলায় বলে) চার্লি, এতদিন আমি একটা

বোকা. বেশ্যার মতো চলেছি। আমার এই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেহটাকে বিলিয়ে দিয়েছি গরম হাত আর কামনাময় চোখের পুরুষের মাঝে। ওরা বুঝিয়েছিল একেই ভালবাসা বলে—উঃ ভাবতেও বমি আসে আমার!

[কেঁপে ওঠে]

মার্সডেন ঃ (হঠাৎ ভীষণ দুঃখ পেয়ে ভাবেন) 'তাহলে ঠিকই ভেবেছি। নোংরা মেয়েটা এই সব করেছে।'

(উষ্মাহীন গলায়) তুমি বলছ তুমি—(যেন ভিক্ষা চান) ওই ডারেল নয় তো?

নীনা ঃ (সরলভাবেই আশ্চর্য হয়) নেড? না নেড নয়—আমি ওর কথা ভাবিও নি। তাছাড়া যুদ্ধে তো ও আহত হয়নি। না তার কোন মানেই থাকবে না। কিন্তু অন্যদের দেহ দিয়েছি। কতজন? কে জানে চার, পাঁচ, ছয়, সাত—সংখ্যা ভুলে গেছি চার্লি! সংখ্যায় কি হবে? ওরা সবাই এক। ওরা সবাই মিলে একজন আর সে এক শূন্যের ভূত, অন্ততঃ আমার কাছে। তাদের নিজেদের কাছে তাদের সত্তা আলাদা কিন্তু আমার কাছে সব এক।

মার্সডেন ঃ (তীব্র দুঃখে ভাবেন) 'কিন্তু কেন? কেন এমন কাজ করলে? কেন এমন বেশ্যাপনা করলে?'

(ভাবহীন গলায় বলেন) কেন এমন কাজ করলে নীনা?

নীনা ঃ (দুঃখের হাসি হেসে বলে) ভগবান জানেন। আমি যখন করেছিলাম তখন হয়তো জানতাম, কিন্তু এখন ভুলে গেছি। সমস্ত ঘটনা মিলে একটা প্রকাণ্ড গণ্ডগোল।—আমার সবারই ওপর করুণা হত—কিন্তু দেওয়া যত কঠিন, নেওয়া তো তার থেকে বেশি কঠিন। সব থেকে কঠিন এ পৃথিবীতে ভালবাসা দেওয়া। পুরুষদের

সুখী করা সহজ নয়। চার্লি, আমার মনে হত, না মনে হত না, আমি স্পষ্ট দেখতাম গর্ডনকে ওরা চোখ বেঁধে দেওয়ালের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে, আর এরা ওর দিকে বন্দুক তুলে আছে—কিন্তু এদেরও চোখ বাঁধা। কিন্তু ওরা কেউ অন্ধ ছিল না, অন্ধ ছিলাম আমি, আমি দেখতে চাইনি যে ওদের থেকে বেশি আহত আমি, তাই বোকার মত এই সব বিশ্রী ব্যাপার করেছি; স্বীকার করতে চাইনি যে আমার মন, হৃদয়—সমস্ত অন্তরাত্মা যুদ্ধে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে গেছে আমি বুঝতে পারতাম এই সব পীড়িত লোকগুলোকে আমি যা দিচ্ছি তা হিংস্র ঠাট্টার মত ওদের প্রচণ্ড যন্ত্রণা দিচ্ছে, ওরা আমায় ঘৃণা করছে। কিন্তু আমি থামিনি, একজনার কাছ থেকে আব একজনার কাছে গেছি। জোয়ালবদ্ধ অন্ধ জানোয়ারের মত। শেষে এক রাত্রে গর্ডনকে স্বপ্নে দেখলাম। মেঘের মধ্যে থেকে তার জ্বলন্ত বিমান নেমে আসছে যেন—তার চোখে কি জ্বলন্ত দৃষ্টি, কি প্রচণ্ড ব্যথা। মনে হল যত আহত সৈন্যদেব আমি দয়া করেছি তারাও গর্ডনের এই দৃষ্টির ভেতর দিয়ে তাকিয়ে আছে। আমি কাঁদতে কাঁদতে জেগে উঠলাম—আমার চোখ দুটো জ্বালা করছে। তখন আমি বুঝতে পারলাম বোকার মত কি বিরাট অপরাধ আমি করেছি চার্লি, আমায় দয়া কর শাস্তি দাও।

মার্সডেন: (কি বলবে ভেবে পায় না—তিক্তভাবে ভাবেন) 'এ আমাকে এ সব না বললেই ভাল হত। আমার সমস্ত মনটা ভয়ানক আলোড়িত হচ্ছে।......কি করি? বাড়ি চলে যাই এক দৌড়ে। মা আমার জন্যে অপেক্ষা করছে ...এই বাজারের মেয়েছেলেটাকে ঘেন্না করতে পারলে বেশ হত। বারাঙ্গনা, কামোপজীবিনী। তাহলে একে শাস্তি দেওয়া সহজ হত।...এর বাবা বেঁচে থাকলে ভাল হত।...

একটু আগেই বলল না বাবা মরে গেছে কেবল তুমি আছ। বলল না আমাকে এর দরকার? (প্রচণ্ড বিতৃষ্ণায়) বুঝেছি বুঝেছি, আমাকে এর মরা বাপের জায়গাটা দিতে চায়। বুঝেছি আমাকে দরকার সেই জায়গায় বসাবার জন্যে—বেশ।'

(হঠাৎ খুব স্পষ্টভাবে বলেন, মনে হয় যেন ঠাট্টা করে অধ্যাপকের কথা বলার ধরণকে অনুকরণ করেছেন) বুঝলাম, তাহলে বর্তমান পরিস্থিতিতে সব দিক ভালভাবে বিচার করে—অর্থাৎ ভালমন্দকে সমানভাবে ওজন করে আমার মনে হচ্ছে নিঃসন্দেহে এখন তোমার পক্ষে সব থেকে শ্রেষ্ঠ কাজ হবে—

নীনা: (স্বপ্নাতুর—চোখ বন্ধ) চার্লি, তোমার কথাগুলো ঠিক বাবার মতো শোনাচ্ছে।

মার্সডেন: (সে কথায় কর্ণপাত করেন না। অধ্যাপকের মতো বলেন) সময় নষ্ট না করে ওই এভান্স ছেলেটাকে বিয়ে কর। ছোকরা বেশ ভাল। ভদ্র, সভ্য, ছেলেমানুষ—ভেতরে বস্তুও কিছু আছে। যদি ভাল সঙ্গিনী পায়, যে তাকে নিয়মিত সাহায্য করবে, তাহলে কার্যক্ষেত্রেও ওর উন্নতি করার সম্ভাবনা আছে। ওর ভেতরকার বস্তুকে ভালবাসার উত্তাপে প্রকাশ করতে হবে।

নীনা: (যেন ঘুমন্ত) স্যাম খুব ভাল ছেলে। হ্যাঁ—ওর জীবনে উন্নতি হয় এইটা দেখাই হবে আমার কাজ। কীর্তির প্রকাশেই সন্তুষ্ট হব—মনের গভীরে যাবার চেষ্টা করব না। ভগবান। কিন্তু বাবা, আমি যে একে ভালবাসি না।

মার্সডেন: (এর বাপের মত গলায় বলে চলেন) নীনা, তুমি একে পছন্দ কর আর সে তোমাকে ভালবাসে। তোমার এখন সন্তানের মা হবার বয়স হয়েছে। সন্তানের সঙ্গে প্রেম আসবে তুমি দেখ।

নীনা : (যেন ঘুমন্ত) হ্যাঁ আমি মা হব! আমি সন্তান চাই নিজেকে দিয়ে দিতে চাই। আমি আর অসুস্থ থাকতে চাই না।

মার্সডেন : (তাড়াতাড়ি) এই কথা স্থির থাকল?

নীনা (তন্দ্রালু) হ্যাঁ। (ঘুমঘোরে বলে) বাবা, তুমি আমায় খুব দয়া করেছ তার জন্যে আমি কৃতজ্ঞতা জানাই। তুমি আমায় কোন শাস্তি দিয়েছ মনে হচ্ছে। না এত সামান্য হয়েছে তোমার শাস্তি আমি প্রতিজ্ঞা করছি বাবা, যে এমন কাজ আর কখন করব না—কখন না, কখন না।

[গভীর ঘুমে মগ্ন হয়ে যায়—নিঃশ্বাসের আওয়াজ হয়।]

মার্সডেন : (বাপের গলায় বলেন—মনটা যেন পিতৃস্নেহে পূর্ণ হয়ে আছে) বেচারা মেয়েটা, আজ সারাদিন কত কষ্টই না পেয়েছে। যাই ওপরে ওর ঘরে ওকে শুইয়ে দিয়ে আসি।

[নীনাকে বুকে করে উঠে দাঁড়ায়। নীনা পরম নিশ্চিন্ততায় ঘুমুচ্ছে। স্যাম এভান্স ওষুধের বাণ্ডিল নিয়ে দরজা দিয়ে ঢোকে।]

এভান্স : (হাসে) এই যে—(নীনাকে দেখে ভয় পায়) ও কি অজ্ঞান হয়ে গেছে নাকি?

মার্সডেন : (বাপের স্নেহপূর্ণ হাসি হাসেন) স্‌স্‌—চুপ, ঘুমিয়ে পড়েছে। বেচারা ছোট্ট মেয়ের মতো কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছে। (খুব সহৃদয়ভাবে) ও ঘুমিয়ে পড়ার আগে আমরা তোমার সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। তোমার আর্জির সুফল তুমি নিশ্চয় আশা করতে পার।

এভান্স : (অভিভূত হয়। পায়ের দিকে তাকিয়ে টুপিটা ঘোরায় হাতে)—ধন্যবাদ। আমি আমি ঠিক বুঝতে পারছি না কি করে আপনাকে ধন্যবাদ জানাব!

মার্সডেনঃ (এবার নিজের গলায় বলেন) আমি নীনাকে ওপরে নিয়ে গিয়ে ওর বিছানায় শুইয়ে একটা চাদর ঢাকা দিয়েই ফিরে আসব। আমাকে এবার বাড়ি ফিরতে হবে। আমার মা অপেক্ষা করছেন।

এভান্সঃ মিঃ মার্সডেন আপনাকে সাহায্য করতে পারি?

মার্সডেনঃ (দুঃখিত) না—আমার আর কিছু করবার নাই।

এভান্স কথাটা বুঝতে না পেরে তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে দেখে, হেসে নিজেকে ঠাট্টাই করেন যেন।]

এখন থেকে আমাকে শুধু চার্লি বলেই ডেকো এভান্স।

[শ্লেষাত্মক হাসি হেসে নীনাকে বয়ে চলে যান]

এভান্সঃ (ওর চলে যাওটা দেখে। তারপর কিছুতে আর মনের স্ফূর্তি সামলাতে পারে না। মনের আনন্দে একটা লাফ দিয়ে ওঠে। খুশীতে বলে) লক্ষ্মী চার্লি! তুমি চমৎকার লোক!

[যেন এই কথাগুলো মার্সডেন শুনতে পেলেন কিংবা শোনবার আশা করেছিলেন। বাইরে থেকে তাঁর শ্লেষাত্মক হাসি শোনা গেল।]

[দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত]

॥ তৃতীয় অঙ্ক ॥

নিউইয়র্ক প্রদেশের উত্তর দিকে এভান্সের বাড়ির খাবার ঘর। সাত মাস কেটে গেছে—বসন্তকাল এসেছে। সময় সকাল ৯টা।

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের পরে সহরের সীমানার বাইরে যখন বিরাট বিরাট গোলোকধাঁধার মতো বাড়ি তৈরী করবার হাওয়া এসেছিল তখন এই বাড়িটার সৃষ্টি। এমন কি এই খাবার ঘরটাও প্রয়োজনের চেয়ে পরিধিতে অনেক বড়। সেদিনের ঐশ্বর্য আজ অসুবিধার কারণ হয়েছে। মাঝের বিরাট টেবিলটা দেখতে বিশ্রী, আর খাড়াপিঠ গোটাকতক চেয়ার। শেকল দিয়ে মস্তবড় একটা আলো মধ্যিখানে ঝোলানো। কতকগুলো চেয়ার দেওয়ালের দিকে ঠেলে রাখা হয়েছে। দেওয়ালের বাদামী কাগজটা যেমন পুরণো তেমনি কদাকার দেখতে হয়েছে। ছাদের কাছে অনেকখানি জায়গায় জল বসে বসে ছাতা ধরে গেছে। ছাতা ধরায় ঘরময় কাল কাল ছোপ। দেওয়ালের কাগজের জোড়ের জায়গাগুলো ছিঁড়ে গেছে। মাটিতে গাঢ় বাদামি রঙের কার্পেটের মধ্যেকার লাল নক্সাটা একেবারেই অস্পষ্ট। বাঁদিকে দেওয়ালের একমাত্র জানলায় সাদা পরদা ঝুলছে। জানলা খুললে ঢাকা বারান্দা দেখে বোঝা যায় যে, ঘরে সূর্যালোক ঢোকার কোন সম্ভাবনা নাই। বাইরের ফুলবাগানের সুন্দর গ্রীষ্মের দিনটাকে ঘরের মধ্যে মনে হয় অবসাদগ্রস্ত, মনে হয় অসুস্থ। পেছনের বাঁদিকের দরজা দিয়ে বড় ঘরটায় যাওয়া যায়। সেই ঘরের দরজা ওই ঢাকা বারান্দায় গিয়ে পড়েছে। দরজার ডানদিকে মস্ত বড় ভারী আলমারী তার মধ্যে পুরনো আমলের পেয়ালা-

পীরিচ আর কাঁচের বাসন। দক্ষিণদিকের দরজাটা রান্নাঘরে চলে গেছে। টেবিলের একপাশে, জানলার দিকে পিঠ করে নীনা চিঠি লিখছে। তার চেহারা যেন সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। তার সমস্ত মুখে শান্ত, পরিতৃপ্ত ভাব। মনের অন্তর্দেশে শান্তি এসেছে তা তার চেহারা দেখলেই বোঝা যায়। তার মুখ ও দেহে পরিপূর্ণতা এসে তাকে গৃহস্থবধূর সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছে। আগের মত অস্বাভাবিক চমক লাগার রূপ আর নেই। তার মুখের সেই অদ্ভুত তীক্ষ্ণতা লাবণ্যে রূপান্তরিত হয়েছে। পুরাণ দিনকে স্মরণ করাতে কেবলমাত্র আছে তার অপূর্ব রহস্যময় চোখ তুটি !

নীনা ঃ (খোলা চিঠিটা পাঠ করে) নেড, এ বাড়িটা অদ্ভুত। সমস্ত বাড়িটাই কিম্ভূতকিমাকারভাবে তৈরী। সেই জন্যেই এ তোমার ভাল লাগবে, তা আমি জানি। আমার কাছে এই পুরনো বাড়িটা ভয়ানক খারাপ লাগে, মনে হয় পচা আদার কেকের (খাবারের) গন্ধ সর্বদা বাড়িময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। যেখানে সেখানে বৈত্যুতিক ডাণ্ডা। বাইরে বিঘার পর বিঘা জুড়ে ফলন্ত আপেল গাছে আপেল ধরে আছে। তাদের চমৎকার গোলাপী সাদা রং দেখলে মনে হয় যেন বিয়ের কনেরা তাদের বর বসন্তের হাত ধরে গীর্জা থেকে বাইরে আসছে। এই কথা লিখতে গিয়ে মনে পড়ে গেল নেড, আজ ছমাস আমার আর স্যামের বিয়ে হয়েছে, কিন্তু বিয়ের দিন থেকে আজ পর্যন্ত তোমার চুলের টিকিটাও দেখতে পাইনি। তোমার কি ধারণা, এটা খুব ভাল কাজ করেছ? অন্তত একটু লিখেও খোঁজ নিতে পারতে! কিছু মনে কোরনা— ঠাট্টা করছিলাম। আমি জানি তুমি তোমার গবেষণা নিয়ে কি রকম ব্যস্ত রয়েছ। তোমার পদোন্নতির খবর পড়ে আমরা তোমায় একসঙ্গে অভিনন্দন জানিয়ে যে চিঠিটা লিখেছিলাম সেটা পেয়েছ

তো ? এইবার আবার এই বাড়িটার কথায় ফিরে আসা যাক। আমার মনে হয় যে এ বেচারা তার আত্মাটাকে হারিয়ে ফেলে সারাজীবন একলাই চলবে স্থির করেছে। না ভূত কেন ? কোন চরিত্রই নাই বাড়িটার। আমার ধারণা যে আমাদের মনের মতো সব বাড়ির কোন না কোন বিশেষ চরিত্র থাকে। এ বাড়িটাকে কাল রাতে আমারই ভূতুড়ে বাড়ি বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু একরাত বাড়িটাতে থেকে মনে হল যে ভূত প্রেত দৈত্য দানব যদি কিছু এ বাড়িতে থেকে থাকে কোনদিন, তাহলে এখন তারা তল্পি গুটিয়ে ঘাস আর কুয়াশার মধ্যে দিয়ে, আপেল গাছের ফাঁক দিয়ে একবারও পেছন দিকে না তাকিয়ে চম্পট দিয়েছে। আমার বিশ্বাসই হয়না যে এই পরিবারের মধ্যে স্যাম জন্মেছে, বড় হয়েছে। ভাগ্যিস এখন আর ওর মধ্যে এখানকার কোন ছাপ নাই। কাল রাতে যে ঘরে স্যাম জন্মেছিল সেই ঘরে ঘুমিয়েছিলাম। ঠিক বলা হল না—স্যাম ঘুমিয়েছিল আর আমি সারারাত্রি জেগে ছিলাম। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল মনে হচ্ছিল যে বাতাসের জীবনীশক্তি মৃত বস্তুকে একটু বেশিক্ষণ বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টায় শেষ হয়েছে। ওই ঘরে কোন জীবন্ত বস্তু জন্মেছে বিশ্বাস হয় না। তুমি রেগে যাচ্ছ নিশ্চয়, ভাবছ আমি এখনও অসুস্থ হয়ে আছি। মোটেই না। এখনকার মতো সুস্থ আমি আর কখন ছিলাম না। আমার মনটা এখন তৃপ্ত হয়েছে, শান্ত হয়েছে।

[চিঠির থেকে মুখ তুলে ভাবে, দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে]

'সে কথা কি বলা উচিত হবে ? না...আমার গোপন কথা আমি কাউকে বলব না। এমন কি স্যামকেও না।... আচ্ছা, স্যামকে বলব না কেন ? ও খুব খুসী হবে শুনলে। না না। ও কেবল আমার হবে—আমার শিশু। যতক্ষণ

পারব—কাউকে জানাব না। যখন নিউইয়র্ক সহরে ফিরে যাব তখন নেডকে জানাবার যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে। ওকে বলতে হবে একটা ভাল ডাক্তার দেখে দেবে। ও শুনে খুব খুশী হবে নিশ্চয়। ওই তো বলেছে আমার পক্ষে সন্তান ধারণ সব থেকে উপকারী হবে। আমারও খুব আনন্দ হচ্ছে যখন ভাবি স্যামকেও এখন ভালবাসি। হ্যাঁ—এক রকম ভালইবাসি বলা চলে। আমার সন্তানের ওপর ওরও অধিকার আছে…'

(খুসীর উচ্ছ্বাসে আবার চিঠিটার দিকে মন দেয়) জান, স্যামের জন্মের কথা বলতে গিয়ে ওর মায়ের কথা মনে পড়ে গেল। আশ্চর্য—স্যামের সঙ্গে তাঁর একটুও মিল নেই। গতরাত্রে অল্প-ক্ষণের জন্যে দেখেও আমার তাঁকে ভারী অদ্ভুত লেগেছে। আমাদের বিয়ের পর থেকে উনি প্রতি সপ্তাহে স্যামকে একটা করে চিঠি লিখে তাঁকে দেখতে আসবার জন্যে অনুরোধ করেছেন। এই বিরাট বাড়িতে তাঁকে দিনের পর দিন একা থাকতে হয়—তিনি যে নিঃসঙ্গ বোধ করবেন তাতে আশ্চর্য হয়নি। চিঠিগুলো কিন্তু খুব মজার লিখতেন। কোনটায় আসবার জন্য হুকুম করতেন, কোনটায় অনুনয় করতেন। সব থেকে আশ্চর্য লাগে যে স্যাম আগে কোনদিন তার মায়ের কথা বলেনি। এমনকি ওর মায়ের চিঠিগুলো আসবার আগে আমি জানতামই না যে ওর মা আছেন। এখানে আসতেও নারাজ ছিল, আমি প্রায় জোর করে ধরে এনেছি। অথচ দেখা হওয়া মাত্র ও মায়ের সঙ্গে চমৎকার ব্যবহার করল। আমাদের সঙ্গে চার্লিকে দেখে ওর মা মোটেই খুসী হননি। শেষে আমাদের বলতে হল যে চার্লির গাড়ি না পেলে এত দেরীতেও মধুচন্দ্রিমা যাপন করতে এ বাড়িতে আসা সম্ভব হত না। গাড়ীটাকে নিয়ে

চার্লি যা করে তা দেখে হাসি চেপে রাখা যায় না। গাড়ীটাকে ও বিধবার একমাত্র সন্তানের মত দেখে—এতটা পথে একবারও আমাকে বা স্যামকে চালাতে দেয়নি।

মার্সডেন ঃ (পেছনের দরজা দিয়ে আসে। চেহারায় ক্লান্তি অবসাদ বোঝা গেলেও তার পোষাকপত্র খুব ফিটফাট। মুখে স্নেহপ্রবণ হাসি আর হাতে একখানা চিঠি) সুপ্রভাত নীনা!

নীনা ঃ (চমকে উঠে হাত দিয়ে চিঠিটাকে লুকোয়) সুপ্রভাত! (তার ভাবতে মজা লাগে) 'চার্লি যদি জানতে পারত আমি ওর সম্পর্কে কি লিখেছি!

(চিঠি দেখে বলে) চার্লি, তুমিও সকালে উঠেই আমার মতো চিঠিপত্র লেখা শেষ করেছ মনে হচ্ছে?

মার্সডেন ঃ (সন্দেহাকুল হয়ে ভাবে) 'অমন করে চিঠিটা ঢেকে ফেলল কেন? কাকে লিখছে?'

(কাছে এসে বলে) মাকে দু'লাইন লিখে জানিয়ে দিলাম যে পথের মধ্যে ডাকাতরা আমাদের খুন করে ফেলেনি, আমরা ভালভাবেই পৌঁছেচি। মা কি রকম ব্যস্ত হয়ে পড়ে জানতো।

নীনা ঃ (কথাটা পছন্দ হয় না। করুণার সঙ্গে যেন অবহেলা মিশে থাকে ভাবনায়) 'মায়ের খোকা! তবু বেশ লাগে ওই ভালবাসা। আমার ছেলে যদি আমাকে এই রকম ভালবাসে খুব খুসী হব। আমার ছেলে হলে বেশ হয়। আর দেখতে খুব সুন্দর হবে—স্বাস্থ্যে শক্তিতে ঠিক—ঠিক গর্ডনের মতো হবে।' (হঠাৎ মার্সডেনের অনুসন্ধিৎসা বুঝতে পারে। সোজাসুজি বলে) আমি নেড ডারেলকে চিঠি লিখেছি। অনেকদিন আগেই অবশ্য লেখা উচিত ছিল।

[চিঠিটা ভাঁজ করে একপাশে রেখে দেয়।]

মার্সডেন ঃ (বিরস ভাবনা) 'আমি ভেবেছিলাম ও ডারেলকে ভুলে গেছে। হয়ত কেবল বন্ধুত্বই করতে চায়। আমার আর এসব কথা ভাবাই উচিত নয়—ওর এখন বিয়ে হয়ে গেছে।' (খোঁজখবর করে) কেমন ঘুমুলে ?

নীনা ঃ একটুও না—আমার ভারী অদ্ভুত লাগছিল।

মার্সডেন ঃ নতুন বিছানায় শুলে ওরকম হয়। (ঠাট্টা করে) ভূতপ্রেত দেখনি নিশ্চয় ?

নীনা ঃ (দুঃখের হাসি হাসে) না। আমার তো মনে হচ্ছে শুধু ভূতপ্রেত কেন বাড়িটার নিজের আত্মাও এখান থেকে পালিয়েছে বাড়িটাকে সম্পূর্ণ মরা লাগে। মনে হয় সামান্য প্রাণের স্পন্দনও কোথাও নেই। (ম্লান হাসি হাসে) আমি কি বলতে চাইছি— তুমি বুঝেছ কি ?

মার্সডেনঃ (চিন্তিত ভাবনা) 'অনেক দিনের পর আবার সেই অসুস্থ স্বর শোনা গেল মনে হচ্ছে। হ্যাঁ বিয়ের পর এমন ভাব এই প্রথম।......'

(রসিকতা করে) বাঃ তোমার আবার কি হল ? আমার তো সন্দেহ তুমি মধুচন্দ্রিমায় এসেছ। উপাচারের অভাব নেই। বাইরে এমন চমৎকার সোনালী সকাল, ফুল ফুটছে, গাছে গাছে দেখি প্রচণ্ড সখ্যতা। আর তোমার মনে বিষাদ, দুঃখ, যেন কবরখানা ঘুমের ঘোরে হাই তুলছে।

নীনা ঃ (সঙ্গে সঙ্গে তার হাবভাব পাল্টায়। সেও ঠাট্টা করে) বেশ বাবা বেশ। কি বুড়োর পাল্লাতে পড়েছি ! ভগবান স্বর্গে বসে আছেন আর পৃথিবীর সব চমৎকার, এই কথাই তো বলতে চাও ! যাও পাগলের পাগলামি সেরে গেছে।

[নেচে কাছে যায়।]

মার্সডেন : (হাল্কা সুরে) উঁহুঁ, আজ সকালেই আবার পাগলামী সুরু হয়েছিল!

নীনা : (চট করে চুমু খায় একবার) এই নাও তোমার কাজের বকশিশ। আমি বলতে চাইছিলাম যে পুরুষেরা যখন মেয়েদের সম্পর্কে ঠাট্টা করে তখন তাদের এই ভূতের সঙ্গে তুলনা করতে ইচ্ছা করে। তাদের সঙ্গেও বাস করা যায় না, তাদের ছাড়াও বাস করা যায় না। (দাঁড়িয়ে দেখে কিছুক্ষণ, তারপর ঠাট্টা তরল সুরে বলে) তোমায় দেখে হিংসা হয় চার্লি। পোষা সিল মাছের মতো তুমি সর্বদা ফিটফাট—খুসী। মেয়েছেলে বা মেয়েদের টান তোমার কাছে একেবারে হেরে গেছে। তুমি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলেই তাই আমার মনে হয় পুরুষদের সম্বন্ধে সব গালাগাল তোমায় দেখে মিথ্যা হয়ে গেল। (জিভ বার করে মুখ ভেঙায়) এইটা তোমার জন্যে। তুমি বেজায় ভীতুরাম—বিল্লি-চার্লি। চিরকাল চিরকুমার থেকে গেলে। (রান্নাঘরের দিকে দৌড় দেয়) আমি আরও খানিকটা কফি চড়িয়ে দিয়ে আসি। তুমি খাবে তো?

মার্সডেন : (জোর করে হাসে) না ধন্যবাদ।

[নীনা রান্নাঘরের দিকে চলে যায়।]

(চার্লি অত্যন্ত তিক্ত ব্যথায় ভাবে) 'বলে গেল মেয়েরা নাকি আমায় টানেনা! শুধু যদি জানতো…। ওর ওই ঠাট্টার সুর মনের বিরসতা ঢাকতে চেষ্টা করছে—আসলে ও আমাকে অপছন্দ করে। (নিজেকে ঠাট্টা করে) গানই তো লেখা হয়েছে—মেয়েরা আসে খেলা করে, তাই দেখে বিল্লিচার্লি সরে পড়ে। (নিজেকে বোঝায়) যত বাজে কথা। এ সব চিন্তা করছি কেন? ওদের বিয়ের

পর এসব কথা তো কোনদিন ভাবিনি। ওদের সুখে আমিও সুখী—বিশেষ নীনার সুখে। কিন্তু নীনা কি সত্যি সুখী? প্রথম কয়েক মাস তো স্পষ্ট ভালবাসার ভাণ করেছে। সবাইকে দেখিয়ে দেখিয়ে স্বামীকে চুমু খেয়েছে, সে যে সুখী স্ত্রী—স্বামীর ভালবাসায় মজে আছে এটা একটু বেশি স্পষ্ট করে দেখাতে চেয়েছে। তারপর? হ্যাঁ তারপর একটা মস্ত পরিবর্তন এসেছে স্বীকার করি। ওর শরীর মুখ সব ভরে উঠল। মনটা স্বস্তি পেয়ে পরিতৃপ্ত হল। চোখের দৃষ্টিতে পর্যন্ত অলসতা নেমে এসেছে। সব কিছু এখন যেন শান্ত চোখে নিরীক্ষণ করে। ওর নারীত্বে যেন পূর্ণতা এসেছে। পূর্ণতা? না অন্তঃসত্ত্বা। নিশ্চয়ই তাই।...তাই যেন সত্যি হয়।...কেন এমন কথা বললাম? ওর তাতে ভাল হবে।...আর আমিও সুখী হব। ওর সন্তানকে পেলে আমার খুব আনন্দ হবে, ভুলে যাওয়া সহজ হবে যে ওকে আমি হারিয়েছি।...হারিয়েছি? কি বলছি বোকা গাধার মতো। যাকে আমি কখনও পাইনি তাকে হারাব কেমন করে? শুধু স্বপ্ন। স্বপ্নে শুধু ওকে পেয়েছি।...(হতাশ হয়ে মাথা নাড়ে) ঘুরে ঘুরে একই চিন্তা এক ঝাঁক পোকার মতো বিরক্ত করে, মশার মত আওয়াজ করে। ব্যথা দেয়, রক্ত চুষে খায়। নীনা আর স্যামকে কেন নিয়ে আসতে গেলাম আমার সঙ্গে? আমি তো বেরিয়েছি আমার নিজের কাজে, আগামী উপন্যাসটার জন্যে জায়গা বেছে নিতে, যাতে সবাই বলতে পারে মিঃ মার্সডেনের উপন্যাসের পটভূমি এবার নতুন। অধ্যাপকের বাড়িতে ছুটোতে আটকে বসেছিল। টাকার অভাবে

মধুচন্দ্রিমাও করতে পারেনি তাইতো আমি……। যাক, নীনা কি স্থামকে সত্যি ভালবাসে? প্রতি রাত্রে ক্লান্তির দোহাই দিয়ে আমি তো শুতে চলে গেছি—যাতে ওরা নিরিবিলি কথা বলতে পারে। এইভাবে কি ভালবাসা আসে?'

এভান্স আর তার মায়ের গলা শোনা গেল বাইরের বাগানে

[মার্সডেন সাবধানে গিয়ে উঁকি মেরে দেখে।]

'স্থাম আর তার মা কথা বলছে। অদ্ভুত শক্ত মহিলা। উপন্যাসের ভাল চরিত্র হবে। কিন্তু বড় গম্ভীর—চোখ দুটোয় যেন কত দুঃখ! সেই সঙ্গে দৃঢ়তা। এবার ওঁরা ভেতরে আসছেন। আমি গাড়িটা নিয়ে একটু ঘুরে আসি। ওঁরা ততক্ষণে নিজেদের সংসার সম্বন্ধে কথাবার্তা বলুন। কি বলবেন? নীনার ছেলেপিলে হবার বিষয় নিশ্চয় আলোচনা হবে। আচ্ছা স্থাম কি এ খবর জানে? দেখে তো মনে হয় না। এ খবরটা স্ত্রীরা স্বামীদের কাছে লুকোয় কেন? অতীত লজ্জার অবশেষ বোধহয়। কিংবা জীবনকে ক্রমবর্ধমান করার জন্যে অপরাধবোধ। পৃথিবীতে নতুন দুঃখের জন্ম দেবার জন্যেও হতে পারে।'

[পেছনের দরজা দিয়ে বাইরে চলে যান। বাইরে বড় ঘরের দরজা খোলার আওয়াজ হয়। ওখানেই এভান্স আর তার মায়ের সঙ্গে মার্সডেনের দেখা হল। ওঁদের গলা ভেসে এল। মার্সডেনের বাইরে যাবার কৈফিয়ৎ দেওয়া ঢ়কলে দরজা খোলা ও বন্ধ হবার আওয়াজ পাওয়া গেল। মার্সডেন চলে গেল। একটু পরে এভান্স আর তার মা ভেতরে এলেন। স্থামকে খুব খুশী দেখাচ্ছে। সে যেন ঢেউয়ের ওপরে ভেসে চলেছে, আনন্দে নিজের সৌভাগ্যকে

বিশ্বাস করতে পারছে না। তার চেহারায় প্রেম, ভালবাসার যেন বিচ্ছুরণ হচ্ছে। নীনাকে সে যে মাথায় করে রেখেছে সহজেই বোঝা যায়। তার চেহারা অত্যন্ত সতেজ ও প্রফুল্ল। কলেজের ছাত্রদের মত সুতি প্যাণ্ট আর একটা সোয়েটার পরে আছে। তার মা দেখতে খুব ছোট, রোগা চেহারা। তাঁর মুখটা দেহের থেকে বড় লাগে। ছাই রং পাকা চুল মুখটা ঘিরে রেখেছে। কাজেই প্রথমবার দেখলে তাঁকে একট পুতুল বলে মনে হয়। পঁয়তাল্লিশের বেশী বয়স না হলেও তাঁকে দেখতে ষাট বছর লাগে। তাঁর মুখ দেখলে মনে হয় তিনি এক সময়ে সুন্দরী ছিলেন, মনে রং ছিল, নম্রতা ছিল, অন্যের প্রতি নির্ভরতা ছিল। লতা যেমন গাছকে অবলম্বন না করে বিকশিত হয় না—ওঁর সৌন্দর্যেও তেমনি পরমুখাপেক্ষিতা ছিল। কিন্তু তারপর কি যেন ঘটে গেছে। তাঁর তনুদেহের মাধুর্য ক্রমে সমতল হয়ে গেল, তাঁব মুখ অর্গলবদ্ধ বন্ধ দরজার ভাব নিল, তাঁর চমৎকার চিবুক আত্মরক্ষার জন্যে দীর্ঘদিন দাঁতে দাঁত চেপে থাকার ফলেই যেন অসুন্দর হয়ে গেল। তাঁর মুখটা ফ্যাকাসে তাঁর বড় কালো চোখদুটোয় বন্দীর ব্যথা। তাঁর মনটা যেন চিরকাল তাঁর দেহের খাঁচায় গুমরে রয়েছে। অথচ পুরোণ দিনের স্মৃতির ভূতের মত মিষ্টি সরলতা, স্নেহপ্রবণতা তাঁর চারিদিকে ঘুরে বেড়ায়। অতীতের সুখ, মানুষের সত্যের ওপর বিশ্বাস তাঁর ঠোঁটের কোণে, চোখের ছায়ার গভীরে, একটা ছোট মেয়েকে বারবার প্রকাশ করে দিয়ে যায় তার কণ্ঠস্বর শান্ত মাধুর্য থেকে হঠাৎ উঁচু পর্দায় উঠে তীক্ষ্ণ আত্মপ্রতিষ্ঠায় প্রকাশ পায়। মনে হয় দেহহীন এই কণ্ঠস্বরের পেছনে দৈনন্দিনের সুখদুঃখের কোন প্রলেপ নাই।]

এভান্স ঃ (যেন একটা ছোট ছেলে, মায়ের কাছে নিজের

আত্মম্ভরিতার কথা জাহির করছে। মা তাকে প্রশংসা করবেই এ বিষয়ে তার মনে সন্দেহের অবকাশ নাই) বুঝলে মা, আর কয়েক বছরের মধ্যে ওই আপেলের ফলনের জন্যে তোমাকে আর চিন্তা করতে হবে না। বসে দেখনা আমি কি করি! তোমার সব ভার তখন আমি নেব। এখন অবশ্য আমি বেশি রোজগার করছি না, এই তো সবে মাত্র কাজে ঢুকেছি! কিন্তু কয়েকদিন যাক, দেখবে। বিয়ে করেছি বলে ভাবছ তোমার খরচ চালাতে পারব না? তুমি দেখে নিও আমি বলে দিলাম। সেদিন কি হয়েছে জান? আমাদের ম্যানেজার কোল আমাকে তার অফিসে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল, তোমার ওপর আমাদের নজর আছে। বলল, আমার মতো লোকই ওরা চাইছিল—আমাকে পাওয়া ওদের হাতে চাঁদ পাওয়া হয়েছে। (গর্বিত) কি কথাটা ভাল না? কথাটা ভালই, কি বল?

মিসেস্ এভান্স: (ছেলের প্রায় কোন কথাই তাঁর কানে যায়নি। অস্পষ্টভাবে বলেন) ভালই হবে স্যামি।

(চিন্তান্বিত হয়ে ভাবেন) 'আমার ভুল হলেই আমি খুসী হব। কিন্তু মেয়েটা যে মুহূর্তে দরজার কাছে এল, তখনই বুঝতে পারলাম। সেই পুরোণ বিভীষিকাটা আমায় আচ্ছন্ন করল। নিশ্চয় ও স্যামীকে কিছু বলেনি —জেনে রাখা ভাল।'

এভান্স: (ওর কথা শোনেনি দেখে দুঃখে চটে যায়) তুমি আমার একটা কথাও শোননি এ আমি জোর করে বলতে পারি। তুমি এখনও আপেল গাছে কেমন ফল হবে ভাবছ?

মিসেস্ এভান্স: (চমকে উঠে অপরাধীভাবে বলেন) তোমার প্রত্যেকটা কথা আমি শুনেছি স্যামী। ওই কথাই তো ভাবছিলাম। তুমি ভাল করে কাজ করলে সে গর্ব তো আমার!

এভান্স ঃ (খুসী হয় তবু বলে) তুমি যা একটা বিশ্রী মুখ করে আছ, কেউ ভুলেও ভাববে না যে তুমি ও কথা ভাবছ। (আরো কথা বলার উৎসাহ পায়) কোল তারপর আমাকে জিজ্ঞাসা করল আমি বিয়ে করেছি কিনা ? করেছি শুনে খুব খুসী। বলে বিয়ে না করলে কোন মানুষের ওপর নির্ভর করা যায় না। বিয়ে করলে তাকে কিছুটা স্বার্থহীন হতেই হবে, কেননা সে এখন তার বউএর সুখের জন্যে, তার সংসারের সুখের জন্যে খাটছে। তখনই তার উচ্চাশাকে পূর্ণ করবার জন্যে সে উঠে পড়ে কাজ করবে। (একটু দ্বিধা করে বলে) কোল জিজ্ঞাসা করেছিল যে শিগগির আমার সংসার বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে নাকি ?

মিসেস্ এভান্স ঃ (সুযোগ পেয়ে তাড়াতাড়ি হেসে জিজ্ঞাসা করেন) আমারও তো সেই কথা জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হচ্ছে স্যামি। (মনের ভয়টা যেন প্রকাশ হয়ে যায়) নীনার—নীনার ছেলেপিলে হবে নাকি ?

এভান্স ঃ (অবোধ্য অপরাধীভাবে বলে—যেন না বলতে ইচ্ছা নেই) আমি ?. কেন ? ও তুমি এখনকার কথা জিজ্ঞাসা করছ ? না, এখন হবে বলে মনে হয় না।

[শিষ দিতে দিতে জানালার কাছে গিয়ে বাইরেটা দেখে। তার হাবভাবে নৈমিত্তিকতার আতিশয্য চোখে লাগে।]

মিসেস্ এভান্স ঃ (দুঃখের মধ্যেই শান্তি পান) 'তবু ভাল যে ও জানে না। তা নাহলে.........'

এভান্স ঃ (গভীর আন্তরিকতায় ভাবে) 'শুধু যদি ওই ঘটনাটা তাড়াতাড়ি ঘটত—চমৎকার হত। গত দুমাস ধরে নীনা আমাকে ভালবাসতে সুরু করেছে বুঝতে পারছি। কি আনন্দ হচ্ছে কি বলব। আমি চেয়েছিলাম ও

আমাকে শুধু যেন একটু পছন্দ করে। প্রথম প্রথম তাই করেছে, তখন ও আমাকে ভালবাসতে পারেনি। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি ও আমায় সত্যি সত্যি ভালবাসবে এটা আমি কখনই আশা করিনি। এক এক সময় মনে হয় এত সুখ সহ্য হলে হয়। এই সময় যদি সংসার বড় হয়, নীনার কোলে যদি একজন আসে তাহলে এই ভালবাসা প্রমাণসিদ্ধ হয়ে যায়। তার অর্ধেক হবে নীনার আর অর্ধেক হবে আমার। (চিন্তিত) এতদিনে কিছু একটা খবর···? হ্যাঁ খবর আশা করছি। যদি না হয়—আমার শরীরে নিশ্চয় কোন অসুখ নাই।'

(চমকে উঠে—চিন্তাকে বিক্ষিপ্ত করে—হঠাৎ মায়ের কথার কুটো ধরে বাঁচতে চেষ্টা করে। জিজ্ঞাসা করে) ও কথা কেন জিজ্ঞাসা করলে মা ? তোমার কি মনে হচ্ছে ?

মিসেস্ এভান্স : (তাড়াতাড়ি বলেন) না না আমার কিছুই মনে হচ্ছে না। না। আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না—কিছুই বুঝছি না।

এভান্স : (হতাশ হয়ে) ও আমি ভাবলাম—(বিষয় পালটায়) যাই আমি এবার ওপরে গিয়ে বেসি পিসীর সঙ্গে দেখা করে আসি।

মিসেস্ এভান্স : (আত্মরক্ষায় মুখটা কঠোর হয়ে ওঠে। কণ্ঠে সামান্য অনুনয়ের সুর) আমার মতে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে না যাওয়াই ভাল স্যামি। তোমার আট বছর বয়সের পর উনি আর তোমাকে দেখেন নাই—কাজেই উনি তোমায় চিন্তেও পারবেন না। তার ওপর উনি অত্যন্ত বুড়ো হয়েছেন। তাঁর সেই জরাগ্রস্ত চেহারা তোমার এই সদ্য বিয়ে হওয়া নরম মনে অত্যন্ত ব্যথা দেবে। এখন তোমার বয়সের ধর্ম পালন কর। আনন্দ কর স্ফূর্তি কর।

(দরজার দিকে ঠেলে দেন) ওই দেখ তোমার বন্ধু সবে তার গাড়িটা বার করেছে, তুমি ওর সঙ্গ ধর, সহরে গিয়ে একটু বেড়িয়ে এস। আমি এই সময়ের মধ্যে আমার বউমার সঙ্গে আলাপ করি। খোঁজখবর নিয়ে বুঝি এতদিন ও কি রকম তোমার দেখাশোনা করেছে।

[জোর করে হেসে ওঠেন]

এভান্স : (গভীর প্রেমে জোর দিয়ে বলে) খুব ভাল, মা খুব ভাল। যতটা আমার প্রাপ্য তার থেকে অনেক বেশি। মা, ও স্বর্গের দেবীর মতো—তুমি আলাপ করলে ভাল না বেসে পারবে না।

মিসেস্ এভান্স : (শান্ত ভদ্রতায়) আমি এখুনি ওকে ভালবেসে ফেলেছি স্যামি। ও দেখতে যেমন সুন্দর ওর স্বভাবটাও তেমনি মিষ্টি।

এভান্স : (মহানন্দে চুমু খায়) আমি ওকে এ কথা বলব। রান্নাঘরে ওর সঙ্গে দেখা করে আমি তাহলে একটু ঘুরেই আসি।

মিসেস্ এভান্স : (গভীর ভালবাসায় ভাবেন) 'ও ওকে ভালবাসে। ও সুখী। সুখী থাকাটাই সব থেকে বড় প্রয়োজন!……(বিপদের সম্ভাবনায় ভয় পেয়ে ভাবেন) শুধু যদি ও অন্তঃসত্ত্বা না হত। যদি সন্তানের জন্ম ও না চাইত সব থেকে ভাল হত। যাই ওকে জিজ্ঞাসা করে ঠিক খবরটা জেনে নিই। আমাকে বলতেই হবে, যত দুঃখই পাক—তবু সব খুলে বলতেই হবে। আমার ছেলেকে আমি সুখী দেখতে চাই। তার প্রতি সুবিচার করতে হলে ও কথা ঢেকে রেখে দিলে তো চলবে না। এ ছাড়া অন্য কোন পথ নেই।'

[নীনার পায়ের শব্দে চেয়ারে শক্ত হয়ে বসেন]

নীনা : (রান্নাঘর থেকে এক কাপ কফি হাতে করে আসে,

মুখে খুসীর হাসি) সুপ্রভাত (দ্বিধা করে প্রথমে, তারপর লজ্জা জড়ান গলায় বলে) মা।

[কাছে এসে গালে চুমু খায় তারপর মাটিতে পাশ ঘেঁষে বসে।]

মিসেস্ এভান্স: (থতমত খেয়ে তাড়াতাড়ি বলেন) সুপ্রভাত। আজ দিনটা সত্যি চমৎকার। এখানে এসে সকালে তুমি কি খাবে তার ব্যবস্থা করা আমারই উচিত ছিল। কিন্তু স্যামির সঙ্গে বাড়িময় ঘুরতে ঘুরতে আর তোমার কাছে আসতে পারিনি। যা যা দরকার খুঁজে পেয়েছ তো?

নীনা: হ্যাঁ সবই পেয়েছি। এত খেয়েছি যে এখন ভাবতেই লজ্জা করছে। (কফির কাপের দিকে তাকিয়ে হেসে বলে) এই দেখুন এখনও খেয়ে চলেছি।

মিসেস্ এভান্স: ভালইতো!

নীনা: আজ সকালে উঠতে দেরী করার জন্যে আপনার কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত। কিন্তু স্যাম আমায় ডাকেনি, আর ভোর হওয়ার আগে ঘুমুতে পারিনি বলে নিজেও উঠতে পারিনি।

মিসেস্ এভান্স: (অদ্ভুতভাবে বলেন) রাতে ঘুমুতে পারনি? কেন? আচ্ছা এই বাড়িটাকে তোমার খুব অদ্ভুত মনে হয়নি?

নীনা: (গলার স্বরে ওঁর মুখের দিকে তাকায়) না তো! কেন?

(ভাবে) 'কি অদ্ভুতভাবে ওঁর চেহারা পালটে গেল। ওঁর চোখদুটোয় কত দুঃখ।'

মিসেস্ এভান্স: (দুঃখের সম্ভাবনায় ভাবেন) 'এইবার সব কথা ওকে বলতে হবে—বলতেই হবে—'

নীনা: (এবার নিজেও ভয় পায় ভাবে) 'সেই অসুস্থ মরা

ব্যথাটা আবার জাগছে কেন) আমার জীবনে সাংঘাতিক কিছু হবার আগে এই রকমই হয়—গর্ডনের খবর পাবার আগেও ঠিক এমনি হয়েছিল।.........'

(কফিতে চুমুক দিয়ে মনটাকে স্বাভাবিক করতে চেষ্টা করে) স্যাম বলে গেল আপনি আমাকে কি যেন বলবার জন্যে ডাকছেন।

মিসেস্ এভান্স : (নিরস ভাবে) হ্যাঁ। তুমি আমার ছেলেকে ভালবাস—তাই না ?

নীনা : (মনে মনে চমকে ওঠে, জোর করে হেসে তাড়াতাড়ি বলে) হ্যাঁ। কেন ?

(নিজের মনে জোর আনার জন্যে ভাবে) 'না মিথ্যা কথা বলিনি—সত্যি ওকে এখন ভালবাসি। আমার সন্তানের বাপ......'

মিসেস্ এভান্স : (হঠাৎ জিজ্ঞাসা করেন) তোমার কি ছেলেপিলে হবার সম্ভাবনা হয়েছে ?

নীনা : (মিসেস্ এভান্সের হাতে চাপ দিয়ে সহজভাবে বলে) হ্যাঁ মা !

মিসেস্ এভান্স : (ভাবলেশহীন নিরস গলায় বলতে সুরু করেন। বলতে বলতে তাঁর কথা ক্রমবর্ধমান যান্ত্রিক তালে বেড়ে চলে) তোমার কি মনে হচ্ছে না যে বড় তাড়াতাড়ি মা হচ্ছ ? অন্ততঃ স্যামি যতদিন না আর একটু ভাল রোজগার করে, তোমার অপেক্ষা করা উচিত ছিল। এখন ছেলেপিলে জন্মান মানেই ঝঞ্ঝাট—তোমাদের ওপর অকারণ বোঝা চাপবে। অথচ তোমার আর স্যামির এখন নেচে গেয়ে স্ফূর্তি করে বেড়াবার বয়স। দায়িত্ব নেবার জন্যে তো সারাজীবন পড়ে আছে।

নীনা : (ভয় পেয়ে ভাবে) 'উনি কি বলতে চাইছেন ? এ সব

কথার উদ্দেশ্য কি? মৃত্যু মনে হয় বড় কাছাকাছি। উপলব্ধিটা ক্রমেই জোর হচ্ছে।'

(ওঁর কাছ থেকে দূরে সরে যায়) মিসেস্ এভান্স, আমরা দুজনাই সন্তান চাই। আমি তো খুবই চাই। কাজেই আপনি যা বললেন তার কোন কিছু আমরা ভাবি না।

মিসেস্ এভান্স ঃ (অত্যন্ত আশাহত) তা আমি জানি। কিন্তু তোমার যে সন্তান জন্মান চলবে না। তোমার মনকে বুঝিয়ে ঠিক কর—তোমার ছেলেপিলে জন্মান চলবে না।

(প্রচণ্ডভাবে ভাবেন—একটু তৃপ্তি পান) 'বলেদি! নিজের মধ্যে কথাটা লুকিয়ে রেখে কি হবে? দুঃখ পাবে? পাক। আমিও তো পেয়েছি—এবার ও পাক।'

নীনা ঃ (প্রচণ্ড ভয় পেয়ে যায়। বিপদের সম্ভাবনা বোঝে) 'আমি ঠিক বুঝেছিলাম। বিনামেঘে বজ্রপাত হল। সব অন্ধকার।'

(একলাফে দাঁড়িয়ে উঠে অসংযতভাবে বলে) কি বলছেন? কি করে আপনি বলতে পারলেন অমন কথা।

মিসেস্ এভান্স ঃ (হাত বাড়িয়ে নীনাকে সস্নেহে ধরতে চেষ্টা করেন) তোমার আর স্যামির সুখের জন্যে এমন কথা আমায় বলতে হল বাছা! (নীনা ছিটকে সরে যায় ওঁর স্পর্শ থেকে) না, কিছুতেই অমন কাণ্ড আমি হতে দিতে পারব না।

নীনা ঃ (বিদ্রোহ করে) কিন্তু হবে—আমি জানি হবে। হয়েছে। মানে আপনি কি আমার কথা বুঝতে পারেননি?

মিসেস্ এভান্স ঃ (ভদ্র ভাবে) আমি জানি তোমার কষ্ট হবে। (জোর দিয়ে বলেন) কিন্তু তুমি অমন করলে তো চলবে

না। আমি তো তা হতে দিতে পারি না।

নীনা ঃ (প্রচণ্ড জোরের সঙ্গে বলে) আপনি কি বলছেন তা কি আপনি জানেন? স্যামের মা হয়ে আপনি কি করে এমন কথা বলতে পারেন? স্যাম জন্মাবার আগে একথা যদি কেউ আপনাকে বলত, আপনার কেমন লাগত?

মিসেস্ এভান্স ঃ (ভাবলেশহীন) আমায় বলেছিল। বাইরের কেউ নয়, আমার স্বামী, স্যামের বাবাই একথা বলেছিল। তারপর থেকে প্রতিদিন ও কথা আমি নিজেকে বলেছি। তারপর আমি আর আমার স্বামী মিলে যতদূর করবার করেছিলাম। কিন্তু তখন আমরা বিশেষ কিছুই জানতাম না। তারপর যখন সন্তান জন্মের ব্যথা সুরু হল প্রতি মুহূর্তে কামনা করেছি আমার যেন মরা সন্তান জন্মায়। স্যামির বাবাও সেই কামনা করেছিল। স্যামি জন্মাল প্রচুর স্বাস্থ্য আর হাসি নিয়ে। আমরা ওকে ভাল না বেসে পারলাম না বটে কিন্তু প্রতিদিন আমাদের ভীষণ ভয়ে কাটতে লাগল। যে ভয়ের মধ্যে আমরা বাস করছিলাম তা বহুগুণে বেড়ে গেল। তোমাদের অবস্থাও তাই হবে আর স্যামিও ওর বাবার দশা হয়ে যাবে। তোমার সন্তানকে তুমি যে দুঃখের মধ্যে নিয়ে আসছ, (হঠাৎ হিংস্রভাবে) তা অন্যায়—অন্যায়। মানুষ খুন করার থেকেও বড় অপরাধ তুমি করতে চলেছ। (আত্মসম্বরণ করে দৃঢ় স্বরে) তুমি তা করতে পারবে না নীনা। তোমাকে আমি তা করতে দেব না।

নীনা ঃ (শুনতে শুনতে চিন্তা করে) 'ওর কথা শুনব না।
মৃত্যুর পরশ ওর কথায়। কি বলছে? আমার সন্তানকে
মেরে ফেলতে চাইছে।...ওকে আমি ঘৃণা করি।'

(চটে গিয়ে ঝাঁঝিয়ে উঠে বলে) কি বলছেন স্পষ্ট করে বলুন।

অত লুকোচুরি আমি বুঝি না। (প্রচণ্ডভাবে) আপনি কি করে মৃত সন্তান কামনা করেছিলেন জানি না। আমি বিশ্বাস করি না—তা অসম্ভব। যদি করে থাকেন তাহলে বলব আপনি ভয়ঙ্কর অপ্রকৃতিস্থ।

মিসেস এভান্স : (ভাবেন)

'আমি জানি ও এখন আমি যা করেছিলাম তাই করছে। সব কিছুকে অবিশ্বাস করতে চেষ্টা করছে। (জোরের সঙ্গে) কিন্তু আমি বিশ্বাস করাবই।...ওকে কষ্ট পেতেই হবে, দুঃখ ভোগ করতেই হবে। আমি এতদিন একা সব দুঃখ ভোগ করেছি, ওকে এবার তার ভাগ নিতে হবে। স্যামিকে বাঁচাতে হলে আমাদের দুজনকে দুঃখ পেতেই হবে।'

(আরো ভাবলেশহীন, দুঃখহীন ভোঁতা সুরে বলে চলেন) তুমি সোজা কথা শুনতে চাইছ, সোজাভাবেই বলছি। শুধু মনে রেখ এটা হচ্ছে আমাদের বংশের গোপন কথা। তুমি আজ এ বংশের সঙ্গে এক হয়েছ সেজন্য এ গোপন কথায় তোমারও অধিকার জন্মেছে। শোন, এভান্সদের ওপর অভিশাপ আছে। আমার শাশুড়ী পাগলা গারদে মারা যান। তিনি ছিলেন তাঁর বাপমার একমাত্র সন্তান। তাঁর বাবাও পাগল ছিলেন, এ খবরটা খাঁটি। আমার ননদ স্যামির পিসী পাগল হয়ে গেছে। এই বাড়ীর ওপরের তলায় সে থাকে, ঘর থেকে কখন বেরোয় না। আমি তার দেখাশুনা করি। তার দিকে তাকালে মনে হবে সে কত সুখী। নিজের সঙ্গেই হাসছে, কথা বলছে। কিন্তু ওই পর্যন্ত। আর কারু সঙ্গে কথা বলে না—পৃথিবীটা তার চার পাশে কত ঘটনাকে রূপ দিচ্ছে চেয়েও দেখে না। অথচ আমি ওকে সুস্থ দেখেছি। খুব দুঃখী মেয়ে ছিল, কেউ ওকে বিয়ে করতে চাইত না।

টাকাপয়সার অভাব না থাকলেও এভান্সদের পাগলামিকে এই অঞ্চলের সবাই ভয় করত। তাদের ধারণা এ পাগলামি বংশপরম্পরা চলে আসছে, কতদিন ধরে তা কেউ জানে না। আমার যখন বিয়ে হয় তখন আমিও এভান্সদের সম্বন্ধে কিছুই জানতাম না। স্যামির বাবার সঙ্গে সহরে দেখা আর সেখানেই বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের পর আমার স্বামীই আমায় সব কথা বলল। আমাকে বিয়ে করার জন্যে ক্ষমা চেয়ে বলল যে সে আমাকে দেখে পাগল হয়ে গিয়েছিল। তার ধারণা আমিই তার মুক্তির একমাত্র উপায়। আমি তাকে ভালবেসেছিলাম, তাই ক্ষমা করলাম। মনে ভাবলাম হয়তো সত্যি আমি তাকে শান্তি দিতে পারব, হয়তো পারতাম যদি না স্যামি জন্মাত। দুবছর আমরা সাবধানে ছিলাম, প্রতিজ্ঞা করে ছিলাম যেন আমাদের সন্তান না জন্মায়। স্যামির জন্মের আগে পর্যন্ত ওর বাপও সুস্থ ছিল।···তারপর একদিন এক নাচে গিয়েছি, সামান্য একটু মদ খেয়েছি, সামান্যই কিন্তু ভুল হয়ে যাবার পক্ষে তাই যথেষ্ট হল। চাঁদের আলোর ভেতর দিয়ে গাড়ী চেপে বাড়ী ফিরলাম। চাঁদের আলোর মত সামান্য জিনিষ কত বড় বড় দুষ্কর্ম করে ভাবলে অবাক হতে হয়।

নীনা: (অত্যন্ত আহত ব্যথায় গোঙায়) আমি আপনার কোন কথা বিশ্বাস করি না। আমি আপনার কোন কথা বিশ্বাস করব না।

মিসেস এভান্স: আমি আর আমার স্বামী—অর্থাৎ স্যামির বাবা সব জেনে বুঝে শেষ পর্যন্ত লড়াই করেছি। স্যামির বয়স আট বছর হওয়া পর্যন্ত উনি সুস্থ ছিলেন। কিন্তু তারপর আর পারলেন না। স্যামি পাছে পাগল হয় এই ছিল তাঁর ভয়। কোন কিছুতেই তিনি তাই স্বস্তি পেতেন না। স্যামির জ্বর হলে কি মাথা ধরলে, কাঁদলে কিংবা মাথা ঠুকে গেলেও উনি প্রচণ্ড ভয় পেতেন। ও যদি কাঁদত বা রাত্রে ঘুমের ঘোরে দুঃস্বপ্ন দেখে চীৎকার করে উঠত, কিংবা

সাধারণভাবে ছোট ছেলেদের মত আবোলতাবোল কথা বলত, উনি ভয়ানক ভয় পেয়ে যেতেন। মনে করতেন যে কোন মুহূর্তে বংশের অভিশাপ স্যামির মধ্যে দেখা দেবে। (একটু দুঃখের সঙ্গে বললেন) দিনের পর দিন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওই ভয়ের সঙ্গে বাস করা যে কি রকম কষ্টকর তা আমিই কেবল জানি। আমার স্বামীর সঙ্গে থাকতে থাকতে আমিও প্রায় পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হই নি কারণ আমার রক্তে ওই পাগলামির বিষ ছিল না। সেইজন্যেই তোমাকে বলছি নীনা, তোমাকে বুঝতে হবে যে তোমার সন্তানের জন্মান উচিত নয়।

নীনা ঃ (হঠাৎ ভেঙে পড়ে চীৎকার করে বলে) আমি আপনার কোন কথা বিশ্বাস করি না। এসব কথা জানলে স্যাম আমাকে কখনই বিয়ে করত না।

মিসেস এভান্স (তীক্ষ্ণভাবে) স্যাম এসব কথা জানে আমি একবারও বলেছি? সে একটা কথাও জানে না। আমার জীবনভোর ওই একটা কাজই করেছি—স্যামকে কখন কিছু জানতে দিই নি। স্যামির বাবা পাগল হয়ে যাওয়া মাত্র আমি ওকে বোর্ডিং স্কুলে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। প্রথমে ওকে জানালাম যে ওর বাবার অসুখ করেছে পরে খবর পাঠালাম, মরে গেছে। তখন থেকে আরম্ভ করে ওর বাপ সতিকার না মরা পর্যন্ত ওকে আমি কখনও বাড়ী আসতে দিই নি পাছে ও কোন সূত্রে শুনে ফেলে ও পাগলের ছেলে। তাই সেই আট বছর বয়স থেকে ও কলেজে দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়া পর্যন্ত ওকে খালি বাইরে বাইরে রেখেছি। এমন কি ছুটার সময়ও ওকে বাড়ী আসতে দিই নি। প্রয়োজনমত আমি ওকে দেখতে গিয়েছি—আর ছুটি হলেই ছাত্রদের সঙ্গে দেশভ্রমণে পাঠিয়ে দিয়েছি। (নিঃশ্বাস ফেলে বলেন) কোন কাজটাই সহজ ছিল না। স্যামিকে দূরে দূরে রাখলে কিছুকাল পরে

সে তার মাকেও ভুলে যেতে আরম্ভ করবে, তাও আমি জানতাম। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাকে ওই ব্যবস্থা করতে হয়েছিল কারণ স্থির বুঝেছিলাম যে একমাত্র ওইভাবে ওদের দুজনকে রাখলে, দুজনারই উপকার হবে। কিন্তু নীনা, এত কাণ্ডের পরেও একথা কোনদিন ভুলতে পারি না যে স্যামি না জন্মালে আমার স্বামী কখন পাগল হয়ে যেতেন না। আমার ভালবাসার মাঝে তিনি সুস্থ ছিলেন—চিরকাল সুস্থ থাকতেন।

নীনা ঃ (শেষের কথাগুলো শোনে না। নিজেকেই চরম ঠাট্টা করে) আর আমি এতদিন ভেবে এসেছি স্যাম স্বাভাবিক, সুস্থ ভদ্রলোক। বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, আমার মত নয়। ভেবেছিলাম আমাদের ছেলেমেয়েরা সুস্থ এবং সুখী হবে, তাদের ভালবেসে, তাদের মধ্যে নিজেকে মিলিয়ে দিয়ে আমার জীবন সফল হবে। ওকেও আমি নতুন করে ভালবাসতে শিখব।

মিসেস এভান্স (প্রচণ্ড ভয়ে লাফিয়ে ওঠেন) শিখবে? এইমাত্র তুমি বললে তুমি স্যামকে ভালবাস।

নীনা ঃ না। ইদানীং ওকে ভালবাসছি মনে হয়েছিল বটে। কিন্তু সে ওই সন্তানের জন্যে—তার কথা ভেবেই তার বাপকে ভালবাসতে সুরু করেছিলাম। এখন আমি তাকে ঘৃণা করি।

(কাঁদতে সুরু করে। মিসেস এভান্স তাকে জড়িয়ে ধরেন। কান্নার মধ্যে নীনা চীৎকার করে ওঠে।)

খবরদার আমায় ছোঁবেন না, আপনাকে ঘৃণা করি আমি। কেন আপনার ছেলেকে বিয়ে করতে বারণ করেন নি? কেন শিখিয়ে দেন নি যে, তার পক্ষে বিয়ে করা মহাপাপ।

মিসেস এভান্স ঃ কি করে বলব মা? বলতে গেলেই তো সব কথা বলতে হবে। তোমাদের বিয়ে হয়ে যাবার পরে আমি খবর

পেলাম। একবার মনে হয়েছিল তোমায় চিঠিতে সব লিখে দি—কিন্তু ভয় হল পাছে স্যাম সে চিঠি পড়ে। স্যামের পিসীকে ফেলে রেখে তোমার কাছেও যেতে পারলাম না—এসব কথা বলবার জন্যে। তাই তোমায় তাড়াতাড়ি এখানে নিয়ে আসার জন্যে স্যামকে বারবার চিঠি লিখেছি। আমি এখনও ভয়ে মরছি পাছে ওর মনে এতটুকু সন্দেহ আসে। নীনা, আর সময় নষ্ট না করে তুমি ওকে নিয়ে যত তাড়াতাড়ি পার এখান থেকে চলে যাও। তোমায় যা বলার ছিল শেষ হয়েছে। মনে করেছিলাম আজকালকার ছেলেমেয়েদের মত তোমাদেরও হয়ত সন্তানের সাধ কম। হয়তো তুমি ওকে সত্যি খুব ভালবাস, যেমন ভালবেসেছিলাম আমি স্যামিব বাবাকে, কোন সন্তান চাই নি, শুধু স্বামীকে নিয়েই সুখী হতে চেয়েছিলাম।

নীনা: মাথা তুলে বন্যভাবে বলে—না আমি ভালবাসি না। ভালবাসব না কোনদিন, ওকে ছেড়ে চলে যাব যেদিকে তুচোখ যায়।

মিসেস এভান্স (ওকে প্রচণ্ড জোরে ঝাঁকায়) না তুমি তা করতে পারবে না। তোমায় হারালে ও সঙ্গে সঙ্গেই পাগল হয়ে যাবে। দেখতে পাও না ও তোমাকে কি রকম ভালবাসে? জেনেশুনে তুমি দোষের ভাগী হবে?

নীনা: (হাত ছাড়িয়ে দূরে সরে গিয়ে কর্কশ গলায় বলে) হব। আমি ওকে ভালবাসি না। ওকে বিয়ে করেছি কেবল ওর প্রয়োজনে আর আমার সন্তান জন্মাবার তাগিদে। এখন আপনি বলছেন তাকে আমায—উঃ কি ভীষণ। আপনার বেশী বলার প্রয়োজন নাই, আমিও বুঝতে পারছি, তাই আমাকে করতে হবে। আমি আমার সন্তানকে এত ভালবাসি যে তার পাগল হবার সম্ভাবনায় বসে না থেকে আমি তাকে মেরে ফেলব। তাছাড়া ভালই বা বাসব কেন? ওটা তো আমাব সন্তান নয়, ওটা ওর সন্তান—অসুস্থ হবে তাতে

আর বিচিত্র কি। অমন অসুস্থ সন্তানকেও ঘৃণা করি আমি। (প্রচণ্ড শ্লেষপূর্ণ ক্ষোভে বলে) এর পরও আপনার ছেলেকে ছেড়ে যেতে পারব না একথা বলার দুঃসাহস আছে কি?

মিসেস এভান্স: (অত্যন্ত দুঃখিত ও তিক্তভাবে বলেন) একটু আগে তুমি বললে যে ওর প্রয়োজনে তুমি ওকে বিয়ে করেছ। ওর কাছে তোমার প্রয়োজন তো শেষ হয় নি নীনা, বরঞ্চ বহুগুণ বেড়েছে। অবশ্য একথা ঠিক যে তুমি ওকে ভাল না বাসলে আমি কখনই বলতে পারব না যে তুমি ওকে ত্যাগ কোর না। তবে একথা বলব যে ওকে যখন ভালবাসতে পার নি তখন ওকে বিয়ে করা তোমার উচিত হয় নি। এর পর যা ঘটবে তার জন্মে তোমার দায়িত্ব তুমি কিছুতেই এড়িয়ে যেতে পারবে না।

নীনা: (ব্যথায় দুঃখে অত্যন্ত যন্ত্রণা পায়) কি ঘটবে? আপনার কথা আমি বুঝি না। স্যাম আগেকার মতই থাকবে—ওর কিছুই হবে না। আর কিছু হলেও তার জন্মে আমি দায়ী হব কেন? আমার কোন দোষ নাই। (গভীর আত্মবিশ্লেষণে ভাবে)—

'বেচারা স্যাম, ওর কি দোষ? উনি ঠিকই বলেছেন।··· দোষ আমার। আমি নিজেকে বাঁচাবার জন্মে কাপুরুষের মত ওকে ব্যবহার করতে চেয়েছি···যেমন চেয়েছিলাম গর্ডনকে···'

মিসেস এভান্স: (গম্ভীর) তুমি ওকে ছেড়ে চলে গেলে ওর কি অবস্থা হবে তা এত কথা বলার পর তুমি নিশ্চয় বুঝেছ। (হঠাৎ অত্যন্ত অনুনয়ের সুরে) আমার ছেলেকে বাঁচাবার জন্মে তোমার সামনে নতজানু হয়ে ভিক্ষা চাইতেও আমার লজ্জা করবে না। বাঁচাও, অন্তত একজন এভান্সকে—শেষ এভান্সকে এ জগতে সুস্থভাবে বাঁচার একটা সুযোগ দাও। ওর জন্মে যে ত্যাগ তুমি করবে মা—

তাই ওর কাছে ভালবাসা হয়ে ফুটে উঠবে। (দুঃখের হাসি হেসে বলেন) ওই ওপরতলার হাবাটার দেখাশুনা করতে করতে ওকে আমি ভালবেসে ফেলেছি—আর সুস্থ সবল একটা পুরুষের সেবা করে তুমি তাকে ভালবাসতে পারবে না—একথা আমি বিশ্বাস করি না। তুমি যদি স্যামের জন্যে তোমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ উৎসর্গ করতে পার, দেখবে স্যাম তোমার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে। নিজের মতই তাকেও ভালবাসবে। এ কাজ তোমাকে করতেই হবে, একথা মৃত্যুর মত সত্য।

(তিক্ততার হাসি হাসেন, কিন্তু সে হাসিতে অদ্ভুত ভদ্রতা মাখান।)

নীনা : (আর ভাবতে পারে না—আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করে) এইভাবে নিজেকে বঞ্চিত করে পাগলের সেবায় আপনি শান্তি পেয়েছেন?

মিসেস এভান্স : (কথাটা এড়িয়ে যান) সবাই বলে স্বর্গে গেলে মানুষ শান্তি পায়। কিন্তু না মরলে তা জানা যায় না এই হচ্ছে দুঃখ। (গর্বিত হন) তবে একথা বলব যে, যাদের জন্য দুঃখ পেয়েছি তারা চিরকাল আমায় বিশ্বাস করেছে, ভালবেসেছে। তাদের সেই ভালবাসা পেয়ে আমি গর্বিতা।

নীনা : (কথাটা মনে লাগে—একটু লজ্জিত হয়ে বলে) হ্যাঁ, সেটা সত্যি হতে পারে। (অদ্ভুতভাবে ভাবে)

'গর্ব···বিশ্বাস···সহজ অনাড়ম্বর জীবন। না। নিজের কাজ করে যেতে হবে। আমার মনে কে বলছে এসব কথা? গর্ডন। গর্ডন তোমার জন্যে যে জীবন বিলিয়ে দিতে পারি নি, তাই স্যামের জন্যে দিতে হবে, তুমি কি তাই চাও? স্যাম তোমাকে খুব ভালবাসে। ও ঠিক করে রেখেছে

আমার ছেলে হলে তার নাম দেবে গর্ডন। গর্ডনকে সম্মান জানাবে। গর্ডনের সম্মান, গর্ডনের সম্মান—গর্ডন তোমার সম্মান রাখতে, আমায় কি করতে হবে বলে দাও? ...হ্যাঁ। বুঝেছি।...'

(ভাবলেশহীন গলায় বলে) বেশ মা, তাই হবে। স্যামকে ছেড়ে আমি যাব না। এ ছাড়া আর কিবা আমি করতে পারি? স্যামেরও কিছু করার নাই। তার তো কোন দোষ নাই। (হঠাৎ গভীর কান্নায় ভেঙে পড়ে গভীর হতাশায় বলে) কিন্তু আমার সন্তানকে হারিয়ে আমি কি নিয়ে থাকব? (মিসেস এভান্সের পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে করুণ কণ্ঠে বলে) এ পৃথিবীতে সম্পূর্ণ একা আমি, কি নিয়ে বেঁচে থাকব মা, বলে দিন।

মিসেস এভান্স : (দুঃখিত হয়ে ভাবেন)

'এইবার ও আমার দুঃখ বুঝতে পারছে। ওকে এখন আমায় সাহায্য করতে হবে। ওর সন্তানধারণের অধিকার আছে—ওকে অন্য এক সন্তানধারণের উপায় বলে দিতে হবে। আমার স্যামির জন্যে ও নিজের জীবন দিতে রাজী, ওকে যেমন করেই হোক আমায় বাঁচাতেই হবে।...'

(দ্বিধাভরে) হয়তো নীনা......

নীনা : (ক্ষুব্ধ প্রতিবাদে বলে) আপনি চান স্যাম সুখী হোক। কিন্তু স্যামও যে সন্তান চায়। আমার মত ওর পক্ষেও সন্তানের প্রয়োজন খুব বেশী। আপনি যখন সব জানেন, বোঝেন, তখন ওর জীবনের সার্থকতা কি করে আসবে সেটাও খুঁজে দেখুন।

মিসেস এভান্স : (দুঃখ পান) ভেবেছি। ও যে সন্তান চায় তাও আমার অজানা নয়। নীনা, উপায় একটা কিছু আছে, সেটাই আমাদের খুঁজে বার করতে হবে। (যেন উপায় খোঁজেন) স্যামের

জন্মের আগে এক এক সময় এমন হত যে আমি ভুলে যেতাম আমি কারু স্ত্রী—শুধু মনে হত আমি কেবল সন্তানের জননী। তখন ভাবতাম যে যদি বিয়ের পরই প্রথম বছরে অন্য কেউ আমার এ সন্তানের জন্ম দিত তাহলে তো কোন ভয় থাকত না। পশুদের যেভাবে ভাল জোরাল পুরুষের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়, তেমনি যদি আমিও করতাম, তাহলে স্বাস্থ্যবান সন্তান জন্মাত—পিতৃপুরুষের বংশগত অভিশাপের আর কোন ভয় থাকত না। বাইরের সেই লোকটাকে ভালবাসারও প্রয়োজন নাই, সন্তান উৎপাদনমাত্র তার কাজ শেষ—তারপরই তাকে ছুটি দেওয়া হবে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হত কিন্তু এযে পাপ—ভগবানের বিধানে অন্যায়। কিন্তু নিজের মনে সেকথা যতই চিন্তা করেছি ততই ও কাজের সার্থকতা দেখেছি। ভেবেছি যাকে আমি ভালবাসি তাকে যদি এক সুস্বাস্থ্যপূর্ণ সন্তান দিয়ে নিশ্চিন্ত করতে পারি তাহলে তা অন্যায় কেন হবে। স্বামীর মানসিক মঙ্গলে কি আমার ওই সামান্য পাপ তুচ্ছ হয়ে যাবে না? ভেবেছি, কিন্তু তা করতে পারি নি। সব সময়ে ভয় এসে গলা টিপে ধরেছে, মনের জোর কমে গেছে। সেদিন যদি সাহসে বুক বাঁধতে পারতাম আজ হয়তো এমন সর্বনাশ হত না। আমার স্বামীও সুস্থ থাকতেন। (সহজভাবে বলেন) উনি ছোট ছেলেমেয়েদের যে কি ভালবাসতেন, কি বলব—ঠিক স্যামির মত। ছেলেমেয়েগুলোও ওঁকে তেমনি ভালবাসত।

নীনা: (যেন বহুদূরে চলে গেছে—অচঞ্চলভাবে বলে) হ্যাঁ স্যাম তার বাপের মত হতে পারে কিন্তু আমি আপনার মত নই—আমি ভগবানকে পরম পিতা ব'লে বিশ্বাস করি না।

মিসেস এভান্স: (অদ্ভুত সুরে) তাহলে তোমার পক্ষে কাজটা সহজ হবে। (একটু লজ্জার হাসি হাসেন) সত্যি কথা বলতে কি, যা সব অভিজ্ঞতা এসেছে আমার জীবনে তাতে এখন ভগবানের ওপর

বিশ্বাস আমারও চলে গেছে। এক সময় ভালমন্দ, পাপপুণ্য, ভগবান নিয়ে আমিও মাথা ঘামিয়েছি কিন্তু এখানে এসে যখন দেখলাম কতকগুলো লোক বিনা দোষে পাগল হয়ে যাচ্ছে, মানুষকে ভালবাসায় তাদের এতটুকু সাজাও কম হচ্ছে না, তখন আমার বিশ্বাসও ক্রমে চলে গেল। (জোর করে বলেন) আনন্দই হল মানুষের শ্রেষ্ঠ অনুভূতি। আনন্দ পেতে হবে, আনন্দ দিতে হবে। এই হল একমাত্র সত্য আর বাকি সব কোলাহল। (একটু থামেন তারপর নিষ্ঠুর অনুভূতিশীল কঠোরতায় বলেন) শোন, আমি জানি স্যামি সন্তান চায়, সে চায় তোমার ভালবাসা। কথা দাও তুমি তাকে ভালবাসবে—আনন্দ দেবে। তারপর···আমি জানি না কি তোমাকে করতে হবে—কিন্তু কথা দাও তুমি স্যামিকে স্বাস্থ্যবান সন্তান দেবে। তার আনন্দে তুমি নিজেও আনন্দিত হবে। নীনা তোমাদের দুজনকেই সুখী হতে হবে। এই আনন্দ পাওয়াই হবে তোমাদের জীবনের চরম কর্তব্য।

নীনা : (অস্ফুটভাবে বলে) আচ্ছা মা। (আশার ভাবনা) 'আমি সুখী হতে চাই···সুখ আমার অধিকার, আমার কর্তব্য।···(হঠাৎ অপরাধী ব্যথায়) আঃ কি অন্যায়। আমি এক সন্তানের মৃত্যু কামনা করে আর এক সন্তান চাইছি। বেচারা আমার বুকে আঘাত করে দয়া ভিক্ষা করছে—ওঃ। (দুঃখে ব্যথায় কাঁদে।)

মিসেস এভান্স : (গভীর সমবেদনায় অত্যন্ত শান্তভাবে বলেন) আমি তোমার দুঃখ বুঝতে পারছি মা। আজ যা বললাম, তারপর তোমার আমার মধ্যে আর কখনও দেখা হওয়া উচিত হবে না। তুমি ও আমার স্যামি আমাকে ভুলে গেলেই আমি বেশী আনন্দিত হব। (নীনা বাধা দিতে যায়। কিন্তু তাকে থামিয়ে দিয়ে বিষাদপূর্ণ গলায় ভবিতব্যের মত বলেন) মানুষকে ভোলা কঠিন নয়, তোমরাও সহজেই

পারবে। সবাই তাই করে তা না হলে বেঁচে থাকা যায় না। এই সন্তানের দুঃখও তোমাকে ভুলতে হবে। যেদিন একে সম্পূর্ণ ভুলে যাবে, সেদিন মনে রেখ আজ আমি যা বলেছি। স্বাস্থ্যবান সন্তানের মা তোমাকে হতে হবে। ভুলোনা, হতেই হবে, হতেই হবে।

নীনা : (গভীর দুঃখে কাঁদে) মা! আর না। চুপ করুন।

মিসেস এভান্স : (হঠাৎ অত্যন্ত স্নেহশীলভাবে নীনাকে জড়িয়ে ধরে ভাঙা গলায় বলেন) দুঃখী মা আমার। তুমি মা আমার মেয়ে। আমার দুঃখের মধ্যে তোমার জন্ম হল। তোমায় আজ যত ভালবেসে ফেললাম, যত কাছে পেলাম স্যামিকেও কখন তত ভালবাসি নি। মা, তুমি সুখী হও, সুখী হও।

(নীনার ঝুঁকে পড়া মাথাটায় চুমু খেয়ে তিনি অঝোরে কেঁদে ফেললেন।)

॥ তৃতীয় অঙ্ক শেষ ॥

॥ চতুর্থ অঙ্ক ॥

প্রায় সাত মাস কেটে গেছে। সেই বছরে শরৎকালের এক সন্ধ্যা। নীনার বাপের বাড়ীতে অধ্যাপকের সেই ঘর। বইগুলো কেউ ছোঁয়না, দেখলেই বোঝা যায়। কাঁচের পাল্লাটাতে পুরু ধুলো জমে পেছনের বইগুলোকে অস্পষ্ট করে দিয়েছে। অধ্যাপকের পুরোণ টেবিলটা যদিও আছে কিন্তু তার অগোছাল জিনিষপত্রে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে—এখন তার মালিক অন্য লোক। ঘরের সাধারণ আসবাবেও অধ্যাপকের ছোঁয়া কমেছে। টেবিলের ওপর অনেকগুলো এনসাইক্লো-পিডিয়া বৃটানিকার ভীড়, তার সঙ্গে মিশেছে চলতি মানসিক বিদ্যার সস্তা প্রবন্ধের বই। প্রচুর আধুনিক বই জমেছে টেবিলে—আলমারীর পুরোণ বইএর বিরুদ্ধে যেন স্পষ্ট বিদ্রোহ ঘোষণা করছে। নানা ধরনের বই যেখানে সেখানে ছড়িয়ে আছে, এমন পরিপূর্ণ বিশৃঙ্খলা যে বোঝা শক্ত যে কি ধরনের বই ঘরের নতুন অধিকারী পছন্দ করে। এ ছাড়া টেবিলের ওপর কালির দেয়াত, কলম, পেন্সিল, রবার মায় একটি টাইপরাইটার ও একবাক্স টাইপরাইটারের কাগজ বিদ্যমান। টাইপরাইটারটা ঠিক চেয়ারটার সামনে—চেয়ারটাকে এত জোরে পেছনে ঠেলে দেওয়া হয়েছে যে কার্পেটটা চেয়ারের পায়া লেগে গুটিয়ে গেছে। টেবিলের পাশে মাটিতে, বাজে কাগজে ভর্তি হয়ে একটি কাগজের ঝুড়ি, তার পাশে একগাদা কাগজ ছড়ান, টাইপরাইটারের রবারের

ঢাকাটা ফেঁসে যাওয়া তাঁবুর মত তারই পাশে পড়ে আছে। দোসনা চেয়ারটা আর ঘরের মাঝখানে নাই, সেটাকে টেবিলের কাছে টেনে নেওয়া হয়েছে। বেঞ্চিটাকেও টেনে সামনে আনা হয়েছে, তার ফলে বেঞ্চিটা এখন চেয়ারের পেছনে আর দরজাটা তার পেছনে পড়ে গেছে। বেঞ্চিটা ঘরের মধ্যে কোণাকুণি ভাবে রয়েছে।

অধ্যাপকের পুরোণ চেয়ারে এভান্স বসে আছে। টাইপরাইটারের কাগজ দেখলে বোঝা যায় সে টাইপ করছিল। মুখে পাইপ। প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে সেটাকে বারবার জ্বালান হচ্ছে। পাইপটাকে কামড়ে ধরে এভান্স মাঝে মাঝে ধোঁয়া ছাড়ছে, টেনে বার করছে। তার মন যে বিক্ষুব্ধ তা সহজেই বোঝা যায়। তার কাঁধ ঝোলা, মন উৎসাহহীন, চোখে নিরুৎসাহ। তার মুখটাও শুকিয়ে গেছে—যার ফলে তাকে রোগা দেখায়। একটু রোগাও হয়েছে। তার কলেজীয় জামাকাপড়ে সেই ঝকঝকে ভাব নাই। সেগুলোতে দীর্ঘদিন ইস্তিরি পড়ে নি, দেখলেই বোঝা যায়। মনে হয় পোষাকটা যেন দেহের তুলনায় অনেক বড়।

এভান্স—(আবার টাইপরাইটারের কাছে গিয়ে অনেকগুলো কথা উদ্দেশ্যহীনভাবে টাইপ করে। পরমুহূর্তেই কাগজটা টেনে বার করে প্রচণ্ড রাগে ছিঁড়ে ফেলে দেয়।—আত্মধিক্কারে নিজেকে গাল দেয়। চেয়ারটা পেছনে ঠেলে দিয়ে একলাফে উঠে দাঁড়ায়। ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে সুরু করে। পাইপ ফোঁকে)—দূর! (অত্যন্ত উত্তেজিত মনে চিন্তা করে)—

> 'কোন লাভ নাই। এক ব্যাটা চিন্তাও মনে আসছে না। দূর দূর! গুঁড়ো দুধ সম্পর্কে কি আর নয়া ডাকসাইটে বিজ্ঞাপন বানান যায়। যা বলতে চাই, দেখি অন্য কেউ বলে দিয়েছে।...দিগ্বিজয়ী তাতাররা খচ্চরের গুঁড়ো দুধ

নিয়ে দেশ জয় করেছে। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক মেসনিফফকে খুন করেছে কেননা···সব বাজে। কিন্তু কিছু একটা তো লিখতে হবে। সেদিন কোল পর্য্যন্ত দুঃখ করে বলছিল, তোমার ইদানীং কী হয়েছে বলতো। এমন চমৎকার ভাবে কাজ সুরু করলে যে, আমরা ভাবলাম তুমি অনেক উঁচুতে উঠবে। অথচ তুমি একেবারে বাজে হয়ে গেছ। (বেঞ্চির ডগায় বসে। কাঁধ ঝুলে পড়েছে হতাশায়)—সত্যি কথাই বলেছে। বাড়ী থেকে ফিরে আসার পর থেকেই কি রকম আলুনি হয়ে গেছি। কোন কিছুই মাথায় আসে না। নির্ঘাৎ চাকরি যাবে এবার। মনটা উষর, বন্ধ্য (চমকে ওঠে। ভীত হয়ে ভাবে।) সব দিক থেকেই আমি বোধহয় বন্ধ্য। (হঠাৎ লাফ দিয়ে ওঠে। নতুন চিন্তা আলপিনের মত যেন ওর দেহে ফুটে গেছে। জ্বলন্ত পাইপটাকেই আবার ধরায়। আবার পায়চারি করে। ভাবনাটাকে জোর করে অন্য পথে পাঠাতে চায়।) আমাকে এ ঘরে বসে বিজ্ঞাপন লিখতে দেখে বুড়ো অধ্যাপক বোধহয় কবরে নড়ে ওঠে। হয়তো সেইজন্যে এ ঘরে বসে কোন বিজ্ঞাপন মাথায় আসে না। হ্যাঁ তা হতে পারে—চারিদিকের প্রভাব বলেতো একটা কিছু আছে। কাল শোবার ঘরে বসে চেষ্টা করব। নীনার অসুস্থতার পর থেকেই তো একা শুই···অসুবিধা হবে না। নীনার কি যেন এক মেয়েলা অসুখ করেছিল। ভারী লজ্জা, কিছুতেই আমাকে বলল না। তবু স্বামী হিসাবে আমার জানার অধিকার আছে—বিশেষ যখন সহবাস বন্ধ করতে হয়েছে। পাঁচ মাস হয়ে গেল। ডাক্তার বারণ করেছে, নীনা বলল।

কোন ডাক্তার? নাম বলে নি। হল কি আমার! নীনাকে অবিশ্বাস করতে চাইছি! ও কখন মিথ্যা কথা বলে না। জানি। কিন্তু······(অসহায়ভাবে)—কেবল যদি জানতাম যে ও সত্যি অসুস্থ হয়েছিল—আমার থেকে দূরে থাকার জন্যে ও কথা বলছে না তাহ্‌লেই শান্তি পেতাম। (দোলনা চেয়ারটায় বসে পড়ে)—বাড়ী থেকে ফিরে ও অনেক বদলে গেছে। তবে কি মায়ের সঙ্গে ওর কিছু হয়েছে? কিন্তু আমার তো মনে হল ওরা দুজন দুজনকে ভয়ানক ভালবেসেছে। চলে আসার সময় দুজনে কি কান্নাই কাঁদল। অথচ নীনা আর একটা দিনও থাকতে রাজী হল না। মা ও এমন ভাব করতে লাগল যেন আমাদের তাড়াতে পারলেই বাঁচে। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। ফিরে এসে প্রথম কয়েক সপ্তাহ নীনা আমাকে কি ভালই বাসল। ভালবাসার যেন শেষ ছিল না সে কদিন। তারপরই ব্যাস, অসুস্থ হয়ে পড়ল।······বুঝেছি আমার জন্যেই হয়েছে। আমি ওকে সন্তান দিতে পারি নি। আশায় আশায় থেকে বেচারা দেহমনে আহত হয়ে অসুস্থ হয়েছে। ঠিক—এইবার বুঝেছি। এটা আমারই কীর্তি। দোষ আমার।······কিন্তু এরকম তো নাও হতে পারে। বলা যায় কি? (লাফিয়ে উঠে আবার পায়চারি করে)—ওঃ ভগবান, আমার যদি একটা ছেলে জন্মাত তাহলে সবাইকে দেখিয়ে দিতাম কি রকম কাজ আমি করতে পারি। কোল তো সর্বদা বলেছে আমার মধ্যে রস আছে। এমনকি নেডও তাই বলেছে। (মনে পড়ায় উত্তেজিত হতে পেরে যেন বেঁচে যায়।) দেখেছ, ভুলেই গিয়েছিলাম আজ

রাত্রে নেড আসবে বলেছে। নীনাকে বলতেই ভুলে গেছি। সাবধানে বলতে হবে। নীনা যেন বুঝতে না পারে যে ওকে দেখার জন্যেই আমি নেডকে আসতে বলেছি। বুঝতে পারলে চটে যাবে। আমাদের বিয়ের পর থেকে নেড একবারও আমাদের কাছে আসে নি। এখন নিজের সম্মান খুইয়ে নেডকে ডেকেছি শুনলে নীনা নির্ঘাৎ চটে যাবে। কিন্তু নেডকে ডাকা ছাড়া আমার উপায় ছিল না। নীনার কি হয়েছে আমার জানা দরকার। নেড একমাত্র লোক যাকে আমি বিশ্বাস করতে পারি।······(এক দৌড়ে গিয়ে আবার চেয়ারে বসে। একটা নতুন কাগজ টাইপ-রাইটারে গুঁজে দেয়।) নাঃ, সময় যখন আছে একটু নতুন করে সুরু করে আর একবার দেখা যাক।'

(টাইপ করে চলে। নীনা এসে নিঃশব্দে দরজায় দাঁড়ায়। ওকে লক্ষ্য করে। নীনা আবার রোগা হয়ে গেছে! মুখ ফ্যাকাসে শীর্ণ। চালচলনে বোঝা যায় ওর স্নায়ুতন্ত্রী চড়া সুরে বাঁধা আছে। স্বামকে দেখামাত্র ওর মুখে অবজ্ঞা আর অপছন্দের ভাব ফুটে উঠল।)

নীনা ঃ (ভাবে)—

'কি অসহায় লোক! কোন কাজ করতে পারে না। যদি আর কারু প্রেমে পড়ে আমায় নিষ্কৃতি দিত—বাঁচতাম। ওকে আমার বাড়ীটাও দিতে হয়েছে—কি বিশ্রী। ও যেখানে খুসী চলে যাক না, হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যাক—আমার বাবার ঘরে ওকে আর সহ্য করতে পারছি না। বিদেয় হয় না কেন, আমাকে মুক্তি দিয়ে।······মরে গেলেও তো পারে······(তাড়াতাড়ি নিজেকে সংযত করে। দুঃখ

পায় ভেবে।) ছিঃ ছিঃ এসব কি বাজে কথা ভাবছি। না আমি কখনই ওর মরণ চাই না। বেচারা শ্যাম, কি রকম খাটছে—শুধু আমাকে ভালবাসে বলে। অথচ প্রতিদানে ওকে আমি কিছু দিতে পারি না। ও হয়তো ভাবে, ওকে আমি ঘৃণা করি বলেই সর্বদা লক্ষ্য করি। কিন্তু ওর মা যা বলেছে তাতে ওকে লক্ষ্য না করে থাকব কি করে। কখন কি ঘটে কে বলতে পারে ? ওর কথা ভেবেও আমার দুঃখ হয়, করুণা হয়—অথচ মুখে প্রকাশ করতে পারি না। এ জীবনটা কি ভয়ানক ! রাতেও ওর ভাবনা যায় না, বিছানায় এপাশ ওপাশ করছে শুনতে পাই। বোধহয় ঘুমোয় না। আবার ওর সঙ্গে রাতে একসঙ্গে শুতে সুরু করব। বেচারা সপ্তাহে মাত্র দুরাত বাড়ীতে থাকে, ওকে একা শুতে দেওয়া উচিত নয়। আমাকে চেষ্টা করতেই হবে। ও ভাবে, ওর ওপর আমার বিতৃষ্ণা এসেছে—তাই এত দুঃখ পায়। কিন্তু কি করে ওকে বলব যে একটা মৃত সন্তান আমাদের মধ্যে শুয়ে আছে। তাকে জন্ম দেবার সাহস আমার হয় নি—সে থাকলে তার বাপকে আজ শতগুণ ভালবাসতাম।'

এভান্স : (হঠাৎ ওর অবস্থান উপলব্ধি করে। নিজেকে ঝাঁকি দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। এখন নীনার সামনে দাঁড়ান মাত্র তার মধ্যে একটা দোষীভাব এসে যায়)—আরে তুমি। আমি ভাবছিলাম তুমি নিশ্চয়ই একটু গড়াগড়ি দিচ্ছ। (অপরাধীভাবে)—আমার টাইপ করার আও-য়াজে তোমার ব্যাঘাত হয়েছে নাকি ? তাহলে আমি সত্যি দুঃখিত।

নীনা : (নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে চটে যায়)—

'ও সব সময় অমন কুঁকড়ে যায় কেন ?' (এসে মায়ের চেয়ারটায় বসে, মুখে জোর করে হাসি আনে)—

অত দুঃখিত হবার মত তুমি কোন ভয়ানক কাজ কর নি। (স্যাম আনাড়ির মত কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। মনে হয় যেন ইস্কুলের ছাত্রকে কবিতা আবৃত্তি করতে ডাকা হয়েছিল—সে ভুলে গিয়ে সমস্ত ক্লাসের সামনে লজ্জা পেয়েছে। ঠাট্টার সুরে নীনা বলে) সত্যি স্যাম, তোমার মত এমন শুধু শুধু দুঃখ পেতে আমি কাউকে দেখিনি।

এভান্স : (তখনও আত্মরক্ষা করতে চায়) আমি জানি বাড়ীতে অফিসের কাজ টেনে আনা আমার উচিত নয়। মাথায় হাতুড়ি ঠুকে ঠুকে কতকগুলো বিশ্রী বিজ্ঞাপন লেখার চেষ্টা বেবাক তাণ্ডব। (একটু হাসে)—মাথা হাঁটকে বার করার চেষ্টা করছি। এটাই আসল কথা। (হঠাৎ বলে ফেলে)—তাও করতাম না. ওই বুড়ো কোল ডেকে পাঠিয়ে শাসিয়ে দিয়েছে—হয় ভাল করে কাজ কর—নয়তো সরে পড়।

নীনা : (চিন্তিত হয়ে ওকে লক্ষ্য করে—ক্রমে দৃষ্টি কঠিন হয় ভাবে)—

> 'আমি জানি ঠিক এই রকমই হবে। একটা চাকরি যাবে আরেকটা পাবে। প্রথমে খুব উৎসাহ দেখাবে, ভাল কাজ করবে, তারপর······'

(তার তাচ্ছিল্যপূর্ণ স্বর এভান্সের বুকে কেটে বসে)—যাই বল, তোমার চাকরি এমন কিছু চমৎকার নয় যে যাবে বলে ভয় পেতে হবে।

এভান্স : (ব্যথা পায়)—না তা নয় ঠিক। মাইনে অবশ্য বেশী নয়। তবু আগে ভাবতাম যে একাজে তাড়াতাড়ি উন্নতি করতে পারব। অবশ্য দোষ আমার, আমি কিছুই করতে পারলাম না। (যেন কথা শেষ করতে পেরে বেঁচে যায়)—কিছুই করতে পারলাম না জীবনে।

নীনা : (তার বৈরী ভাব গভীর স্নেহে পরিণত হয়)

'আমি এত হিংস্র হচ্ছি কেন ? ও বেচারার নিজেকে রক্ষা করবারও ক্ষমতা নাই। ও কেবল ওর মায়ের ছেলে, মায়ের অসুস্থ ছেলে। বেচারা স্যাম।'

(তাড়াতাড়ি স্যামের কাছে যায়।)

এভান্স : (ছোট ছেলের মত গর্ব করতে চায়) দেখ, এর পরের চাকরিটা এটার থেকে ভাল হবেই—অনেক ভাল হবে।

নীনা : (তাকে আশ্বাস দেয়) নিশ্চয় হবে। আমি জানি তুমি খুব ভাল চাকরি পাবে। কিন্তু সে কথার দরকার কি। তোমার এ চাকরিটাই থাকবে, দেখো। তুমি সব সময় খালি বিপদের ভয়েই গেলে।

(তাকে চুমু খায়। চেয়ারের হাতলে বসে ওর গলা জড়িয়ে ধরে, ওর মাথাটাকে নিজের বুকে চেপে ধরে।)

জানি গো আমার বোকা হাঁস মশায়, তোমার একটুও দোষ নাই। যদি কারু দোষ থাকে তা আমার। তুমি একটা অসুস্থ বউএর সঙ্গে লেপ্টে রয়েছ। এমন বউ যে তার দায়িত্ব পালন করার আগেই অসুস্থ হয়ে পড়ল। তুমি তো চেষ্টা কম করছ না অথচ আমি তোমার পক্ষে সব কিছু কঠিন করে দিচ্ছি। তোমার উচিত ছিল বেশ স্বাস্থ্যবতী কোন মেয়েকে বিয়ে করা—যিনি তোমার দেখাশুনা করতে পারতেন।

এভান্স : (আনন্দের সপ্তম স্বর্গে। গভীর ভালবাসায় বলে) যত বাজে কথা। পৃথিবীর আর সমস্ত মেয়েকে এক করলেও তোমার কড়ে আঙ্গুলের যোগ্য হবে না। তোমারই বরঞ্চ উচিত ছিল আমার থেকে ভাল কাউকে বিয়ে করা। আমি কোনভাবেই তোমার যোগ্য

নই। তবে একথা ঠিক, আমার থেকে তোমাকে বেশী ভালবাসতে কেউ পারবে না—তা সে যেই হোক।

নীনা : (বুকে মাথাটা চেপে ধরে কপালে চুমু খায়। চোখের দিকে তাকায় না) আমিও তোমাকে ভালবাসি স্যাম। (মাথার ওপর দিয়ে দৃষ্টিহীনভাবে তাকিয়ে থাকে। ভাবে)—

'এই সময়গুলোতে ওকে সত্যি ভালবাসি। কিন্তু সে ভালবাসা মায়ের ভালবাসা। ওর পক্ষে তা যথেষ্ট নয় আমি বুঝি। ওর মা বলেছেন—আমার ভালবাসা যেন ও উপলব্ধি করতে পারে। উপলব্ধি হবার মত ভালবাসতে চেষ্টা করতে হবে।......'

(শান্তভাবে বলে) স্যাম, তুমি সুখী হয়েছ জানলে আমার খুব আনন্দ হবে।

এভান্স : (খুসীতে ওর মুখের চেহারাটা পাল্টে যায়) নিশ্চয়ই হয়েছি। একশবার হয়েছি।

নীনা : (আবার ওর মাথাটাকে বুকে চেপে ধরে যাতে ওর চোখ না দেখতে পায়) শ্‌স্‌—চুপ। (দুঃখে ভাবে)

'ওর মাকে কথা দিয়েছি, কিন্তু ওকে কি করে ভালবাসব জানি না। তখন ভাবি নি ভালবাসা এত কঠিন। আমার সন্তানকে......অপারেশন করে নষ্ট করার পর, আমার পক্ষে বেঁচে থাকাটাই বিড়ম্বনা মনে হয়েছিল। গর্ডনের আত্মা সর্বদা আমার পেছনে পেছনে ঘুরত আর তিরস্কার করত। (তিক্ত উপহাসে) গর্ডন, গর্ডন তুমি যদি বুঝতে এই অসম্মানকর কাজ কত গভীর সম্মানের জন্যে আমাকে করতে হয়েছে, তাহলে আমাকে নিন্দা করতে না। হ্যাঁ— তোমার মৃত্যুও এই কাজটার কাছে তুচ্ছ হয়ে গেছে। তুমি

কি বলছ? স্যামের সঙ্গে সঙ্গে থাকতে? আছি তো—
থাকবও। কিন্তু কিছুতেই মনের দৃঢ়তা কমাতে পারছি না।
অসুস্থ হবার পরেই যেন পথটা আরও দূর হয়ে গেছে। তবু
আমাকে ওর কাছে যাবার চেষ্টা করতে হবে—চেষ্টা করতে
হবে।......'

(কোমলভাবে বললেও কথাটা চেষ্টা করে বলতে হয়) কি গো, এই ছোট্ট খোকার আমার সঙ্গে—একসঙ্গে ঘুমুতে ইচ্ছা হয় না নাকি আর?

এভান্স: (নিজের কাণকেই যেন বিশ্বাস করতে পারে না। উত্তেজিতভাবে বলে) ওঃ নীনা সেটা চমৎকার হবে, খুব সুন্দর হবে। কিন্তু তোমার শরীর ভাল আছে তো—তুমি সত্যি চাও আমি তোমার কাছে যাই—

নীনা: (ওর কথার পুনরাবৃত্তি করে, যেন পড়া মুখস্থ করছে।) হ্যাঁ। আমি চাই তোমার কাছে যেতে, তোমার কাছে যেতে। আমি এখন বেশ ভাল আছি। (এভান্স ওর হাতটাকে চুমায় চুমায় ভরিয়ে দেয়। সে চুম্বনে কৃতজ্ঞতা, উত্তেজনা আর কামনা ঝরে পড়ছে যেন—নীনা ভেবে চলে। ভবিষ্যতকে স্বীকার করে নেবার সংকল্প মনে অবশতা আনে)

'স্যামের মা, গর্ডন—তোমরা চিন্তা কোরনা, আমি স্যামকে
সুখী করব। অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যে ও সুখী হবে। ওর
বাড়ী থেকে ফিরে এসে যেমন সুখী আমরা হয়েছিলাম
তেমনি সুখী ও আবার হবে। মনে পড়ে ওর আনন্দে
দুঃখ পাব বলে—পাগলের মত নিজেকে প্রচণ্ড কষ্ট দিয়ে
আনন্দ পেয়েছিলাম। (তারপর অলস হতাশায়) বেশীদিন
ওর আনন্দ থাকবে না। যেদিন ও বুঝবে যে ও আমাকে

সন্তান দিতে পারে নি, সেদিনই বেচারা অপরাধী বোধ করবে। (তিক্ত হাসি হাসে) ও কখনই জানবে না যে ওর সন্তান ধারণ না করবার জন্মে আমি কত সাবধান হয়েছি। যা একবার ঘটেছিল তা আমি আর কখন ঘটতে দিতে পারব না। আমরা দুজনাই সন্তান চাই—অথচ তা ঘটলে চলবে না—এ এক অদ্ভুত দুঃখভরা ঠাট্টা।······ওর মা বলেছিল যে আমায় স্বাস্থ্যবান ছেলের জন্ম দিতে হবে তখন শুনে কথাটা খারাপ লাগে নি। কিন্তু এখন যত ভাবছি ততই মনে হচ্ছে কাজটা অন্যায়—অন্যায়। স্যামের মত ভাল লোককে ঠকাতে হবে, নিজেকে—প্রেমহীন, নির্মম কোমলতাহীন অন্য কারু কাছে ভাড়া খাটাতে হবে, ভাবতেই মন বিদ্রোহ করছে। তবে?···তাহলে কি করব? আগে তো পুরুষকে নিজের দেহ দিয়েছি। কিন্তু এখন স্যামের কথা মনে করে কোথা থেকে এল এত সঙ্কোচ।······স্যামের সুখের জন্যেও কি ও কাজটা করতে পারব না? মাত্র একবার—মুহূর্তের জন্মে। তার ফলে স্যাম সুখী হবে, আমি সুখী হব।······'

(স্যামের পাশ থেকে উঠে পড়ে তাড়াতাড়ি) এতক্ষণে নিশ্চয় সাড়ে আটটা বেজে গেছে। আমি গর্ডনের যে জীবনীটা লিখছি সে সম্বন্ধে আলোচনা করবার জন্মে এখুনি চার্লি এসে যাবে।

এভান্স: (তার সুখ ভেঙে যায়। গভীর বিতৃষ্ণায় ভাবে)—

'প্রত্যেকবার ঠিক এমনি হয়। সব থেকে কাছাকাছি যখন আসি—তখনই কে যেন আমাদের মাঝখানে এসে স্বপ্নটাকে ভেঙে দিয়ে যায়।'

(হঠাৎ মনে পড়ে)—ও তোমাকে বলতে ভুলে গেছি। নেড আসবে আজকে রাত্রে।

নীনা: (বিস্মিত হয়ে যায়)—নেড ডারেল?

এভান্স: আর কে? সেদিন পথে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল, আমি নেমন্তন্ন করলাম। বলল আজ শনিবার আসবে। কোন্ ট্রেণে আসবে ঠিক নাই—সোজা এখানে চলে আসবে বলেছে। স্টেশনে যাবার দরকার নাই।

নীনা: (উত্তেজিত হয়ে ওঠে)—বোকা কোথাকার, এতক্ষণ বল নি কেন? (ওকে চুমু খায়) বেশ করেছ। ঠিক তোমার যা স্বভাব। অন্য ঘরে তার বিছানাটা ঠিক রাখতে হবে—তারপর কাউকে যে একবার বাজারে যেতে হয়।

[এক দৌড়ে দরজার কাছে চলে যায়, এভান্স পেছনে যায়।]

এভান্স: চল আমিও সাহায্য করি।

নীনা: তোমায় কিছু করতে হবে না। তুমি এখানে চুপটি করে বসে থাক। ওরা এলে ওদের এঘরে নিয়ে এসে এমন গল্প জুড়ে দেবে যেন আমি নাই, ওরা বুঝতে না পারে। নেড এখানে থাকলে চার্লি বেশীক্ষণ বসবে না—তা নাহলে বিপদে পড়তাম। (বাইরে ঘন্টা বাজে)—ওই যে কেউ একজন এসে গেছে। আমি ওপরে দৌড় দিলাম। চার্লি এলে বিদায় করে দিও, নেড এলে যেন খবর পাই।

[খেলাছলে চুমু খেয়ে এক দৌড়ে চলে যায়]

এভান্স: (তার চলে যাওয়া দেখে ভাবে)

'আজকে অনেক ভাল আছে। ওর মনটা সুখী। মনে হল

আমাকে ভালবাসে। ও সম্পূর্ণ ভাল হয়ে গেলে সব ঠিক হয়ে যাবে, তখন আমি—(আবার ঘণ্টা বাজে) নেড এলে নীনার সঙ্গে ভাল করে কথা বলার সুযোগ করে দিতে হবে।......'

[বাইরে দরজার কাছে চলে যায়—একটু পরে ফিরে আসে। সঙ্গে মার্সডেন। মার্সডেনের চালচলন ভীত, উত্তেজিত। তার মনও অত্যন্ত চঞ্চল। তার মুখ দেখলে বোঝা যায় যে কি এক বিপদাশঙ্কা ও প্রাণপণে লুকোতে চেষ্টা করছে। তার অন্তরের ভয়টাকে নিজের কাছেও লুকিয়ে রাখতে চায়। পাছে প্রকাশ হয়ে পড়ে তাই এ সম্পর্কে কোনরকম ভাবনা চিন্তা করতে চায় না। তার লম্বা দেহটা ঝুকে পড়েছে। মনে হয়, যে দড়িটা ওকে সিধে করে রাখত সেটা যেন ছিঁড়ে গেছে। এভান্স নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও জোর করেই আহ্বান জানায়]

—এস চার্লি এস। নীনা ওপরে একটু বিশ্রাম করছে।

মার্সডেন ঃ (যেন স্বস্তি পায়)—তাহলে ওকে বিরক্ত কোর না। ওর লেখা খসড়াটা সম্পর্কে আমার বক্তব্য লিখে এনেছি, এটাই দিতে এলাম। (পকেট থেকে কাগজপত্র বেরকরে এভান্সকে দেয়) আমি কিন্তু কোন ক্রমেই আজ আর এক মিনিটের বেশী বসব না। মায়ের শরীরটা হঠাৎ বড় খারাপ হয়েছে।

এভান্স ঃ (ভদ্রতা করে)—তাই নাকি ? (প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ভাবে)

'ঠিক হয়েছে। বুড়ীটা পাজীর একশেষ। সবার সম্বন্ধেই কেচ্ছা করে বেড়ান স্বভাব। নীনার সম্বন্ধে যে সব কথা ছড়িয়েছিল শুনলে কার না রাগ হয়।'

মার্সডেন : (সহজ হতে চেষ্টা করে। যেন ব্যাপারটা সামান্যই।)—কিছুই না। একটু বদহজমটজম হয়েছে আর কি? বিশেষ গোলমেলে অসুখ নয়—অথচ মা খুব অধীর হয়ে পড়েছেন। (ভয় পেয়ে ভাবে)

'সব সময় ব্যথা থাকাটা আমি পছন্দ করছি না। মাও সেই বুড়ো ডাক্তার ডিবেটস্‌কে ছাড়া কাউকে দেখাবে না। মায়ের বয়স আটষট্টি, আমার তো ভয় হয়—না ভাবব না।'

এভান্স : (বিরক্ত হয়। উদ্দেশ্যহীনভাবে বলে)—তা হওয়াই স্বাভাবিক। ওঁর মত বয়স হলে সব বিষয়েই একটু সাবধান হওয়া ভাল।

মার্সডেন : (রীতিমত অসন্তুষ্ট হয়)—বয়স? মায়ের বয়স তো বেশী হয় নি।

এভান্স : (আশ্চর্য হয়)—সে কি? শুনেছিলাম ওঁর বয়স পঁয়ষট্টির ওপর।

মার্সডেন : (রেগে যায়)—তুমি ভুল শুনেছ। মার বয়স পঁয়ষট্টির থেকে অনেক কম। তাঁর স্বাস্থ্য আর উৎসাহ দেখলে তাঁকে পঞ্চাশ বছর মনে হয়। সবাই তাই বলে। (মিথ্যা বলে নিজের ওপর চটে যায়)

'মিথ্যা কথা কেন বললাম শুধু শুধু। আমার মেজাজটা আজ ঠিক নাই। মায়ের সঙ্গে থাকাও দিনে দিনে কঠিন হয়ে উঠছে। কিছু হল কি না হল—আমাকে ভাবিয়ে মারে। এবারও তাই। হয়তো কিছুই হয় নি……'

এভান্স : (বিরক্ত হয়ে ভাবে)—অমন ছটফট কেন করছে জানি না। ওর মায়ের বয়স দশলক্ষ বছর হলেই বা আমার কি!

(কাগজগুলো দেখিয়ে বলে)—এগুলো কাল সকালেই নীনাকে দিয়ে দেব।

মার্সডেন: (যান্ত্রিকভাবে বলে)—সেই ভাল। ধন্যবাদ। (উঠে দরজার দিকে যায়। তারপর দাঁড়িয়ে বলে) তুমি বরঞ্চ একবার পড়ে দেখে নাও সব কথা ভাল বোঝা যাচ্ছে কিনা। মার্জিনে লিখেছি—দেখ দেখি এমন কোন কিছু আছে কি, যা পড়া যাচ্ছে না।

(এভান্স মাথা নাড়ে। নিরুপায় হয়ে আলোয় চলে গিয়ে পড়তে আরম্ভ করে। মার্সডেন চারিদিকে তাকিয়ে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে ভাবে।)

'ঘরটার কি অবস্থাই করেছে। বেচারা অধ্যাপককে মরবার সঙ্গে সঙ্গেই সবাই ভুলে গেছে। তাঁর কর্মমন্দিরকে পর্যন্ত এদের বিশৃঙ্খলা অশুচি করছে। প্রতি শনি রবিবার বাড়ী ফিরে এখানেই বসে স্যাম তাঁর বিজ্ঞাপনগুলো লেখে নাকি? তাহলে আর বাকী থাকল কি? ওদিকে গর্ডনের জীবনী নিয়ে নীনা ঘণ্টার পর ঘণ্টা মহানন্দে খাটছে। গর্ডনকেও অধ্যাপক কোনদিন পছন্দ করেননি। জীবনে কত অদ্ভুত জিনিষই না ঘটে।......আচ্ছা সবাই কেন মনে করে তার বেশ লেখার ক্ষমতা আছে। অবশ্য নীনার মাথায় লেখার কথাটা ঢুকিয়ে দেবার দোষ আমার। ভেবেছিলাম স্যাম সারাদিন অফিস করে, কাজেই ওই লেখাটার ব্যাপার নিয়ে ওর সঙ্গে নিরিবিলিতে আলাপের সুযোগ পাওয়া যাবে। কিন্তু এসব কথা হয়েছিল ও গর্ভপাত করার অনেক আগে। ......কি করে তুমি জানলে? নীনা আমায় জিজ্ঞাসা করেছিল। আমি জানি—চেহারা দেখে৷ বুঝতে পারি। কথাবার্তা চালচলন লক্ষ্য করলে মনের তফাৎটা বোঝা যায়। তখন থেকে ওর ওপর কেমন একটা বিতৃষ্ণা এসে গেছে। ও যেন একটা বিরাট অপরাধ করেছে মনে হয় আমার।...

অপরাধ তো করেছে নিশ্চয়। কি করে করতে পারল অমন কাজ, কেনই বা করল কে জানে? প্রথমে মনে হয়েছিল ও সন্তান চায়।……বোঝা যাচ্ছে ওকে আমি ভাল চিনি না। আমার মনে হচ্ছে—ওর আসলে ভয় হয়েছিল যে ওর চেহারা খারাপ হয়ে যাবে। তাহলে আর পুরুষেরা আসক্তি বোধ করবে না, তখন ও আর পুরুষদের নিজের কেনা গোলাম করে রাখতে পারবে না—যেমন আমাকে রেখেছে। ও মা হতে চলেছে এই আশাতে আমি খুশী হয়ে উঠেছিলাম অস্বীকার করব না। আমার মনে বেশ শান্তি এসেছিল। ……(নিজেকে সংযত করে বকে) কি বিশ্রী আবোল-তাবোল বাজে কথাগুলো ভেবে চলেছি। মা অসুস্থ আর আমি তার কথা না ভেবে বারবার খালি নীনার কথাই ভাবছি। ও যাই করুক তাতে আমার কি। (এভান্সকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে দেখে যেন যত অপরাধ তার) ওর দিকে তাকাতেও ইচ্ছা করে না আমার। বোকা উজবুক একটা। কখন কিছু সন্দেহ পর্যন্ত করে না—এমন ভালমানুষের দরকার কি? গর্ডনকে ও ভক্তি করে একেবারে দিগ্বিজয়ী বীরের মত। নীনা তো জীবনী লিখতে বসে গর্ডনকে প্রায় দেবতা বানিয়ে দিয়েছে। পড়ে কেউ বিশ্বাসই করবে না যে গর্ডন ছিল অত্যন্ত সাধারণ ঘরের ছেলে। তার দেবার মতো পরিচয় পর্যন্ত ছিল না।……

(বুনো আনন্দে এভান্সকে হঠাৎ বলে) জানলে এভান্স, বীচহ্যাম্পটনে গিয়ে আমি গর্ডনের বাপ-মা সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়েছিলাম। অতি কুৎসিৎ পরিবার। গর্ডনের বাপের সঙ্গে গর্ডনের কোন সম্পর্ক ছিল মনে হয় না এতই কদাকার চেহারা আর

চলনবলন। আমি তো প্রায় সন্দেহ করে ফেলেছিলাম যে গর্ডনের জন্মরহস্যে হয় কোন প্রেমিক বা স্বয়ং ভগবানের হাত আছে। ওর মাকে দেখে অবশ্য শেষ পর্যন্ত সে সন্দেহ চলে গেল।

এভান্স : (সবেমাত্র অর্ধেক পড়েছে। সব কথা বুঝতে পারে নি বলে)—আমি কখন ওর বাপমাকে দেখি নি। (কাগজগুলো দেখায়) কোন কিছু বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না। ঠিক আছে।

মার্সডেন : (শ্লেষাত্মক)—যাক। সব বোঝা যাচ্ছে জেনে আনন্দিত হলাম।

এভান্স : (ভ্রমশীল)—নীনাকে এটা দিয়ে দেব আর তোমার মা কালকেই সুস্থ হবেন আশা করি।

মার্সডেন : (খোঁচা খায়)—হ্যাঁ। আমি চলি। তোমার লেখায় অসুবিধা করছি, একথা এতক্ষণ বলনি কেন ?

এভান্স : (সঙ্গে সঙ্গে ভুল বোঝে)—না চার্লি রাগ কর না। তুমি জান তোমাকে তাড়াবার জন্যে ও কথা আমি বলিনি। (বাইরে ঘণ্টা বাজে। এভান্স তার মনের উৎসাহকে চাপা দিয়ে স্বাভাবিক স্বরে বলে)—আরে—ওই বোধহয় নেড এসে গেল। তোমার ডারেলকে মনে আছে ? ও আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। আসছি—কিছু মনে কর না।

(দ্রুত প্রস্থান)

মার্সডেন : (এভান্সকে লক্ষ্য করে। রাগ ভয় দুঃখ সন্দেহ সব মিশে যায়। ভাবে)

'ডারেল ?···ও আবার এখানে কি করতে এল। ওদের কি এর মধ্যে দেখা হয়েছে ? ওই হয়তো গর্ভপাত করিয়েছে।··· না তা কি করে হবে। ওই তো বলেছিল যে নীনার স্বাস্থ্যের জন্য সন্তান প্রয়োজন। নীনা যদি অনুনয়-বিনয়

করে ওকে ওকাজ করাতে রাজী করে থাকে। কিন্তু নীনাই বা সন্তান চাইবে না কেন? (অন্যমনস্ক হয়ে যায়) কিছু বুঝতে পারছি না সমস্ত ব্যাপারটাই একটা বিশ্রী গণ্ডগোল। ······নাঃ এখন আমার বাড়ী যাওয়া উচিত।······ওই ডারেলটার মুখ আমি দেখতে চাই না। (দরজা পর্যন্ত গিয়ে থমকে দাঁড়ায়) দাঁড়াও। আচ্ছা ওকে তো মায়ের অসুখের কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি। হ্যাঁ—এটা ভাল বুদ্ধি মাথায় এসেছে।'

(ফিরে এসে ঘরের মাঝে দাঁড়ায়। ডারেল আসে, পেছনে এভান্স। ডারেলের চেহারা আরো গম্ভীর আর চিন্তাশীল হওয়া ছাড়া আর কোন রকম পাল্টায় নি। ওর ভাবভাব আরো পরিণত হয়েছে, আরো কর্তৃত্ব এবং প্রত্যয়পূর্ণ হয়েছে। মার্সডেনকে ভাল করে এক নজরে দেখে নেয়।)

এভান্স : (অস্বস্তি ভোগ করে)—নেড—তোমার চার্লি মার্সডেনের কথা মনে আছে?

মার্সডেন : (মৌখিক ভদ্রতায় হাত বাড়িয়ে দেন) আপনি কেমন আছেন ডাক্তার?

ডারেল : (করমর্দন করে)—ভাল।

এভান্স : আমি নীনাকে তোমার আসার খবর দিয়ে আসি নেড।

(মার্সডেনের দিকে অপ্রসন্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ করে চলে গেল। ডারেল মাঝের চেয়ারটায় বসে। মার্সডেন টেবিলের পাশে দাঁড়ায়।)

মার্সডেন : আমি বাড়ী যাবার জন্যে উঠেছিলাম। আপনার ঘণ্টা শুনে মনে হল পুরোনো পরিচয়টা আরেকবার ঝালাই করে যাই।

(মাটি থেকে একতাল কাগজ তুলে টেবিলের ওপর রাখে।)

ডারেল : (ওকে লক্ষ্য করে ভাবেন)

'পরিচ্ছন্ন, অতি পরিচ্ছন্ন লোক। ওর উপন্যাসে ও নিজেকেই বারবার মজাচ্ছে। তাই মনে হচ্ছে ঠিক। ওকে ভাল করে লক্ষ্য করতে পারলে বেশ হয়।......'

মার্সডেন : (ওকে অপছন্দ হয়। ভাবে)

'কি অসভ্য। একটা কথা বলতেও কি পারে না।'

(জোর করে হেসে বলে)—আমি আপনার কাছে একটা বিষয়ে উপদেশ চাই। মানে···আমি অত্যন্ত খুশী হব যদি একজন বিশেষজ্ঞের নাম বলে দেন, যিনি এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ শুধু নন সর্বশ্রেষ্ঠ। তার সঙ্গে আমি আলোচনা করতে চাই যে—

ডারেল : (তীক্ষ্ণভাবে)—কি বিষয়ে ? কার জন্যে ?

মার্সডেন : (অত্যন্ত সহজভাবে)—আমার মায়ের পেটে একটা ব্যথা হয়েছে।

ডারেল : (অত্যন্ত নিষ্করুণভাবে ঠাট্টা করে)—বোধহয় উনি অত্যধিক খাওয়াদাওয়া করেন।

মার্সডেন : (মাটি থেকে আর একটা কাগজ তুলে টেবিলে রাখে যত্ন করে।)—না। উনি একটা পাখীর থেকে বেশী খান না কোনদিন। উনি বলেন সর্বদা একটা ভোঁতা ব্যথা লেগেই আছে। উনি ভয় করেন যদি ক্যান্সার হয়। অবশ্য বুঝতেই পারেন ও সব বাজে কথা—উনি সারাজীবনে কখনও একদিনের জন্যেও অসুস্থ হননি। কাজেই উনি—

ডারেল : আমার তো মনে হচ্ছে আপনার থেকে উনিই এ বিষয়ে বেশী বুদ্ধির পরিচয় দিচ্ছেন।

মার্সডেন : (আরও একখানা কাগজ তোলে। গলার স্বর কাঁপছে)—আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। আপনি কি বলছেন যে এ রকম ব্যথা হওয়া—আপনার মতে—

ডারেল : (নির্দয়)—অসম্ভব নয়। (কলম বের করে লিখতে থাকে। ভাবে)

'সেবারকার মত এবারও ওর নীচে একটা বোমা না ফাটান পর্যন্ত কোন কাজ করবে না।'

মার্সডেন : 'কিন্তু এসব বাজে কথা—তা কখন হতে পারে না।'

ডারেল : (মনে মনে খুসী হয়। সংযত কিন্তু দৃঢ়ভাবে বলে)—অনেক লোক আছে যারা অমঙ্গলের সম্ভাবনাকে ভয় করে। তাই নিজেদের ঠকায় অবিশ্বাস দিয়ে। আসলে তারা ভীরু বলে সত্যকে স্বীকার করার সাহস পায় না। এরা নিজেদের বিশ্বাস আঁকড়ে বসে থাকে শেষ পর্যন্ত। এত দেরীতে এদের ঘুম ভাঙে যে তখন আর কিছু করার থাকে না। এরা নিজেদের আজ্ঞা দিয়ে প্রচুর পরিমাণে মৃত্যু আর আত্মহত্যা ডেকে আনে—(লেখা হয়ে যায়, কাগজটা দেয়) ডাক্তার শুলট্জ্কে আপনার দরকার হবে। কাল মাকে নিয়ে গিয়ে এঁর কাছে ভাল করে দেখাবেন।

মার্সডেন : (প্রচণ্ড রাগে ও দুঃখে বলে)—জাহান্নমে যান। ওঁকে না দেখেই আপনার মত বলে দিলেন। (হঠাৎ কান্নায় ভেঙে পড়ে। রুদ্ধকণ্ঠে বলে)—আপনার কোন অধিকার নাই, না দেখে তাঁকে অমন শাস্তি দেবার। (কাঁপতে থাকে তার সর্বাঙ্গ। মাটি থেকে আর একখণ্ড কাগজ তুলে টেবিলে রাখে)—কোন অধিকার নাই।

ডারেল : (সত্যি আশ্চর্য হয়ে গেছে। অনুতপ্ত মনে ভাবে)

'আমি ভাবছিলাম ও নিজেকে নিয়ে এত মগ্ন যে আর কারু

জন্যে কোন চিন্তা করার ওর ইচ্ছা নাই। কি ভুল করেছিলাম। এখন সব স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। ওর মা...',

(চেয়ার থেকে এক লাফে উঠে মার্সডেনের কাছে গিয়ে তার ঘাড়ে হাত রেখে অত্যন্ত ভদ্রভাবে বলে)—আমায় ক্ষমা করবেন মার্সডেন। আমি শুধু বলতে চেয়েছিলাম যে দেরী করার ফল খুব খারাপ হতে পারে। আপনার মায়ের ব্যথার কারণ হয়তো আসলে খুবই তুচ্ছ—কিন্তু আপনার উচিত তাঁর মনকে শান্ত করার জন্যে একটুও দেরী না করে তাঁকে নিশ্চিন্ত করা। এই যে। (কাগজ দেয়)

মার্সডেন : (ধীরে ধীরে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কাগজটা নেয়। তার চোখে কৃতজ্ঞতা। অত্যন্ত দীনতায় বলে)—ধন্যবাদ। কালই আমি ওঁকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব।

এভান্স : (মার্সডেনকে সোজাসুজি বলে)—চার্লি, তোমাকে ছাড়া দিচ্ছি না, কিন্তু নীনার কতকগুলো জিনিস আনতে হবে বাজার থেকে। তোমার গাড়ীটা করে যদি পৌঁছে দাও তাহলে সুবিধা হয়। তোমার সময় হবে কি—

মার্সডেন : (স্ফূর্তিহীনভাবে বলে)—নিশ্চয়। এখুনি চল। (ডাক্তারের সঙ্গে করমর্দন করে বলে) বিদায় ডাক্তার, আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

ডারেল : বিদায়। রাত্রি আপনার শুভ হোক। (মার্সডেন ও তার পেছনে এভান্স চলে যায়)

এভান্স : (দরজার কাছ থেকে ঘুরে বলে)—নীনা এখুনি নীচে আসছে নেড। ওর সঙ্গে ভাল করে কথা বলে নিও।

(এভান্স চলে যায়। ডারেল দাঁড়িয়ে মার্সডেনের কথা ভাবে।)

ডারেল : (এভান্সকে)—ঠিক আছে তুমি কিছু ভেব না। (ভাবে)

'অদ্ভুত লোক এই মার্সডেন। এখনও মায়ের খোকা হয়ে আছে। মা মরে গেলে কি করবে? (মার্সডেনের ভাবনা ছেড়ে ঘরের বিশৃঙ্খলা দেখে হাসিমুখে। একটু কৌতুক অনুভব করে। চারিদিক সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করে আরাম করে চেয়ারে বসে) চারিদিকে স্ত্যামের বিজ্ঞাপন —ও যে লেখক তারই সাক্ষী দিচ্ছে। বলল—কাজকর্ম ভাল হচ্ছে না। তবে কি আমি ভুল করে ভেবেছিলাম ওর মধ্যে সত্যিকারের সম্ভাবনা আছে? মনে হয় না। স্ত্যামকে বেশ পছন্দ করি। কিন্তু ও কেন বলল, নীনার আবার আগের মত মন খারাপ হয়ে থাকে? ওরা কি তাহলে বিয়ে করে সুখী হয় নি।······বিয়ের দিন আমার নিজের জন্যে দুঃখ হচ্ছিল। না মজি নি—প্রেমেও পড়ি নি নীনার, তবু স্ত্যাম ওই চমৎকার দেহটা ভোগ করবে ভেবে একটু হিংসা হয়েছিল বৈকি। নীনার দেহ আমায় চিরকালই অত্যন্ত টানে, নিজেকে ভুলে যাই সময় সময়। সেবার চুমু খেয়েছিলাম—সঙ্গে সঙ্গে ও যেন আমাকে চুম্বকের মত আকর্ষণ করেছিল। সেইজন্যেই তো ওদের বিয়ের পর থেকে ওদের এড়িয়ে চলেছি। আমাকে সমস্ত মন দিয়ে আমার নিজের কাজ করতে হবে। হৃদয়াবেগের পাঁকে পড়ে গেলে চলবে না। নীনার কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম, আমার মনের কোণে ওর জন্যে যে ছোট্ট জায়গাটা ছিল তাও অনেকদিন উড়ে গেছে।······ওর অসুস্থতাটা কিন্তু বেশ অদ্ভুত ধরনের ছিল। ও নিজেও অপূর্ব মেয়ে। এতদিন ওর সঙ্গে যোগাযোগ রাখলেই হত —ডাক্তারের প্রয়োজনে ওর মানসিক বৃত্তির হিসাব রাখা

অন্যায় হত না। এখন কি আর ওর মনের কথা আমায় বলবে? ওর ছেলে না হবার কোন কারণই ভেবে পাচ্ছি না—আমি তো ভেবেছিলাম, এটুকু বোঝার বুদ্ধি ওদের আছে। (নিজেকে ঠাট্টা করে) অন্যের মধ্যে সাধারণ জ্ঞান যে আশা করে—তার নিজের সাধারণ জ্ঞান বেশ একটু কমতি আছে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।'

[নীনা নিঃশব্দে এসে দাঁড়ায়। চমৎকার সেজেছে। ভাল জামা পরেছে, গালে মুখে রং পাউডার দিয়েছে। কিন্তু পোশাকের থেকেও তার মনোভাব তার ভেতরে বাইরে এক বিরাট পরিবর্তন এনেছে। তাকে আরো সুন্দর আরো কমবয়সী লাগছে। ডারেল সঙ্গে সঙ্গে ওর উপস্থিতি বুঝতে পারে। তাকে ঘুরে দেখে উঠে দাঁড়ায়। তার হাসিতে সস্নেহ প্রশংসা। নীনা দ্রুত পায়ে তার খুব কাছ ঘেঁষে দাঁড়ায়। তার মনের আনন্দ বিনা দ্বিধায় জানিয়ে বলে]—

নীনা : এই যে নেড, কেমন আছ? এত বছর পর তোমায় দেখে সত্যি খুব আনন্দ হচ্ছে।

ডারেল : (হাত ধরে হেসে বলে)—অত দিন নিশ্চয় হয় নি নীনা। (সপ্রশংস ভাবনা)—

'এখন কি সুন্দর দেখতে। স্যামটা সত্যি অত্যন্ত ভাগ্যবান লোক।'

নীনা : (ভাবে)—

'ওর হাতটা কি রকম শক্ত, ঠিক গর্ডনের মত। যখন হাত ধরে, মনে হয় যেন আমাকে নিজের দিকে টানছে! স্যামের

মত নির্জীব নয়। সব সময় হেরে যাবার জন্যে ও যেন তৈরী।'

(ঠাট্টা করে বলে)—তুমি যে রকম আমাদের উপেক্ষা করছ, তারপর তোমার সঙ্গে আমার কথা বলা পর্যন্ত উচিত নয়।

ডারেল : (অপ্রস্তুত হয়) আমি প্রায়ই চিঠি লিখব ভাবতাম—কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর লেখা হয় নি। (ওর চোখ ভাল করে লক্ষ্য করে ভাবে)—

'না, বিয়ের পর অনেক দুঃখ-কষ্ট পেয়েছে দেখছি। মুখ দেখে বোঝা যায়। মনটাও খুব চড়া হয়ে আছে। মনের মধ্যের আলোড়ন·হাসি দিয়ে ঢেকে রেখেছে।'

নীনা : (ওর দৃষ্টিতে অস্বস্তি বোধ করে। ভাবে)—

'ওর ওই ডাক্তারি দৃষ্টিটাকে আমি সব থেকে ঘৃণা করি। ও তখন আর আমাকে দেখতে পায় না—কেবল আমার রোগের লক্ষণগুলো দেখে।'

(অপ্রসন্নমুখে ঠাট্টা করে)—তারপর ডাক্তার, রোগীর কি অসুখ হয়েছে বলে আপনার মনে হচ্ছে ? (ভয় পায়, একটু হাসে।) বোস নেড, তুমি কারু দিকে তাকালেই সে মনে করে, তুমি তার রোগ খুঁজে বেড়াচ্ছ। সহজভাবে তাকাতে তুমি ভুলে গেছ ডাক্তার। (মাঝের দোলনা চেয়ারে বসে)

ডারেল : (তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বসে পড়ে। ঠাট্টা করে বলে)—এতো সেই পুরোনো অভিযোগ। তোমার কাছে আমি এলেই তোমার মনে হয় আমি বুঝি কেবল তোমার রোগ খুঁজতে এসেছি। আমি কিন্তু সত্যি সত্যি ভাবছিলাম—তোমার চোখ দুটো কি সুন্দর। পোশাকটা তোমাকে যেমন মানিয়েছে তেমনি—

নীনা : (হেসে বলে)—তেমনি ভাঁওতা দিতে তুমি শিখেছ।

সত্যি নেড কি মিথ্যাকথাই না তুমি বলতে পার। কিন্তু ভুলে যেও না আমিও তোমাকে ভাল করেই চিনি। (নীনা মহানন্দে মনের খুসীতে স্বাভাবিক ভাবেই হেসে ওঠে)—তোমাকে কেবল এক সর্তে ক্ষমা করতে পারি! তোমায় বলতে হবে এতদিন কেন আস নি?

ডারেল : সত্যি বলছি নীনা—কত কাজ মাথায় করে ঘুরছি যে কোথাও যাবার সময় পাই না।

নীনা : যাবার ইচ্ছাও নাই বল।

ডারেল : (হাসে)—তা বলতে পার।

নীনা : তোমার হাসপাতালকে তুমি সত্যি এতটা ভালবাস? (ডারেল হ্যাঁ বলে মাথা নাড়ে) তুমি এই কাজটাই এতদিন চাইছিলে? কাজটা খুব বড়?

ডারেল : তা মন্দ নয়।

নীনা : (হেসে বলে)—জান তোমায় দেখে মনে হয় যে তোমাদের জন্যেই পৃথিবীর যত সুযোগসুবিধা হাঁ করে বসে থাকে। তুমি দয়া করে কাজটা নিলে তারা ধন্য হয়ে যায়। কাজগুলোই যেন তোমাদের খোঁজে।

ডারেল : (হাসে) তা বলতে পার।

নীনা : (নিঃশ্বাস ফেলে বলে) ওই রকম সুযোগসুবিধা আমরাও পেয়েছি বলতে পারলে খুব খুসী হতাম। (তাড়াতাড়ি কথা ঘোরায়) মানে আমার কথা বলছি।

ডারেল : (মনের মধ্যে বেশ সন্তোষ অনুভব করে, ভাবে)—

> 'স্যামের কথা বলছে, বুঝতে পারছি। এভাবে চললে ওদের ভবিষ্যৎ দাম্পত্য জীবন খুব আনন্দের হবে বলে মনে হচ্ছে না।'

(খোঁচা দিয়ে বলে) শুনলাম তুমি নাকি মার্সডেনের সহযোগিতায় সাহিত্যের আসরে সুযোগ সুবিধা করে নিতে চলেছ ?

নীনা : না না চার্লি খালি উপদেষ্টা। তার আমার সঙ্গে একযোগে লেখার একটুও ইচ্ছা নাই। তার ওপর ও কখনো গর্ডনকে সত্যিকারের পছন্দ করতে পারে নি। সত্যি গর্ডন কি ছিল তা কেবলমাত্র আমি জানি।

ডারেল : (মর্মভেদী ভাবনা)

'ও বাবা গর্ডনের ভূত এখনও দিব্যি জোরদার দেখছি। ওটাই হচ্ছে ওর সমস্ত দুঃখের কারণ, তবুও—

(বিশেষ করে খোঁজ নিতে জিজ্ঞাসা করে)—স্যাম কিন্তু চিরকাল গর্ডনকে খুবই পছন্দ করে এসেছে, তাই না ?

নীনা : (এবার স্যামকে যে ঘৃণা করে সেটা লুকাতে ভুলে যায়) স্যাম হচ্ছে সব বিষয়ে ওর একেবারে উল্টো। গর্ডন যা স্যাম তা নয় —একেবারে ব্যাকরণের উদাহরণের মত।

ডারেল : (মনে মনে কৌতুক বোধ করে ভাবে)

'বীররা দেখছি কিছুতেই মরতে চায় না। তবে এখন যদি লিখে ওর মন থেকে গর্ডনের স্মৃতিটাকে বের করে ফেলতে পারে, তবু আশা আছে।'

(অতিরিক্ত জিজ্ঞাসু)—তোমার জীবনী লেখার কাজটা নিশ্চয় বেশ তাড়াতাড়ি এগোচ্ছে তো ? ব্যস তাহলে আর ভাবনা কি ? লেখাটাকে চটপট শেষ করে ফেল।

নীনা : সত্যি বলছি ডাক্তার, ওটা শেষ না করলে আর কোন কিছুতে মন দিতে পারব না। (শুষ্কভাবে বলে যেন উৎসাহ নাই) বেশী সময় পাই না যে বেশী কাজ করব, বাড়ীর কাজকর্ম, জানতো স্ত্রীর কর্তব্য—। (ঠাট্টা করে খোঁচা দেয়) কিছু মনে কোরনা, খুব

ব্যক্তিগত হলেও কথাটা জিজ্ঞাসা না করে থাকতে পারছি না। তুমি কি সুন্দরী কোন মহিলার সঙ্গে প্রেমের বাঁধনে কখনই বাঁধা পড়বে না —ঠিক করেছ ?

ডারেল ঃ (হাসে কিন্তু জোর দিয়ে বলে) কখন না, তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার।···অন্ততঃ আমার বয়স পঁয়ত্রিশ হবার আগে তো নয়ই।

নীনা ঃ (শ্লেষাত্মক ঠাট্টা করে) বুঝলাম, তুমি নিজের তৈরী ওষুধ খাও না। শুধু অন্যদের বেলাতেই বিয়ে করার পথ্য দাও।··· আচ্ছা কেন বল তো ডাক্তার ? বিয়ে করতে এত ভয় কিসের ? (বিদ্রূপটা ক্রমেই বাড়ে)···ভাব দেখি তুমি যদি একটা সুন্দর মেয়েকে ভালবাসিতে পারতে তাহলে তোমার কি রকম উপকার হত। হ্যাঁ প্রেমে পড়তে শিখতে হবে বৈকি। চেষ্টা থাকলে কোন কিছু শেখা কঠিন নয়। তাহলে মেয়েটিকে তুমি দেখাশুনা করতে পারতে, বুদ্ধি কম থাকলে, একটু বুদ্ধিশুদ্ধিও মাথায় দিয়ে দিতে পারতে। তার চরিত্র জীবন সব কিছু তুমি কুমোরের পুতুল গড়ার মত, নিজের হাতে তৈরী করে, ইচ্ছামত তার নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরালে কেউ আপত্তি করত না। করবে কেন ? তুমি যে মেয়েটির নিঃস্বার্থ ভালবাসার মধ্যে শান্তি পেয়েছ। (প্রচণ্ড বিদ্রূপাত্মক)—হ্যাঁ ভাল কথা, ভুলেই যাচ্ছিলাম, তোমার ছেলেপিলে দরকার ডাক্তার। সন্তান না থাকলে জীবনের কোন মজাই তুমি বুঝতে পারবে না, সত্যিকারের সুখী হতেই পারবে না কোনদিন। বুঝলে ডাক্তার, তোমার প্রয়োজন মোটাসোটা, চমৎকার স্বাস্থ্যের একটা ছেলে।

[ঠাট্টায় বিদ্রূপে অট্টহাসি হাসে।]

ডারেল : (ভাল করে লক্ষ্য করে, ভাবে)

'ভাল। এইবার রোগের কারণ শোনা যাবে।'

(ভীরুর মতন বলে)—আমার কথাগুলোই আমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছ তা আমি বুঝতে পেরেছি নীনা। কিন্তু বল, প্রত্যেকটা ব্যাপারেই কি আমি ভুল করেছি ?

নীনা : (কর্কশ গলায়)—প্রত্যেকটা ব্যাপারে ডাক্তার।

ডারেল : (অত্যন্ত তীক্ষ্ণভাবে লক্ষ্য রেখে বলে) কিন্তু তা কি করে হবে। ছেলেপিলে হবার ব্যাপারে তুমি এখনও চেস্টাই কর নি।

নীনা : (অত্যন্ত তিক্ত) করি নি! (প্রচণ্ড বিতৃষ্ণায় রাগ তার ভেতর থেকে ফেটে পড়ে) তোমার জেনে রাখা ভাল ডাক্তার যে, সন্তানের জন্ম দেবার ভাগ্য আমার নয়।

ডারেল : (চমকে উঠে ভাবে) 'কি বললে ? কেন ভাগ্য নাই ?' (একটু যেন খুসী হয়) 'তবে কি স্যাম···? সে কি ?'

(চিন্তিত কণ্ঠে সান্ত্বনা দিয়ে বলে)—শোন নীনা, তুমি একটু শান্ত হয়ে সমস্ত ঘটনা গোড়া থেকে বলবে ? তোমার জীবনের জন্যে আমি দায়ী। (তীব্রভাবে)

নীনা :—একশ বার তুমি দায়ী। (তারপর ক্লান্তভাবে বলে) —না তুমি দায়ী নও। কেউ দায়ী নয়। তুমি তো আগে জানতে না— কেই বা জানতো। কারু জানাই সম্ভব ছিল না।

ডারেল : (আগের মত করে বলে)—কি জানব ? (নিজের মনে সুপ্ত ইচ্ছায় ভাবে, এমন হলে বেশ হয়)—'ও বোধহয় বলতে চাইছে

যে, স্যাম যে অপারগ এটা আগে কেউ জানত না। কিন্তু স্যামের দুর্বল শরীর দেখে আমার এটা খেয়াল করা উচিত ছিল। বেচারা ছেলেটা সত্যি একেবারে ভাগ্যহীন।'

(তাকে চুপ করে থাকতে দেখে উপরোধ করে)—বল নীনা। আমি তোমাকে সাহায্য করব। আমাকে সব খুলে বল।

নীনা : (স্নেহের ছোঁয়া পেয়ে বলে) বড় দেরী হয়ে গেছে নেড।

(হঠাৎ সচকিত হয়ে বলে) স্যাম বলে গেল, তোমার সঙ্গে ওর হঠাৎ দেখা হয়েছে। আমার কিন্তু মনে হচ্ছে ও তোমাকে ডেকে এনেছে আমার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে। কি, ঠিক বলি নি? আমার সম্পর্কে অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে তোমার কাছে গিয়ে সব কথা বলে, ধরে এনেছে। সত্যি বল? (ডারেল মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়) না, আমি কিছু মনে করি নি। বরঞ্চ স্যাম যে আমার জন্যে এতটা চিন্তা করেছে তাতে সত্যি আমার মনে সুখের ছোঁয়া লেগেছে। (আবার ঠাট্টার সুর)—তাহলে ডাক্তারবাবু আপনি যখন এখানে চিকিৎসা করতে এসেছেন তখন আপনাকে আমার অসুখের সমস্ত খবর না দিলে অন্যায় হবে। বিশেষ আমার স্বামী যখন আপনাকে দিয়ে চিকিৎসা করাতে চান তখন আমার বলার আর কি থাকতে পারে? (খুব ক্লান্তভাবে বলে)…তবে তোমাকে আগেই সাবধান করে দিতে চাই কারণ যা শুনবে তা সুন্দর নয়। জীবনটাই সুন্দর নয়, জীবনের ঘটনা সুন্দর হবে কি করে! কি ঠিক বলি নি? তার ওপর এই বিশ্রী ব্যাপারটার জন্যে তোমার দায়িত্ব কম নয়। শ্রীভগবানের অপকর্মে তুমি ছিলে তাঁর প্রধান সহায় ও সাহায্যকারী। আশাকরি এই ঘটনা তোমাকে এমন শিক্ষা দেবে যে, তুমি আর কোথাও তোমার ওই আত্মম্ভরিতা নিয়ে বুদ্ধি খেলাতে যাবে না। (আরো বিদ্রূপাত্মক)—আজ এ কথা বলতে পারি ডাক্তার যে, তুমি অবৈজ্ঞানিকের মত না চললে আজ এতগুলো দুর্ঘটনা ঘটতে পারত না। (হঠাৎ তার সমস্ত উত্তেজনা চলে যায়। অত্যন্ত নীরস কণ্ঠে বলতে সুরু করে)— আমরা যখন স্যামের মায়ের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম, তখন আমি স্পষ্ট জানি যে দুমাস আগে আমি অন্তঃসত্ত্বা হয়েছি।

ডারেল: (চমকে ওঠে, মনের হতাশাকে ঢাকা দিতে পারে না)—ও ও তুমি তাহলে সত্যি…। (হতাশ হয়ে ভাবে আর হতাশ হবার জন্যে নিজের ওপরেই চটে যায়)

'যা এতক্ষণ ভাবছিলাম সব ভুল। সন্তান সম্ভাবনা হয়েছিল···তাহলে হল না কেন ?······

নীনা ঃ (অদ্ভুত এক দুঃখভরা আনন্দে)—ও নেড কি বলব তোমায় ! আমি তাকে এত ভালবেসেছিলাম যে জীবনে কোন কিছুকে কখন অত ভালবাসি নি। এমন কি গর্ডনের থেকেও বেশী ভালবেসেছিলাম। এক এক সময় মনে হত স্যাম নয়, গর্ডনই ওর সত্যিকারের বাপ। ঘুমের মধ্যে এসে সে যেন আমায় সন্তান দিয়ে গেছে। স্যামের পাশে শুয়েও আমি তা উপলব্ধি করেছি। আনন্দে আর খুসীতে আমি স্যামকেও তখন ভালবেসেছিলাম। ওকে চমৎকার স্বামী মনে হয়েছিল।

ডারেল ঃ (সঙ্গে সঙ্গে আত্মস্থ হয়। বিদ্বেষপূর্ণ হিংসায় ভাবে)
'ওঃ আবার সেই বীরপুঙ্গব! বেচারা স্যাম, ভূতের ব্যাভিচার আটকাবে কি করে। তাহলে ভূত আজকাল বিছানায় এসে সন্তানের জন্ম দিয়ে যায়। ভাল ভাল। আমি অনেক রোগী দেখেছি—কিন্তু এই রকম একজন মরা লোক কারু মনকে সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্ন করে আছে, কোথাও দেখিনি।······

নীনা : (সেই আগেকার একঘেয়ে ভাবে)—তারপর স্যামের মা বলল যে আমার সন্তান জন্মান চলবে না। কেননা স্যামেদের বংশ পাগলের বংশ। স্যামের বড়বাবা পাগল ছিল, ঠাকুমা পাগলা গারদে মরেছে, এমনকি স্যামের বাবাও মরবার অনেক আগে থেকে পাগল হয়েছিলেন—সুতরাং আমার সন্তান পাগল হবেই। স্যামের পিসী অবশ্য বেঁচে আছে—কিন্তু সেও পাগল। আমি স্বীকার করলাম যে সন্তান জন্মান অন্যায় হবে, কাজেই দেহে অস্ত্র চালিয়ে বিশুদ্ধ হলাম।

ডারেল : (অত্যাশ্চর্য ভয় ও বিস্ময়ে এ কাহিনী শোনে। তার

মন এই বীভৎসতায় অভিভূত হয়ে পড়ে)—হায় ভগবান! নীনা তোমার কি মাথা খারাপ? আমি কিছুতে বিশ্বাস করতে পারছি না। নরকও যে এর থেকে অনেক ভাল। বেচারা স্যামের কপালে এই দুর্ভোগ লেখা ছিল! (অত্যন্ত চঞ্চল) নীনা, তুমি ঠিক বলছ?

নীনা: (আত্মরক্ষার জন্যে সঙ্গে সঙ্গে ঠাট্টার ভঙ্গী নেয়)—অত্যন্ত সুস্থ আছি ডাক্তারবাবু। আপনার কি ধারণা আমি পাগল? স্যামের ভাল স্বাস্থ্য আর সরল মন দেখে বুঝি ভুলেছ? আসলে সেই-পাগল। তোমাকেও তাহলে ফাঁকি দিল—চমৎকার। তুমি বলেছিলে না ও একেবারে আদর্শ স্বামী হবে! সব থেকে দুঃখের ব্যাপার কি জান? এসব ঘটনার বিন্দুবিসর্গও স্যাম জানে না—কাজেই কোন বিষয়েই তুমি ওকে দোষ দিতে পারবে না ডাক্তার।

ডারেল: (সত্যিকারের ভয় পেয়ে ভীত হয়। নীনাকে রক্ষা করার সংকল্পে সস্নেহে ভাবে)—

> 'ভগবান, এ একেবারে চরম হয়েছে। এত কাণ্ডের ওপর আবার এটাও! কি করে ও সহ্য করল! এবার কোনদিন নীনাও পাগল হয়ে যাবে—আর আমার দোষেই এই কাণ্ডটা ঘটল!...

(উঠে এসে কাছে দাঁড়িয়ে পিঠে হাত রাখে। পেছন থেকে কোমল কণ্ঠে বলে) নীনা! আমায় রক্ষা কর। এখন কেবলমাত্র একটা কাজ করতে পারা যায়—স্যাম তোমাকে মুক্তি দিক, বিবাহ বিচ্ছেদ করুক।

নীনা: (অত্যন্ত তিক্ত)—হ্যাঁ তা তো বটেই। তারপর ওর জীবন কি ভাবে শেষ হবে?...দেখ আমার মন বহু অপরাধের স্মৃতিতে ভরে আছে। আর তা বাড়াতে চাই না। তোমায় ধন্যবাদ জানাই, তোমার এবারকার চিন্তাও অন্যবারের মতই হৃদয়ের ছোঁয়া বাঁচিয়ে

এসেছে। আমি কখনও স্যামকে ছেড়ে যাব না। (আবার সেই একঘেয়ে গলায় বলে) আমি স্যামের মায়ের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ—স্যামকে সুখী করব। আজ স্যাম অসুখী কারণ তার ধারণা হয়েছে যে, সে আমাকে সন্তান দিতে পারবে না। আমি অসুখী হয়েছি আমার সন্তানকে হারিয়ে। কাজেই আমাদের দুজনকেই সুখী হতে হলে—যেমন করেই হোক আর একটা সন্তানের জন্ম হওয়া চাই। কি বল ডাক্তার, ঠিক বলি নি?

(নীনা অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায়। উভয়ে উভয়ের দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। তারপর দুজনাই যেন লজ্জা পেয়ে চোখ নামিয়ে নেয়।)

ডারেল ঃ (কি করবে ভেবে পায় না। ভাবে)—

'ওর ওই চোখের দৃষ্টি…ও যেন কি একটা কথা আমায় ভাবাতে চায়। অতবার করে বারবার সুখের কথা বলছে কেন? আমিই কি সুখী? কি জানি—জানি না। সুখ কাকে বলে?

(অপ্রতিভ হয়ে বলে)—নীনা, আমি কি বলব বুঝতে পারছি না।

নীনা ঃ (অদ্ভুত লাগে তারও—ভাবে)

'ওর চোখের দৃষ্টিতে যেন…কি ও বলতে চায়?'

(সেই একঘেয়ে ভাবেই বলে চলে)—তোমাকেই তো বলতে হবে, কেননা আমার আর ভাববার কোন ক্ষমতা নাই। ডাক্তার, আমি তোমার উপদেশ চাই, তোমার বিজ্ঞানসম্মত উপদেশ চাই। আমি অনেক ভেবেছি, নিজের মনকে বারবার বুঝিয়েছি—কিন্তু কিছুতেই নিজের ভেতর থেকে সাড়া পাই নি। স্যামের মা আমাকে যা বলেছেন, আমি নিজেও জানি এই অবস্থায় তা শুধু যুক্তিসঙ্গত নয়, মঙ্গলকর—একমাত্র উদ্ধার পাবার পথ। হাজারবার নিজেকে একথা বুঝিয়েছি,

কিন্তু তবু যেন কিসের ভয় মনকে আচ্ছন্ন করে আছে—কিছুতেই বিশ্বাস আনতে পারছি না। আমাকে শক্তি দেবার জন্যে, আমার মনকে সংস্কারমুক্ত করবার জন্যে—এমন একজন লোক দরকার যে এসবের বাইরে দাঁড়িয়ে বলতে পারবে যে, আমার মনের এই ভয় খালি কুসংস্কার, বলতে পারবে যে আমি আর স্যাম গবেষণাগারের দুটো গিণিপিগ ছাড়া আর কিছুই নই। ডাক্তার তোমাকে সাহায্য করতে হবে! আমাকে বলে দিতে হবে সত্যিকারের প্রকৃতিস্থ লোকের কর্তব্য কি? তুমি বুঝতে পারছ ডাক্তার, আমার আর স্যামের মঙ্গলের জন্যে এ কাজ তোমায় করতেই হবে!

ডারেল: (অত্যন্ত বিহ্বল হয়ে ভাবে)—

'আমাকে কি করতে হবে? আমার দোষেই ওদের জীবন নষ্ট হয়েছে, আমাকে কিছু একটা করতেই হবে। নীনার কাছে স্যামের কাছে আমি ঋণী হয়ে গেছি। যেমন করে পারি তাদের সুখের সন্ধান আমায় দিতেই হবে!...(বিরক্ত হয়) দূর হোক গে! মনে হচ্ছে মাথার সমস্ত রক্ত কাণের পাশে এসে গান গাইছে। আমার রক্তের মধ্যে এ কিসের উত্তেজনা—জ্বর এসেছে মনে হচ্ছে। সারা জীবন শান্ত নিরাগ্রহে কাটাবার প্রতিজ্ঞা কি আমার ভেঙে যাচ্ছে।... দেখা যাক।'

(অত্যন্ত শান্ত, ভাবাবেগহীন পেশাদারী গলায় জিজ্ঞাসা করে। তার মুখ মুখোসের মত। কোন ভাবের প্রকাশ সেখানে বোঝা যায় না।) ডাক্তারের পক্ষে সমস্ত ঘটনা না জানা থাকলে উপদেশ দেওয়া সহজ হয় না। বর্তমান পরিস্থিতিতে কি করা উচিত স্যামের স্ত্রী মনে করেন?

নীনা: (জেদের সুরে বলে) বর্তমানে একজন সক্ষম স্বাস্থ্যবান পুরুষ সংগ্রহ করে, কোন রকম মমতায় তাকে না বেঁধে তাকে দিয়ে

শ্যামের ক্ষেত্রজ সন্তান উৎপাদন করতে হবে। সমস্ত কাজটা এমনভাবে করতে হবে যাতে শ্যাম মনে করবে, সন্তান তারই, সন্তানের জন্ম তার মনের প্রত্যয়কে, আত্মনির্ভরতাকে শতগুণে ফিরিয়ে আনবে। তার স্ত্রীর ভালবাসার নিদর্শন সর্বদা তার সামনে থাকবে।

(প্রথমে বিহ্বল হয়ে যায় তারপর ক্রমে লজ্জিত কিন্তু উদ্দেশ্যপূর্ণ ভাবে তার ভাবনা বিচিত্র গতি নেয়)—

'এই ডাক্তারটার স্বাস্থ্য ভাল………।'

ডারেল : (অতিরিক্ত পেশাদারী হতে চায় যেন, যান্ত্রিক ডাক্তার হবার চেষ্টা করে) বুঝলাম। কিন্তু এ বিষয়টা সহজ নয়, অনেক ভাবনাচিন্তা করতে হবে। ওষুধপথ্য তাড়াতাড়ি বলে দেওয়া সহজ হবে না। (ভাবে)—

'আমার এক বন্ধুর স্ত্রী! তাদের বিয়েতে আমি ঈর্ষান্বিত হয়েছিলাম।…কিন্তু তার সঙ্গে এ সবের সম্পর্ক কি?…… জাহান্নামে যাক সব কিছু, আমার মাথায় কোন চিন্তা আসছে না। সমস্ত চিন্তা ওর দিকে ছুটে যাচ্ছে, ওর মনের সঙ্গে সহবাস করতে চাইছে। বিজ্ঞানের প্রসারের জন্যে এমন কাজে দোষ কি!…এ সব কি আবোলতাবোল কথা আমি ভেবে চলেছি!…

নীনা : (ঠিক আগের মতই ভেবে চলে)

'এই ডাক্তারটা আমার কাছে একটা স্বাস্থ্যবান পুরুষ ছাড়া আর কিছু নয়। ওর নাম যখন নেড ছিল তখন একদিন আমায় চুমু খেয়েছিল, কিন্তু আমি কখনও ওকে ভালবাসি নি। তাহলে শ্যামের মা, ওকে দিয়ে কি কাজ হতে পারে?'

ডারেল : (ভাবছে)

'ভেবে দেখি। আমি গবেষণাগারে গিণিপিগদের মাঝে

আছি। তাহলে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্যে আমিও একটা স্বাস্থ্যবান গিণিপিগ হই না। গিণিপিগ হয়েও এই বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ওপর লক্ষ্য রাখতে পারব। গিণিপিগ আর পরীক্ষক একসঙ্গে দুই হতে বাধা কি?···এই তো এখন আমার নাড়ী অত্যন্ত চঞ্চল হয়েছে বুঝতে পারছি। চঞ্চল হয়েছে তার কারণ আমার ভেতরে সেই পুরোণ কামনা আবার শতফণা বিস্তার করে জেগে উঠেছে। সুন্দরী রমণীর কাছাকাছি এলে পুরুষের কামনা জেগে ওঠা খুবই স্বাভাবিক। ...এই রমণীর স্বামী আমার বন্ধু, তাকে আমি সর্বদা সাহায্য করতে চেষ্টা করেছি।'

(শান্তভাবে বলে)—স্যামের বউ আমাকে যা শোনাল তা আমি ভেবে দেখলাম। মনে হচ্ছে সে খুব যুক্তিসঙ্গত কথা বলেছে। ক্ষেত্রজ সন্তান জন্মান ছাড়া তাদের সুখী হবার আর কোন পথ দেখছি না।

নীনা: তাহলে তুমি স্যামের মায়ের সঙ্গে একমত? তিনি বলেছেন, আমাদের পক্ষে কি ভাল কেউ বলতে পারে না, সুমঙ্গলের কাছাকাছি যাওয়া যায়, আনন্দ হলে সুখী হলে।

ডারেল: আমি তাঁর সঙ্গে একেবারে একমত। এখন স্যামের স্ত্রীর উচিত, স্যামের ছেলের জন্যে একজন স্বাস্থ্যবান বাপ তাড়াতাড়ি খুঁজে বার করা। তার স্বামীর সুখের জন্যে এটাই এখন তার সচেতন কর্তব্য। (অত্যন্ত চিন্তিত)

'আমি কি কখন সুখী হয়েছি? আমি মানুষের দেহের দুঃখ ভাল করে দিতে শিখেছি। মৃত্যুপথযাত্রীর মুখে শেষবারের খুসীর হাসি দেখেছি, আমি একাধিক স্ত্রীলোককে ভাল না বেসে কেবল উপভোগ করে তৃপ্তি লাভ করেছি, সম্মান লাভ

করেছি। নিজের কাজে আত্মতৃপ্তি কাকে বলে তাও আমার অজানা নয়। কিন্তু এই খুশীর কথা, আনন্দের প্রশ্নকে এত গভীরভাবে প্রথম দেখছি। আমার ধারণা ছিল অন্তরের নয়, সুখ সম্পূর্ণ বাইরের বস্তু।……'

নীনা ঃ (ভীরু, ত্রস্ত হয়ে যায় যেন, অপরাধী কণ্ঠে বলে)—স্যামের কাছ থেকে সমস্ত ঘটনা লুকিয়ে রাখতে হবে, যেন সে কখন না জানতে পারে। ডাক্তার, স্যামের বউ-এর ভীষণ ভয় করছে।

ডারেল : (তীক্ষ্ণ পেশাদারী কণ্ঠে) যত বাজে কথা। এটা ভীরুতা করবার সময় নয়। আনন্দ চিরকাল ভীরুদের ঘৃণা করে। বিজ্ঞান ভীরুদের সহ্য করতে পারে না। স্যামের কাছ থেকে সমস্ত ঘটনা তো গোপন করতে হবেই। তাকে কিছু জানতে দেওয়া শুধু বোকামী নয়, অত্যন্ত পাগলের মত হিংস্র কাজ হবে। স্যাম জানতে পারলে, আসল উদ্দেশ্য যা—অর্থাৎ সবাইকে আনন্দ দেওয়া, সেটাই সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যাবে।

(উত্তেজিতভাবে ভাবে)—'একথা বলা কি আমার উচিত হল ?…

নিশ্চয়, এখন এটাই একমাত্র যুক্তিসঙ্গত পথ।…কিন্তু তার ফলে আমি কি বন্ধুর সঙ্গে জোচ্চুরি করছি না ?…না। এতে ও বাঁচবে, ওর বউ বাঁচবে—আর তৃতীয় পক্ষ যদি একটু আনন্দ পায়, তাতেই বা ক্ষতি কি ? ওকে দুঃখকষ্ট থেকে বাঁচান বন্ধুর কাজ। আমি তো কেবল তাই করছি। …না, আমার কর্তব্য আর সত্যসন্ধানী বৈজ্ঞানিকের কর্তব্য হচ্ছে তিনটি গিনিপিগকে লক্ষ্য করা। এ তিনটির একটি গিনিপিগ হলাম আমি নিজে।'

নীনা : (স্থিরসিদ্ধান্তে ভাবে) 'আমাকে সন্তান পেতেই হবে।…'

(অত্যন্ত ভীরুতার সঙ্গে চেয়ার থেকে উঠে ডাক্তারের দিকে

আর্ধেক ফিরে অনুনয় করে বলে) তার বউকে সাহস দাও ডাক্তার। তার মন থেকে এই অপরাধবোধের বোঝাটা তুলে দাও।

ডারেল : অপরাধ তখনই হয়, যখন কেউ ইচ্ছা করে জীবনের প্রাত্যহিক কর্তব্যকে অবহেলা করে। অন্য কিছুতেই দোষ হয় না। এই মেয়েটার জীবনের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে একটি সুস্থ সবল সন্তানের জন্ম দিয়ে তার স্বামীকে এবং নিজেকে রক্ষা করা। (নিজের ভাবনায় অপরাধ ধরা পড়ে। স্বাভাবিকভাবেই একটু দূরে সরে যায়)—

'আমার স্বাস্থ্য খুব ভাল······কিন্তু ও আমার বন্ধু···সম্মান বলে একটা কথা আছে।'

নীনা : (দৃঢ় ভাবনা) 'আমাকে সুখী হতেই হবে।······'

(ভয় পায়, পেছনে এসে বলে) তার অত্যন্ত লজ্জা হচ্ছে। এ যে ব্যভিচার। ব্যভিচার অন্যায়।

ডারেল : (আবার সরে যায়, শান্ত তীব্র তিক্ত হাসি হেসে, অধৈর্য হয়ে বলে)—অন্যায়। তবে কি সে চায় যে তার স্বামী পাগলা গারদে যাক ? সে কি চায় যে শরীরে, মনে, চরিত্রে ক্রমাগত বিতৃষ্ণা বহন করে, সারাজীবন আঘাত সয়ে সয়ে সেও পাগল হয়ে যাক ? একথা ডাক্তার হিসেবে আমাকে বলতেই হবে যে, এই সব তুচ্ছ সেকেলে নৈতিক বাধা যদি রোগিনী ছুঁড়ে ফেলে না দিতে পারেন, তাহলে আমার তাঁকে সারিয়ে তোলবার সব আশাই ত্যাগ করতে হবে।। (ভয় পেয়ে ভাবে) 'কে কথা বলছে ?···সারিয়ে তুলতে কি আমাকেই হবে।···কিন্তু আমি ডাক্তার, আমি কি করে··· আরো তো কত লোক আছে।···নয় কেন ? তোমার স্বাস্থ্য চমৎকার···তা ছাড়া ঘটনাটা বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে, সেটাও প্রয়োজন।'

নীনা : (ভাবনা দৃঢ়তর) 'আমাকে সন্তান পেতেই হবে।······'

(কাছে এগিয়ে যায় আবার—হাত দিয়ে ছোঁয়) ডাক্তার দয়া কর —ওর মন থেকে এই সব অন্যায় বাধা দূর করে ফেলার মত জোর দাও। ওর কাছে প্রথমে কাজটা যুক্তিসঙ্গত মনে হচ্ছে—কিন্তু কি করে যেন, পরে আবার অসঙ্গত মনে হচ্ছে।

[হাতে হাত রাখে]

ডারেল ঃ (ভাবনায় ভয়) 'কার হাত ? ইস্ আমাকে পুড়িয়ে দিচ্ছে।···একবার ওকে চুমু খেয়েছিলাম তখন কি ঠাণ্ডা ছিল ওর ঠোঁট—আজ আমার জন্যে সেই ঠোঁট আনন্দে গরম হয়ে থাকবে।'

নীনা ঃ (ধীরে ধীরে হাত ধরে টেনে ক্রমে তার মুখোমুখি দাঁড় করায়। ডাক্তার তার দিকে না তাকালেও অনুনয় করে বলে।) এইবার তার মধ্যে ক্রমে ক্রমে জোর আসছে। এইবার ধীরে ধীরে আপনাকে তার জিজ্ঞাসা করতে সাহস হচ্ছে ডাক্তারবাবু, যে ছেলের বাবা কে হবে ? স্যামের বউ হবার পর, তার মধ্যে অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে ডাক্তারবাবু, তা আপনাকে মনে রাখতে হবে। ভালবাসা বা সম্মান ছাড়া যার তার কাছে সে তো নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারবে না। কাজেই বারবার তার চিন্তা স্বয়ম্বরা হবার জন্যে একজনার কাছেই ঘুরে ফিরে আসছে। তার এগিয়ে যেতে ভয় করছে, আপনি তাকে সাহস দিন, সে যেন নির্ভয়ে মনোনীত লোকের কাছে যেতে পারে।

ডারেল ঃ (যেন নিজের সঙ্গে তর্ক করছে—ভাবে)

'স্যাম আমার বন্ধু আর নীনা আমার বন্ধু নয় ? ওর হাত দুটো কি গরম।···সাবধান, ও যেন ঘুণাক্ষরেও আমার কামনার কথা জানতে না পারে।···

(শান্ত বিচারকের মত বলে)—নিশ্চয়। সে লোক এমন হওয়া

চাই যার কাছে যেতে তার ইচ্ছা হবে। তার শরীর আর চেহারা ভাল হওয়া চাই।

নীনা ঃ নেডের আকর্ষণ নীনা চিরকাল অনুভব করেছে।

ডারেল ঃ (ভয় পেয়ে ভাবে)—

'কি বলল ?…নেড ওকে…আকর্ষণ করে ?'

(আগের স্বরেই বলে) এই লোকটির মনটা খুব উঁচু হওয়া দরকার। তাকে এ কথা স্পষ্টভাবে বুঝতে হবে যে এটা একটা বৈজ্ঞানিক সাধনা। কোন নীতিগত সমস্যা তাকে ক্ষুব্ধ করলে, দুঃখ এবং হতাশায় গবেষণা শেষ হবে।

নীনা ঃ নেডের মন খুব উঁচু তা সে জানে।

ডারেল ঃ (ভীত ভাবনা)—

'নেড বলল—মনে হচ্ছে ? ও কি মনে করে যে নেড…'

(সেই আগের স্বরেই বলে) এমন লোক চাই যে তাকে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত আগলে রাখবে বিপদ থেকে, সাহায্য করবে, পছন্দ আর প্রশংসা করবে। এক কথায় ওকে ভালবাসা ছাড়া সব কাজই তাকে করতে হবে। ভালবাসা চলবে না, তবে তার বদলে কামনা করা চলবে।

নীনা ঃ নেড আগে কখনও ওকে ভালবাসে নি, কিন্তু পছন্দ করেছে—আমার মনে হয় কামনাও করেছে। এখনও কি তাই করে ডাক্তার ?

ডারেল ঃ (ভাবে)

'সত্যি করে নাকি ?…সে কে ? সে হল নেড ? নেড হলাম আমি। আমি ওকে কামনা করি। আনন্দ চাই, সুখ চাই '…

(গলা কাঁপতে সুরু করে, ভদ্র শান্ত কণ্ঠে বলে) আর বৃথা ঘুরে ঘুরে

কথা বলে কি হবে? তুমি যে নেডের কথা বলছ—তা হলাম আমি আমি নেড।

নীনা: (অত্যন্ত ভদ্র). আর আমি নীনা, যে তার সন্তান চায়। (ধীরে ধীরে ওর মাথাটাকে ঘুরিয়ে নিজের দিকে নিয়ে আসে। একজনার সামনে অপরের মুখ। ডারেল চোখ নামিয়ে রাখে। নিজের ঘাড় বেঁকিয়ে অত্যন্ত বিনীত ও শান্ত আত্মসমর্পণের ভঙ্গীতে নীনা)—আমি তোমার কাছে চিরকাল কৃতজ্ঞ হয়ে থাকব নেড। (ডারেল চমকে ওঠে। নীনার মুখের দিকে বন্যভাবে তাকায়—দুহাত বাড়িয়ে এখুনি নীনাকে জড়িয়ে ধরবে মনে হয়, কিন্তু নিজেকে সংযত করে, সেই অবস্থাতেই কিছুক্ষণ থেকে যায়। নীনার নত মাথার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। নীনা পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে) বলে) তোমার কাছে আমি চিরকাল কৃতজ্ঞ হয়ে থাকব!

ডারেল: (হঠাৎ নীনার সামনে নতজানু হয়ে তার একটা হাত দুহাত দিয়ে ধরে অত্যন্ত নম্রভাবে চুমু খায়। তারপর যেন কান্না চেপে বলে) হ্যাঁ, হ্যাঁ নীনা ঠিক বলেছ। তোমার আনন্দ ছাড়া আর কিছু আমার মনে নাই। (বিজয়ী ভাবনা)

'কিছুক্ষণের জন্যও আমি সুখী হব!'...

নীনা: (ভাবতে ভাবতে মাথা তোলে·ক্রমে গর্বভরে উচ্চশির হয়। বিজয়িনীর আত্মতুষ্টিতে ভাবে)

'এবার আমি সুখী হব, আমার স্বামীকে সুখী করব।'

॥ চতুর্থ অঙ্ক শেষ ॥

॥ পঞ্চম অঙ্ক ॥

নিউইয়র্কের উপকণ্ঠে সমুদ্রের ধারের একটা সহরতলিতে এভান্সের বাসার বসার ঘর। পরের বছরের প্রথম গ্রীষ্মে, অত্যন্ত আলোকোজ্জ্বল এক সকাল।

বসার ঘরটা অতি সাধারণ। সহরবৃদ্ধির পরিকল্পনায় পাইকারিহারে যে বাংলোগুলি তৈরী হয়েছে তারই একটা। বাঁদিকের জানলাগুলো দিয়ে চওড়া বারান্দা দেখা যায়। পেছনের জোড়া দরজা বড় হলঘরে গিয়েছে। ডানদিকের দরজাটা খাবার ঘরে চলে গেছে। এই সস্তা নূতন পরিবেশকে মানিয়ে নেবার চেষ্টায়—নীনা তার বাড়ী থেকে কিছু আসবাবপত্র নিয়ে এসেছে। কিন্তু ঘরের সাধারণত্বের কাছে তার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে গেছে। তার ফলে গত দৃশ্যের অধ্যাপকের ঘরের মত এ ঘরটারও অত্যন্ত অগোছাল অবস্থা।

ঘরের আসবাবপত্র আগের দৃশ্যের মত রাখা হয়েছে। একটা মরিস চেয়ার আর সোনালী ওকের একটা টেবিল ঘরের বাঁদিক ঘেঁসে মাঝখানে রয়েছে। একটা গদীআঁটা চেয়ার রঙিন ছিটের সাজ পরে উজ্জ্বলতা বাড়াচ্ছে—একই রকম ছিটে ঢাকা একটা সোফা আছে ডানদিকে।

নীনা মাঝের চেয়ারটাতে বসে আছে। হাতের বইখানা কোলের ওপর পড়ে আছে। মনে হওয়া স্বাভাবিক যে পড়তে চেষ্টা করছে। তার চেহারায় চালচলনে বেশ পরিবর্তন বোঝা যায়। তৃতীয় অঙ্কের মত তার চেহারা দেখে বোঝা যায়, সে অন্তঃসত্ত্বা। কিন্তু এবারে রূপ

আরো আত্মসচেতন, চোখের দৃষ্টিতে শক্তির প্রকাশ। শরীর ভারী হয়েছে, মুখটা পূর্ণ হয়ে গেছে। স্নায়বিক দৌর্বল্য বা মনের ওপরকার প্রচণ্ড ভার এখন আর নাই, তা স্পষ্ট বোঝা যায়। তাকে দেখে এখন অত্যন্ত শান্ত ও নিশ্চিন্ত মনে হয়।

নীনা: (যেন নিজের দেহের মধ্যে কিছু শোনে। মহানন্দে ভাবে)—

'ওইতো! এবার আর আমার কল্পনা নয়, স্পষ্ট বুঝতে পারছি আমার দেহের মধ্যে নূতন একটি প্রাণ এসেছে। আমার সন্তান, আমার একমাত্র সন্তান। ও আমার ভালবাসার দান, প্রেমের আশীর্বাদ। এর আগে আর কেউ কখনও আসে নি, আর কেউ কখনও জন্মায় নি!······আমি নেডকে ভালবাসি! সেদিনের সেই দুপুরবেলায় বৈজ্ঞানিক গবেষণা আরম্ভ করবার পর থেকেই ভালবাসি (নিজের মনে হাসে) আমি তখন কি বোকা ছিলাম! তারপর তার বাহুবন্ধনে ধীরে ধীরে বুঝলাম ভালবাসা কাকে বলে, প্রেম কাকে বলে, সুখ কাকে বলে। ওকে আমি, আমার আনন্দ জানতে দিই নি। দেখতাম ও ভয় পেয়েছে। আনন্দ ওর মনে ভয় ধরিয়ে দিত। ও মনে করত আনন্দ পাওয়া ওর উচিত নয়। ······আমি বুঝতে পারতাম ও নিজের সঙ্গে লড়াই করছে। সেই অপূর্ব আনন্দময় দুপুরগুলো কি সুখে কেটেছে! কিন্তু প্রত্যেক দুপুরে ও ভয় পেত, চিন্তা করত। আমি কিছু বলিনি শুধু চুপচাপ ওকে লক্ষ্য করতাম। শেষে একদিন অত্যন্ত চিন্তান্বিত হয়ে এসে বলল—দেখ নীনা যা করার প্রয়োজন ছিল সবই আমরা করেছি। বেশীদিন আগুন নিয়ে খেলা করলে বিপদ হতে পারে। সে কথা

শুনে আমি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলাম, ঠিক বলেছ নেড। এরপর আমি আর তোমার প্রেমে পড়তে চাই না। (আবার হাসে) কথাটা ওর পছন্দ হয় নি! মুখ দেখে বুঝলাম রেগে গেছে, বোধহয় ভয়ও পেয়েছে। ······তারপর দিনের পর দিন আমি অপেক্ষা করে বসে থাকতাম, আসত না এমনকি টেলিফোন পর্যন্ত করত না। আমি বুঝলাম অপেক্ষা করাই বুদ্ধিমানের কাজ—অপেক্ষা করে থাকলাম। কিন্তু যত দিন যেতে লাগল ভয় তত বাড়তে থাকল। শেষে যখন আমার ধৈর্যের বাঁধ সহ্যের শেষ সীমায় এসে পৌঁছেচে—ও আর থাকতে পারল না। একদিন হঠাৎ এসে হাজির হল আমার সামনে। তার শেষ সংযম ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। আমার কামনায় তার দেহ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। আমি কিন্তু তাকে কাছে আসতে দিলাম না। তার সঙ্গে ডাক্তার রোগীর অভিনয় করে—তার মনের জোরের প্রশংসা করে বাড়ী পাঠিয়ে দিলাম।···তারপর থেকে প্রতি সপ্তাহে সে এখানে আসে ডাক্তার হয়ে, আমার ডাক্তার! কোন রকম ভাবাবেগে অভিভূত না হয়ে আমার ভবিষ্যৎ সন্তান সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করি, যেন যে সন্তান আসছে সত্যি সত্যি স্যামের।······হ্যাঁ কামকে আমরা সংযত করেছি, নিজেদের মনকে সম্পূর্ণভাবে বেঁধেছি বলতে পারি। সব থেকে আনন্দ পেয়েছি, ওর এখো ধীরে ধীরে প্রেমের জন্ম হচ্ছে দেখে। (হঠাৎ ভয় পেয়ে যায়) কিন্তু সত্যি সেটা কি প্রেম? ও কিন্তু ভালবাসার কথা কখন বলে না। কি জানি?···এক এক সময় ভাবি, যা করেছি তা খুব বোকার মত কাজ হয়েছে— হয়তো, হয়তো তার ফলেই একদিন ও আমাকে ঘৃণা করবে।

(শান্ত আসায় মত বদলায়) না। কি ভাবছি যা তা। ও আমাকে ভালবাসে—হ্যাঁ আমি বুঝতে পারছি। ভাবতে সুরু করলেই রাজ্যের সন্দেহ আমার মাথায় এসে বাসা করে যেন।······(একটু চুপ করে থাকে) তারপর ভাল করে আরাম করে বসে স্বপ্নময় দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে) ······ওই আবার! ওর সন্তান, আমার সন্তান, প্রাণশক্তিতে মেতে আছে। আমার জীবন আমার ছেলের মধ্যে, আমার ছেলে আমার জীবনের মধ্যে।······সমস্ত পৃথিবী সুন্দর ত্রুটিহীন। প্রত্যেকটি জিনিষ এমনকি প্রাণপর্যন্ত অন্যের ওপর নির্ভরশীল। এ ঘটনাটা কোন অঙ্কশাস্ত্র বা যুক্তিতন্ত্র মেনে চলে না। এর শান্তির কাছে সমস্ত প্রশ্ন নিঃশব্দে মরে যায়।···জীবন-জোয়ারের কল্পনার মধ্যে আমিও যেন এক স্বপ্নের রাজ্যে বাস করছি। জোয়ারের স্বপ্নে নিঃশ্বাস নিয়ে—আমার স্বপ্নকে ওই জোয়ারের তরঙ্গে মিশিয়ে দিচ্ছি। ওই জোয়ারের মধ্যে ভাসি, তাই জীবন আমার মধ্যে ভাসে। কোন প্রশ্ন নাই, প্রয়োজন নাই প্রশ্নের—অধীত সত্য, ফুলের বিকাশ, তেমনি সত্য আমি মা, ভগবানও মা।'

[আনন্দে নিশ্বাস ফেলে চোখ বন্ধ করে। একটু পরে পেছনের ঘর থেকে এডান্স আসে। পুরোণ পোষাক-টাই যত্ন করে সাবধানে পরেছে। দাড়ি কামাতে ভুলে গেছে, চোখে ব্যথাতুর, মার খাওয়া দৃষ্টি। নিজের ভেতরকার ভয় আর অপরাধী মনটাকে ঢাকবার চেষ্টা তার ব্যবহারে অনেক তফাৎ এনে দিয়েছে। দরজার ভেতরে এসে দাঁড়ায়—নীনাকে দেখে। তার দুঃখ চাপবার চেষ্টা দেখলে দুঃখ হয়। নিজের মনে

জোর আনার জন্যে নিজের সঙ্গেই তর্ক করে। ভাবে]

এভান্স ঃ 'যাও, বল। তুমি বলবে বলে মনস্থির করে এসেছ। খবরদার পিছিও না। ওকে স্পষ্ট বল যে, তুমি বুঝতে পারছ যে ওর তোমাকে ভালবাসা সম্ভব নয়। ওর ভালর জন্যে তুমি স্থির করেছ যে সোজাসুজি মোকাবিলা হয়ে যাওয়াই ভাল।···বেচারা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। এই চমৎকার মেয়েটা এতদিন তোমাকে কতো সহ্য করেছে। এখন অবশ্য তোমায় ঘৃণা করতে সুরু করেছে। আর না করবে কেন? তুমি ওকে কি দিয়েছ?···ও শুধু একটা সন্তান চেয়েছিল তাও তুমি দিতে পার নি। (প্রতিবাদ করে) কিন্তু এক এক সময় যেন মনে হয়,···আমার দোষ ঢাকবার চেষ্টা করে কি হবে।···(তিক্তভাবে) অন্য কেউ যদি ওকে বিয়ে করত··· যদি গর্ডন বেঁচে থেকে ওকে বিয়ে করত—তাহলে হলপ করে বলতে পারি যে প্রথম মাসেই···। আমার এখন এই বরবউ খেলা থেকে মানে মানে সরে পড়াই ভাল। (ঢোক গেলে উদ্গত কান্নাকে চাপা দিয়ে ভাবে) আঃ কুত্তার মত কেঁউ কেঁউ করা থামাও। যাও ওকে ঘুম থেকে তুলে বল যে তুমি বিয়ে ভেঙে দিতে চাও। বিবাহবিচ্ছেদ হলে ও কোন সত্যিকারের পুরুষকে বিয়ে করতে পারবে—যে ওকে, ও যা চায় দেবে। (হঠাৎ ভয়ানক ভয় পায়) ও যদি সে কথায় রাজী হয়ে যায়? তাহলে? তাহলে আমি সহ্য করতে পারব না। নীনাকে ছাড়া আমার পক্ষে বেঁচে থাকা কঠিন। (আবার জোর করে মনে জোর আনে)— ভালই হবে। ও চলে গেলে নিজেকে মেরে ফেলার ইচ্ছা

আর সাহস হবে। তাহলেই ও সম্পূর্ণ মুক্তি পাবে। ব্যস্, অনেক হয়েছে। ওর কাছে যাও।'

'কিন্তু যখন ডাকে গলা কাঁপতে থাকে।'

—নীনা।

নীনা : (চোখ খুলে শান্তভাবে তাকিয়ে দেখে। দৃষ্টিতে উদাসীনতা)—কি বলছ?

এভান্স : (সঙ্গে সঙ্গে ভয় পেয়ে যায়। মনের সংকল্প নষ্ট হয়, জিভ আড়ষ্ট হয়ে যায়।) তোমাকে এমন করে জাগিয়ে দিতে আমার কষ্ট হয়--কিন্তু নেডের আসার সময় হল, তাই না?

নীনা : (শান্তভাবে) আমি ঘুমাই নি। (যেন এভান্সের উপস্থিতিটা ভাল করে বোঝবার জন্যেই ভাবে)—'এই লোকটা আমার স্বামী। অবশ্য এখন সে কথা মনে রাখা কঠিন। সবাই বলবে ওই আমার ছেলের বাপ।...(ঘোর বিতৃষ্ণায় ভাবে) কি লজ্জার কথা। অথচ ঠিক এই রকমই আমি চেয়েছিলাম। ...কিন্তু এখন চাই না। এখন আমি ভালবাসি নেডকে, তাকে কিছুতে হারিয়ে ফেলতে পারব না। আমি স্যামের জন্যে অনেক কিছু উৎসর্গ করেছি, ওর উচিত এখন আমার সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ করা।...না করবেই বা কেন? ও আমাকে কি দিয়েছে? একটা মাথা গোঁজবার আস্তানা পর্যন্ত দিতে পারে নি। আমি বাবার বাড়ীটা বিক্রী করে ওর চাকরির জায়গায় এলাম—আর ও চাকরিটা পর্যন্ত খোয়াল।...ভালবাসা! চাইতে লজ্জা করে না।...(অনুতপ্ত হয়) না, আমি ওকে অন্যায় দোষ দিচ্ছি। ওই বাড়ীতে একা থাকতে হয় বলে আমিই তো বাড়ীটা বিক্রী করতে

চেয়েছি। আর বাড়ীটা বিক্রী করতে পেরেছি বলেই নেডের কাছাকাছি থাকতে পেরেছি।'

এভান্স: (ব্যথাতুর ভাবনা। 'ও কি ভাবছে ?···যাক আমার পক্ষে না জানাই ভাল !···'

(জোর করে মুখে সজীবতা টেনে এনে বলে)—নেড মনে কোরে গ্লোব কোম্পানীর ম্যানেজারকে যে চিঠিটা দেবে বলেছিল নিয়ে এলে ভাল হয়। চাকরি ছাড়া বসে থাকতে আর ভাল লাগছে না।

নীনা: (দুঃখ পায়, চটেও যায়)—নেড ঠিক চিঠিটা নিয়ে আসবে। আমি বারবার মনে করিয়ে দিয়েছি।

এভান্স: ওখানে একটা ভাল চাকরি জোটাতে পারলে বাঁচি। যে রকম টাকাপয়সার টানাটানি চলেছে তাতে লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়ে যায় (মাথা হেঁট করে)। তোমার ওই সামান্য আয়ের ওপর আমি বসে বসে খাচ্ছি।

নীনা: (উদাসীনতা সত্ত্বেও জোর করে বলে। মনে হয় স্কুলের শিক্ষিকা ছোট ছেলেকে বকছে।)—আবার ওসব কি কথা!

এভান্স: (হাঁফ ছেড়ে বাঁচে)—তুমি বল, কথাটা সত্যি নয় ? (কাছে এসে কৃতজ্ঞ কণ্ঠে বলে)—নীনা ইদানীং তোমার শরীরটা আগের থেকে ভাল আছে। তাই না ?

নীনা: (চমকে উঠে তীক্ষ্ণ স্বরে)—কেন বলছ ?

এভান্স: মানে···তোমার চেহারাটা বেশ ভাল হয়েছে। একটু মোটাও হয়েছ।

[জোর করে হাসে]

নীনা: (কাটাকাটা ভাবে বলে)—দয়া করে অমন পাগলের মত কথা বোলনা। সত্যি কথা বলতে কি, আগের তুলনায় এখন একটুও ভাল বোধ করছি না।

এভান্স : (হতাশ হয়ে ভাবে)—'এখন সামান্যতম সুযোগেই আমায় হঠাৎ বকতে সুরু করে। মনে হয় যা কিছু আমি করি তাতেই যেন ও বিরক্ত হয়।...' (জানলার কাছে গিয়ে বাইরে তাকায়, বলে)—আজ সকালে চার্লির কাছ থেকেও খবর আসবে মনে করেছিলাম। আজ আসবে কিনা জানতে পারলে ভাল হত। তবে আমার মনে হয়—ওর মায়ের মৃত্যুতে যে রকম ভেঙে পড়েছে—চিঠিলেখা ওর পক্ষে কঠিনই হবে।

নীনা : (নিরুদ্বেগ)—ও খবর টবর না দিয়েই চলে আসবে—দেখো।

(অস্পস্ট ভাবনা)—'চার্লি, লক্ষ্মী চার্লি, তাকেও আমি ভুলে গিয়েছি।'

এভান্স : মনে হচ্ছে ওটা নেডের গাড়ীর আওয়াজ। হ্যাঁ, থেমেছে। আমি যাই ওকে এখানে নিয়ে আসি।

[দরজার দিকে যায়।]

নীনা : (নিজেকে সংযত করার আগেই—তীক্ষ্ণস্বর আপনা থেকেই ছুটে গেল)—বোকার মত একটা কাজ কোর না।

এভান্স : (থেমে যায়। ভয় পায়, তোৎলায়)—কি—কি হল ?

নীনা : (নিজের ওপর চটে যায়, সংযত হয়ে বলে)—আমার কথা শুনো না। আমার মনমেজাজ ভাল নাই। (অপরাধী ভাবনা)—

'এক মুহূর্তে আমার মনে হল, স্বামীকে পাঠিয়ে প্রেমিক ক ডেকে আনা অন্যায়...পর মুহূর্তে প্রচণ্ড একটা ঘৃণা জোর করে ওকে দিয়ে ওই কাজটা করাতে চায়!

[বাইরের দরজায় ঘণ্টা বাজে দরজা খোলার আওয়াজ হয়। পেছনের ঘর থেকে নেড ডারেল আসে। তার মুখ আগের থেকে পরিণত, মনে হয় তার বয়স বেড়ে গেছে। নিজের ওপর বিতৃষ্ণার সঙ্গে আত্মরক্ষা করবার তিক্ত সংকল্প মুখেচোখে স্পষ্ট ছাপ রেখেছে। নীনাকে দেখা মাত্র আনন্দে এসব ভাব উড়ে গেল সমস্ত মুখে কামনা আর ভালবাসা প্রকাশ পেল। নীনার কাছে ছুটে আসে।)]

[এভান্সকে দেখে থেমে যায়।]

ডারেল : নীনা !

নীনা : (যেন এভান্সকে ভুলে যায়। দাঁড়িয়ে উঠে যেন তাকে গভীর প্রেমে বুকে জড়িয়ে ধরতে চায়। দুহাত সামনে বাড়িয়ে—পূর্ণ কণ্ঠে ডাকে) নেড !

এভান্স : (অত্যন্ত স্নেহশীল, কৃতজ্ঞ এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ)—এস নেড !

[হাত বাড়িয়ে দেয়। নেড যান্ত্রিকভাবে তার সঙ্গে করমর্দন করে।)

ডারেল : (নিজের অপরাধী মনের বিব্রত ভাবটা ঢাকতে চেষ্টা করে) আরে স্যাম, তোমাকে দেখতেই পাই নি। (তাড়াতাড়ি কোটের পকেটে হাত দিয়ে বের করে)—হ্যাঁ ভালকথা, এই নাও তোমার চিঠি—হয়তো দিতেই ভুলে যাব। কাল অ্যাপেল্‌বির সঙ্গে অনেকক্ষণ আলোচনা হল। তার মতে, কাজ খালি আছে, যদি—(একটু উন্নাসিকতা এড়াতে পারে না)—যদি তুমি আদাম্নুন খেয়ে, নিজের শরীরের কথা না ভেবে প্রচণ্ড খাটতে পার।

এভান্স : (আগের চাকরি যাওয়ার কথা মনে পড়ে। অস্বস্তি বোধ করে। সে ভাব ঢাকতে হাসে, জোর করে প্রত্যয়ের ভাব গলায়

এনে বলে)—তুমি বাজী রাখতে পার নেড, এবার আমি ভাল করে কাজ করবই। (অত্যন্ত কৃতজ্ঞ ও বিনীতভাবে বলে)—তোমাকে কি ভাবে আমার কৃতজ্ঞতা জানাব তা আমি বুঝতে পারছি না নেড। তুমি সত্যি বন্ধুর কাজ করেছ।

ডারেল : (অত্যন্ত বিব্রত হয়। ঢাকতে আত্মম্ভরিচালে বলে)—আঃ চুপ কর স্যাম! তোমার ভালর জন্যে কিছু করতে পারলে আমার আনন্দ হয়।

নীনা : (স্পষ্ট ঘৃণায় এভান্সকে লক্ষ্য করে। তারপর তীক্ষ্ণভাবে বিদায় দিতে চায়) তোমাকে যদি সহরে যেতে হয়, তাহলে এখনি গিয়ে দাড়ি কামাও।

এভান্স : (গালে হাত বোলায়, মুখে অপরাধী ভাব। জোর করে স্বচ্ছন্দ হয়) হ্যাঁ ঠিক বলেছ। দাড়ি কামাই নি মনেই ছিল না। (ডারেলকে বলে) চলি কিছু মনে কোর না।

(পেছনের দরজা দিয়ে চলে যায়)

ডারেল : (এভান্স দূরে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে, তারপর ক্ষুব্ধ হয়ে নীনাকে বলে) তুমি ওর সঙ্গে ওই রকম খারাপ ব্যবহার কেন কর বুঝতে পারি না। ওর প্রতি তোমার ব্যবহার দেখলে মনে হয় যে আমি জানোয়ার ছাড়া আর কিছুই নই।

নীনা : (আপত্তি করে—যদিও নিজের দোষ সম্পর্কে সে সম্পূর্ণ সচেতন) কি রকম ব্যবহার ? (নিজের পক্ষ সমর্থন করে) ও আজকাল প্রায়ই কামাতে ভুলে যায়।

ডারেল : চুপ কর। তুমি বেশ পরিষ্কার বুঝতে পেরেছ, আমি কি বলতে চাইছি। (ওর দিক থেকে ঘুরে দাঁড়ায়—ভাবে)

আমি কি রকম বিশ্রী একটা মিথ্যাবাদী হয়েছি, অথচ স্যাম আমাকে একান্তভাবে বিশ্বাস করে।······

নীনা ঃ (ভয় পায়, ভাবে)

'ওর মনটা আজ বেজায় খারাপ। আমায় জড়িয়ে ধরল না কেন? মনে হয় ও আমাকে আর ভালবাসে না'

(সহজ হতে চেষ্টা করে বলে) স্যামকে আমি বকতে চাই না কিন্তু সময়ে সময়ে ওর ব্যবহার সহ্য করা যায় না।

ডারেল : (তিক্ত ভাবনা)

'সময়ে সময়ে তোমাকে আমার ঘৃণা করতে ইচ্ছা করে।... তোমার জন্যে, আজ কেবল তোমার জন্যে আমার মনের শান্তি একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। কোন কাজেই মন লাগে না। দুত্তোর, বোকার মত দুঃখই বা পাচ্ছি কেন? শুধু যদি স্যাম অমন সম্পূর্ণভাবে আমায় বিশ্বাস না করত। (অত্যন্ত চঞ্চলতায়) বাজে। একেবারে বাজে চিন্তা। এত ভয়ই বা কাকে আর এত কাঁদুনিই বা গাইছি কেন। যা করেছি তা কেবল নিজের স্ফূর্তির জন্যে করি নি—স্যামের তাতে ভাল হবে এই বিশ্বাস ছিল বলেই করেছি। আর স্যামের এতে ভাল হবেই, একথা আমি হলপ করে বলতে পারি।......নীনাই বা কেমন? স্যামকে বললেই তো পারে ও সন্তানসম্ভবা, কিসের জন্যে অপেক্ষা করছে আবার?

নীনা ঃ (কামনাময় চিন্তা)

'আমার প্রেমিক এসে আমাকে চুমোও খেল না'

(অনুনয় করে বলে) নেড, দোহাই তোমার, আমার ওপর রাগ কোরনা।

ডারেল : (নিজেকে সংযত করতে লড়াই করে শান্ত কণ্ঠে বলে) আমি রাগ করি নি নীনা। তবে একথা স্বীকার করতে লজ্জা নাই যে

সহজ কথায় এই ত্রিভুজ প্রেমের দৃশ্যগুলি আমার কাছে অত্যন্ত অপমানকর। (দুঃখ পায়) আমি আর এখানে কখন আসব না।

নীনা: (ব্যথায় চীৎকার করে ওঠে) নেড!

ডারেল: (প্রথমে খুশী হয়ে ভাবে)-

'ও গর্ডনকে ভুলে গেছে—আমাকে ভালবাসছে এটাই আমার আনন্দ! আমি কি ওকে ভালবাসব? …না! আমি তা পারব না। স্যাম জানতে পারলে কি কৈফিয়ৎ দেব? না, আমি তা করব না—তাহলে আমার নিজের কাজকর্মও নষ্ট হয়ে যাবে।…বাইরে থেকে সমস্ত ঘটনাটা দেখতে হবে। আমি, নীনা আর স্যামের ডাক্তার। ওদের চিকিৎসার জন্যে ওষুধ লিখে দিয়েছিলাম—গিণিপিগের সন্তান। নিজে সেই গিণিপিগও হয়েছি। আবার কি? আমার কাজ শেষ হয়ে গেছে! ……

নীনা: (ভয় আর আশার মধ্যে দোলায়মান। ভাবে)

'কি ও ভাবছে? বুঝেছি, নিজের প্রেমের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। ওকে কি বলব? কত কষ্ট পাচ্ছে?

(কামনাময় স্বরে ডাকে)—নেড!

ডারেল: (সব থেকে সার্থক পেশাদারী ভঙ্গীতে ওর কাছে যায়) আজ কেমন আছ নীনা? তোমায় দেখে মনে হচ্ছে একটু জ্বর এসেছে। (নাড়ী দেখার জন্যে হাত ধরে, নীনা সে হাতটাকে চেপে ধরে ওর মুখের দিকে তাকায়। ডারেল অন্য দিকে তাকায়)

নীনা: (গভীর কামনায় ওর কাছে সরে যায়—ভাবে)

'আমাকে নাও! নাও! তোমাকে আমি ভালবাসি। তুমি ছাড়া আমার পৃথিবীতে আর কিছুই নাই, কেউ নাই। স্যাম মরে মরুক! ……'

ডারেল : (নিজের উদ্গত কামের সঙ্গে যুদ্ধ করে)

'ভগবান। ...ওর দেহের ছোঁয়া! ওর নগ্নতা! ...ওর বুকের মধ্যে সেই তপ্ত দুপুরের স্মৃতি! সুখ! সুখ!... স্যামের জন্যে আমি চিন্তা করে মরি কেন? চুলোয় যাক স্যাম। ......'

নীনা : (কামনাময় হয়ে ওকে জড়ায়) নেড! তোমায় আমি ভালবাসি। একথা আর লুকোতে পারছি না। লুকোবও না। নেড, প্রিয়তম, তোমায় আমি ভালবাসি।

ডারেল : (হঠাৎ তাকে জড়িয়ে ধরে—ক্ষিপ্তের মত বারবার চুমো খায়) নীনা তুমি কি সুন্দর!

নীনা : (চুমোর মাঝে বিজয়িনীর মত বলে) নেড, তুমি আমায় ভালবাস? বল, স্বীকার কর?

ডারেল : (কামনাময়) করি! করি!

নীনা : (জয়ের চীৎকারে বলে) ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে তুমি শেষ পর্যন্ত স্বীকার করেছ। ওগো নেড, আমি যে কি খুসী হয়েছি তোমায় বোঝাব কি করে!

(বাইরের দরজায় ঘণ্টা বেজে ওঠে। ডারেল তড়িতাহতের মত নীনাকে ছেড়ে ছিটকে সরে যায়। নীনাও অভ্যাসমত উঠে দাঁড়ায়—সোফাটার দিকে সরে যায়।)

ডারেল : (ত্রস্ত) কে যেন ডাকছে।

(টেবিলের কাছে চেয়ারে গিয়ে বসে। গভীর ব্যথায় ভাবে।)

'আমাকে দিয়ে বলিয়ে নিয়েছে, আমি ওকে ভালবাসি!... আর অস্বীকার করলে চলবে না। ও জিতে গেল।

আমার মধ্যেকার কামকে জাগিয়ে দিয়ে—ও জিতে গেল।
কিন্তু সত্যি আমি ওকে ভালবাসি না—কখনও বাসব না।
ও কখনও আমার ওপর কোন অধিকার দাবী করতে
পারবে না !...

(হঠাৎ চীৎকার করে বলে ওঠে) আমি তোমাকে ভালবাসি না,
নীনা, আমি ভালবাসি না।

নীনা : (দরজা খোলার আওয়াজ পায়) শ্‌শ্‌ চুপ। (বিজয়িনীর
মত অত্যন্ত মৃদু সম্মোহনী স্বরে চুপি চুপি বলে) তুমি ভালবাস
নেড, তুমি ভালবাস।

ডারেল : (একগুঁয়ে ত্রস্ততায) না কখনো না।

[পেছনের দরজা দিয়ে মার্সডেন আসে। ধীরে ধীরে
কাঠের পুতুলের মত হাঁটে। তার চালচলন আবিষ্টের
মত। গভীর শোকসন্তপ্ততার পোষাক অত্যন্ত যত্নের
সঙ্গে পরেছে। তার মুখ দুঃখে, শোকে একাকীত্বের
ব্যথায় ফ্যাকাশে, ক্লান্ত আর হতশ্রী হয়ে গেছে।
তার দৃষ্টি দেখলে মনে হয় যে তার মন এখনও যেন
শোকের গভীরতা উপলব্ধি করতে পারছে না, এত
অসাড় হয়ে গেছে—মহাগুরুনিপাতের আকস্মিকতায়।
প্রথমে এসে. ডারেলের উপস্থিতি বুঝতে পারে না।
তার কাঁধ ঝুলে গেছে—সমস্ত শরীরটায কুঁজো ভাব
এসেছে।]

নীনা : (অদ্ভুত সংস্কারে ভয় পেয়ে যায়—ভাবে)—
'কাল রং! এই আনন্দের মধ্যে কাল রং এল! আবার
মৃত্যু! কে মরবে? আমার বাবা......। আমি আর
আমার সুখের মাঝে বারবার বাবা এসে দাঁড়ায়।..

(নিজেকে সংযত করে। ভয় পেয়েছে বলে নিজেকেই বকে যেন।) তুমি শুধু বোকা নও—ভীরু। ওতো চার্লি! চার্লিকে দেখে ভয় পেয়ে যাও কেন? (ভীষণ চটে যায়) বোকা বুড়ো কোথাকার! এ রকম, খবর না দিয়ে হঠাৎ আসার কি মানে?'

মার্সডেন: (দুঃখের হাসি হেসে বলে) কেমন আছ নীনা? কিছু মনে কোরনা—খবর না দিয়েই চলে এসেছি। মায়ের মৃত্যুর পর মনটা এমন করতে লাগল—

(কান্নায় গলা বন্ধ হয়ে, কথা আটকে যায়, চোখ জলে ভরে ওঠে—ব্যথায় মুখটা কুৎসিত মুখোসের মত হয়ে যায়)

নীনা: (তার মন সঙ্গে সঙ্গে সমবেদনায় ভরে যায়। তাড়াতাড়ি উঠে ওর কাছে যায়) মনে করার মত কিছু তুমি কর নি চার্লি। তোমাকে আমরা আশা করছিলাম অনেকক্ষণ ধরে।

(ওর কাছে এসে গভীর সমবেদনায় দু-কাঁধে হাত রাখে। মার্সডেন ওর কাঁধের ওপর কান্নায় ভেঙে পড়ে।)

মার্সডেন: তুমি জান না নীনা—কি সাংঘাতিক, কী সাংঘাতিক।

নীনা: (মাঝের চেয়ারের কাছে ধরে নিয়ে যেতে যেতে সান্ত্বনা দেয়) আমি জানি চার্লি। আমি বুঝি! (বিরক্ত হয়ে ভাবে)—

'ওরে বাবা, আর কি বলব?...ওর মা আমায় দেখতে পারত না। মরে গেছে বলে খুসী হই নি, তবে দুঃখও পাই নি, এটা ঠিক। দেখে করুণা হয়, বেচারা চার্লি, মায়ের আঁচলে বাঁধা থাকল সারাজীবন।'

(ধীরে ধীরে সান্ত্বনা দেয়) বেচারা চার্লি!

মার্সডেনঃ (কথায় ও কণ্ঠস্বরে তার মনে আঘাত লাগে। মাথা তুলে নীনাকে একটু ঠেলে সরিয়ে দেয়। দুঃখ পায়—মন বিদ্রোহ করে—ভাবে।)

'বেচারা চার্লি! ওই ছাড়া আর কথা নেই! ওর কাছে আমার কোন দাম নাই। এক ব্যাটা কুকুর, যার মা মরে গেছে—বেচারা! মা নীনাকে ঘৃণা করত।…না মা কি বলছি। মা বড় ভাল ছিল---কাউকে কখন ঘৃণা করে নি, হ্যাঁ তবে অপছন্দ করত।…

(শান্ত হয়ে বলে)—ঠিক আছি নীনা—এবার মনটা শান্ত হয়েছে। তোমাকে ধন্যবাদ। কিছু মনে কোর না ,কেঁদেকেটে বড় অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি করেছিলাম।

ডারেলঃ (চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ায়—নিশ্চিন্ত হয়ে ভাবে)

'আমার উচিত মার্সডেনকে ধন্যবাদ জানান। ও ঠিক সময়ে এসেছে—নিজেকে এখন আবার স্বাভাবিক মনে হচ্ছে।…'

(মার্সডেনের কাছে এসে হৃদ্যতার সুরে বলে)—কেমন আছ, মার্সডেন?

(পিঠে হাত দিয়ে নিয়ম মত সমবেদনা জানায়)—আমি খবরটা শুনে খুবই দুঃখিত হয়েছি।

মার্সডেনঃ (চমকে উঠে অবাক হয়ে তাকায়)—ডারেল—তুমি! (সঙ্গে সঙ্গে তার মনে শত্রুভাব জেগে ওঠে)—তোমার দুঃখ পাবার মত কোন কিছু ঘটেছে বলে শুনি নি। (নীনা আর ডারেল দুজনেই এ কথায় অবাক হয়ে ওর দিকে তাকায়। অপ্রস্তুত হয়ে তোৎলায়)—মানে বলছিলাম—আমার কথায় কিছু মনে কোর না, আমার মাথার ঠিক নেই। আমি সত্যি দুঃখিত ডারেল।

নীনা : (চিন্তিত)—বস চার্লি। তোমাকে যেন বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

[মাঝের চেয়ারটায় যন্ত্রের মত মার্সডেন বসে পড়ে। নীনা আর ডারেল নিজেদের আসনে ফিরে যায়। নীনা ডারেলের দিকে তাকায় জয়ের আনন্দে মনে মনে বলে]

'নেড, তুমি আমায় ভালবাস!'

ডারেল : (তার দৃষ্টির মানে বোঝে। উদ্ধত মনে ভাবে)—

'আমি তোমায় ভালবাসি না নীনা।...'

মার্সডেন : (সামনের দিকে তাকিয়ে থাকে। মনে সন্দেহ-ব্যাধিগ্রস্ত উত্তেজনায় ভাবে)—

'ডারেল—আর নীনা! নীনা আর ডারেল।...এই ঘরটার মধ্যে বিশ্রী কি যেন একটা ঘটেছে—তার জঘন্য গন্ধ পাচ্ছি। মনে হচ্ছে বুনো, লোমশ, কাঁচা-মাংস-খেকো লাল একটা হাত আমার গলা টিপে ধরে নিশ্বাস বন্ধ করে দিতে চাইছে। মানুষের বাসনাকামনার ভারী উৎকট নোংরা গন্ধ।...বাইরে গ্রীষ্মের প্রথম পদধ্বনি—গাছে গাছে সবুজ কুঁড়ি।...বসন্ত আমার দুঃখনিয়ে বয়ে চলে গিয়েছে, প্রকৃতির শান্তিতে আমার দুঃখ মিশে গেছে। তার নবজন্মের ব্যথা আমার শোককে সান্ত্বনা দিয়েছে।...এই ঘরে অস্বাভাবিক কি যেন ঘটেছে!... প্রেম আর ঘৃণা, কাম আর অধিকার—এই ঘরটা পূর্ণ করে আছে মনে হচ্ছে। তাই আমার ব্যথা সান্ত্বনা পেল না, হিংস্র উদাসীনতা আমার একাকীত্বকে বারবার ব্যঙ্গ করল।...না—আমার জন্যে কোন ভালবাসা কোথাও আর অবশিষ্ট নাই। বুঝেছি...এই ঘরে কাম তেজিয়ান

হয়েছে। কাম, তার বিশ্রী বিকট হাসিতে আমার মনের ভীরু অভিমানী কল্পনাবিলাসকে বিদ্রূপ করেছে।···আমার শুচিতা! শুচিতা? হঁ্যা বল, বাসি দুর্গন্ধময় শুচিতা! হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে জুতোর বোতামের মত ছোট্ট ইতালীয় চোখে, কাম, আমাকে এক ডলারের জন্যে খোঁচা দিচ্ছে! (ভয় পায়)—

আবার এ সব কি চিন্তা। কি হতভাগা বদমায়েস তুমি! তোমার মায়ের মৃত্যুর এখন দু ও সপ্তাহ কাটে নি।··· নীনাকে এখন ঘৃণা করতে ইচ্ছা হচ্ছে। ঘরের মধ্যে ডারেল। ওদের কামনা আমি স্পষ্ট অনুভব করতে পারছি। স্যাম, স্যাম কই? তাকে সব কথা বলতে হবে।···না। ও এত বিশ্বাস করে নীনাকে যে আমাকেই মিথ্যাবাদী মনে করবে।···তবে? নীনাকে শাস্তি দেবার জন্যে উপায় খুঁজে বের করতে হবে।

(দুঃখ পায়)—কি বলছি? আমি শাস্তি দেব নীনাকে? আমার ছোট্ট নীনাকে। আমি তো কেবল ওর সুখ চাই···ডারেলের সঙ্গেই ও সুখী হোক না—ক্ষতি কি? না না সব আমার ঘুলিয়ে যাচ্ছে। আমাকে এখন ভাবনা থামিয়ে কথা বলতে হবে। কি বলব?···নীনা ডারেল? ভুলে যাও। সব কিছু ভুলে যাও, কথা বল।'

—(হঠাৎ কথার তরঙ্গে সবাইকে ভাসিয়ে দেয়।)—জানলে নীনা, মরার তিনদিন আগে মা তোমাকে দেখতে চেয়েছিল। মা বলল—নীনা লীড্‌স এখন কোথায়? গর্ডনকে এখনও বিয়ে করছে না কেন? শেষের দিকে স্মৃতিশক্তি গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল। উনি

কিন্তু গর্ডনকে চিরকালই পছন্দ করতেন। গর্ডন যখন ফুটবল খেলতে যেত তখন ওঁর দেখতে যাওয়া চাই। উনি সর্বদা বলতেন যে গর্ডনের মত সুন্দর আর লালিত্যপূর্ণ দেহ কারু নাই। ভাল দেহ আর সুন্দর স্বাস্থ্য তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। নিজের দেহকেই কি রকম যত্ন করতেন! রোজ হাঁটতে যেতেন। ষাট বছর বয়সেও গ্রীষ্মকাল এলেই প্রতিদিন তাঁকে বাইরে স্নান করতেই হবে—নৌকা করে—বেড়াতেই হবে। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাই উনি কখন অসুস্থ হন নি।...(ডারেলকে শান্তভাবে বলে)—তোমার কথাই ঠিক হল, ডাক্তার ডারেল—ওঁর ক্যান্সারই হয়েছিল। (রেগে যায়)—কিন্তু তুমি যে ডাক্তারের কাছে আমাকে পাঠিয়েছিলে, আর তিনি যাদের কাছে পাঠিয়েছিলেন—সবাই মিলে চেষ্টা করেও ওঁকে সারিয়ে তুলতে পারলাম না। বুনো দেশ থেকে ওঝা নিয়ে এলেও এর থেকে খারাপ হত না। তোমার ডাক্তাররা কি করবে তাই ঠিক করতে পারল না শেষ পর্যন্ত—বুনো ডাক্তাররা অন্ততঃ নেচেগেয়ে ওঁর শেষ মুহূর্তটাকে আনন্দময় করতে পারত! (বিশ্রী হেসে উঁচু গলায় হঠাৎ অপমান করে)—আমার মতে, তোমার ডাক্তাররা হচ্ছে একদল অশিক্ষিত, মিথ্যাবাদী ভণ্ড!

নীনা: (তীক্ষ্ণভাবে)—চার্লি!

মার্সডেন: (আত্মস্থ হয়। নিজের অসংযমে লজ্জিত হয়। ব্যথায় গোঙায়)—কিছু মনে কোর না নীনা। আমার আজকে যেন কি হয়েছে। বারবার আমার মনে হচ্ছে নরকদর্শন করছি। (মনে হল এখুনি কেঁদে ফেলবে, কিন্তু সে ভাব সামলে নিয়ে লাফিয়ে ওঠে। বন্যভাবে বলে)—বুঝেছি—এই ঘরটা! এই ঘরটাকে আমি কিছুতে সহ্য করতে পারছি না। এই ঘরটাতে ভয়ানক বিশ্রী কি যেন আছে!

নীনা : (সান্ত্বনা দেয়)—আমি জানি চার্লি এ ঘরটা বিশ্রী। টাকা পয়সার এত অভাব চলেছে যে এটাকে ভাল করে সাজাতে পারছি না।

মার্সডেন : (লজ্জা পায়)—না না ঘরটার দোষ নাই। আসলে আমি বিশ্রী! স্যাম কোথায় ?

নীনা : (উৎসাহিত)—ওপরে। যাও না চার্লি। তোমাকে দেখলে ওর খুব আনন্দ হবে।

মার্সডেন : (অস্পষ্ট)—সেই ভাল।

[দরজার কাছ পর্যন্ত গিয়ে থামে। দুঃখিত হয়ে বলে]

ওকে ওঁর মায়ের সম্বন্ধে বেশী কথা বলা উচিত হবে না। ওর বাড়ীতে সেবার গিয়ে, ও ওর মাকে যে খুব ভালবাসে একথা কিন্তু আমার মনে হয় নি একবারও।

নীনা : (অস্বস্তি অনুভব করে)—কি জানি বলতে পারি না।

মার্সডেন : ওঁকে দেখে তো খুব একাই মনে হয়েছিল। একদিন বুঝতে পারবে যখন আর তিনি—(ঢোক গেলে)—আচ্ছা দেখি—

[চলে যায়।]

নীনা :—(হঠাৎ দারুণ ভয় পেয়ে ভাবে)—

'ওঁকে আমার মনে পড়ে না।···না না ওঁর কথা ভাবব না। আমায় সুখী হতে হবে। যেমন করে পারি সুখী হতে হবে।'

ডারেল : (অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করে। সাধারণ সংলাপে ফিরে আসতে চায়) মায়ের মৃত্যুতে বেচারা মার্সডেনের মনের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গিয়েছে মনে হচ্ছে। (থামে) আমি স্কুলে থাকতে আমার মা মারা যান, তার আগে অনেকদিন তাঁকে দেখি নি,

কাজেই তাঁর মৃত্যুর কোন ছাপই আমার মনে পড়ে নি। মা মরেছেন বলে মনেই পড়ে না। কিন্তু মার্সডেনের বেলায়—

নীনা : (তার কথা গুলোকে কোনক্রমে সহ্য করে) চার্লির কথা এখন বাদ দাও নেড। চার্লির জন্যে আমি একটুও ভাবতে চাই না। আমি খালি তোমার কথা ভাবব। আমি তোমায় ভালবাসি, তুমি আমায় ভালবাস!

ডারেল : (প্রেমের সম্ভাবনায় চিন্তিত হয়। বিরক্তির স্বরে নীনাকে বকে) ওইখানে তোমার ভুল হচ্ছে নীনা। আমি তোমাকে ভালবাসি না, তুমিও আমাকে ভালবাস না। তোমার মন রোমাঞ্চের গন্ধে ভরপুর হয়ে আছে। তুমি মনে মনে চাইছ বলেই মনে করছ সত্যি বুঝি আমরা দুজন দুজনকে ভালবাসি। (নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হিংসা প্রকাশ করে ফেলে) কিন্তু তা সত্যি নয়। ওটা খালি তোমার অসুস্থ মনের কল্পনা। এমনি কল্পনা তুমি করেছিলে গর্ডন শ'কে নিয়ে।

নীনা : (ভাবে)

'ও গর্ডনকে হিংসা করছে! ......বাঃ কি চমৎকার! ...'

(শান্ত কণ্ঠে উদ্দীপিত স্বরে) আমি গর্ডনকে ভালবাসতাম নেড।

ডারেল : (যেন কথাটা শুনতে পায়নি এমন ভাব করে। চটে যায়) এই রকম রোমাঞ্চকর কল্পনায় বহু জীবন নষ্ট হয়ে গিয়েছে নীনা। বেশীর ভাগ মানসিক অসুখ এই কল্পনাপ্রবণতার ফল। যে কোন অসুখের থেকে এটা অনেক বেশী মারনশীল। বলতে আপত্তি নাই যে, এটা এক রকমের পাগলামি ছাড়া আর কিছু নয়।

(জোর করে উঠে দাঁড়ায়। ঘরে পায়চারি করতে থাকে। মনে অস্বাচ্ছন্দ্য)

'ওর দিকে আর তাকাব না। একটা ছুতো করে চলে যেতে হবে। তারপর...এখানে আর কখন ফিরে আসব না!...

(নীনার দিকে না তাকিয়ে, শান্ত স্বরে ওকে বোঝাতে চেষ্টা করে ।)

দেখ নীনা, এখন তুমি বোকার মত কাজ সুরু করেছ। শুধু বোকার মতই বা বলি কি করে—রীতিমত অন্যায় করছ। তোমার আমার মধ্যে যে চুক্তি হয়েছিল তার সঙ্গে একটা বাড়ী তৈরী করবার চুক্তির কোন তফাৎ নাই। সেখানে প্রেমের কোন কথা ছিল না। বরঞ্চ প্রেম থাকবে না একথাই আমরা বারবার মেনে নিয়েছিলাম এবং কাজও সেইমত হয়েছে। এর মধ্যে প্রেমে পড়বার বা না পড়বার কোন কথাই আসতে পারে না।

[অপেক্ষা করে—পায়চারি করে। নীনা ওকে লক্ষ্য করে। ডারেল ভাবে।]

'যেমন করেই হোক ওকে আবার বাস্তবে ফিরিয়ে দিয়ে যেতে হবে। ...যথেষ্ট অমঙ্গল হয়েছে, এবার এখানকার বাঁধন ভেঙ্গে চলে না গেলে ভবিষ্যতে ভীষণ খারাপ কিছু ঘটে যেতে পারে। ছি ছি সমস্ত ব্যাপারটা আমাদের প্রত্যেকের জীবনকে তালগোল পাকিয়ে দিয়ে গেল!'

নীনা: (সস্নেহে কোমলতায় ভাবে)—

'ও সব দোষ আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিক—আমি মাথা পেতে নেব।'

ডারেল: (ক্ষুব্ধ) আমি স্বীকার করছি যে আমারও যথেষ্ট দোষ আছে। যে পরিমাণ নৈর্ব্যক্তিক হওয়া উচিত ছিল তা আমি হতে পারি নি। তোমার দেহ আমাকে ভয়ঙ্করভাবে আকর্ষণ করেছে। তোমাকে প্রথম দেখার পর থেকেই তোমার দেহটাকে আমি কামনা করেছি, এ কথা আজ আর স্বীকার করতে লজ্জা নাই। তাই সুযোগ যখন এল তখন সে কামনার সিদ্ধিতে আনন্দ পেয়েছি।

নীনা (আগের মতই হেসে ভাবে)—

'বেচারা বড় কষ্ট পাচ্ছে। সব স্বীকার করে ফেলল…,

(লোভ দেখায় বলে) নেড, এখনও তুমি আমাকে কামনা কর ?

ডারেল : (ওর দিকে পেছন করে কর্কশ গলায় বলে) না! ও ঘটনাটা একেবারে শেষ হয়ে গেছে! (নীনার হাসির মধ্যে কামনার ডাক। রেগে ঘুরে দাঁড়ায় মুখোমুখি) শোন, তুমি ছেলে চেয়েছিলে, পেয়েছ। আর কি চাও ?

নীনা : (তাকে সন্তুষ্ট করা সহজ নয়) আমার সন্তান তার বাপকে চায়!

ডারেল : (তার কাছে এগিয়ে এসে মরিয়া হয়ে বলে) তুমি কি পাগল হয়েছ। স্যামের কথা ভুলে যাচ্ছ কেন ? কথাটা বোকার মত শোনালেও বলব যে আমার মন কিছুতেই এই অপরাধ-বোধটাকে কাটাতে পারছে না। এখন ক্রমে আমার মনে হচ্ছে যার উপকার হবে বলে নিজেদের প্রবঞ্চনা করেছি, নিজেদের কামকে উপকারীর শঠতার মধ্যে ঢেকেছি, তারই হয়তো সব থেকে বেশী অপকার আমরা করতে চলেছি।

নীনা : তুমি আমাকেও সাহায্য করতে এসেছিলে নেড।

ডারেল : (দ্বিধাভরে) হ্যাঁ—তা বলতে পারে। তোমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছি কিন্তু তাই বলে চিরকাল এরকম ভাবে চলতে পারে না। একদিন ছেদ টানতেই হবে!

নীনা : (সন্তুষ্ট হয় না) কেন ?…এখন খালি তোমার ভালবাসা আমার জীবনকে সুখী করতে পারে। নেড, স্যাম আমার সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ করতে চায়। তুমি আমায় বিয়ে কর, আমরা চিরকাল দুজনে দুজনেকে ভালবাসব।

ডারেল : (সন্দেহাকুল চিন্তা)—

'সাবধান! ওই শোন!...আসল কথা বেরিয়েছে! আমার ওপর কর্তৃত্ব করতে চায়।...আমার ভবিষ্যতকে শেষ করতে চায়।...'

(রেগে বলে)—বিয়ে করব? আমাকে বোকা পেলে নাকি? ওসব চিন্তা ছাড়। যাই ঘটুক—আমি কখন কাউকে বিয়ে করব না। (নীনাকে একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে অনুনয় করে বলে)—কি বোকার মত চিন্তা করছ বল দেখি। প্রথম কথা আমরা কেউ কারু উপযুক্ত নই। তারপর তোমার চরিত্রকে আমি একটুও শ্রদ্ধা করি না। তোমাকে পছন্দ করি না, কারণ তোমার অতীত—আমি বড় বেশী জানি। (অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বলে—তারপর স্যামের কি হবে? তুমি না হয় ওর মা তোমাকে যা বলেছিল, সে সব উপেক্ষা করে ওর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ করলে—তারপর? তুমি স্বেচ্ছায় স্যামকে পাগলাগারদের পথে ঠেলে দেবে? এই কাজে তুমি ভাবছ আমি তোমায় সাহায্য করব? আমাকে তুমি কি মনে কর?

নীনা (কান ছাড়ে না)—তুমি আমার প্রেমিক। এইটাই সত্য—আর কোন কিছুর মানে নাই। হ্যাঁ, স্যামের মায়ের কথা মনে আছে। তিনি আমায় সুখী হতে বলেছিলেন। এবার আমি সুখী হতে চলেছি। এতদিন জোর করে ধরতে শিখি নি বলে জীবনের অনেক কিছু হারিয়েছি, সবাইকে ব্যথা দিয়েছি। এখন বুঝেছি যে কেউ কাউকে সাহায্য করতে পারে না—প্রত্যেকটা লোক আলাদা। তাদের নিজের জীবন-চক্রের মধ্যে বাঁধা। তাহলে আমি কেন অন্যের কথা ভেবে দুঃখ পাই। (ভদ্র নম্রভাবে আদর করে বলে) এখন থেকে তাই আমি খালি নিজের সুখের কথা ভাবছি। আমার সুখ হচ্ছে তুমি, আর আমাদের সন্তান! একজনের জীবনধারণের পক্ষে এই সুখই যথেষ্ট, কিগো—তাই না?

[হাত বাড়িয়ে ডারেলের হাত ধরে। নিস্তব্ধতা।
অন্য হাতে ওকে টেনে এনে মুখোমুখি দাঁড় করায়।]

ডারেল : (মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে ভাবে)—
'ওর চোখে যেন আমার আনন্দের প্রতিফলন দেখছি।
ওর নরম দেহ কি অপূর্ব আবেশে মনকে ভরিয়ে দেয়।...
সেই দুপুরগুলো! কি আনন্দ পেয়েছিলাম!'

(অদ্ভুত মুগ্ধ স্বর তার গলা থেকে বের হয়। মনে হয় তার ইচ্ছার থেকে জোরাল কোন শক্তি কথা বলছে)—হ্যাঁ নীনা।

নীনা : (দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ)—শোন স্যামকে আমার জীবনের অনেকখানি দিয়েছি। কিন্তু তা সত্ত্বেও ওকে একটুও সুখী করতে পারিনি। কাজেই একসঙ্গে থেকে লাভ কি? আমরা আন্দাজ করছি যে ছেলে হলে ওর খুব উপকার হবে—কিন্তু তা-ই বা বলি কি করে? সবই তো অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়া। আমাদের তিনজনার জীবন খুঁজলে আজ খালি একটা সত্যই পাবে—আমরা দুজন দুজনকে ভালবাসি।

ডারেল—(আগের মতই মন্ত্রমুগ্ধ)—ঠিক বলেছ।

[পেছনের ঘর থেকে এভান্সের আসার আওয়াজ হয়।
ওদের হাতধরা দেখে এভান্সের সন্দেহ হয় না।]

এভান্স : (খুশাতে আত্মবিশ্বাসের ভাবটা জোর করে আনে)—তারপর ডাক্তার, তোমার রুগী কেমন? আমার তো দেখে মনে হচ্ছে ভালই আছে। ঠিক বলি নি? নীনা অবশ্য তা স্বীকার করতে চায় না।

ডারেল : (এভান্সের গলা শুনেই হাত টেনে নিয়েছে—যেন গরম কয়লার ওপর থেকে হাত সরিয়ে নিল। এভান্সের চোখ এড়িয়ে অত্যন্ত আত্মসচেতনভাবে, থেমে থেমে বলে)—হ্যাঁ, এখন অনেক ভাল আছে।

এভান্স: (নীনার পিঠে থাপ্পর মারে—নীনা সঙ্কুচিত হয়) বাঃ খুব ভাল! (এক মুহূর্তে এভান্সের আত্মবিশ্বাস উড়ে যায়। দুঃখ পায়। ভাবে)—

'আমি ওকে ছুঁলেও ও কেমন কুঁচকে যায়!...'

নীনা—আমি দেখি রান্না কতদূর এগোল। তুমি খেয়ে যাবে তো নেড?

ডারেল: (নিজের সঙ্গে লড়াই করে)—না। আমার তো মনে হয় আমার পক্ষে—(মরিয়া হয়ে ভাবে)—

'চলে যাওয়া উচিত! যেতে পারছি না!...চলেই যাই।'

এভান্স—আরে বাবা, থেকেই যাও না।

নীনা: (ভাবে)—'ওর থাকা দরকার। খাবার পর স্যামকে বিয়ে ভাঙ্গার কথা বলতে হবে!...'

(নিশ্চিন্তে বলে) ও থাকবে। তারপর খাওয়া দাওয়া হয়ে গেলে তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে স্যাম। তাই না নেড?

[ডারেল উত্তর দেয় না। নীনা রান্নাঘরের দিকে চলে যায়।]

এভান্স: (গল্প করার চেষ্টা করে)—বেচারা চার্লির অবস্থা দেখলে দুঃখ হয়। আমি ওকে জোর করে শুইয়ে দিয়েছি। ওর বিশ্রাম দরকার। (ডারেলকে সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করে)—নীনা বলে গেল আমার সঙ্গে তোমার অনেক কথা আছে—ব্যাপার কি নেড? কথাটা খুব গোপনীয় নাকি?

ডারেল: (অত্যন্ত দুঃখে বিকট হাসি হাসতে ইচ্ছা করে তার। সে ভাবটাকে সংযত করে)—গোপনীয়? নিশ্চয়ই গোপনীয়—সে বিষয়ে সন্দেহ আছে?

'এটা অত্যন্ত বীভৎস পরিস্থিতি। স্যাম ভাবছে আমার মত লোক হয় না পৃথিবীতে—আর আমি ওরই ঘরে সিঁদ কাটছি। বেচারার কর্মফল এবার পূর্ণ হবে। ওর জন্ম থেকেই অভিশাপ সুরু হয়েছে। আর সব জেনেশুনে আমি —ওর ডাক্তার, ওর বন্ধু—ওকে বাঁচাবার কোন চেষ্টা না করে, ওকে মৃত্যুর পথেই ঠেলে দিচ্ছি।...এর পর নিজেকে ক্ষমা করব কি করে? ভুলে যাব কি করে এই ভয়ানক অপরাধ?...এই একটা ঘটনাই আমার মনটাকে সম্পূর্ণ ভেঙে দেবে—আমার সমস্ত ভবিষ্যত জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা নির্মূল করে দেবে।...সময় থাকতে এ সব বন্ধ করতে হবে!...নীনা বলে গেল খাবার পর কথা হবে। তার মনে হচ্ছে স্যামকে সব বলতে হবে, এই ভয়ঙ্কর বিশ্বাসঘাতকতার কাহিনী। শুনে ও মরে যাবে, তখন নীনা আমাকে বিয়ে করবে। (ক্রমে রেগে যায়) কখন না! ভগবানের নামে শপথ করছি ওকে আমি কখন বিয়ে করব না! কি রমক হাসতে হাসতে নিজের ইচ্ছামত জায়গায় আমাকে এনে ফেলেছে! ওর দেহটাকে ফাঁদ করেছিল আর আমিও বোকার মত সেই ফাঁদে পড়েছি। ফাঁদে ফেলার পর চোখে চোখে তাকায়, আমার হাতে ওর হাতের নগ্নতা লাগে, কি রকম সম্মোহিত হয়ে যাই—নিজের ইচ্ছা বশীভূত হয়ে যায়। বলে আমায় ভালবাসে! মিথ্যাবাদী! ...এখনও গর্ডনের প্রেমে ডুবে আছে!...এখন স্যামের সঙ্গে যেমন করে, বিয়ে হলেই আমার সঙ্গেও তেমনি নির্দয় ব্যবহার সুরু করবে। (ভীষণ চটে যায়) আমি কখনও আমাকে ওই রকম বোকা বানাবার সুযোগ ওকে দেব না। দরকার

হলে আমি দেশ ছেড়ে চলে যাব। পড়াশোনা করব। কাজের মধ্যে ওকে ভুলে যাব। জাহাজ না ছাড়া পর্যন্ত এমন জায়গায় লুকিয়ে থাকতে হবে যাতে ও আর আমাকে খুঁজে না পায়। (মনের মধ্যে এবার স্ফূর্তি অনুভব করে) যাই— চলে যাই। না। যাবার আগে স্যামের হাতে একটা অস্ত্র দিয়ে যেতে হবে। কি বলি? বাঃ মনে পড়েছে নীনার ছেলে হবার কথা বলি। বা তাহলেই চমৎকার হবে। যখন জানবে আমি স্যামকে সব কথা বলে দিয়েছি নীনা তখন আর কিছু করতে পারবে না। তখন স্যামের কাছ ছাড়া নীনা যাবে কোথায়? বেচারা নীনা—কিন্তু কি করব? আমার আর কোন উপায় নাই। আমি জানি ও আমাকে ভালবাসে।·· একদিন তাও ভুলে যাবে। ওর সন্তান ওকে আনন্দ দেবে, সুখী করবে—স্যামকে সুখী করবে। '

(হঠাৎ স্যামের কাছে গিয়ে চুপি চুপি বলে —শোন স্যাম, খাবার সময় পর্যন্ত আমার থাকা চলবে না। কিছুদিনের মধ্যেই ইউরোপ যাচ্ছি, বাক্সেই বুঝতে পারছ—এক লক্ষ কাজ আমার জন্যে অপেক্ষা করে আছে। সব কিছু সারতে হবে। থাকতে পারলাম না বলে কিছু মনে কোর না।

এভান্স° (আশ্চর্য হয়ে যায়)—তুমি ইউরোপ যাচ্ছ?

ডারেল খুব তাড়াতাড়ি বলে,—হাঁ। বছর খানেকের জন্যে পড়াতে যাচ্ছি। এখনও কাউকে খবর দেই নি। ধীরে ধীরে জানাব। তাই তোমাদের কাছে বিদায় নিতেই এসেছি—তোমাদের সঙ্গে হয়তো আর দেখা হবার সুযোগ হবে না, কারণ আমি প্রায়ই সহরের বাইরে থাকব। (খুসীর প্রাচুর্যে বলে)—এইবার গোপনীয়

খবরটা বলা যাক। স্যাম, আমি জানি খবরটা শুনে তুমি অত্যন্ত খুসী হবে। আমার থেকে বেশী কে জানে যে তুমি কি ভীষণ আশা নিয়ে এই খবরটা শোনার জন্যে প্রতীক্ষা করছ। নীনা অবশ্য এ কথা তোমাকে বলে দেবার জন্যে আমার ওপর দারুণ চটে যাবে। ওর ইচ্ছা ছিল যে ওর সুবিধামত সময়ে কথাটা বলে তোমায় একেবারে অবাক করে দেবে। কিন্তু—(আরো খুসী)—আমি অত্যন্ত স্বার্থপর লোক, তাই ভাবলাম যাবার আগে তুমি আনন্দ পেয়েছ নিজের চোখে দেখে যাই।

এভান্স : (তার আশার সফলতা হয়েছে একথা ভাবতেও কেন ভয় পায়)—কি—কি হয়েছে নেড ?

ডারেল—(মহানন্দে পিঠ থাবড়ায়। তার আনন্দের অভিনয়ে আতিশয্য)—গোপন কথাটা কি জান ? তুমি বাবা হতে চলেছ হে হাঁদারাম—বাবা হতে চলেছ। (গভীর তৃপ্তির হাসিতে এভান্সের মুখ পূর্ণ)— এবার আমি দৌড় মারি, আবার বছর খানেক পরে দেখা হবে। নীনাকে বিদায় জানান হয়ে গেছে—এখন তোমার হুকুম পেলেই বিদায় হই। (স্যাম তার হাতটা জড়িয়ে ধরে)—ঠেসে কাজে লেগে যাও—আশা ছেড় না। আমি জানি তোমার মধ্যে জিনিষ আছে—সুযোগ পেলেই তুমি তা ব্যবহার করতে পারবে। এক বছর পরে যখন আসব তখন দেখতে চাই স্যাম, তুমি সাফল্যের মধ্যে বাস করছ। নীনাকে বোলো যে আমি মনেপ্রাণে কামনা করি যে তোমাদের সন্তান তোমাদের দুজনের জীবনকেই আনন্দে ভরিয়ে তুলবে। বলতে ভুলোনা কিন্তু—

—স্যাম ! (দরজার দিকে যেতে যেতে ভাবে)

'এই বেশ হল !···সম্মান রক্ষাও হল···আমিও মুক্তি পেলাম।'

চলে যায়। বাইরে দরজা খোলা ও বন্ধ হবার আওয়াজ আসে। একটু পরেই মোটর চলার আওয়াজ হয়—ক্রমে সে আওয়াজ দূরে চলে গিয়ে মিলিয়ে যায়। স্যাম নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।)

এভান্স : (তার মুখেচোখে অপার আনন্দ) নেড, তোমাকে কি বলে ধন্যবাদ দেব জানি না। আমার ভাষা হারিয়ে গেছে। (ভাবনা আসে যোগসূত্রহীন)—

'তাহলে এতদিন কেন নিজের ওপর বিশ্বাস হারিয়েছিলাম। এবার নীনা নিশ্চয় আমায় ভালবাসবে! ···ও আমাকে চিরকালই ভালবেসেছে, আমি বুঝতে পারি নি—বোকার মত নিজেকে অকেজো ভেবেছি।······(হঠাৎ হাঁটু গেড়ে বসে প্রার্থনার ভঙ্গীতে বলে) হে ভগবান, তোমায় ধন্যবাদ, ধন্যবাদ!'

(নীনা রান্নাঘর থেকে এসে—এভান্সকে ওই অবস্থায় দেখে অবাক হয়ে যায়। নীনাকে দেখে এক লাফে এভান্স ওকে জড়িয়ে ধরে গভীর প্রেমে চুম্বন করে।)

ও নীনা আমি তোমায় ভালবাসি! এখন আমি বুঝেছি তুমিও আমাকে ভালবাস! আমি জীবনে আর কখন কোন কিছুকে ভয় করব না।

নীনা : (ভীষণ ভয়ে হতবুদ্ধি হয়ে যায়—ওকে ঠেলে সরিয়ে দেবার সামান্য চেষ্টা করে। ভাবে)—

'তবে কি ও পাগল হয়ে গেল?'

(দুর্বল কণ্ঠে বলে) স্যাম, তোমার কি হয়েছে?

এভান্স : (কোমল স্বরে) নেড আমাকে গোপন কথাটা বলেছে। আমি শুনে যে কি খুসী হয়েছি কি বলব!

নীনা ঃ (বাধ-বাধ ভাবে বলে) নেড তোমায় কি বলেছে স্যাম ?

এভান্স ঃ (গভীর স্নেহে) নেড বলে গেল যে, আমাদের সন্তান আসছে। তুমি ওর ওপর রাগ কোরনা নীনা। শুনে আমার মনটা আনন্দে এত ভরে উঠল যে কি বলব। সত্যি এমন খবরটা তুমি আমার কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছিলে কেন ? তুমি তো জান, এ খবরে আমার মনে কি রকম আনন্দ হবে।

নীনা ঃ ও বলে গেছে যে আমরা··· । তোমায়···তুমি বাপ ? (ওর কাছ থেকে রুক্ষভাবে সরে আসে) নেড কোথায় ? কোথায় গেল নেড ?

এভান্স ঃ ও তো কিছুক্ষণ হল চলে গেছে।

নীনা ঃ (বুঝতে চায় না) চলে গেছে ? কোথায় গেছে ? ডেকে পাঠাও। খাবার তৈরী।

এভান্স ঃ অসম্ভব। ও অনেকক্ষণ চলে গেছে। থাকতে পারল না বলে দুঃখ করছিল—তা কি করবে, বিদেশ যাবার আগে বহু কাজ ওকে শেষ করে যেতে হবে।

নীনা ঃ বিদেশে যাবে ?

এভান্স ঃ হ্যাঁ। তোমাকে বলে নি ? ও পড়তেই ইউরোপ যাচ্ছে এক বছরের জন্যে।

নীনা ঃ এক বছরের জন্যে যাচ্ছে। (প্রচণ্ড ব্যস্ততায়) ওর সঙ্গে আমার এখনো যে অনেক কথা বাকী। ওকে টেলিফোন করি। না, ওর সঙ্গে দেখা হওয়া দরকার—আমি চলি। দরজার দিকে যায়। (দুঃখ পায়, ভাবে)—

'যাও। যাও। ছুটে যাও।···ধরে নিয়ে এস। তোমার প্রেমিককে খুঁজে আন।

এভান্স : তুমি শুধু শুধু কষ্ট করবে নীনা। নেড স্পষ্ট বলে গেছে তাকে খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে। ও এখন নানা বন্ধুবান্ধবের বাড়ীতে বাড়ীতে ঘুরবে। সহরের বাইরেই থাকবে সারাক্ষণ। তবে তোমার দরকার যদি খুব জরুরী হয়, তাহলে আমি দেখি তাকে খুঁজে বের করে এখানে নিয়ে আসতে পারি কি না ?

নীনা : (তার মন দোদুল্যমান, বাধা দেয়) না থাক। (ভবিতব্যের কাছে হেরে দুঃখের হাসি হাসে। সেটা মুছে ফেলে বলে) না না দরকারী কিছু না। তেমন কিছু দরকারী না। দরকারী বলে কোন জিনিষ আছে নাকি এ জগতে। (আবার হাসি চাপতে গিয়ে অজ্ঞান হবার মত হয়। দুর্বলভাবে বলে।) স্যাম। আমায় ধর—

এভান্স : (এক দৌড়ে এসে ধরে তারপর সোফায় বসিয়ে দেয়) আমার মনে হচ্ছে শুয়ে বিশ্রাম নিলে আর একটু ভাল লাগত। (নীনা বসে থাকে। দৃষ্টি সামনে নিবদ্ধ। স্যাম তার হাত ঘষে দেয়।) বেচারা মেয়েটা। (স্যাম ভাবে)

'সন্তানসম্ভবা হয়েছে বলেই এই রকম দুর্বলতা '

নীনা : (গভীর ক্ষোভে ভাবে)

'নেড আমাকে ভালবাসে না। বাসলে এমন করে চলে যেতে পারত না। এখন ও চলে গেছে চিরকালের জন্যে। ঠিক গর্ডনের মত। ...না না গর্ডনের মত নয়। একটা চোরের মত,কাপুরুষের মত, মিথ্যা কথা বলে পালিয়ে গেছে। ওকে আমাকে ঘৃণা করতে হবে—মা ভগবতী ওকে ঘৃণা করার জোর দাও।...ও অনেকদিন আগেই স্থির করেছিল ও পালাবে, আজও যখন আমায় ভালবাসে বলেছে তখনও মনে মনে জানে যে ও থাকবে না। (ব্যথা পায়) এ আমি সহ্য করব না। ও ভাবছে স্যামের ঘাড়ে আমাকে

চাপিয়ে দিয়ে ও দিব্যি আনন্দে থাকবে। ওর সন্তান···
আমাদের ভালবাসার সন্তান, তার নিজের বাপকে বাবা
বলতে পারবে না এ আমি সহ্য করব না। আমি স্যামকে
সব বলে দেব। বলে দেব ও মিথ্যা কথা বলেছে। এমন
কথা বলব, স্যাম ওকে ঘৃণা করবে। এমন কথা বলব,-
স্যাম ওকে খুন করবে। বলব, ওকে খুন করলে তবেই
আমি স্যামকে ভালবাসব !···

(হঠাৎ এভান্সের দিকে তাকিয়ে বলে) ও তোমাকে মিথ্যা কথা বলেছে !

এভান্স : (তার হাত ছেড়ে দেয়—দারুণ ভয়ে জিজ্ঞাসা করে) তুমি বলছ, নেড তোমার বিষয়ে ঠিক কথা—?

নীনা : (একইভাবে বলে) নেড তোমায় মিথ্যা কথা বলেছে।

এভান্স : (অত্যন্ত ভীত) তার মানে তুমি অন্তঃসত্বা নও ?

নীনা : (আরও বন্যভাবে) একশবার আমি সন্তানসম্ভবা। ওটা থেকে কেউ আমাকে আটকাতে পারবে না আর। কিন্তু তুমি—তুমি—মানে—তুমি (প্রচণ্ড দুঃখ ভাবে)

'আমি ও কথাটা ওকে কি করে বলব ? নেড থাকলে
বলতাম। একা পারছি না বলতে।···ইস ভয়ে ওর মুখ
কি রকম হয়ে গেছে। বেচারা স্যামি—আমার ছোট্ট
বাচ্চা। ছোট্ট বাচ্চা।'

(স্যামের মাথাটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলে)—
তুমি কেন এখনি জেনে ফেল্লে স্যাম। তুমি এখন কেন জানলে।

এভান্স : (মনের ভয় কেটে যাওয়া মাত্র আত্মবিশ্বাস ফিরে আসে)—জেনেছি তাতে দোষ কি হয়েছে নীনা। আমি ওই খবরটা শুনে খুসী হই তা কি তুমি চাও না ?

নীনা ঃ হ্যাঁ হ্যাঁ—চাই স্যামি—চাই। (অদ্ভুত ভাবনা মনে)—
'মায়েদের কাজ ছোট্ট ছেলেদের জন্ম দেওয়া। ছোট্ট ছেলেদের খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে পাগল করে মেরে ফেলে দেওয়া মায়ের কাজ নয়।···ছোট্ট ছেলে। ছোট্ট বাচ্চা।···

এভান্স ঃ (ভাবে)—
'নীনা তো আগে কখনও আমায় স্যামি বলে ডাকত না। কে যেন ডাকত স্যামি বলে ? ও হ্যাঁ—মা ডাকে।···'

(গভীর স্নেহে ছেলেমানুষের মত বলে) এখন থেকে আমি কথা দিচ্ছি নীনা তোমাকে সুখী করব। নেডের কথা শুনতে শুনতে আমার যেন কি একটা হল তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারব না। কিন্তু মনে হল আমার ভেতরে যেন সাংঘাতিক ক্ষমতা ফেটে বাইরে আসতে চাইছে। না এটা দম্ভের কথা না, বাজে বড়াই করাও না—তুমি দেখো এবার আমি দারুণ কাজ করব আমি। আমার শরীরের মধ্যে কি একটা হচ্ছে বুঝতে পারছি। বুঝতে পারছি যে আমি অনেক কাজ করতে পারি। (কোমল ভাবে) আমাদের ছেলে হবে এই খবরেই এমন হয়েছে তাও বুঝতে পারছি। জান নীনা, আমি জানতাম যে আমাদের ছেলে না জন্মালে তুমি কখন আমাকে সত্যিকারের ভালবাসতে পারবে না। সেই জন্যে তো হাঁটু পেতে বসে ভগবানকে ধন্যবাদ দিচ্ছিলাম—উনি আমাদের সন্তান দিয়েছেন।

নীনা ঃ (কেঁপে ওঠে) স্যামি, স্যামি আমার ছোট্ট বাচ্চা।

এভান্স ঃ নেড বলে গেল, এক বছর পর ও যখন ফিরে আসবে তখন যেন এসে দেখে যে, ছেলেকে পেয়ে আমরা দুজনাই সুখী হয়েছি। এই কথাটা তোমাকে বলে গেছে বিশেষ করে। নীনা, এবার তুমি সুখী হবে। আমরা দুজনে সুখী হব নীনা।

নীনা ঃ (তার শক্তি নিঃশেষিত—মন হার মেনেছে) আমি তোমায় সুখী করতে চেষ্টা করব স্যামি।

[স্যাম নীনাকে চুমু খায়। তারপর তার মাথাটা নীনার বুকে গুঁজে রাখে। নীনা তার মাথার ওপর দিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। মনে হয় নীনা যেন হঠাৎ বুড়ো হয়ে গেছে। ভাবতে সুরু করে—তার মনের গভীর থেকে যেন চিন্তাটা উঠে আসে। সমুদ্রমন্থনের শেষে হলাহল যেন অমৃতের সঙ্গে মিশে গেছে। আকণ্ঠ তাই পান করে নীনা ভাবে।]

'না। আমার মধ্যে যে সন্তান তা নেডের নয়। স্যামেরও নয়। আমার। খালি আমার।···ওই আবার তার প্রাণশক্তি বুঝতে পারছি।···আমার জীবনে আমার সন্তানের জীবন, আমার সন্তানের মধ্যে আমার জীবন। আমার সন্তান আমার প্রাণ··আমার সর্বস্ব।···জোয়ারের স্বপ্নে নিঃশ্বাস নিচ্ছি...আমার স্বপ্ন ওই জোয়ারের মধ্যে মিশে যাচ্ছে। ভগবান নয়, ভগবতী সব জীব সৃষ্টি করেছেন—তিনি মা। (হঠাৎ গভীর ব্যথায়) শুধু সেই দুপুরগুলো মনে পড়ছে প্রেমপূর্ণ দুপুরের স্মৃতি সারাজীবন মনে থাকবে। মনে থাকবে, প্রিয়তম, তুমি নাই। হারিয়ে গেছে; আমাকে ছেড়ে চলে গেছ চিরকালের জন্যে।···

॥ পঞ্চম অঙ্ক শেষ ॥

।। দ্বিতীয় ভাগ ।।

॥ ষষ্ঠ অঙ্ক ॥

এক বছরের ওপর কেটে গিয়েছে। আবার এক গ্রীষ্মসন্ধ্যায় নাটক সুরু হল। গত দৃশ্যের ঘরটাকে এখন আর চেনা যায় না। সমস্ত ঘরটার মধ্যে অপরূপ সৌন্দর্য এসেছে। গার্হস্থ্য আরামের সৌরভ স্পষ্ট বোঝা যায়। অবস্থাপন্নতার গর্বে সমস্ত সাজসজ্জা, আসবাবপত্র চিহ্নিত। গত দৃশ্যে ঘর, ঘরের অধিবাসী আর আসবাবের মধ্যেকার প্রচণ্ড পার্থক্য এ দৃশ্যে একেবারে লুপ্ত।

সন্ধ্যা আটটা। খাওয়া দাওয়া সবে শেষ হয়েছে। এভান্স বাঁদিকের টেবিলের কাছে বসে খবরের কাগজের শিরোনামাগুলোতে চোখ বোলাচ্ছে। কখন দু'একটা প্রবন্ধ পড়ছে। নীনা মাঝের চেয়ারটাতে বসে ছোট্ট একটা জামা বুনছে। মার্সডেন চোখের সামনে একটা বই ধরে পড়বার ভাণ করছে—কিন্তু আসলে নীনা ও এভান্সকে লক্ষ্য করছে।

এভান্স খুবই লক্ষণীয়ভাবে বদলে গেছে। তার মুখে চোখে স্বাস্থ্য আর আত্মবিশ্বাসের দৃঢ়তা, অনেক মোটা হয়েছে আগের থেকে। গত দৃশ্যের হতাশার কোন চিহ্নই তার মুখে আর নেই। উপরন্তু নিজের কর্মক্ষমতায় দৃঢ় বিশ্বাস তার চরিত্রে এমন স্থৈর্য এনেছে যে, চেহারাতেও তার প্রতিফলন বোঝা যায়। সে যে তার জীবনকে শক্ত ভিত্তির ওপর নিজের চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে এটা খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তার চালচলনে, আচারে ব্যবহারে। এভান্স কাজের

জগতে নিজের আসন খুঁজে পেয়ে অচঞ্চলভাবে চরম লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে।

নীনাও অনেক বদলেছে। এখন তাকে একটু বয়স্ক দেখায়—বিগত দিনের দুঃখকষ্ট তার রেখাঙ্কিত মুখে ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু তার মুখে এখন আর দুঃখ নেই বরঞ্চ অলস শান্তি আর পরিতৃপ্তির ভাবই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

মার্সডেনের বয়স অনেক বেড়ে গেছে। তার চুল পেকেছে, মুখে ব্যথার গভীর ছাপ। কিন্তু মনে হয় ব্যথাপ্রকাশে তার মন অসন্তুষ্ট হয়েছে। যথারীতি তার ত্রুটিহীন পোষাক কাল রং-এর টুইড কাপড়ের।

নীনা: (ভাবছে) 'খোকার ঘরের জানলা বন্ধ করে এলাম না—ঝোড়ো বাতাস ঢুকছে কিনা কে জানে…না। মনে হয় ঠিকই আছে। আমার ছোট্ট গর্ডন পরিষ্কার বাতাস পেলে ভালই থাকবে।…ওকে দেখলেই গর্ডনের কথা মনে পড়ে—ওর চোখে যেন তারই ছায়া।…না। আবার আমি কল্পনা করছি।…এটা নেডের কথা। নেড একটা চিঠি পর্যন্ত লেখেনি—ভালই করেছে…ওর জন্যে কি কষ্টই না ভোগ করছি…কিন্তু ওর সব দোষ আজ আমি ক্ষমা করতে পারি। আমি যা চেয়েছিলাম তাই ও দিয়েছে। খোকা কিন্তু একটুও ওর মত দেখতে হয়নি। সবাই বলে স্যামের মত দেখতে হয়েছে। কি অদ্ভুত।…কিন্তু স্যাম বাপ হিসেবে একেবারে অপূর্ব একথা স্বীকার করতে হবে। এক বছরে কি রকম নতুন মানুষ হয়ে গেল। অবশ্য আমিও সাহায্য করেছি। কিন্তু এখন আমি ওকে সত্যি সত্যি শ্রদ্ধা করি। এখন আমাকে না জিজ্ঞাসা করে ও কিছু করে না…ওর মাকে

চিঠি লিখেছি যে স্যামকে আমি সুখী করেছি। একথা লিখতে আমার খুব গর্ব হচ্ছিল।…কি ভাবে যে জীবনস্রোত বয়ে চলে কেউ বলতে পারে না। কত অদ্ভুত, কত অসম্ভব ঘটনা চলার পথকে বদলে দিয়ে যায়, দেখি আর ভাবি—এইতো ভাল হয়ে—সবারই মঙ্গল হয়েছে আর কি চাই। নিজেকেও আর ভয়নাক খারাপ মেয়ে মনে হয় না। সত্যি কথা বলতে কি জীবনটাকে ভালই লাগছে……'

মার্সডেন : (ভাবছে) 'এক বছরে সব কিছু কি রকম বদলে গেছে। গত বছর মনে পড়ে—এ ঘরের আবহাওয়ায় বিষ ছিল।—ডারেল, নিশ্চয় নীনার প্রেমিক।…আমার মনটা সেদিন বড় খারাপ ছিল, তা না হলে…ডারেল তাহলে পালিয়ে গেল কেন? নীনা যদি সত্যি ডারেলকে ভালবাসত তাহলে স্যামের সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ করলেই তো সব গণ্ডগোল চুকে যেত।…তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে নীনা ডারেলকে ভালবাসত না।…বুঝেছি, স্যামের সন্তানকে পেটে নিয়ে, ডারেলের সঙ্গে প্রেম করা নিশ্চয় নীনার কাছে বিশ্বাসঘাতকতা মনে হয়েছিল। তাই ডারেলকে তাড়িয়ে দিয়েছে। (পরম নিশ্চিন্ততায়) হ্যাঁ, এবার ঘটনাগুলো বেশ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। (ঘৃণা আর দয়া একসঙ্গে মনে আসে)—ডারেল বেচারাকে মিউনিক সহরে দেখে দয়াই হচ্ছিল। ওর ভালমন্দতে আমার কোনদিনই কিছু যায় আসে না। তবু যে রকম উচ্ছৃঙ্খলভাবে ও জীবন কাটাচ্ছিল, তাতে ওর মন অত্যন্ত চরম অবস্থায় এসেছে বুঝতে পারলাম।…(গভীর দুঃখে ভাবে) আমার পালিয়ে যাবার চেষ্টাও প্রায় ডারেলের মত সফল হয়েছিল বলতে পারি।…

কি বোকা আমরা। ছুজনাই ভেবেছিলাম যে পুরোণ দিনের স্মৃতিকে বুঝি দৌড়ে পেছনে ফেলা যায়।…সমস্ত ইউরোপে ছুটে বেড়িয়েও মাকে ভুলতে পারিনি। যেখানে গেছি সেখানেই ভূতের মত মায়ের কথা সর্বদা মনে হয়েছে। …(নিজের ওপরই বিরক্ত হয়) এক বছরের মধ্যে এক লাইনও লিখিনি। এবার আবার কাজকর্ম সুরু করতে হয়। কাল রাত্রে একটা গল্পের ছক মাথায় এসেছিল। নাঃ মনে হচ্ছে মনটা আবার স্বাভাবিক হচ্ছে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তিনি ক্রমে আমায় সব তুঃখ ভুলিয়ে দিচ্ছেন।… (সঙ্গে সঙ্গে অনুতপ্ত) না মা, তোমাকে আমি ভুলে যেতে চাই না, তোমাকে মনে রাখবার ব্যথাটা ভুলতে চাই শুধু।'……

এভান্স : (কাগজের পাতা উল্টে বলে)—জানলে নীনা, আমার মনে হচ্ছে এদেশে শিগ্‌গির একটা টাকাপয়সার জোয়ার আসবে। দেশের আর্থিক অবস্থা ভালর দিকে যাচ্ছে বলেই এই জোয়ার হবে বুঝতেই পারছ। আমার মনে হচ্ছে এ রকম কাণ্ড আমাদের দেশে এই প্রথম হবে।

নীনা : (অত্যন্ত গম্ভীর) তোমার তাই মনে হচ্ছে স্যামি ?

এভান্স : (জোরের সঙ্গে) নিশ্চয়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

নীনা : (মাতৃগর্বের আনন্দে ভাবে)

'সত্যি আমার স্যাম যে এত ভাল ব্যবসায়ী হয়ে উঠবে এ আমি কখনও বিশ্বাস করিনি।…নিজের দাম যে কত বেশী তাও ও প্রমাণ করেছে। এইতো সেদিন মস্ত একটা মাইনে বৃদ্ধি চাইল—ওরা সঙ্গে সঙ্গে কোন কথা না বলে তা দিয়ে

দিয়েছে। এখন ওরা কিছুতেই স্যামকে ছেড়ে দিতে চায় না। এই এক বছর আমার আর খোকার জন্যে স্যাম কি ভূতের মতই না খেটেছে উদয়-অস্ত—তার দাম এখন আদায় করতে হবে বৈকি।'

এভান্স : (খবরের কাগজ চাপা দিয়ে মার্সডেনকে লক্ষ্য করে ভাবে)

'চার্লির মা তো এতদিন ঘোর কৃপণের মত পাঁচ লক্ষ ডলার জমিয়ে, সব টাকারই কোম্পানীর কাগজ কিনে রেখেছে। মার্সডেনও সেই কোম্পানীর কাগজের সুদ নিয়েই খুসী থাকবে, অথচ টাকাটাকে ভাল করে খাটাবার প্রচুর সুযোগ ছিল। চার্লিকে বলব যে ওর ওই টাকাটা তুলে নিয়ে আমার সঙ্গে ব্যবসায়ে নামুক। ওর সঙ্গে কাজ করা সহজ হবে। বলি না কেন। ওতো চিরকালই বন্ধুর মত আমাদের সুখে দুঃখে সঙ্গে থেকেছে। কপাল ঠুকে একবার বলে দেখা যেতে পারে, ক্ষতি কি?'

মার্সডেন : (বিস্মিত দৃষ্টিতে স্যামকে লক্ষ্য করে)

'স্যাম কি অদ্ভুত পাল্টে গেছে। আমার অবশ্য আগেকার স্যামকেই বেশী পছন্দ। অকেজো ছিল বলেই বোধহয় মনের কোমলতা তখন নষ্ট হয়নি। এখনকার স্যাম সম্পূর্ণ আলাদা। সামান্যতম সফলতাতেই ওর অবরুদ্ধ ক্ষমতার দরজা খুলে গেছে—আর্থিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মনের সারল্য নষ্ট হয়ে গিয়ে ওর চালচলনে পর্যন্ত কঠোরতা এসে গিয়েছে! সাফল্যের বলি? তাই বা কি করে বলি—সুযোগ পেলে স্যামের মত লোকেরাই তো সফল হয়, ওরাই মানুষের মধ্যে সেরা, ওদের গোগ্রাসে খাবার জন্যেই পৃথিবী তো থালা

সাজিয়ে বসে আছে। ওরা খালি খালি খাবে, স্বাদ পাবে না, গন্ধ পাবে না, উপভোগ করতে পারবে না। কেবল জৈবিক তাড়নায়, জান্তব প্রয়োজনে খালি গলাধঃকরণ করে চলবে।...সব থেকে বড় কথা স্যাম সুখী। ভয়ানক সুখী। না হবেই বা কেন? নীনা আছে, অমন সুন্দর ছেলে আছে, বাড়ী আছে, ভাল চাকরি আছে—কোন দুঃখ নেই, ব্যথার কোন স্মৃতি নেই।...আর আমার কিছু নেই।... শুধু চরম একাকীত্ব। একা একা—আমি একা।......

(নিজেকে অনুকম্পা করে)—মায়ের জন্যে বড্ড বেশী মন কেমন করে। কেবল মা যদি বেঁচে থাকত তাহলে আমি আর।...এখন বাড়ীতে আমি একলা। বাড়ীটাই বা কে দেখাশোনা করবে? নাঃ ধীরে সুস্থে ভেবে সব ঠিক করতে হবে। তা না হলে আমি কোনদিন আর লিখতে বসতেই পারব না। আচ্ছা জেনকে লিখলে হয়—ও বোধহয় খুসীই হবে আসতে পারলে......'

(নীনাকে বলে): আমার বোন ক্যালিফোর্ণিয়াতে থাকে, ভাবছি তাকে আসতে বলব। তার ছোট মেয়েটার বিয়ে হয়ে গেছে —কাজেই সেও এখন একা পড়ে গেছে। সে এলে আমার বাড়ীঘরের দেখাশোনা হবে আর তারও টাকাপয়সার জন্যে কখনই চিন্তা করতে হবে না! মা অবশ্য ওকে এক পয়সা দিয়ে যায়নি। বরঞ্চ উইল করে গেছে যে ওকে টাকাপয়সা দিলে আমিও অধিকার হারাব। তবে বাড়ীতে থাকার বিষয়ে উইলে কোন কথা নাই। জেন প্রেমে পড়ে বিয়ে করেছিল বলে মা ওকে কখন ক্ষমা করতে পারেনি। অবশ্য মায়ের রাগ করার যথেষ্ট কারণ ছিল। জেনের স্বামীর না ছিল টাকা পয়সা, না ছিল বংশপরিচয়, না ছিল বড় কিছু করবার ক্ষমতা বা

যোগ্যতা। আমারও সন্দেহ যে জেন জীবনে কখন সুখী হতে পারেনি। (বিদ্রূপ করে) প্রেমে পড়ে বিয়ে করা চলে কিন্তু সুখী হওয়া যায় না।

নীনা : (হাসে, ঠাট্টা করে) তোমার নিশ্চয় প্রেমে পড়ে বিয়ে করে ফেলবার সম্ভাবনা নেই চার্লি ?

মার্সডেন : (সঙ্গে সঙ্গে ব্যথা পায়। ভাবে)

'কোন মেয়ে আমাকে ভালবাসতে পারে, একথা ও বিশ্বাস করেনা।'

(তিক্তভাবে) ওই রকম একটা বোকামী, আমি যে কখন করব না এ বিশ্বাস আমার আছে নীনা।

নীনা : (খোঁচা দেয়) বাঃ সেটা এত গর্ব করবার মত কাজ নাকি। তুমি হচ্ছ আসলে একটি উন্নাসিক চিরকুমার যার বিয়ে করবার সাহস পর্যন্ত নেই—বুঝেছ চার্লি।

মার্সডেন : (ব্যথা পায়, তবু মুখের ভাবে খুশী এনে পাল্টা জবাব দেয়) তুমি ছিলে আমার একমাত্র ভালবাসার লোক। তুমি যখন স্যামকে বিয়ে করে আমাকে তাড়িয়ে দিলে তখন থেকেই আমি চিরকুমারের ব্রত গ্রহণ করেছি।

এভান্স : (শেষের কথাগুলো শুনে সেও ঠাট্টায় যোগ দেয়) ভো ভো সৌম্য, একি কথা শুনি আজ চার্লির মুখে। চার্লি তুমি তো কখন আমাকে বলনি যে তুমি হলে আমার এক-মাত্র 'ঘৃণিত প্রতিদ্বন্দ্বী'।

মার্সডেন : (স্ফূর্তি শুকিয়ে যায়) তাই নাকি ?

[কিন্তু এভান্স কাগজে আবার মন দিয়েছে।]

(ভাবে) : 'ওই গাধাটাও আমাকে ঠাট্টা করছে। যেন আমার ভালবাসবারই ক্ষমতা নেই। যেন বলল আর যাকেই

সন্দেহ করুক—আমার কথা স্বপ্নেও ভাববে না।'

নীনা : (তখনও ঠাট্টা করে চলে) বেশ চার্লি বেশ। আমার জন্যে যদি তুমি চিরকুমার ব্রত নিয়ে থাক তাহলে আমার উচিত তোমার জন্যে একটা বৌ যোগাড় করে আনা। দেখবে এমন বৌ যোগাড় করব যাকে তোমার পছন্দ হবেই। কি রকম হবে বলব ? তোমার থেকে অন্ততঃ দশবছরের বড় হওয়া চাই। বেশ মোটা সোটা মেয়েদের মত দেখতে হবে। খুব শান্ত হবে—চমৎকার রাঁধতে জানবে, ঘর-বাড়ীর দেখাশোনা করতে পারবে আর……

মার্সডেন : (তীক্ষ্ণভাবে) বোকার মত কথা বোলনা। (অত্যন্ত রেগে ভাবে) 'ওর থেকে বেশী বয়েসের লোকদের সঙ্গে লাগতে এসেছে।…বোঝেনা ও কথার মধ্যে দিয়েও কাম দেখা যাচ্ছে !……'

নীনা : (ওকে সত্যি রাগতে দেখে মন রাখতে চায়) রাগ করছ কেন চার্লি ? আমি তো কেবল তোমার আর তোমার লেখার পক্ষে কি রকম বৌ দরকার তাই বলতে চাইছিলাম।

মার্সডেন : (তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ করে—কথার মধ্যে শ্লেষ) কিন্তু নীনা তুমি তো একবারও বললে না যে তার চরিত্র ভাল হবে কিনা। নষ্ট চরিত্র মেয়েদের আমি একেবারে শ্রদ্ধা করতে পারিনা তাতো তুমি জান।

নীনা : (খোঁচাটা বুঝতে পারে। ভাবে)
'হাসপাতালের সেই লোকগুলোর কথা মনে করিয়ে দিয়ে আমায় বিদ্রূপ করল। আমিও বোকার মত সেসব কথা ওকে বলতে গিয়েছি।'
(সেও পাল্টা জবাব দেয়) ও তাই বল। তোমার বোধহয়

ধারণা যে কোন অনূঢ়া সুকুমারী তোমায় পছন্দ করবে।

মার্সডেন: (রাগ চেপে শান্তভাবে বলে) এবার আমার কথা ছাড় দেখি। (ওর দিকে কুচক্রী দৃষ্টিতে তাকিয়ে আঘাত করে) ও হ্যাঁ! তোমাকে বলাই হয়নি, মিউনিকে ডাক্তার ডারেলের সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেল হঠাৎ।

নীনা: (চমকে ওঠে, ভয় পায়—বিভ্রান্ত হয়ে ভাবে)

'নেড।...ওর সঙ্গে নেডের দেখা হয়েছে।...এতক্ষণ বলেনি কেন।...অমন করে আমার দিকে তাকিয়ে কি দেখছে।... তবে কি ও সন্দেহ করে নাকি।......'

মার্সডেন: (জান্তব খুসীতে ভাবে)

'ঠিক জায়গায় ঘা লেগেছে।...ওর দিকে তাকালেই মনে হয় যেন ওর কি একটা অপরাধ ধরা পড়ে গেছে। তাহলে সেদিন আমি ঠিক সন্দেহ করেছিলাম।'

(সাধারণভাবে বলে) হ্যাঁ হঠাৎ দেখা হয়ে গেল।

নীনা: (সংযত কণ্ঠে, অত্যন্ত শান্তভাবে বলে) একথা আমাদের আগে বলনি কেন চার্লি!

মার্সডেন: (সেও অত্যন্ত শান্ত) আগে বলে কি হবে। এটা তো আর সাংঘাতিক কোন জরুরী খবর নয়। তারপর তোমরা হয়তো জানতে ও কোথায় আছে, হয়তো চিঠি লিখেছে।

এভান্স: (কাগজ থেকে মুখ তোলে) শ্রীমান্ পরোপকারীকে কেমন দেখলে।

মার্সডেন: (অত্যন্ত বিশ্রী মতলবে) খুব ভাল, খুব ভাল— চমৎকার আছে। বলল যে খুব ফূর্তি করছে। আমার সঙ্গে যখন দেখা হল তখনও সঙ্গে একটা চমৎকার দেখতে

ছুঁড়ি ছিল। বেশ সুন্দর দেখতে হে—অবশ্য ওই রকম ছুঁড়ি যদি তুমি পছন্দ কর। খোঁজ নিয়ে জানলাম যে ওরা একসঙ্গে বাস করছে—সহবাস করছে বলা যায়।

নীনা : (এবার আর নিজেকে সংযত করতে পারে না—বলে ফেলে) কখন না, আমি বিশ্বাস করি না। (সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সংযত করে, জোর করে হেসে বলে)—বলছিলাম, নেড সব সময় এত গম্ভীর হয়ে থাকত যে, বিশ্বাস করা কঠিন যে ওই রকম সস্তা মেয়ের সঙ্গে ভিড়ে গেছে। নেডকে ও রকম মনে হয় না। (অদ্ভুত গভীর হিংসায় তার চিন্তা ওলটপালট খায়—ভাবে) 'আমার প্রেমিক।···নাঃ বিশ্বাস করতে পারছি না।···ওঃ আবার সেই ব্যথাটা।···কেন দুঃখ পাব কেন। ওকে তো আমি আর এখন ভালবাসিনা। ···সাবধান। চার্লি চোখ ফাঁক করে লক্ষ্য করছে।···'

মার্সডেন : (তার চিন্তায় হিংসা) 'তাহলে নীনা ওকে সত্যি ভালবেসেছিল।···এখনও কি বাসে? (আশায়) না কি কেবল হিংসা? · যে পুরুষকে মেয়েরা একবার ভালবাসে—তার ওপর থেকে ভালবাসা চলে গেলেও, সে অন্য কাউকে ভালবাসবে এটা তারা সহ্য করতে পারে না।'

(ইচ্ছা করেই যেন ব্যথা দিতে চায়! জোর করে বলে) বিশ্বাস করা কঠিন কেন হবে নীনা? ডারেলকে দেখে তো খুব ধর্মপ্রাণ লোক বলে মনে হয় না। তা ছাড়া রক্ষিতা রাখবে নাই বা কেন? (উদ্দেশ্য-মূলক) সে বিয়ে থাওয়া করে নি, সংসারে তার কোন টান নাই, বন্ধন নাই, তাহলে সচ্চরিত্র হয়েই বা তার লাভ কি?

নীনা : (নিজেকে বোঝায়। অত্যন্ত দুঃখ পায়। ভাবে) 'ঠিক বলেছে।···নেড ফুর্তি করবে না কেন?···ওই

জন্যেই কি চিঠিপত্র দেয় না ?…'

(আলগাভাবে বলে)—তার কি বন্ধন আছে বা নেই তা আমি জানি না, জানতেও চাই না। সে পঞ্চাশটা রক্ষিতা রাখলেও আমার কিছু যায় আসে না। তোমাদের থেকে সে একটুও ভাল নয় এ কথাটাই শুধু প্রমাণ হচ্ছে।

এভান্স: (নীনার দিকে তাকিয়ে হাল্কা সুরে বকে) ছিঃ নীনা এসব কি বলছ। (গর্বিত ভাবনা) 'এ বিষয়ে আমি গর্ব করতে পারি।—নীনাই আমার জীবনে একমাত্র নারী।…'

নীনা। (ওর দিকে তাকিয়ে গভীর কৃতজ্ঞতায় বলে) আমি শুধু ঠাট্টা করছিলাম স্যামি। (গর্বিত ভাবনা) 'স্যামিকে পেয়েছি বলে ভগবানকে ধন্যবাদ দি। ও যে আমার সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ওর কাছে হিংসা, ভয়, ব্যথা কিছু পাবার সম্ভাবনা নেই। ওর কাছে আমি আজ শান্তি পেয়েছি।…(মনটা বিভ্রান্ত হয়) ও নেড তুমি চিঠি লেখনা কেন ?…চুপ—চিন্তা থামাও। কি বোকা আমি।…আমার কাছে নেড মৃত—নেই, কোথাও নেই। চার্লির ওপর ভয়ানক রাগ হচ্ছে—ও কথা বলার দরকার কি ছিল ?…'

মার্সডেন: (এভান্সের দিকে তাকিয়ে মন বিতৃষ্ণায় পূর্ণ হয়, ভাবে) 'স্যামটা চিরকালই এই রকম একটা বোকা—ভালমানুষ রয়ে গেল।…মেয়েরা যে চরিত্রের দৃঢ়তা মোটেই পছন্দ করে না একথাটা এই বয়সেও বুঝল না। খুব নিজেকে জাহির করা হচ্ছে। আরে বাবা, ওটাই ওরা সব থেকে অপছন্দ করে। মেয়েদের সঙ্গে যে আমার খুব মেলামেশা নেই, এ কথা আমিও নীনাকে বুঝতে দিতে চাই না।'…

(বিদ্রূপ করে) যাক তাহলে বোঝা গেল যে স্যামই হল আসল

ধর্মপ্রাণ লোক। নীনা তোমার উচিত, যাদুঘরে প্রাগৈতিহাসিক স্তন্যপায়ীদের মধ্যে স্যামকে রেখে দেওয়া।

এভান্স ঃ (খুসী হয়, ঠাট্টায় যোগ দেয়) আমি তো তোমার মত বারবার ইউরোপ যাবার সুযোগ পাইনি চার্লি, পেলে দেখতে রক্ষিতা রাখা সামান্য কথা, দুচারটে খুন করেও দিব্যি সামলে চলে আসতাম।

মার্সডেন ঃ (বোকার মত খুসী হয়। কথাটা স্বীকার করতে পারে না। অস্বীকার করতেও মনে লাগে) না স্যাম, অত খারাপ আমি কখনও ছিলাম না—একথা আমি বলবই। (নিজের ওপর চটে যায় দুঃখিত মনে ভাবে)
'আমি শুধু বোকা নই। আমি হলাম অসুস্থ বোকা গাধা।... আমি চাইছি ওরা ভাবুক যে ফুলে ফুলে মধু খেয়ে বেড়ানই আমার স্বভাব। কি জঘন্য আর কি বিশ্রী চিন্তা। ছিঃ... আমি কখন রক্ষিতা রাখবো না।...তাই বলে আমি ইচ্ছা করলে কি রক্ষিতা রাখতে পারি না। আলবৎ পারি, একশ'বার পারি। তবে ইচ্ছা হয় না। রক্ষিতা রেখে সমাজে মাথা হেঁট করে চলবার কোন ইচ্ছাই আমার নেই।......'

নীনা : (ব্যথিত মনে ভাবে) 'ওই মেয়েটার কথা কিছুতেই ভুলতে পারছি না।...ওর সঙ্গে প্রতিরাত্রে নেড আমাদের সেই দুপুরগুলোর কথা ভুলে যাচ্ছে।...আঃ কি ভাবছি বাজে কথা। আমাকে এ সব সহ্য করতে হবে।...চার্লি আমাকে ব্যথা দিতে চায় কেন। ওকি নেডকে হিংসা করে নাকি।...চার্লি চিরকালই আমাকে তার ওই অদ্ভুত নিজস্ব ভঙ্গীতে ভালবাসে—কি আশ্চর্য।...ও ভাবছে ওকে আমরা

লম্পটচূড়ামণি মনে করছি—আসলে হয়তো কোন মেয়েকে ও চুমো পর্যন্ত খায়নি। মায়ের খোকা, চিরকাল মায়ের আঁচলেই বাঁধা থেকেছে—কাজকর্মে একমাত্র তাঁকেই চুমু খেয়েছে।...'

(ঠাট্টা করে বলে) চার্লি, তোমার বিদেশী উপপত্নীদের গল্প বল, সবারই সব কথা বলতে হবে কিন্তু।

মার্সডেন : (এবার খুব বিপদে পড়ে)—আমার—আমার সে সব কথা মনে নাই, নীনা।

নীনা : সত্যি চার্লি, তোমার মত হৃদয়হীন লোক আমি আর কোথাও দেখিনি। একজনার কথাও মনে রাখনি—একজনারও না। তাহলে নিশ্চয় ছোট্ট ছোট্ট মার্সডেনদের কথাও মনে নেই তোমার। কি বল? ইউরোপ জুড়েই তো ছোট ছোট মার্সডেন থাকা উচিত।

[নীনা আঘাত দিতে পেরে খুসীর হাসি হাসে। এভান্স সরলভাবে সে হাসিতে যোগ দেয়। মার্সডেন আরো বিপদে পড়ে।]

মার্সডেন : (হাসবার চেষ্টায় মুখ বিকৃত করে বলে) তা কি জোর করে বলতে পারি নীনা। জানতো পণ্ডিতরা বলে গেছেন যে, একমাত্র বুদ্ধিমান বাপেরাই নিজেদের সন্তানকে চিনতে পারে।

নীনা : (ভয় পেয়ে ভাবে) 'ও কথাটা কেন বলল?...তবে কি ও সন্দেহ করছে খোকা কার ছেলে। না, চার্লিকে খুব ভাল করে লক্ষ্য করতে হবে।......'

এভান্স : (কাগজ থেকে মুখ তুলে বলে) নেড কবে ফিরে আসবে? সে সম্বন্ধে কোন কথা বলল?

নীনা : (ভাবে, মনে কামনা) 'ফিরে আসবে ? ও নেড ফিরে এস...'

মার্সডেন : (নীনার দিকে তাকিয়ে উদ্দেশ্যমূলকভাবে বলে) না, ফিরে আসা সম্পর্কে কোন কথা হয়নি। বরঞ্চ মনে হল যে এখনও অনেকদিন থাকবে।

এভান্স : ওর সঙ্গে আবার দেখা হলে খুব খুসী হব।

নীনা : (ভাবে) 'নেড আমাকে ভুলে গেছে।...ও এলে আমার সঙ্গে দেখা করবে না, এড়িয়ে চলবে।......'

মার্সডেন : ও তোমার কথা জিজ্ঞাসা করল। জিজ্ঞাসা করল নীনার সন্তান হবার কোন খবর আমি পেয়েছি কিনা ? আমি জানতাম না—তাই বললাম জানি না।

এভান্স : (খুসী) আহা, তুমি খবরটা জেনে যাওনি, তাহলে বলতে পারতে। নেডকে বলতে পারতে আমাদের ঘরে এক ব্যাটা দিগ্বিজয়ী এসেছে। কি বল নীনা ?

নীনা : (যান্ত্রিকভাবে) নিশ্চয়। (আনন্দে ভাবে)

'না না, নেড ভুলে যায়নি। আমার ছেলের কথা জিজ্ঞাসা করেছে।...ও ফিরে এলে নিশ্চয় তাহলে আমার ছেলেকে দেখতে আসবে।......'

এভান্স : (মনে করিয়ে দেয়) কই গো, খোকার দুধ খাবার সময় হল।

নীনা : (সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে ওঠে) হ্যাঁ যাই। (মার্সডেনের দিকে তাকিয়ে হিসাব করে ভাবে)

'নাঃ যেমন করেই হোক চার্লিকে বশে আনতে হবে তা না হলে কখন নিশ্চিন্ত হতে পারব না।......'

[চার্লির কাছ দিয়ে যাবার সময় তার পাশে এসে দাঁড়ায়। তারপর তার হাতটা ধরে তার চোখের দিকে শান্তভাবে তাকায়—তারপর দৃষ্টি দিয়ে বকে।]

মার্সডেন: (লজ্জা পায়। ভাবে)

'সত্যি আমি শুধু শুধু নীনাকে দুঃখ দেবার চেষ্টা করছি। ওর মনটাকে আমি যেমন জানি তেমন আর কে জানে? আমি ওর সব থেকে আপনার লোক।…ও সুখী হবে জানলে আমার প্রাণটাও দিয়ে দিতে পারি।'

নীনা: (বুঝতে পারে জিতে গেছে)

'ওর হাতটা আমার হাতের মধ্যে কি রকম কাঁপছে।… আমিই বা বোকার মত চার্লিকে ভয় করছি কেন? ওকে দিয়ে আমি যা খুসী তা করাতে পারি।'

(তার হাতটা চার্লির চুলের মধ্যে খেলা করে। গভীর দুঃখকে যেন ঠাট্টার ছলে ঢেকে রাখছে এই রকম ভাব করে বলে।) সত্যি চার্লি, সমস্ত ইউরোপময় তুমি যা সব অপকর্ম করে বেড়িয়েছ বললে, তারপর তোমাকে আমার একটুও ভালবাসা উচিত নয়। সত্যি আমার খুব খারাপ লাগছিল কথাগুলো শুনতে। আমি এতদিন ভেবে এসেছি চার্লি খুব বিশ্বাসী—আর তুমি ওই রকম খারাপ কাজ করে এসে আবার বাহবা চাইছ?

মার্সডেন: (এত খুসী যে নিজের কানকেই যেন বিশ্বাস করতে পারে না, ভাবে)

'ও তাহলে আমার কথা সত্যি বিশ্বাস করেছে।…বেচারা খুব দুঃখ পেয়েছে বুঝতে পারছি। আমি ওকে আমার সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণা নিয়ে থাকতে দিতে পারি না।'

(গভীর উত্তেজনায় নীনার হাতটা নিজের দুহাত দিয়ে চেপে ধরে, চোখের দিকে তাকিয়ে বলে) না নীনা। বিশ্বাস কর সব মিথ্যা কথা। একেবারে বাজে কথা, আমি শপথ করে বলছি।

নীনা : (হিংস্র মনে ভাবে)

'এঃ, কি রকম অসাড় ওর হাত দুটো।···ছিঃ কি বিশ্রী অসুস্থ ভাবনা। ওর সঙ্গে কোন কামনার সম্পর্ক অন্যায়, অস্বাভাবিক আর অবৈধ। বাপকে কামনা করার মতই অসঙ্গত। নাঃ একেবারে বাজে কথা।···'

(হেসে শান্তভাবে ওর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলে) আচ্ছা বেশ, এবারের মত ক্ষমা করলাম। (দৈনন্দিন) এবার খোকাকে যদি না খাওয়াতে যাই, এখুনি সবাইকে দারুণ কান্না শুনতে হবে। (যেতে গিয়ে ফিরে এসে সত্যিকার স্নেহে মার্সডেনকে চুমু খায়) জানলে চার্লি, তোমাকে আমি বড় বিশ্বাস করি। তোমাকে ছাড়া আমি একদিনও থাকতে পারব না। (ভাবে)

'কথাটা সত্যি। ওইতো আমার একমাত্র নির্ভরযোগ্য বন্ধু। ওকে কখন হারালে চলবে না। এমন ভাবে চলব যাতে ছোট্ট গর্ডন সম্বন্ধে যেন কোনদিন না ওর কোন সন্দেহ হয়।······'

[যেতে থাকে]

এভান্স : (কাগজ ফেলে দিয়ে লাফিয়ে ওঠে) একটু দাঁড়াও। আমিও সঙ্গে যাব। ঘুমুতে যাবার আগে ব্যাটাকে একবার দেখে আসি।

[এসে নীনার কোমর জড়িয়ে ধরে চুমু খায়। তারপর একসঙ্গে বাইরে চলে যায়।]

মার্সডেন : (বসে ভাবে, মনটা উত্তেজিত)

'আমি প্রায় বলে ফেলেছিলাম যে, আমি ওকে ভালবাসি। ওর মুখের একটা অদ্ভুত ভাব হল। সেটা কি? যদি পরিতৃপ্তি হয়, তাহলে ও কিছু মনে করেনি। আর যদি আনন্দ হয়, তাহলে আমার আশা আছে। (দুঃখ পায়) কিসের আশা? কি চাই আমি। নীনা যদি কুমারী থাকত, তাহলে কি আমি কিছু করতাম। করবার ইচ্ছা হত।···বিনিময়ে কি দিতাম। অর্থ। ওটা ওর আছে ওর জন্যে ওকে লোভ দেখান যেত না। (তিক্ত) এই বিশ্রী কদাকার দেহটা ওকে কি দিতে পারতাম? কখন না। আমার এমন কিছু নেই যা দিয়ে ওকে আকর্ষণ করতে পারি।···আমার সুনাম, আমার খ্যাতি। তাতেও কি ও ভুলত না। ভগবান, এ কি নিদারুণ চিন্তা আমার মনে, বারবার নিজেকে করুণা করছি। আচ্ছা যদি আমি সত্যি-কারের কোন বড় কাজ করতে পারতাম—পারতাম কেন, যদি এখন করি? যদি মহৎ উপন্যাস লিখি—সাহস করে সত্যি কথা বলি। তাহলে! দূর দূর। যে ভীতু হয়েই জন্মেছে, সে তার আত্মার মধ্যেকার ভয়টাকে এড়াবে কি করে? তাইতো এতদিন বোকাদের জন্যে বোকার মতো লিখেছি। যা কিছু ক্ষমতা ছিল, যে সামান্য প্রতিভাটুকু ছিল তাও ওদের খুসী করবার জন্যে বিলিয়ে দিয়ে খুব আত্মপ্রসাদ লাভ করেছি।···তবে আর মস্ত আশা করি কেন? আমাকে কেউ পছন্দও করে না, অপছন্দও করে

না। মেয়েরা ভাল চোখে দেখে। নীনা ভালবাসে।
(অসন্তুষ্ট হয়) ও কিনা সত্যি কথা বলে ফেলেছে। চার্লি
তোমাকে আমি বড় বিশ্বাস করি। আমি সব বুঝেছি, ভাল
করেই বুঝেছি—বিশ্বাসী চার্লি। (ব্যথা পায়) বিশ্বাসী
রোভার, পুরোণ কুত্তাটা সত্যি বড় বুড়ো হয়ে গেছে। কত
বছর আছে। যেমন প্রভুভক্ত তেমনি কথা শোনে।
তাহলেই বা, বড্ড বুড়ো হয়ে গেছে। ওকে বাইরে নিয়ে
গিয়ে মেরে ফেলাই ভাল। রেগে যায় ভীষণ। (তারপর
লজ্জা পায়।) ছি ছি হল কি আমার। হায় ভগবান,
মায়ের মৃত্যুর পর আমি একেবারে একটা আস্ত উজবুক হয়ে
গেছি।'

[এভান্স আসে। পিতৃত্বের গর্বে তার মুখ উদ্ভাসিত।
চালচলনে আনন্দের জোয়ার]

এভান্স: খোকা যা জোর ঘুমুচ্ছে ভূমিকম্পও ওকে জাগাতে পারবে না। (চেয়ারে বসে) ওর স্বাস্থ্যটা সত্যি খুব ভাল হয়েছে। আর একটু বড় হলেই ওকে আমি এমন করে তৈরী করব, যাতে আসল গর্ডনের মত ও চমৎকার খেলোয়াড় হতে পারে। ওঃ আমার মনের সব থেকে বড় ইচ্ছা, বুঝলে চার্লি, যে ও গর্ডনের মত হোক। আমি চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু পারিনি। আমার ছেলেকে কলেজে পৌঁছবার আগেই এমন এক খেলোয়াড় তৈরী করতে হবে যাতে ও ওর নামের সম্মান রাখতে পারে। যদি সম্ভব হয় ওকে গর্ডনের থেকেও ভাল হতে হবে।

মার্সডেন: (তার করুণা হয়। ভাবে)

'এ ছেলেটা জীবনে আর কখনও বড় হবে না। এখনও
সেই ছেলে মানুষের মত খেলার মাঠের স্বপ্ন দেখছে। তা

মন্দ কি! সমস্ত দেশটাইতো ছেলেমানুষীতে ভরা—এখানে ওই রকম মন থাকা হল ভগবানের সত্যিকারের আশীর্বাদ।......'

[হাসে]

খালি শরীরটাকে শক্ত করলে তো হবে না, মনটার কি করবে?

এভান্স: (নিশ্চিন্তে) ওঃ মনটা আপনিই ঠিক হয়ে যাবে। গর্ডন তো পড়াশোনায় বেশ ভাল ছিল। তার ওপর নীনা হচ্ছে ওর মা। ও যথেষ্ট বুদ্ধি নিয়েই জন্মেছে বলতে পারি।

মার্সডেন: (আমোদ পায়) সত্যি স্যাম, আমার জানাশোনা লোকেদের মধ্যে তুমিই হচ্ছ সত্যিকারের বিনয়ী!

এভান্স: (কুণ্ঠিত) আমি? আমার কথা বোল না। আমি হলাম সব থেকে বুদ্ধু। (তাড়াতাড়ি যোগ করে) অবশ্য ব্যবসার ব্যাপার ছাড়া। পয়সা করতে আমার মত, এখন বেশী লোক পারবে না। (জোর গলায়) তুমি তোমার জীবনটাকেও বাজী রাখতে পার চার্লি, পয়সা আমি করবই।

মার্সডেন: সে বিষয়ে আমার একটুও সন্দেহ নেই।

এভান্স: (গভীর হৃদ্যতায় গোপন কথা বলে অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে) অথচ বিশ্বাস কর, দু'বছর আগে আমি এমন কথা বলতে পারতাম না। ওই ছেলেটার জন্মের সঙ্গে সঙ্গে আমার যেন সব কিছু পাল্টে গেছে। মনে হচ্ছে আমার দুহাতে কে যেন ডিনামাইট ভরে দিয়েছে। এখন ওরা আমার সঙ্গে সমান তালে কাজ করতে পারে না। হেসে বলে, নিজের সম্পর্কে এরকম বকামো উচিত নয়। জান, এক বছর আগে নীনার পক্ষে আমি ছিলাম একটা বোঝা। বাড়ীতে বসে থাকতাম, তেমন কাজকর্ম নেই। আর এখন? এখন, না সাংঘাতিক কিছু

হয়নি, তবে আমি আগের থেকে বেশী কাজের হয়েছি। এখন আর নিজের ছায়াটাকে দেখে একটুও ভয় লাগে না।

মার্সডেন: (অদ্ভুতভাবে ভাবে)—'হ্যাঁ এ জীবনের চরম আনন্দ বোধহয় নিজের ছায়া দেখে ভয় পাওয়া।......'
(থামা ধরে)—এই এক বছরে তুমি সত্যি ভেল্কি দেখিয়ে দিয়েছ।

এভান্স: আরে দূর। এখনও তো আসল কাজ সুরুই করিনি, কেবল সুযোগের অপেক্ষায় বসে আছি। (মার্সডেনকে লক্ষ্য করে, মন স্থির করে ওর দিকে ঝুঁকে বসে গোপনীয় কথা বলার মত বলে)—বুঝলে চার্লি, আমার আসল কাজের সুযোগ এসেছে—এখন যদি সেটাকে বাগিয়ে ধরতে পারি, তাহলেই কেল্লা ফতে। একটা ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান, লালবাতি জ্বালবার উপক্রম হয়েছে—আর এক বছরের মধ্যে সেটাকে সস্তায় কিনতে পাওয়া যাবে। ওদের মধ্যে আমার একজন বন্ধু আছেন, তার কাছ থেকেই সব খবর পেয়েছি। তিনি নিজেই কিনতেন, কিন্তু তাঁর এ ব্যবসায়ে নামবার ইচ্ছা নেই। —কিন্তু আমি ছাড়ব না। এ খেলাটা আমার কাছে কোন খেলার থেকেই কম নয়—বিশেষ এ খেলাটা যখন ভালই খেলতে শিখেছি! (নিজের উত্তেজনা দমন করে—সহজ কণ্ঠে বলে)—কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে, কাজটা ধরতেই একলাখ ডলার লাগবে। এত টাকা আমি কোথা থেকে পাই। (মার্সডেনকে তীক্ষ্ণভাবে লক্ষ্য করে—ঠাট্টা তরল সুরে বলে)—চার্লি, কোন রকম বুদ্ধিসুদ্ধি যদি দিতে চাও তো এই হচ্ছে সময়। যা দেবে মাথায় করে রাখব।

মার্সডেন: (সন্দেহ হয়, ভাবে)—'ও কি ভাবছে আমি ওকে

সাহায্য করব। লাখ ডলার আমার সম্পত্তির শতকরা কুড়ি ভাগ। ওরে বাবা—কখন না, ঠাণ্ডা জল ঢেলে দেওয়াই ভাল। এমন দুরাশার সুরুতেই শেষ হওয়া দরকার।......

(চট করে বলে)

না স্যাম। লাখ ডলার দেবার মত কারু নাম মনে পড়ছে না।

এভান্স: (আত্মবিশ্বাস বা হাসি দুইই মুখে লেগে থাকে)—

'কিস্তি! মন্ত্রী সামলাও। বেশ। চার্লিকে কি বাদ দিয়ে রাখব? আপাতত মুলতুবি থাকুক।......পরে আবার পেছনে লাগা যাবে।......'

(অত্যন্ত গর্বিত হয়ে নিজের মনেই ভেবে চলে) 'না আমি সত্যি অনেক বদলেছি। আগেকার দিন হলে ওই 'না' বলাতেই আমার মনের বিশ্বাস ভেঙে যেত আর ছ মাসের মধ্যে জোড়া লাগত না।'

(হৃদ্যতা করে বলে)—তোমার দুঃখ পাবার কোন কারণ নেই। আমি তোমাকে কথাটা বললাম, যদি তোমার জানাশোনা কেউ থাকে এই আশায়। (ঠাট্টার সুরে হলেও খুব সাহসে ভর করে শেষ চেষ্টা করে)—আচ্ছা, তুমি আমার সঙ্গে ব্যবসায় নাম না চার্লি। টাকার কথাটা ভুলে যাও। ওই এক লাখ ডলার যেমন করেই হোক যোগাড় হয়ে যাবে। তোমার যে রকম বুদ্ধি তাতে অনেক নতুন নতুন চিন্তা তুমি দিতে পারবে। কি বল? (নিশ্চিন্ত হয়ে ভাবে)—'ব্যাস, আর আমার কথাও ভুলতে পারবে না। এক লাখ ডলারের কথাটাও উল্টে পাল্টে দেখবে।'

(হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বলে)—চলনা একটু সমুদ্রের ধারে পায়চারি করে আসা যাক। এস, এস, আরে হাঁটলে শরীর

ভাল থাকবে। —(হাত ধরে তোলে প্রায় জোর করে—দরজার দিকে টানে)—ইস্ তোমার হাতটা কি নরম। তোমার ব্যায়াম করা উচিত। তুমি গল্‌ফ্ খেল্‌লে পার।

মার্সডেন: (হাতটা টেনে ছাড়িয়ে নেয়। মনস্থির করে বলে) না স্যাম, এখন আর বেড়াতে যাব না। আমার নতুন উপন্যাসের ছকটা ঠিক করতে হবে।

এভান্স: ও আচ্ছা। কাজের অজুহাত দিলে আমার কিছু অবশ্য বলার নেই। চলি পরে দেখা হবে।

[চলে যায় একটু পরে বাইরের দরজা খোলা ও বন্ধের আওয়াজ হয়]

মার্সডেন: (তাকিয়ে থাকে মুগ্ধ বিস্ময়ে। একটু চিন্তিত হয়। বিরক্তির মাঝেও ওকে পছন্দ না করে পারে না। ভাবে) 'লোকটার মধ্যে এমন অফুরন্ত কাজ করার ক্ষমতা কি করে এসেছে কে জানে। অপ্রয়োজনে কিছু ফেলে ছড়িয়ে যেতেও বাধে না। আশ্চর্য! সব সময় কোন না কোন কাজ নিয়ে আছে। এটাই বোধহয় আজকালকার কাজের ছেলেদের রূপ। বিশ্বব্যাপী ডাক দিয়েছে—সর্বদা কিছু একটা কর। কি করবে? কোথায় যাবে? চিন্তা করার সময় নেই। ফলের জন্যে ভেবনা, চিন্তা কোর না। কাজ করলে ফল পাবেই, কাজেই খেটে যাও, খালি খাট।… (এভান্সের চেয়ারে বসে টাইপ করা কাগজটা তুলে পড়ে) এই নববিধানের দর্শনে ওই একটা কথাই সব থেকে ওপরে লেখা আছে। যা গেল তার দিকে তাকিও না। কাজ কর, কাজ কর।…যা দেখতে পাবে না তার জন্যে বৃথা দুঃখ কোরনা, সময় নষ্ট কোর না। যদি সুবিধা হয় মহাপ্লাবনকেই

কিনে নাও। নতুন যুগে ভগবানেরও দাম স্থির করা আছে। থাকতেই হবে। আমরা তো তারই প্রতিভূ নাকি ভগবানই আমাদের দেখে তৈরী হয়েছেন।···(হাসে তিক্তভাবে। হাত থেকে কাগজটা পড়ে যায়।) আমিই বা এত উন্নাসিক হচ্ছি কেন? আমারই বা ভবিষ্যৎ কি? কোথায় চলেছি, নাকি এখনও সেই লক্ষ্যহীন পথেই চলেছি?···না। তার থেকেও খারাপ। আমি চলছি না। অনড় হয়ে এক জায়গাতেই বসে আসি।···নিজের দুঃখে ম্লান হাসি হাসে। (কৌতূহলী চিন্তা)—স্যামের সঙ্গে ব্যবসায়ে নামলে ক্ষতি কি?···যত বাজে চিন্তা। তাই বা ভাবছি কেন? নিজের সম্বন্ধে তাহলে তো আবার নতুন করে চিন্তা করতে পারব।···তাছাড়া আমার পক্ষে স্যামকে সাহায্য করাটাই তো সব থেকে স্বাভাবিক।···নীনাকে বিয়ে করার সময় তো আমি সাহায্য করেছি।···তাহলে ওর সঙ্গে ভাগে ব্যবসা করব না কেন। আমি হব সব বিষয়েই ওর ভাগীদার···নীনাকেও কি ভাগ করা হবে?···দূর কি সব বাজে কথা ভাবছি। (নিশ্বাস ফেলে) নাঃ আজ আর উপন্যাসের কথা মাথায় আসবে না। কিছু পড়বার চেস্টা করা যাক।'

[যে বইটা এতক্ষণ পড়ছিল সেটা তুলে নেয়। বাইরের দরজার ঘণ্টা বেজে ওঠে। মার্সডেন সেদিকে তাকায়। নীনার কণ্ঠস্বর শোনা যায়]

নীনার কণ্ঠস্বর : দরজাটা খুলে দেবে চার্লি? ঝিটা চলে গিয়েছে।

মার্সডেন : নিশ্চয়ই। (বাইরের দরজা খুলতে যায়। তারপর

বিরক্ত হয়ে বলে।) আরে ডারেল? (ডারেলের কণ্ঠ শোনা যায়)! কেমন আছ চার্লি? দুজনে ভেতরে আসে।

নীনার কণ্ঠস্বর: (উত্তেজিত আর আশাপূর্ণ) কে এসেছে চার্লি?

[ডারেল দরজার ঠিক বাইরে দাঁড়িয়ে, সিঁড়ির দিকে মুখ করে বলে]

ডারেল: আমি, নীনা। নেড ডারেল।

[চাপা উত্তেজনায় তার স্বর কাঁপছে]।

নীনার স্বর: (আনন্দে চীৎকার করে ওঠে) নেড। (পরক্ষণেই সংযত হয়ে বলে, একটু ভয় পেয়ে) আমি। একটু বোস নেড। আমি দু'মিনিটের মধ্যে নীচে যাচ্ছি।

[সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে ডারেলের মুখ আনন্দে ভরে ওঠে। মার্সডেন তাকে একদৃষ্টে লক্ষ্য করে। ডারেল দাঁড়িয়ে থাকে।]

মার্সডেন। (তীক্ষ্ণ) ঘরে এসে বোস ডারেল।

[ডারেল চমকে ওঠে। নিজেকে সংযত করে ঘরে আসে। গভীর সন্দেহে মার্সডেন তার পেছনে পেছনে আসে। তার দৃষ্টি দেখলে মনে হয় যে, তার চরম শত্রুর সঙ্গে দেখা হয়েছে। ডারেল ডানদিকের সোফায় বসে, মার্সডেন এভান্সের চেয়ারে। ডারেল রোগা হয়ে গেছে, মুখটা ফ্যাকাসে, মনে হয় অসুস্থ। গভীর ব্যথা তার মুখকে রেখাঙ্কিত করেছে। নিদ্রাহীনতায় আর অসংযত জীবন যাপনে তার চোখের কোলে কালি পড়েছে। তার দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত, অশান্ত যেন নিজের কাছে পরিপূর্ণভাবে হেরে গিয়েছে। অত্যন্ত আলু-

থালু আর নোংরা পোষাকপরিচ্ছদে যত্নের কোন চিহ্ন নেই, ভেতরে এসে প্রথমেই সমস্ত ঘরটাকে ভাল করে লক্ষ্য করে।]

ডারেল : (ভাবে)

'আবার ফিরে এসেছি।…এই বাড়ীটাকেই স্বপ্নে দেখতাম, এখান থেকেই পালিয়ে গিয়েছিলাম। আবার ফিরে এসেছি।…এ চক্করে আমায় সুখী হতে হবে।…'

মার্সডেন : (ওকে লক্ষ্য করে বন্য রাগে ভাবে)

'এবার আমি সব বুঝতে পারছি। সব কিছু…ওর মুখ, নীনার গলা সব প্রকাশ করে দিয়েছে। ওরা পরস্পরকে ভালবাসত—এখনো বাসে।'

(তীক্ষ্ণস্বরে বলে) তুমি ইউরোপ থেকে কবে ফিরলে।

ডারেল (প্রায় অভদ্রভাবে) আজ সকালে, অলিম্পিক জাহাজে করে ফিরে এলাম। (সাবধানে ভাবে)

'এই লোকটার সম্বন্ধে সাবধান হতে হবে।…ও আমাকে কখনই পছন্দ করে না। মেয়েদের মতো, মন আর প্রেমকে গন্ধ শুঁকে খুঁজে বার করে।…আগেও আমাদের সন্দেহ করেছিল। (সাহসে ভর করে) ওঃ ওকে যেন ভারী ভয় করি। আমার তাতে কি যায় আসে?…সব কিছু তো একদিন প্রকাশ করতেই হবে!…সেবার নীনা স্যামকে বলতে চেয়েছিল এবার আমিই বলব—সত্যি কথাটা কি।…'

মার্সডেন : (অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে ভাবে)

'ও আবার ফিরে এল কেন?…বুঝেছি কাপুরুষটা কোন শয়তানি মতলব নিয়ে এসেছে। স্যাম বেচারা ওকে কোন সন্দেহই করে না—সেই সুযোগে ওর সংসারটা ভেঙে দিতে

এসেছে! (প্রতিহিংসাপরায়ণ) কিন্তু আমি আছি।
আমি বোকাও নই আর নিঃসন্দেহে বসেও থাকব না।…'

(অত্যন্ত শীতলভাবে বলে) তুমি এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলে যে? তোমার সঙ্গে মিউনিকে যখন দেখা হল তখনও তো আসার কোন ইচ্ছা আছে বলনি।

ডারেল: (তাড়াতাড়ি কৈফিয়ৎ দেয়) তিন সপ্তাহ আগে আমার বাবা মারা গেছেন। সম্পত্তি বুঝে নেবার জন্যেই তাড়াতাড়ি ফিরতে হল। (ভাবে)

'মিথ্যাকথা।…বাবার মৃত্যু তো কেবল আমার ফিরে আসবার একটা সুযোগ আর অজুহাত দিয়েছে। নীনাকে ভাল না বাসলে বাবার মৃত্যু আমায় ফিরেয়ে আনতে পারত না।…ও অত প্রশ্ন করে কেন?…নীনার সঙ্গে দেখা হবার আগে একটু ভাবতে চাই। ওর গলার স্বর আমার মাথার মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে।…ভগবান, আমি ধরা পড়ে গেছি। নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করে লাভ কি?…আমার যথাসাধ্য করেছি ওকে ভুলতে। মদ আর মেয়েমানুষের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছি। কোন লাভ হয়নি। নীনাকে আমি ভালবাসি। সর্বদা ভালবেসেছি। আমার সমস্ত গর্ব ধুলোয় মিশে গিয়েছে।……'

মার্সডেন: (ভাবে)

'ওর বাবা তো ফিলাডেলফিয়াতে বড় সার্জন ছিলেন। অনেক পয়সা জমিয়ে গেছেন বলে শুনেছি। ওর আরো দুই ভাই আছে, কাজেই সেই সম্পত্তির এক ভাগ ও পাবে।…(তিক্ত হাসি) স্যাম একবার কথাটা শুনলে হয়। ও তাহলে ডারেলকে ওর সঙ্গে ব্যবসায়ে নামতে বলবে আর

ডারেলও স্যামের মনের সন্দেহকে চাপা দেবার জন্মে তাতে রাজী হবে।...হ্যাঁ বিবেকের চাবুক খেয়েই ওকে স্যামকে টাকা দিতে হবে। এখন তাহলে আমার কর্তব্য হচ্ছে ওর হাত থেকে স্যামকে রক্ষা করা। (নীনার আসার আওয়াজ হয়) এবার ওদের ভাল করে লক্ষ্য করতে হবে। নীনাকে ওর নিজের কামের তাড়না থেকে বাঁচাতে হবে—এই হল আমার কর্তব্য...স্যাম একটা গাধা এ সব বিষয়ে। আমি ছাড়া আর ওদের কে আছে?...'

ডারেল: (নীনার আসার শব্দ শুনে ভীত হয়ে ভাবে)

'নীনা কি আমাকে এখনও ভালবাসে, না ভুলে গেছে? না ভুলবে না। ওকে যে সন্তান দিয়েছি তা ও জীবনে কখনও ভুলতে পারবে না।...'

[নীনা পেছন দিক দিয়ে আসে। চুল ভাল করে অাঁচড়েছে, ভাল জামা পরেছে, তার রূপকে বহুগুণে বাড়িয়ে তুলেছে মুখে রং আর পাউডার মেখে। ওর মন এই বিজয়িনীকে যেন আরো শ্রীমণ্ডিত করেছে। প্রেম এবং প্রেমিকের প্রত্যাবর্তন ওর মধ্যে অপূর্ব এক শক্তিকে জাগিয়ে তুলেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে এসেছে ভয়। নবলব্ধ শান্তিকে হারাবার আশঙ্কা, জীবনের স্থিরতাকে হারাবার চিন্তা, তার ছেলের অমঙ্গলের ভাবনা তার আনন্দের রাশ টেনে রেখেছে। দরজার ভেতর দিকে দাঁড়িয়ে ডারেলকে দেখে চিন্তা করে।]

নীনা: (ভাবে) 'ও কি আমায় ভালবাসে? (লক্ষ্য করে সন্তুষ্ট হয়) হ্যাঁ...বাসে বাসে। স্পষ্ট বুঝেছি।'

ডারেল: (এক লাফে দাঁড়িয়ে ওঠে। যেন কামনায় ডাক দেয়)

নীনা : (ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি ভাবে)

'ও পাল্টে গেছে, অনেক পাল্টে গেছে।...এখনও কি আমায় ভালবাসে।...'

(ওর দিকে আগিয়ে যায়। গলার স্বরে অনুরোধের অসতর্ক ডাক) নীনা।

নীনা : (বিজয়িনী, তার চিন্তার মধ্যে নিষ্ঠুর সুখ।)

'ও আমাকে ভালবাসে।...ও আমার। আর কেউ ওকে জয় করতে পারেনি। এর পর ওর আর আমাকে ছেড়ে যাবার সাহস হবে না।...'

(অত্যন্ত সচেতনভাবে সে ডারেলের কাছে এসে নিশ্চিন্ত আরামে বলে) কেমন আছ নেড? তোমাকে দেখে আমরা ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে গেছি। খুসীও হয়েছি। (ওর হাত ধরে)

ডারেল : (অপ্রস্তুত হয়ে বলে) ভালই আছি নীনা। (ভয় পেয়ে ভাবে)

'সেই কণ্ঠস্বর। এমন ভাবে কথা বলছে যেন আমার ভালমন্দে ওর কিছু যায় আসে না। ..বিশ্বাস করতে পারছি না...বুঝেছি মার্সডেনকে ঠকাবার জন্যে অমন করছে। যাতে ও বুঝতে না পারে।...'

মার্সডেন : (দুজনেই ভাল করে লক্ষ্য করে ভাবে)

'বুঝলাম। ডারেল যে ওকে ভালবাসে সেটাই নীনা ভালবাসে, তাই অমন নির্দয় বিশ্বাসে ওকে খেলাচ্ছে। লোকটাকে আমি ঘৃণা করি। কিন্তু ওর অবস্থা দেখে সত্যি মায়া হচ্ছে। বেড়াল যেমন ইঁদুর ধরে ঠিক তেমনি। আমি জানি নীনা কি ভীষণ নিষ্ঠুর হতে পারে। বাঃ এইটা নিয়েই তো চমৎকার উপন্যাস লেখা যায়।...নাঃ এবার আমার

কিছু বলা কর্তব্য।'

ডারেলের বাবা মারা গেছেন ও তাই তাঁর সম্পত্তির ব্যবস্থা করতে এসেছে।

[বলার ভঙ্গা প্রায় ঠাট্টার মত]

ডারেল : (রেগে তাকায় মার্সডেনের দিকে। অস্বীকার করতে চায় অর্থকরী কারণটা) আসলে আমার ফিরে আসার সময় হয়ে গিয়েছিল। এক বছরের জন্যে গিয়েছিলাম, সে তো কবে কেটে গেছে। এর মধ্যে (জোর দিয়ে বলে) আমি বাড়ী ফিরছিলাম নীনা।

নীনা : (বিজয়িনী আনন্দে ভাবে)

'ওগো আমার প্রিয়, সে কথা কি আমি বুঝিনা, ভাবছ···ওঃ তোমাকে জড়িয়ে ধরতে এত ইচ্ছা করছে।'

(আনন্দিত কণ্ঠে) তুমি এসেছ বলে আমি খুব খুসী হয়েছি নেড। তোমার কথা আমাদের প্রায়ই মনে হত।

ডারেল : (যত ভাবে তত দিশেহারা হয়ে যায়)

'দেখে মনে হচ্ছে খুসী হয়েছে। কিন্তু সেই উষ্মা নেই, সেই টান নেই। কত বদলে গেছে। ওর কথার মানে বুঝতে পারিনা। আমাদের বলল কেন? তার মানে ও আর স্যাম।···তার মানে কি?'

(ওর হাতে চাপ দিয়ে বলে) তোমার কথাও আমার ভয়ানক মনে হত নীনা।

মার্সডেন : (বিদ্রূপ করে) সত্যি কথা ডারেল, এ বিষয়ে আমি সাক্ষী দিতে পারি। বিশেষ করে স্যাম। এই তো কিছুক্ষণ আগেও তোমার কথা জিজ্ঞাসা করছিল। বলছিল মিউনিকে তোমার সঙ্গে যখন দেখা হল তখন তুমি কেমন ছিলে। (গভীর বিদ্বেষে) ভাল

কথা ডারেল, সেদিন তোমার সঙ্গে সেই মহিলাটি কে হে? অপূর্ব চেহারা কিন্তু তার?

নীনা : (সেও ঠাট্টার সুরে ভাবে)

'পারলে না চার্লি লক্ষ্যভ্রষ্ট হল।···আমি ওকে ভালবাসি, ওসব ছুটকো মেয়েটেয়েকে আমি কেয়ার করি না।'

(খুসীর সুরে) সত্যি নেড, ওই রহস্যময়ী সুন্দরীর কথা শোনার জন্যে আমরা অপেক্ষা করছি। বল না, শুনি।

(মাঝে গিয়ে বসে)

ডারেল : (মার্সডেনের দিকে রক্ত চক্ষে চায়। গম্ভীর হয়ে বলে) আমার ঠিক মনে আসছে না। (তিক্ত ক্ষোভে ভয় পেয়ে ভাবে)

'নীনার কিছু মনেই হচ্ছে না। আমাকে ভালবাসলে ও তাকে হিংসা করত। আসলে এখন আমার কিছুতে ওর যায় আসে না।···'

(নীনার ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হয়ে বলেই ফেলে) সে মেয়েটা কিছুদিন আমার রক্ষিতা ছিল। আমার বড় একা লাগত তাই। (হঠাৎ প্রচণ্ড রাগে মার্সডেনকে বলে) তোমার তাতে কি হে মার্সডেন?

মার্সডেন : (অত্যন্ত শীতল) কিছু না। ক্ষমা কর, আমি বুঝতে পারিনি যে সবার সামনে তোমাকে ওই প্রশ্নটা করা অন্যায় হবে। (সমানে বিদ্বেষের স্বর চাপা দিয়ে বলে চলে) হ্যাঁ যে কথা বলতে সুরু করেছিলাম। স্তাম তোমার জন্যে যা উতলা হয়, তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। আজকালকার এই আলগা সম্পর্কের জীবনে এমন বন্ধুত্ব সত্যি অপূর্ব লাগে আমাদের চোখে। তোমাকে, সে তার সব কিছু, এমন কি সব থেকে আদরের জিনিষ দিয়েও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারে।

নীনা ঃ (মুখ কোঁচকায়, ভাবে) 'এবার ব্যথা দিয়েছে, নেডকেও ব্যথা দিয়েছে। চার্লি আজ বড় নিষ্ঠুর।'

ডারেল ঃ (ব্যথা পায়, জোর করে বলে) স্তামকেও আমি আমার সব কিছু দিয়ে বিশ্বাস করতে পারি।

মার্সডেন ঃ নিশ্চয় নিশ্চয়। স্তামের মত বিশ্বাসী লোক কটা আছে। ডারেল, স্তাম যা বদলেছে, দেখলে তুমি অবাক হয়ে যাবে। তাই না নীনা? ও এখন একেবারে সম্পূর্ণ একটা নতুন লোক হয়ে গেছে। এখন কোন লোককে দেখে যদি বলতে হয় যে সে লোকটার কপালে স্থির সফলতা লেখা আছে, তাহলে তার নাম হচ্ছে স্তাম এভান্স। আমি তো সময় সময় ভাবি যে অত ক্ষমতা ওর কোথায় এত-দিন লুকোন ছিল। এখন এমন ব্যাপার দাঁড়িয়েছে, যেন সফলতার আর এক নাম স্তাম। আমি তো তাই স্থির করেছি যে, ও যখন নিজস্ব ব্যবসা শুরু করবে, তখন ওর সঙ্গে ঝুলে পড়ব। টাকা পয়সা যা লাগবে দিয়ে ওর নির্বাক সহযোগী হব।

ডারেল ঃ (মন বিভ্রান্ত, মেজাজ উত্তপ্ত, চিন্তা উদ্‌ভ্রান্ত)
'কি বলতে চাইছে?...ও সব কথার মানে কি? লোকটা তখন থেকে এঁটে বসে আছে। ঘর থেকে দূর হয়ে গিয়ে আমাদের একটু কথা বলার সুযোগ দিক।...স্তামের সাফল্যে আমি সত্যি খুশী হয়েছি। এখন সত্য কথাটা ওকে বলা সহজ হবে।'

নীনা ঃ (চিন্তিত) 'চার্লি কি যেন বলতে চাইছে।...নেডের সঙ্গে নিরিবিলি কথা বলতে পারলে হত।...নেড তোমায় কত ভালবাসি। আবার তুমি আমার প্রেমিক হবে।...স্তামকে জানতেই দেব না, কাজেই সে কোন দুঃখ পাবে না।...'

মার্সডেন ঃ হ্যাঁ ছেলেটার জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই স্যাম একেবারে

আলাদা মানুষ হয়ে গেছে। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে কেন বলছি—সন্তান জন্মাবার খবর পেয়েই স্যাম নতুন লোক হতে শুরু করেছে—তাই না নীনা ?

নীনা : (যেন ওর অর্ধেক কথা শোনেনি এমনভাবে বলে) হ্যাঁ। (ভাবে) 'নেডের ছেলে। নেডকে ছেলের কথা বলতে হবে।...'

মার্সডেন : স্যামের মত এমন বাপ আমি কোথাও দেখিনি। ছেলের গর্বে সে যেন পৃথিবীটাকে উল্টিয়ে দিতে পারে। কি বল নীনা ?

নীনা : (স্বীকার করে) হ্যাঁ তা সত্যি। জানলে নেড, স্যাম চমৎকার বাপ হয়েছে। (ভাবে)

'নেড ছেলেমেয়ে পছন্দ করে না।···আমি জানি ও কি ভাবছে। কিন্তু যদি ও ঘুণাক্ষরে ভেবে থাকে যে ওর জন্যে আমি স্যামের ছেলেকে তার কাছ থেকে কেড়ে নেব তাহলে ভুল করছে।···আর কি ভাবতে পারে ? ভাবছে হয়তো ছেলেকে ফেলে আমি ওর সঙ্গে পালিয়ে যাব।···'

মার্সডেন : (সমানে দৈনন্দিন কথা বলার ঢঙে গভীর আঘাত করে যায়) জান আমার স্থির বিশ্বাস যে, ভগবান না করুন, ওই ছেলেটার যদি কিছু হয়, স্যাম পাগল হয়ে যাবে। একেবারে উন্মাদ হয়ে যাবে, সে বিষয়ে আমার একটুও সন্দেহ নেই। তোমার কি মনে হয় নীনা।

নীনা : (জোর দিয়ে বলে) স্যামের আগে আমি পাগল হয়ে যাব। ছোট্ট গর্ডন আমার সমস্ত জীবন জুড়ে আছে।

ডারেল : (অত্যন্ত তিক্ত মনে ভাবে—বিদ্রূপ করে)

'বাঃ চমৎকার বন্দোবস্ত। ছোট্ট গর্ডন—আমার ছেলের নাম হয়েছে গর্ডন। আর তাকে হারালে অমন চমৎকার

বাপ স্যাম পাগল হয়ে যাবে। বাঃ বাঃ এদের চিন্তা-ধারাটাকে বাহবা না দিয়ে পারছি না।···বুঝেছি নীনা এখনও গর্ডনকেই ভালবাসে, সেইহল ওর আসল প্রেমিক। ···নীনা, গর্ডন, স্যাম আর আমার ছেলে মিলে হয়েছে এক সুখী পরিবার।আমার এখানে কোন ঠাঁই নেই।···(প্রচণ্ড বিদ্রোহে জেগে ওঠে) না এসব আমি সহ্য করব না।··· এদের এই তাসের ঘরকে আমি ভেঙে সমভূমি করে দিয়ে যাব।···যে যাই বলুক, এবার স্যামকে আসল কথাটা বলে দিতেই হবে।'

নীনা : (খুব হিসেব করে বসে বসে ভাবে) 'স্যামের থেকে ভাল স্বামী আমি আর কোথাও পেতাম না। নেডের থেকে ভাল প্রেমিকই বা পাব কোথায়? ওদের দুজনকে আমার সুখী রাখা দরকার।'

মার্সডেন : (হঠাৎ তার মনে সাংঘাতিক সন্দেহ আসে, ভাবে) 'এত কিসের ভয়? এত কিসের চিন্তা? হায় ভগবান, ছেলেটা সত্যি স্যামের না ডারেলের? হুঁ ডারেলেরও হতে পারে। ইস্ একথাটা আগে কেন ভাবিনি।···কিন্তু না, এমন কদর্য কাজ নীনা কখনো করবে না। নাঃ এটা বোকার মত ভাবছি। ছেলে যদি স্যামের না হয়, তাহলে নীনাই বা তা বলবে কেন। স্যামের সঙ্গে থাকারও তাহলে কোন প্রয়োজন দেখি না। ও তো স্বচ্ছন্দে ডারেলের সঙ্গে চলে যেতে পারত, ওকে বিয়ে করতে পারত। স্যাম নিশ্চয় বিবাহবিচ্ছেদ করতে গররাজি হত না।···নাঃ ছেলে স্যামের না হলে নীনাও স্যামের কাছে থাকত না কখন। বিশেষ ও

যখন ভালবাসে ডারেলকে। (নিশ্চিন্ত হয়ে, নিশ্বাস ফেলে.) নিশ্চয়ই তাই।···নিশ্চয়ই। এখন ওই ছেলেটাকে আরো বেশী ভালবেসে ফেললাম। ওকে এই প্রেমিকযুগলের ষড়যন্ত্র থেকে যেমন করে হোক বাঁচাতেই হবে।···(হেসে উঠে দাঁড়ায়) এবার ওদের একা রেখে যেতে পারি। যে সব কথা বলেছি তাতে ওরা আর একা বোধ করবে না। স্যাম আর তার ছেলেকে এ ঘরের বাতাসের মধ্যে রেখে গেলাম—ওদের মনুষ্যত্বের সঙ্গে মিশে সেটা বড় কড়া প্রতিষেধক হবে।···(রেগে যায়) মনুষ্যত্ব। ওরা কি মানুষ? কথাটা যেন অশ্লীল বিদ্রূপের মত হয়ে গেছে। বেশ্যা আর তার দালালের মনুষ্যত্বের কোন মানেও নাই, মূল্যও নাই। ওদের এখন ঘৃণা করি। ভগবান যদি এখুনি ওদেব মেরে ফেলেন, এখুনি আমার চোখের সামনে, আমি ওদের মরতে দেখব চুপ করে, ভগবানের ন্যায়-বিচারের প্রশংসা করব। আমার প্রতি তাঁর এই দয়া আর করুণার কথা স্মরণ করে সারা জীবন কৃতজ্ঞ থাকব।'

নীনা: (নানা চিন্তায় ভয় পেয়ে ভাবে)
'চার্লি এখনও যাচ্ছে না কেন?···ও কি ভাবছে? হঠাৎ ওকে আমার ভয় লাগছে।···'

(দাঁড়িয়ে উঠে অনুরোধের স্বরে বলে) চার্লি।

মার্সডেন: (সঙ্গে সঙ্গে অতি ভদ্রভাবে হেসে বলে) বুঝেছি নীনা। আমি এখুনি স্যামকে খুঁজতে যাবার জন্যে উঠছিলাম। বুঝলে ডারেল, সে যখন শুনবে তুমি এসেছ, তখন একেবারে ছুটতে ছুটতে আসবে। (দরজা পর্যন্ত যায়। ওরা তাঁকে গভীর সন্দেহে লক্ষ্য করে।) তাছাড়া, তোমাদেরও হয়তো অনেক বলার কথা জমে আছে।

(হাসতে হাসতে চলে যাবার আগে যেন সাবধান করে দিয়ে যায়) আমাদের ফিরতে বেশী দেরী হবে না।

[চলে যায়। বাইরের দরজা খোলা ও বন্ধ হবার আওয়াজ হয়। নীনা আর ডারেল পরস্পরের দিকে ভীত, অপরাধী দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। তারপর ডারেল এগিয়ে এসে নীনার হাত ধরে—মনের সঙ্কোচ যায় না]

ডারেল : (বাধ বাধ স্বরে বলে) নীনা আমি আবার তোমার কাছে ফিরে এসেছি। আমাকে চাও নীনা ?

নীনা : (প্রেম বন্যায় যেন মনের ভয়কে ডুবিয়ে দিতে চায়) নেড আমি তোমায় ভালবাসি।

ডারেল : (সসঙ্কোচে চুমু খায়। আগের মত করেই বলে চলে) আমি বুঝতে পারিনি। আমার মনে হল তুমি আমাকে আর পছন্দ কর না। মার্সডেনটা মরুক। ও আমাদের সন্দেহ করে। তাই না ? এখন আর তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না নীনা। (হঠাৎ প্রপাতের মত বন্যা ধারায় রুদ্ধ কথা প্রকাশ পায়) নীনা, এতদিন আমি নরক যন্ত্রণা ভোগ করেছি। তোমাকে ভোলবার জন্যে নানা মেয়ের কাছে গিয়েছি। তোমাকে ভুলতে পারিনি, আরো বেশী করে ভালবেসেছি। সেই শ্রান্ত দুপুরের কথা মনে পড়ত, তোমার প্রতিটি কথা, প্রতিটি কাজ আমার চোখের সামনে ভেসে উঠত, তোমাকেই যেন জড়িয়ে ধরতাম, আমার বুকের মধ্যে পেতাম। সত্যি বলছি; বিশ্বাস কর। তোমাকে যত বেশী ভালবাসতাম ওদের তত বেশী ঘৃণা করতাম। রাত্রে ঘুম আসত না। জেগে জেগে দেখতাম তোমার মুখ, তোমার চুলের গন্ধ, তোমার নরম দেহ—(হঠাৎ প্রবল আকর্ষণে জড়িয়ে ধরে বারবার চুম্বন করে) নীনা, তোমাকে ভীষণ ভালবাসি।

নীনা ঃ তোমাকেও আমি বারবার কামনা করেছি। সেই দুপুরগুলোর কথা আমি কি ভুলে গেছি, ভাবছ? (গভীর দুঃখে) নেড, সেদিন পালিয়ে গেলে কেন? সেই পালিয়ে যাওয়াটাই চিরকাল মনে থাকবে। তোমাকে আমি কখনো ক্ষমা করতে পারব না। কখন বিশ্বাস করতে পারব না। তোমার ওপর আর কখনও নির্ভর করতে পারব না।

ডারেল: (ভয়ঙ্কর রেগে বলে) নীনা সেদিনের সেই বোকামীর জন্যে আমি কখন নিজেকে ক্ষমা করব না। কেন পালিয়েছিলাম শুনতে চাও? বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ স্যামের কথা মনে হল। না শুধু স্যামের কথা নয়, অত —নিঃস্বার্থপর ভাল লোক আমি নই। সেদিন কেবল নিজের কথা ভেবেছিলাম। নিজের পেশা আর ভবিষ্যৎ সেদিন সব থেকে বড় হয়েছিল। পেশাকে জলাঞ্জলি দিয়েছি—এই এক বছরে কোন কাজ করিনি। আর ভবিষ্যৎকে বাতাসে উড়িয়ে দিয়েছি। কোন আশা নাই, ইচ্ছা নাই। বিশ্বাস কর নীনা এই এক বছর খালি তোমাকে কামনা করে বেঁচে আছি। সেই পালিয়ে যাবার দাম, আমি হাতে হাতে শোধ করেছি। শোধ করেছি বলেই ফিরে এসেছি। মিথ্যার খোলস ফেলে দিয়ে, তোমাকে দাবী করব বলে ফিরে এসেছি। নীনা এবার তোমাকে আমার সঙ্গে চলে যেতে হবে। (চুমু খায়)—

নীনা ঃ (কামনার ডাকে সেও উড়ে চলে, চুমু খায়) হ্যাঁ প্রিয়তম যাব—যাব। (তারপর হঠাৎ ওকে ঠেলে সরিয়ে দেয়) না। তুমি স্যাম আর স্যামের ছেলের কথা ভুলে যাচ্ছ।

ডারেল ঃ (জ্বালাময় দৃষ্টিতে তাকায়) স্যামের ছেলে। তুমি কি ঠাট্টা করছ? আমার ছেলে। আমাদের ছেলে, আমাদের সঙ্গে নিশ্চয় যাবে।

নীনা : (বিষাদমগ্ন)—আর স্যাম ?

ডারেল : স্যাম মরুক। তোমাকে বিবাহবিচ্ছেদ করতে হবে। এইবার স্যাম একটু স্বার্থত্যাগ করুক।

নীনা : (দুঃখিত হয়, কিন্তু মনস্থির করে ফেলেছে)—স্বার্থত্যাগ করতে স্যাম কোনদিন আপত্তি করবে না। আমার সুখের জন্যে সে জীবন পর্যন্ত দিতে পারে। কিন্তু স্যামের ওপরেও সুবিচার করতে হবে। আমাদের সুখের জন্যে ও যদি সত্যি মরে, আমরা কি তাহলে জীবনে কখনো সুখী হতে পারব ?—তুমিও জান তা কখনও হবে না। তার ওপর এখন আমি অনেক বদলে গেছি নেড। এখন আর আমি সেই আগেকার পাগল নীনা নই। এখনও তোমাকে আমি ভালবাসি —চিরকাল বাসব। কিন্তু এখন আমি আমার ছেলেকেও ভালবাসি তার সুখ আমার জীবনের প্রধান কর্তব্য। এটা তোমাকেও স্বীকার করতে হবে।

ডারেল : কিন্তু—ও আমারও ছেলে।

নীনা : না নেড। স্যামকে বাঁচাবার জন্যে তুমি ওকে স্যামকে দিয়ে দিয়েছ।

ডারেল : না। স্যামকে কখনই আমার ছেলে দিয়ে দিইনি। তোমাকে দিয়েছি—তুমি যাতে সুখী হও।

নীনা : আমি তো স্যামের সুখের জন্যেই ওকে চেয়ে নিয়েছিলাম নেড। তা না হলে, মনে কর—সেই প্রথম দিন, আমি কিছুতে তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারতাম না। নিজের জন্যে তোমার কাছে গেলে আমার এই ঘোর পাপকে আমি অস্বীকার করতাম কি বলে ? কিন্তু কাজটা স্যামের ভালর জন্যে করেছিলাম বলেই নিজেকে অপরাধী বা দোষী মনে করি নি। আমার সেই কাজের ফলে আজ স্যাম সুখী

হয়েছে একথা বলতে আমার মন গর্বে ভরে ওঠে। স্যামের সুখে— আমি সুখী হয়েছি। স্যামের মধ্যেকার স্নেহশীল স্বামী আর বাপকে আমি ভালবাসি। তাই আজ আমি স্পষ্ট অনুভব করি যে, ছেলে ওর। আমরা এ ছেলেকে ওর করে দিয়েছি।

ডারেল ঃ (দুঃখ পায়)—নীনা তুমি যদি স্যামকে ভালবেসে থাক, তাহলে আমি চলে যাব। আর কখনও ফিরে আসব না। এবারও আমি না-ফিরতে চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারলাম না। তোমার জন্যে আমাকে ফিরতেই হল।

নীনা ঃ (হঠাৎ তাকে জড়িয়ে ধরে, ভয় পায়)—না নেড চলে যেও না। আর কখনও চলে যেও না। স্যামকে নয়, আমি তোমাকেই ভালবাসি।

ডারেল ঃ (দুঃখে)—কিন্তু বুঝতে পারি না, তাহলে স্যাম কেন সব কিছু পায়—আর আমার কপালে শুধু ফাঁকি।

নীনা ঃ (অদ্ভুতভাবে হাসে—যেন ডারেলের চিন্তাগুলো পড়ে ফেলেছে)—তুমি বিনা কারণে অভিযোগ করছ নেড। তুমি তো আমার ভালবাসা পেয়েছ।

ডারেল ঃ আমি কি আবার তোমার প্রেমিক হতে পারব নীনা।

নীনা ঃ (সহজভাবে বলে)—সবাইকে খুসী করতে হলে, ওর থেকে বেশী কিছু হওয়া চলবে না। সবাইকে আনন্দ দেওয়াই তো জীবনের একমাত্র কাজ।

ডারেল ঃ তোমার কাছে তাহলে এইটাই হল ন্যায়-বিচার? (কর্কশভাবে হাসে)

নীনা ঃ (সহজভাবে)—স্যাম কখনও জানবে না। ওকে যে আনন্দ আমি দিয়েছি তাতে আর কোন সন্দেহ ওর মনে আসবে না কোনদিন।

আর অন্যের সুখকে খণ্ডিত না করে, অন্যের জীবনকে ভারাক্রান্ত না করে আমরা যদি নিজেদের ভালবাসি তাহলে কার ক্ষতি? স্যাম সুখী হবে, আমরা সুখী হব, আর কি চাই। সমাধান হয়ে গেছে তুমি ফিরে এসেছ এখন আমাদের আনন্দ পাবার এই হল একমাত্র উপায়।

ডারেল : (আশাহত) নীনা তুমি কি করে এমন অমানুষ হতে পারলে? তোমার দয়ামায়া নাই?

নীনা : (আঘাত পায়—ঠাট্টা করে)—কি করব ডাক্তার, এই বৈজ্ঞানিক ধারায় চিন্তা করাটা যে তোমার কাছেই শিখেছি।

ডারেল : (ওর কাছ থেকে সরে যায়। ভয় দেখায়) না, এ আমি সহ্য করব না. আমি তাহলে আবার ইউরোপে ফিরে যাব। (নিষ্ফল রাগে বলে)—তুমি কি ভাব যে, লুকিয়ে-চুরিয়ে তোমার প্রেমিক সেজে থাকব, আর চোখের সামনে দেখব আমার স্ত্রী, ছেলে স্যামের হয়ে গিয়েছে। তুমি ভেবেছ এই দেখতে আমি ফিরে এসেছি—তুমি কী নীনা? তোমার মনটা নারকীয়।

নীনা : (অত্যন্ত শান্তভাবে বলে। ডারেলকে সে বুঝে নিয়েছে)—এ ছাড়া আমি আর কি করতে পারি নেড। (সাবধান করে)—ওই যে ওরা আসছে, স্যাম আবার আসছে।

ডারেল : (প্রচণ্ড রাগে) এ ছাড়া আর তুমি কিছু করতে পার না? মিথ্যাবাদী। বেশ তুমি কিছু ক'র না। কিন্তু আমি কিছু করতে পারি। আমি তোমার এই অতি যত্নে গড়ে-তোলা খেলা-ঘরকে এক লাথিতে ভেঙে দিতে পারি। আমি স্যামকে সব কথা বলে দিতে পারি—আর এবার আমি তাই করব। এখনই ওকে সব কথা শুনিয়ে দেব। ভগবানের নামে শপথ করছি এখনি শুনিয়ে দেবই।

নীনা : (অত্যন্ত শান্ত) না নেড তুমি তা করতে পার না স্যামকে তুমি দুঃখ দিতে পারবে না।

ডারেল : (বন্যভাবে) তাকিয়ে তাকিয়ে দেখ—পারি কিনা।

[বাইরে দরজা খোলার শব্দ হয়। এভান্সের গলার আওয়াজ শোনা যেতে না যেতেই স্বয়ং এভান্স প্রায় ছুটেই ঘরে ঢোকে, ডারেলের করমর্দন করে, অন্য হাতে পিঠে থাপ্পড় মারে। ডারেলকে দেখে সে যে ভয়ানক খুশী তা তার মুখেচোখে হাবেভাবে বোঝা যায়। ডারেলের বন্য দৃষ্টিভরা চোখ সে দেখতেই পায় না—ওকে দেখে এত খুশী হয়েছে।]

এভান্স : আরে দিগ্বিজয়ী বড়দা। তুমি আসবে এ খবর আমাদের আগে দাও নি কেন ? আমরা তোমাকে আনবার জন্যে জাহাজঘাটায় যেতাম। দেখি-দেখি তোমায় ভাল করে দেখি। বড্ড রোগা হয়ে গেছ যে। কোন চিন্তা নাই আমরা তোমায় মোটা করে তুলব। কি বল নীনা ? এবার আমরা ডাক্তার হয়ে ওর ওষুধের ব্যবস্থা করব। তুমি কিন্তু আচ্ছা একটা হাঁদারাম। কোথায় কোথায় ছিলে আমাদের জানাও নি কেন ? ছেলেটার জন্মের পর তোমাকে খবর দিতে কি কম চেষ্টা করেছি। আমি কি রকম উন্নতি করেছি সেটা জানিয়েও চিঠি দিতাম। জান, নীনা আর চার্লি বাদে তুমি হলে একমাত্র লোক যাকে আমি সব গোপন কথা বলতে পারি—নিজের সম্বন্ধে বড়াই করতে পারি।

নীনা : (গভীর স্নেহে) রক্ষা কর স্যাম। একটু চুপ কর। নেডকে উত্তর দেবার একটু সময় দাও। (ডারেলের দিকে স্পর্ধাভরে চায়) নেড যেন তোমায় কি বলতে চায়—স্যাম।

ডারেল : (বিচূর্ণিত; ঢোক গিলে বাধ-বাধ স্বরে বলে) না,

মানে বলছিলাম কি, হ্যাঁ, আমি বলছিলাম যে আমি অত্যন্ত খুশী হয়েছি।...(মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে চোখের জল ঢাকে। তার সমস্ত মুখ ব্যথাতুর। .ভাবে)

'ওকে আমি বলতে পারছি না, ভগবান—বলতে পারছি না।'

নীনা : (এই জয়ের পরেও অদ্ভুত শান্তভাবে চিন্তা করে)

'ব্যস—ও ব্যাপারটা চিরকালের জন্যে শেষ হয়ে গেল।... বেচারা নেড কি রকম ভেঙে পড়েছে। এখন আমাকে দেখতে হবে যে স্যাম যাতে বুঝতে না পারে যে তার কথায় নেড দুঃখ পেয়েছে।'

(দুজনের মাঝখানে এসে দাঁড়ায় জিজ্ঞাসা করে) চার্লি কোথায় স্যাম ?

মার্সডেন : (পেছনের ঘর থেকে আসে) এই যে নীনা আমি এখানে। সর্বদা অপেক্ষা করছি।

[হেসে ভেতরে আসে]

নীনা : (সকলকে দেখে তার মন অদ্ভুত এক জয়ের আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। এ লোকগুলি তার, এদের ওপর একমাত্র তার অধিকার আছে এ কথা মনে হওয়ায় তার মুখ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে) ঠিক বলেছ চার্লি, তুমি সর্বদা আমার কাছে কাছেই আছ। এই যে স্যাম আর নেড, সবাই কাছে থাকবে।

(প্রচণ্ড অপরূপ এক স্ফূর্তিতে বলে) বোস বোস সবাই বোস। আরাম করে বোস। তোমরা তিনজনেই হচ্ছ আমার, আর এই আমার বাড়ী, তোমাদেরও। (অর্ধ-স্বগত) চুপ। ম'ন হল খোকার গলা শুনলাম। তোমরা সবাই চুপ করে বসে থাক। চেঁচামেচি করলে ছেলেটা জেগে উঠবে। (যন্ত্রের মত তিনজনেই

চুপি চুপি বসে পড়ে। এভান্স তার পুরণো জায়গায়, মার্সডেন মাঝে আর ডারেল ডানদিকের সোফায়। নীনা দাঁড়িয়ে থাকে যেন তাদের ওপর ওর প্রভুত্বের বিস্তার স্পষ্ট।)

ডারেল: (দুঃখিত মনে ভাবে) 'আমি পারলাম না।…কত জিনিষ আছে মানুষের জীবনে যা ভবিষ্যতের কথা ভেবে করা যায় না। কত কথা আছে যা বলা যায় না। বললে, স্মৃতি প্রতিধ্বনিতে ভরে উঠবে। কত গোপনীয় কাজ আছে যা প্রকাশ করা যায় না। কেননা আয়না দিয়ে স্মৃতির ভেতরটা সাজান।…স্যাম বড় খুশী হয়েছে। ওর আনন্দ নষ্ট করে দেওয়া, খুন করার থেকেও জঘন্য অপরাধ। আমি ওকে ওই আনন্দ দিয়েছি—স্যাম আমার সেই আনন্দের যোগ্য হয়েছে।…স্যাম, তোমায় ভগবান রক্ষা করুন।…(বাস্তব চিন্তাধারা যেন বাইরে থেকে লক্ষ্য করে।) আমার গিনিপিগের গবেষণাটা সফল হয়েছে দেখা যাচ্ছে। অসুস্থ গিনিপিগ দুটো অর্থাৎ স্যাম আর স্ত্রীলোকটা—অর্থাৎ নীনা সুস্থ হয়ে উঠে স্বাভাবিক-ভাবেই জীবনযাপন করছে। একমাত্র অন্য পুরুষটা অর্থাৎ নেডের অধোগতি হয়েছে।…(তিক্ত ও মর্মাহত) এখন নীনার কথা শুনে চলা ছাড়া তো আর কোন উপায় দেখছি না। আমি তাকে ভালবাসি—এখনও সুখী করতে পারি।…সেই ভাল। অর্ধেক পাওয়াই আমার পক্ষে যথেষ্ট হবে। (এভান্সের দিকে তাকিয়ে দুঃখিত ও ক্ষুব্ধ হয়) তুমি আমার সব চুরি করেছ। তোমার ছেলে, তোমার বউ—এমনকি তোমার আনন্দও আমার। তুমি আমার সর্বস্ব নিয়ে সুখী হও এই কামনাই করি।…'

এভান্স : (ডারেলের দিকে তাকিয়ে সস্নেহে ভাবে) 'নেডকে দেখে আমি খুব খুশী হয়েছি। এমন বন্ধু থাকা ভাগ্যের কথা।...কেন যেন খুব দুঃখ পেয়েছে।...ও বুঝেছি। ওর বুড়ো কর্তা পটল তুলেছে। ওর বাবা তো বেশ বড়লোক ছিল—বাঃ বেশ কথা মনে হয়েছে। ও নিশ্চয় আমার ব্যবসায়েত টাকাটা দিতে দ্বিধা করবে না। (লজ্জা হয়) আচ্ছা আমার কি হয়েছে। ও বেচারা এসে এখনও ভাল করে বসে নি, আর আমি ওই সব কথা ভাবতে শুরু করেছি। ...ও যথেষ্ট করেছে আমার জন্যে। এখন ওই সব টাকা পয়সার কথা ভুলে যাওয়াই ভাল। ওকে দেখে কিন্তু মনে হচ্ছে শরীরটা দিব্যি খারাপ হয়েছে।...বুঝেছি—বড় বেশী মেয়েমানুষ উপভোগ করেছে। ওর এখন উচিত বিয়ে করে বেশ জমিয়ে বসা।...ও-কথা বলতে গেলে তো আমায় হেসেই উড়িয়ে দেবে। ভাববে আমি আবার উপদেশ দিচ্ছি। ভাবুক না। কিছুক্ষণ পরেই বুঝতে পারবে যে, আমি এখন আর সেই আগেকার স্যাম নই।...নীনা এতক্ষণ কি আর বড়াই না করে বসে আছে? করবেই তো—আসল গর্বটা তো ওরই। ওর সাহায্য পেলাম বলেই না এতটা উন্নতি করতে পেরেছি।...নীনা যেমন চমৎকার মা, তেমনি চমৎকার স্ত্রী।...(নীনার দিকে তাকায়) একটু আগে নীনা বেশ ভয় পেয়ে গিয়েছিল। অনেকদিন ওকে অমন ভয় পেতে দেখি নি। নেড ফিরে এসেছে সেই উত্তেজনাতেই বোধ হয় অমন হয়েছে। তবে বেশী উত্তেজিত না হওয়াই ভাল, সেটা আবার খোকার দুধের পক্ষে খারাপ।'

মার্সডেন ঃ (কাঁধের ওপর দিয়ে চুপি চুপি নীনাকে লক্ষ্য করে। উৎকণ্ঠিত হয়ে ভাবে) 'নীনা এখন আবার সেই আগেকার দুর্বোধ্য নীনা হয়েছে। এই নীনার আমি তল পাই না।...আমরা হলাম ওর তিনজন পুরুষ।...

কথাটা মন্দ নয়। আমি ওদের মধ্যে সব থেকে নিষ্কাম কারণ কোন কিছু পাবার আশা আমার নাই—করিও না।...একটা অদ্ভুত ধরণের ভালবাসা আছে আমাদের মধ্যে বলতে পারি, ঠিক সাধারণ প্রেম সেটাকে বলা যায় না। ...তখন বলল আমাদের ছেলে। তার অর্থ কি আমাদের তিনজনের ছেলে? কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে তা যে অসম্ভব। কিন্তু না...নীনার বাজে কথার মধ্যেও মানে থাকে—এ কথাটারও মানে আছে।...জীবনের গোপন উৎসগুলোকে ঘা মেরে খুলে দেবার অদ্ভুত ক্ষমতা নীনার আছে। গভীর বিভিন্ন-স্রোতা খরতরঙ্গ একসঙ্গে মিশে গিয়ে একটা কামনার স্রোতের মত বহমান হয়।...হ্যাঁ ক্রমেই মনে হচ্ছে নীনাকে ঘিরে আমার জীবন, স্যাম আর ডারেলের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। ওর ছেলে, আমাদের তিনজনের প্রেম থেকে সম্ভূত। কে সত্যি করে তার জন্ম দিয়েছে সে প্রশ্ন অসঙ্গত, অপ্রয়োজনীয়। হ্যাঁ আমিও নীনার স্বামীত্বের অধিকারী—ভাবতে ভালই লাগছে। ভাবতে ভালই লাগছে—আমি ওর সন্তানের পিতা। হ্যাঁ নিজের মনের মত করে ভাবতে পারছি। এ কামনায় কোন লজ্জা নাই। ওর এখন যা কিছু অপরাধ আমি ক্ষমা করতে পারি। ওকে যা খুশী করবার অধিকার দিতেও আপত্তি নাই। (জোর করে

ভাবে) সত্যি, আমি ওর দোষ ক্ষমা করেছি। ওর আনন্দকে রক্ষা করা ছাড়া ওর কোন ব্যাপারে অহেতুক অনধিকার-চর্চার প্রয়োজন দেখি না। স্তামকে আর আমাদের ছেলেকেও রক্ষা করতে হবে।···ডারেলের ওপর আর আমার রাগ বা হিংসা নাই। নীনা তাকে কেবল নিজের সুখের জন্যে ব্যবহার করেছে। ডারেল কখনও ওকে আমার কাছ থেকে নিয়ে যেতে পারবে না।···'

নীনা ঃ (তার মনে বিজয়িনীর আনন্দ ক্রমে বাড়ে)—'আমার তিনজন মানুষ।···ওদের প্রত্যেকের কামনাকে আমার মধ্যে মিশিয়ে একটা পরিপূর্ণ সুন্দর পুরুষের প্রেমকে উপলব্ধি করছি। এই সম্পূর্ণ ভালবাসার মধ্যে অবগাহন করে তৃপ্ত হয়েছি।···ওদের জীবন আমার জীবনের সঙ্গে মিশে গেছে। আজ ওদের জীবন আমার জীবন, তিনজনার প্রেমে আমি পূর্ণ হয়েছি। স্বামী, প্রেমিক, পিতা তিনজনেই তাদের ভালবাসা আমার মধ্যে ঢেলে দিয়েছে। চতুর্থ পুরুষও আসছে। ছোট্ট পুরুষ, ছোট্ট গর্ডন—সেও আমার। সবে মিলে আমার জীবনকে পূর্ণাঙ্গ করেছে। (চাপা উত্তেজিত আনন্দে)—পৃথিবীর মধ্যে আমি হলাম সব থেকে সৌভাগ্যবতী, সব থেকে গর্বিতা, সব থেকে সুখী। ···(বিশ্ববিজয়িনীর উন্মাদনায় জয়ের হাসিকে প্রাণপণ চেষ্টায় দমন করে।) হা হা—ভগবান আমার হাসি শোনবার আগে কাঠ ছুঁয়ে থাকি—নইলে আমার এত সুখ ভগবানেরও সহ্য হবে না।'

(মহানন্দে টেবিল বাজাতে শুরু করে)

এভান্স : (ওর দিকে বিস্মিত হয়ে তাকায়) কি হয়েছে নীনা ?

[অন্য দুজনও তাকায়]

নীনা : (নিজেকে সংযত করে, ওর কাছে হাসতে হাসতে এসে ওর গলা জড়িয়ে ধরে)—ওগো কিছু হয় নি। তোমাকে অত ভাবতে হবে না। মনটা বোধহয় বেশী পরিশ্রম করে একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

এভান্স : (গভীর প্রেমে জবরদস্তির ভাবটা ভালই লাগে)—তাহলে শ্রীমতী, তুমি সোজা ওপরে গিয়ে শুয়ে পড়। আমরা কেউ কিছু মনে করব না।

নীনা : (শান্ত হয়েছে—সহজভাবেই বলে) ভালই বলেছ। মনে হচ্ছে সত্যি আমার একটু বিশ্রাম দরকার। (গভীর স্নেহে বড় ভাইকে চুমু খাবার মত এভান্সকে চুমু খায়।) শুতে চললাম গো বাড়ীর কর্তা। শুভরাত্রি।

এভান্স : (অত্যন্ত গভীর স্নেহে) শুভরাত্রি নীনা।

নীনা : (চার্লির গালে নিয়মমত সস্নেহে বাপকে যেন চুমু খেল) —শুভরাত্রি চার্লি।

মার্সডেন : (ওর বাপের মত করেই বলে)—বাঃ এই তো লক্ষ্মী মেয়ে। শুভরাত্রি নীনা।

নীনা : (ডারেলকে গভীর প্রেমে প্রেমিকের মত চুমু খায়)—শুভরাত্রি নেড।

ডারেল : (ওর দিকে সকৃতজ্ঞ সৌজন্যে তাকিয়ে বলে)—খুব খুসী হলাম। শুভরাত্রি।

(নীনা পেছন ফিরে ধীরে ধীরে ঘর থেকে হেঁটে চলে যায়। পুরুষদের দৃষ্টি ওর গমন-পথকে অনুসরণ করে।)

॥ সপ্তম অঙ্ক ॥

প্রায় এগার বছর পার হয়ে গেছে। নিউইয়র্ক সহরে পার্ক এ্যাভেনিউতে এভান্সদের বাসস্থানের বসার ঘর। এভান্সদের অবস্থার যে বেশ উন্নতি হয়েছে তা এ ঘরের আসবাব দেখলেই বোঝা যায়। দেখতে সাধারণ হলেও আসবাবগুলো অত্যন্ত মূল্যবান। ঘর সাজানর মধ্যে নীনার সুরুচিবোধ স্পষ্ট বোঝা যায়। গত দৃশ্যের মতনই আসবাবগুলো সাজান হলেও তাদের সংখ্যার বৃদ্ধি হয়েছে। বাঁদিকের টেবিলের কাছে আরো দুটো চেয়ার রাখা হয়েছে। মাঝে একটা ছোট টেবিল, চমৎকার একটা আরামকেদারা আর সুন্দর গদী আঁটা মস্ত একটা সোফা ডাইনে রাখা হয়েছে। সূর্যের আলোয় উজ্জল ঘরটাও খুব বড়।

হেমন্তের দিন, প্রায় একটা বাজে দুপুরবেলায়। নীনা আরাম-কেদারায় বসে তার ছেলে গর্ডনকে লক্ষ্য করছে। ঠিক পাশে মাটিতে বসে গর্ডন একটা বইএর পাতা উল্টাচ্ছে। ডারেল টেবিলের পাশে বসে নীনাকে লক্ষ্য করছে।

নীনার বয়স এখন পঁয়ত্রিশ। তার নারীত্ব পরিপূর্ণভাবে বিকশিত। আগের দৃশ্যের থেকে একটু রোগা হলেও রোদে পোড়া রংএর অবশেষ এখনও বোঝা যায়। তার শরীরে কোন গ্লানি নাই—পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য উপভোগ করছে। কিন্তু প্রথম অঙ্কের মত মানসিক অশান্তি তার পেছনে লেগে রয়েছে। লক্ষ্য করলে তার মুখের নানা রেখা একেবারে

চোখ এড়িয়ে যায় না। যখন চুপ করে থাকে তখন ওর চোখ দুটোকে বিষাদগ্রস্ত লাগে—ওর মনের দুঃখ অপ্রকাশ থাকে না। ওর মুখ মুখোসের মত ভাবলেশহীন।

গর্ডনের বয়স এগার বছর। এই বয়সেই তার খেলোয়াড়ী স্বাস্থ্য বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সব সময় গম্ভীর হয়ে থাকে বলে ওকে বয়সের থেকে বড় দেখায়। তার চোখ দুটো অত্যন্ত স্পর্শকাতর। মেজাজটা বেপরোয়া। তার মায়ের সঙ্গে কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না, ওর বাপের সঙ্গেও চেহারার কোন মিল নাই। মনে হয় যে-সব চরিত্রদের আমরা এতক্ষণ দেখলাম তাদের কারুর সঙ্গে ওর কোনও মিল নাই। ওর চরিত্র সম্পূর্ণ আলাদা।

ডারেলের বয়স অনেক বেড়ে গেছে। তার চুল জায়গায় জায়গায় পেকে গিয়েছে। অনেক মোটা হয়ে গেছে। মুখ আর চোখের কোণগুলো ভারী হয়েছে। তার মুখের আদলটা মোটা হবার দরুণ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তাকে দেখলে মনে হয় যে, জীবনে তার যেন আর কোনও উদ্দেশ্য নাই। তাই জীবনধারণ প্রণালীরও কোন বিশিষ্টতা নাই, দিগ্‌দর্শন নাই। ঔদাসীন্যের তলে তার মনের বিদ্রোহ জোর করে চাপা দিয়ে রাখে—চোখের তিক্ত দৃষ্টি প্রমাণ করে যে বর্তমান ব্যবস্থায় সে সুখী নয়।

গর্ডন : (খেলতে খেলতে ভাবে)

'ওই ডারেলটা এখান থেকে চলে গেলে বাঁচতাম। মা যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করত—তাহলে আমার জন্মদিনে ওই লোকটাকে কখনই ডাকতাম না। লোকটা কেন যে সর্বদা আমাদের বাড়ীতে এসে বসে থাকে তাও বুঝতে পারি না। মাঝে মাঝে কোথায় যেন বেড়াতে যায়—সেখানে চলে গেলেই তো পারে। গতবার ও প্রায় এক বছর বাইরে

ছিল, আমি রোজ কামনা করতাম ও যেন মরে যায়। মা যে কেন ওকে এত পছন্দ করে বুঝি না! আমার তো ওকে দেখলেই জ্বর আসে। রোজ ভাবি যে মা একদিন ক্ষেপে গিয়ে বোকা বুড়োটাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়ে ফিরে আসতে বারণ করে দেবে।...আমি যদি ওর সমান হতাম তাহলে ওকে লাথি মেরে বার করে দিতাম।...তবু ভাল যে জন্মদিনে আমাকে কোন উপহার দেয়নি। কিছু দিলে আমি তখুনি সেটাকে ভেঙে চুরমার করে দেব।...'

নীনা : (গভীর স্নেহে ছেলেকে লক্ষ্য করে ভাবে)

'ওকে আর ছোট বলা যায় না। দিব্যি বড় হয়ে উঠেছে। এগার বছর বিশ্বাসই হয় না। আজ আমি পঁয়ত্রিশ, আর পাঁচ বছর কেটে গেলেই আমার চল্লিশ বছর বয়েস হবে। চল্লিশ। চল্লিশে মেয়েদের বেঁচে থাকা শেষ হয়ে যায়। নিশ্চিন্ত আরামে, তারপর শুধু বসে দেখে তার চারপাশ দিয়ে জীবনস্রোত বয়ে চলেছে। (জোর করে বলে)— আমি আর লড়াই করতে পারি না। না—সুখের জন্যেও নয়। আমি এখন পচে মরতে চাই নিশ্চিন্ত আরামের স্থিতিশীলতায়,—স্থাণুর মতন শান্তিতে। (গভীর দুঃখেও তার মুখে হাসি ফুটে ওঠে)—আমার ছেলের জন্মদিনে কি সব বিশ্রী চিন্তা করছি। এখন তো ওর সুখেই আমার সুখ, ওকে ভালবেসেছি এটাই চরমতম শান্তি। যত বড় হচ্ছে তত যেন সুন্দর হচ্ছে দেখতে। আশ্চর্য! ও একটুও নেডের মত দেখতে নয়। ওর জন্মের আগে আমি নেডকে প্রাণপণে ভুলে যেতে চেষ্টা করেছিলাম। মনেপ্রাণে কামনা করেছিলাম যেন আমার ছেলে গর্ডনের মত দেখতে

হয়। ঠিক তাই হয়েছে। বেচারা নেডের জন্য আমার সময়-সময় দুঃখ হয়। ওকে আমি খুব কষ্ট দিয়েছি।…(ডারেলের দিকে তাকায়, তারপর নিজেকেই ঠাট্টা করে) আমার প্রেমিক। কি রকম অসম্ভব মনে হয় এখন কথাটা। এতদিন কিসের টানে ওর সঙ্গে বাঁধা ছিলাম? কিসের জন্য আজ পর্যন্ত বিরামপ্রিয় কামকে ক্ষণিকের জন্যেও জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করি? সে কি প্রেম?…ওকে যা দিয়েছি তাতেই যদি খুশী থাকত বড় ভাল হত। কিন্তু ও তা কখনই পারে নি। সর্বদা চেয়েছে, আর চেয়েছে—দেওয়ার ক্ষমতা যখন আমার শেষ হয়ে গেছে তখনও চেয়েছে। কিন্তু সব হারাবার ভয়ে কখনও সব চাইবার সাহস ওর হয় নি। গর্বিত হয়েও সে গর্বকে লুকিয়ে রাখতে হয়েছে।…না প্রেম নয়—ও আমাকে সুখের জন্যে উপভোগ করেছে। নিজের সুখের জন্যে আমাকে ভাগ করে ব্যবহার করতে দ্বিধাবোধ করে নি। তার জন্যেই ওর কৃতজ্ঞতার অবধি নাই। নিজের তিক্ত মনকে ঢেকে এই কৃতজ্ঞতা আমাকে কতবার জানিয়েছে—নিজেকে কলুষিত করেছে।…(তিক্ত) না দোষ আমার নয়।…যে মানুষের জীবনের কোন উদ্দেশ্য নাই তাকে কেউ খুশী করতে পারে না। জানি না কেন ও ওর পেশা ছেড়ে দিল! আমি কি ওকে এতই ক্লীব করে ফেলেছি? (দুঃখে) না মোটেই না। আমিই তো ওকে লজ্জা দিয়ে দিয়ে অ্যান্টিগুয়ার কাজটা নেওয়া করিয়েছি। ওর এই নিষ্কর্ম জীবনকে বিদ্রূপ করে ওকে জীববিদ্যা চর্চা করায় রাজী করেছি। যদি তা না করতাম ও সারাজীবন আমার পেছনে পেছনেই ঘুরে বেড়াত। (চটে যায়)—ছ মাস তো

হয়ে গেল এখন চলে গেলেই তো বাঁচি। আমি ওকে আর এক মুহূর্তও সহ্য করতে পারি না। ওর নিজের কাজের জায়গায় চলে গেলেই তো পারে।...ও এখানে এসে বসে থাকলেই আমার যেন কি রকম মনে হয় যে, ও স্যামের মৃত্যুর জন্যে দিন গুণছে।—না কি পাগল হয়ে যাবার জন্যে অপেক্ষা করছে।...'

ডারেল : (তিক্ত ঔদাসীন্যে)

'ও কি ভাবছে ?...এখন প্রায়ই এমন হয়। দুজনে বসে থাকি কিন্তু কারুর চিন্তা কেউ বুঝতে পারে না। আমাদের প্রেম আজ গোপন চিন্তার রূপ নিয়েছে। একের ভাবনা অন্যের সম্পূর্ণ অপরিচিত।...এই কি প্রেম ? প্রেম না হোক তবু যা আমাদের এতদিন একসঙ্গে বেঁধে রেখেছিল তার শক্তি প্রচণ্ড।...বারবার আমি শেকল ছিঁড়ে পালিয়ে গেছি, দূরে চলে গেছি ওকে ভুলে যাব বলে। কিন্তু বারবার ফিরে এসেছি আরো বেশী দুরাশা নিয়ে। আবার সময়ে সময়ে এমন হয়েছে, মুক্তির স্বাদ রক্তের মধ্যে অনুভব করে আমি বহু দূরে চলে যাবার সংকল্প বহু কষ্টে গ্রহণ করেছি। ও বুঝতে পেরেছে। বুঝতে পেরে ডাক দিয়েছে। আর সেই ডাক শোনামাত্র, আমি এক হতভাগ্য গিনিপিগ লেজ নাড়তে নাড়তে ছুটে ফিরে এসেছি। না ভুল বললাম গিনিপিগদের লেজ থাকে না।...আমার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা সফল হয়েছে, একথা এখন বলা চলে। স্যাম সুখী হয়েছে, অর্থবান হয়েছে, সুস্বাস্থ্য হয়েছে।... আমি ওকে গভীরভাবে লক্ষ্য করেছি ভেবেছি এই প্রচণ্ড খাটুনির ভারে ও ভেঙে পড়বে। ওর মধ্যে পাগলামির

লক্ষণ খুঁজতে চেষ্টা করেছি।...অন্যায়—জঘন্য কাজ। জানি—একবারও অস্বীকার করি না যে কাজটা জঘন্য—অন্যায়। প্রেম হয় মনকে উদার করে নয়তো জঘন্য করে। স্যামের কিন্তু কেবল স্বাস্থ্যোন্নতি ছাড়া আর কিছু হয় নি। এখন আমি ওকে লক্ষ্য করা ছেড়ে দিয়েছি। মাঝে মাঝে শুধু দেখি কি রকম মোটা হচ্ছে আর নিজের মনেই হাসি। কি বিরাট বিদ্রূপ আমাদের জীবন নিয়ে করেছি বুঝতে পারি। সূর্যের আলোয় মনের অন্ধকার কেটে যায়, বুঝি আমাদের মধ্যে একমাত্র স্যামই হচ্ছে স্বাভাবিক। নীনা আর আমি পাগল!...কি আশ্চর্য! আমাদের পাগলামির ফলেই ওর জীবনটা সুন্দর আর স্বাভাবিক হয়ে গেল!...(নীনাকে লক্ষ্য করে দুঃখিত)—নীনা সব সময় তার ছেলের কথাই ভাবে।...ওকে যে আমি দিয়েছি, গর্ডন নয় একথা আর স্বীকার করতে চায় না। গর্ডন, গর্ডন। ওই নামটাকে পর্যন্ত আমি ঘৃণা করি। আমি এখানে পড়ে আছি কেন? কিসের আশা? নীনাকে দেখতে পাই না বলে ছুটে আসি—কিন্তু আসা মাত্র আমার সব ভালবাসা বিষ হয়ে যায়। সেই বিষ আকণ্ঠ খেয়ে, আমার জীবনের অসাফল্যের জন্যে নীনাকে ঘৃণা করি।...'

নীনা: (হঠাৎ ডারেলের দিকে ফিরে বলে) তুমি তোমার পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপে কবে ফিরে যাচ্ছ নেড?

ডারেল: (দৃঢ় সংকল্প) শীগগির।

গর্ডন: (খেলা থামিয়ে শোনে তারপর ভাবে) 'বাবা বাঁচলাম! কত তাড়াতাড়ি যাবে তাই ভাবছি।'

নীনা ঃ (একটু বিদ্রূপের সুর কথায়) তুমি তোমার কাজে ফাঁকি দিয়ে এখানে এতদিন কি করে থাক আমি তো কিছুতে বুঝতে পারি না। কাজকর্মে ক্ষতি হয় না ?

ডারেল ঃ (তার দিকে অর্থপূর্ণভাবে তাকায়) আমার জীবনের কাজই হচ্ছে পরম নিশ্চিন্তে চমৎকারভাবে ক্ষয় হয়ে যাওয়া। কাজকর্মে ক্ষতি হওয়া তো সামান্য কথা।

[বিদ্রূপাত্মক হাসি হাসে।]

নীনা ঃ (দুঃখ পায়। ভাবে)—'আজ ওর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য নিশ্চিন্ত আরামে ক্ষয় হয়ে যাওয়া। এই কি আমাদের প্রেমের পরিণাম ?...'

ডারেল ঃ (অত্যন্ত তিক্তভাবে বলে)—আমার জীবনের কাজ বার বছর আগে শেষ হয়ে গেছে। তুমি তো জান কিভাবে এক চরম বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আমি সফলতা লাভ করেছি। তারপর আবার অন্য কোন মানুষের জীবন নিয়ে নাড়াচাড়া করা আমি বাহুল্য মনে করি।

নীনা ঃ (করুণাভরা কণ্ঠে)—নেড !

ডারেল ঃ (শ্লেষাত্মক উদাসীন গলায় বলে)—তুমি তো ভালই জান, এখন যে কাজ করছি, ওটা আসলে কাজ নয় খেয়াল। স্যামের সঙ্গে ব্যবসায় নেমে, মার্সডেন আর আমি যে পরিমাণ টাকা জমিয়েছি —তাতে আমাদের কাজ করার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। আমরা এখন পরম নিশ্চিন্ত মনে, নানা রকমের খেয়াল-খুশী নিয়ে থাকতে পারি। মার্সডেন এখনও মাঝে মাঝে তার সেই মিষ্টি মিষ্টি মেরুদণ্ডহীন উপন্যাসগুলো লেখে আর আমি জীববিদ্যা নিয়ে খেলা করি। স্যামের মতো গল্‌ফ খেলাই আমার স্বাস্থ্যের পক্ষে বেশী উপকারী হত, কিন্তু তুমি বললে জীববিদ্যা নিতে, তাই জীববিদ্যা নিয়েই খেলা করছি।

তাতে ভালই আছি স্বীকার করতেই হবে। ওই অজুহাতে খোলা আকাশের তলায় ঘুরে বেড়াবার যথেষ্ট সুযোগ পাই, দেশেবিদেশে ঘুরে মনের প্রসারতা হয়। (জোর করে হাসে) না বাড়িয়ে বলছি। জীববিদ্যা ভাল না লাগলে ওই গবেষণাগারটার পেছনে অত টাকা খরচ করতাম না। ওখানে যখন থাকি প্রেসটনকে সাহায্য করবার জন্যে প্রাণপণে খাটি—কথাটা মিথ্যা নয়। প্রেসটনের বয়েস মাত্র কুড়ি বছর হলে কি হবে চমৎকার কাজ করছে। ওর উন্নতির খুবই সম্ভাবনা আছে। (তিক্ততা আবার এসে তার মনকে আচ্ছন্ন করে) অবশ্য যদি আমার কথামত চলে আর তার গবেষণাটাকে মানুষের জীবনের সঙ্গে মিশিয়ে না ফেলে—আমার সেই গিনিপিগগুলোর মত!

নীনা: (খুব নীচু সুরে) ছিঃ নেড। আজ গর্ডনের জন্মদিন, আজকে তুমি ওই রকম করবে?

ডারেল: (শ্লেষাত্মক ভাবনা) 'আমার ছেলেকে ও ইচ্ছা করে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে আরেকজন পুরুষকে দিয়েছে। ও কি ভাবে সেই ছেলেকে আমি দারুণ ভালবাসব।···না নীনা, তোমায় ধন্যবাদ, যথেষ্ট ব্যথা পেয়েছি, আবার ছেলেকে ভালবাসার চেষ্টা করে সেটাকে শতগুণ বাড়াতে চাই না।'

(ছেলের দিকে তাকিয়ে তিক্ত হেসে বলে)—যত দিন যাচ্ছে ততই যেন ও স্যামের মত হয়ে যাচ্ছে। তাই না নীনা?

গর্ডন: (ভাবে) 'এবার আমার সম্বন্ধে কথা বলছে। বুঝে সুঝে কথা না বললেই আমি—।'

নীনা: (প্রতিবাদ করে) আমার তো মনে হয় না। বরঞ্চ বলতে পার স্যামের থেকে গর্ডনের সঙ্গেই ওর মিল বেশী। ওকে দেখলেই আমার গর্ডনের কথা মনে পড়ে।

ডারেল : (নরম জায়গায় আহত হয়—বিশ্রী হেসে কেটে কেটে বলে) গর্ডন শ'? কি বাজে কথা বলছ। ও যে একটুও সেই মেঠোবীরটির মত দেখতে হয়নি তার জন্যে ভগবানকে তোমার কৃতজ্ঞতা জানান উচিত। আমি তো পৃথিবীর কোন কিছুর বদলেও চাইব না যে আমার ছেলে সেই নিষ্কর্মা লোকটার মত দেখতে হোক।

গর্ডন : (রেগে যায়—ভাবে) 'ওর ছেলে মানে?...ওর তো কোন ছেলে নাই!'...

নীনা : (তার হিংসায় খুশী হয়—একটু আনন্দ পায়, ভাবে) 'বেচারা নেড, এই বয়সে এখনও বোকার মত কথা বলছে। আমাদের জীবনের ওপর দিয়ে যে ঝড় বয়ে গেছে, তারপরও গর্ডনকে হিংসা করা ছেলেমানুষী ছাড়া আর কিছুই নয়।'

ডারেল : (গর্ডনকে দেখিয়ে বলে) বরঞ্চ আমি সত্যি করে খুশী হব যদি দেখি, ও আমাদের মহামান্য স্যামুয়েল মহাপ্রভুর হুবহু প্রতিমূর্তি হয়ে উঠছে।

গর্ডন : (চটে গিয়ে ভাবে) 'ওই লোকটা সব সময় আমার বাবাকে নিয়ে ঠাট্টা ইয়ার্কি করে।...ও সাবধান না হলে পরে বুঝতে পারবে!...'

ডারেল : (ক্রমেই বিদ্রূপের সুর চড়তে থাকে) এর থেকে ন্যায়সঙ্গত আর কি হতে পারে। স্যাম হল যাকে বলে অতিশয় ভাগ্যবান লোক। ব্যবসায়ে সে অদ্বিতীয়। তার অমন চমৎকার বউ, সুন্দর ছেলে; পার্ক এ্যাভিনিউ-এর ওপর ঠিকানা, দেশের সব থেকে দামী গল্‌ফ ক্লাবের সে একজন সভ্য। সব থেকে বড় কথা এই যে তার মনের নিশ্চিত ধারণা যে সে নিজের চেষ্টায় এ সব করেছে, নিজের ক্ষমতার জোরে বড় হয়েছে।

নীনা : (তীক্ষ্ণভাবে) ছিঃ নেড, খুব অন্যায় বললে। তোমার কাছে ঋণ স্বীকার করতে স্যাম কোনদিন দ্বিধা করে নি।

ডারেল : (আঘাত করে) তার উন্নতির জন্যে আমি যা যা করেছি সব জানলে তার এ কৃতজ্ঞতা থাকবে ?

নীনা : (কঠোরভাবে) নেড।

গর্ডন : (হঠাৎ এক লাফে ডারেলের সামনে এসে দাঁড়ায়। হাত মুষ্টিবদ্ধ, প্রচণ্ড রাগে কাঁপছে। থেমে থেমে বলে) চোপরাও ! তুমি—তুমি কখনো আমার বাবাকে ঠাট্টা করবে না।

নীনা : (কিংকর্তব্যবিমূঢ়) গর্ডন!

ডারেল : (ঠাট্টা করে) তোমার বাবাকে আমি কখনও ঠাট্টা করি না। লক্ষ্মী খোকা আমার। সবাই বললেও তা করি না।

গর্ডন : (কি বলবে ভেবে পায় না, তার ঠোঁট কাঁপে) তুমি এখুনি ঠাট্টা করেছ। (একটু চুপ করে গভীর ঘৃণায় বলে) তোমাকে আমি ঘৃণা করি।

নীনা : (অবাক হয়ে যায়। রেগে বলে) গর্ডন। নেডকাকার সঙ্গে অমন করে কথা বলে ? তোমার খুব সাহস হয়েছে দেখছি।

গর্ডন : (বিদ্রোহী) ও আমার কাকা নয়। ও আমার কিচ্ছু নয়।

নীনা : আর একটা কথা বললেই মার খাবে। তুমি যদি ভদ্রভাবে কথা বলতে না পার তাহলে তোমার জন্মদিন বলেও বেহাই পাবে না। তারপর আমি তোমার সব বন্ধুদের টেলিফোন করে আসতে বারণ করে দেব। বলে দেব তোমার মত দুষ্টু ছেলের জন্মদিনের উৎসব না হওয়াই ভাল। (নিজের মনে খুব দুঃখ পায়, ভাবে।)

'এটা কি আমার অপরাধ ?...নেডকে যাতে ও ভালবাসে তার

জন্যে আমি তো যথাসাধ্য করেছি।…কিন্তু ফল উল্টো হল।
দিনে দিনে নেডকে আরো বেশী অপছন্দ করছে। এমন কি
আমার বিরুদ্ধেও ক্ষেপে ওঠে। ও ক্রমেই স্যামের হয়ে
যাচ্ছে।'

গর্ডন ঃ (রাগ করে বলে) আমি কেয়ার করি না। বাবাকে বলে দেব।

নীনা ঃ (চটে গিয়ে বলে) যাও ঘর থেকে এখুনি বেরিয়ে যাও। আর নেডকাকার কাছে ক্ষমা না চাওয়া পর্যন্ত আমার কাছে আসবে না। বুঝেছ! (রেগে ভাবে) 'বাবা! এখন ওর কাছে সব কিছুতেই বাবা এসেছে।…'

ডারেল ঃ (ক্লান্ত) আঃ কি করছ নীনা, যেতে দাও।

গর্ডন ঃ (বাইরে যেতে যেতে বলে) আমি ওর কাছে কখন ক্ষমা চাইব না, কখন না। (হিংস্র ভাবনা)

'মা যখন ওর পক্ষ নেয় তখন মাকেও ঘৃণা করতে ইচ্ছা হয়।
মা হয়েছে তো কি হয়েছে। বাবাকে অপমান করার
কোন অধিকার ওর নাই।…'

ডারেল ঃ (রাগতভাবে বলে) ও যদি আমাকে ঘৃণা করে তাতে কি যায় আসে? ওকে আমি একটুও দোষ দিই না। ওর মনের কোণায় কি করে যেন ও বুঝতে পেরেছে যে, আমার যা করা উচিত ছিল, আমি তা না করেই পালিয়ে গিয়েছি তাই আমি কাপুরুষ, নপুংসক। আমার উচিত ছিল, অন্যদের কি হবে না ভেবে ওকে নিজের ছেলে বলে দাবী করা। আজ ও আমাকে ঘৃণা করে, আর অন্য বাপকে আশ্রয় করেছে বলে আমি ওকে অপছন্দ করি। এর জন্য কে দায়ী? আমরা। তুমি আমাদের ছেলেকে স্যামকে দিয়ে দিয়েছ, আমিও তাতে সম্মতি দিয়েছি। ব্যস—ব্যস উত্তম কথা।

এখন তাহলে ও স্থামের ছেলের মত ব্যবহার করছে বলে রেগে যাচ্ছ কেন, কেন ওকে দোষ দিচ্ছ?

নীনা : তাই বলে ওর মোটেই বলা উচিত নয়, ও তোমাকে ঘৃণা করে। (গভীর দুঃখে ভাবে) 'স্থামের ছেলে! সত্যি ও পরিপূর্ণ-
ভাবে স্থামের হয়ে যাচ্ছে। ...আমি যেন এখন আর ওর
কেউ নই!...'

ডারেল : (জোর করে হেসে বলে) ও হয়তো মনের গভীরে বুঝতে পেরেছে যে, আমিই ওর জন্মদাতা। তোমার ভালবাসার ভাগে ওর একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু যেহেতু সেই জন্মদানের কথা কেউ বলে না—ও আমাকে বাপ বলে মনে করে না। তাই আমাকে সোজাসুজি ঘৃণা করতে ওর মন, বিবেক, বুদ্ধি এমন কি নীতিগত পরিবেশেও বাধে না। আসল বাপের বেলায় যে সব সংস্কার ছেলের মনের পিতৃঘৃণাকে বাধা দেয়, ওর আমার সম্পর্কে সেরকম কিছু না থাকায় সম্পূর্ণ দ্বিধাহীন, মনের খুশীতে ওই উলঙ্গ ঘৃণা দিয়ে ও আমাকে আবরণ করেছে। (তিক্ত) ওর যদি জানা থাকত যে তুমি আমাকে এখন কত সামান্য ভালবাস, তাহলে বোধহয় অতটা ঘৃণা ও আমায় করতে পারত না।

নীনা : (প্রচণ্ড বিরক্তিতে) আঃ নেড চুপ কর। হাজারবার আমি ওই এক কথা, এক অভিযোগ শুনতে চাই না। তুমি কি ভাব ওই এক কথা বার বার শুনতে আমার ভাল লাগে? তোমার কথার উত্তরে আবার সেই পুরোণ পাল্টা অভিযোগগুলো বলতে, আমার একটুও ইচ্ছা করছে না। সেই এক কথা পুনরাবৃত্তিতে কি ফল? আমরা আবার প্রত্যেকবারের মত কথা কাটাকাটি থেকে ঝগড়া শুরু করব, বিশ্রী পরিবেশের পুনরভিনয় করব। তারপর তুমি ছুটে পালিয়ে যাবে। আগে যেতে মদ আর মেয়েমানুষের কাছে, এখন যাবে

তোমার গবেষণাগারে। কিংবা আমি তোমাকে রেগেমেগে তাড়িয়ে দেব, তারপর এই নিঃসঙ্গতাকে সহ্য করতে না পেরে তোমাকে ফিরে আসার জন্যে অনুনয় বিনয় করব।…স্যামের ব্যবসায়ী বন্ধু আর তাদের ভয়ঙ্কর বউগুলো ছাড়া এখানে আমার সঙ্গে কথা বলবার কেউ নাই। আর তুমি ভাল করে জান যে, ওদের সঙ্গে আমি মানিয়ে চলতে পারি না। (অসহায়ভাবে হাসে) তোমার সহ্যের ক্ষমতা আমার থেকে যখন কম থাকে, মিথ্যার নিঃসঙ্গতায় তুমিও যখন পীড়িত হও, তখন অবশ্য আমার ডাক পৌঁছবার আগেই তুমি এসে হাজির হও। তারপর আবার সেই এক ঘটনার পুনরাবৃত্তি। সেই দুজনের দুজনকে চুমু খাওয়া, সেই কাঁদা, গলা জড়িয়ে ধরা। একঘেয়েমির ভাঙ্গাঘাটে নৌকা না লাগা পর্যন্ত, কামনার লগি ঠেলে ঠেলে বেয়ে চলা ক্লান্তভাবে!

ডারেল : (শ্লেষের হাসি হেসে বলে) আমি যদি নিজের মনকে ভুল বুঝিয়ে কোন ভাল মেয়ের প্রেমে পড়ি—যেমন পড়েছিলাম সেই অনেকদিন আগে। তারপর তাকে বিয়ে করার সংকল্প করি। তুমি কি করবে জান? তুমি সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড হিংসায় এমন অবস্থার সৃষ্টি করবে যে বিয়ে ভেঙে দিতে হবে।

নীনা : (অস্পষ্ট আনন্দে) হ্যাঁ তাই বোধহয় করব। কোন মেয়ে স্ত্রী সেজে তোমাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নেবে এটা সহ্য করা আমার পক্ষে কঠিন হবে। (চরম অসহায়ত্বে) ও নেড, কবে এই ভুল বোঝাবুঝির শেষ হবে? এক জোড়া বুদ্ধিহীন জীবের মত আমরা এক বোকা প্রেমের অভিনয়ে মেতে রয়েছি। তুমি যখন প্রথম আস, খুব ভাল লাগে। তারপর যত দিন যায়, যত বেশীদিন তুমি থাক সমস্ত ভাললাগা তেতো হয়ে ওঠে। হয়তো তুমি থাকতে চাও না, হয়তো আমি তোমাকে জোর করে আটকে রাখি, কিন্তু প্রত্যেকবার

বিশ্রী ঝগড়াঝাঁটি করে আমাদের বিচ্ছেদ হয়। ছিঃ (হঠাৎ অত্যন্ত কোমল সুরে) এই সবের পরও তুমি কি সত্যি আমায় ভালবাস, নেড ?

ডারেল : (গভীর দুঃখে হাসে) তোমাকে ভাল না বাসলে এই রকম বোকার মত বারবার ফিরে আসতাম না নীনা।

নীনা : (সেও হাসে) তাহলে বোধহয় আমিও তোমায় ভালবাসি। (খুব গম্ভীর হয়ে বলে) তোমার প্রেমেই গর্ডন জন্মেছে, একথা আমি কখন ভুলব না।

ডারেল : আমার মনে হয় সে কথাটা এখন তোমার সব আগে ভোলা উচিত। ছেলেরা অনেক কিছু বুঝতে পারে। গর্ডনও বুঝতে পারছে যে তোমার ভালবাসায় আমি তার ভাগীদার। সেইজন্যেই সে ক্রমেই স্যামকে বেশী করে আঁকড়ে ধরছে। স্যামের ভালবাসা সম্পূর্ণভাবে নিজের দিকে টেনে নিয়ে ও তোমার ওপর প্রতিশোধ নিচ্ছে।

নীনা : (ভয় পায়, চটে যায়) বাজে কথা বোল না নেড। আমাকে ভয় দেখাতে তুমি ওই কথাগুলো বল, তা আমি জানি। গর্ডন মোটেই অমন নয়। তুমি ওই রকম কথা বললে তোমাকে আমার ঘৃণা হয়।

ডারেল : (শ্লেষাত্মক) আমিও তো তাই বলছি। গর্ডনের মতো আমায় ঘৃণা কর, তাহলেই সব প্রশ্নের সমাধান হবে। ও আবার তোমাকে ভালবাসবে।

নীনা : (তীক্ষ্ণভাবে বলে) গর্ডন তোমাকে ভালবাসে না, কেন না তুমি কোনদিন ওর ভালবাসা পাবার চেষ্টা কর নি। তা না হলে তোমাকে ভাল না বাসার কোন স্বাভাবিক কারণ দেখি না। ধর না কেন আজকের কথা, আজ ওর জন্মদিন কিন্তু তুমি ওর জন্যে কোন উপহার হাতে করে আসনি। হয় তোমার মনে থাকে না, নয় তুমি খেয়াল কর না।

ডারেল : না নীনা ও কথাটা তুমি ঠিক বলনি। এ পর্যন্ত আমি ওকে অনেক উপহার দিয়েছি, সেগুলো পাওয়ামাত্র ও আছড়ে ভেঙেছে। কারণ আমার দেওয়া কোন কিছু ও নেবে না। আজকেও খুব দামী উপহার কিনে ওই পেছনের ঘরটাতে রেখে দিয়েছি। খুব ক্ষণভঙ্গুর আর সুন্দর জিনিষ এনেছি, যাতে ওর ভেঙে ফেলতে একটুও কষ্ট না হয়। তবে আমি চলে যাবার পরই জিনিষটা ওকে দিও। হাজার হোক আমি তার বাপ, আমার চোখের সামনে পাওয়া-মাত্র ও জিনিষটাকে আছড়ে ভাঙবে তাতে আমার মনে একটু ব্যথা লাগাই স্বাভাবিক। (নিজেকে চরম ঠাট্টা করে সজল চোখে) দেখেছ আমি কি রকম স্বার্থপর হয়েছি। আমাকে কষ্ট দিয়ে আমারই ছেলে তার জন্মদিনে একটু আনন্দ পাবে তাতে বাধা দিতে চাইছি!

নীনা : (করুণা আর দুঃখে) নেড, ভগবানের দোহাই, অমন করে আমাদের কষ্ট দিও না। কী তোমার করেছি বলতে পার? কি ভয়ঙ্কর কষ্ট তোমায় দিয়েছি আমরা। নেড নেড, ক্ষমা কর।

ডারেল : (নীনার জন্যে সত্যি ব্যথা বোধ করে। কাছে গিয়ে ওর মাথায় হাত রাখে, কোমল স্বরে) কিছু মনে কোর না নীনা। (দুঃখের কোমলতায়) কষ্ট তোমরা আমাকে কিছু দাওনি। আমার জীবনের একমাত্র সুখ, একমাত্র স্বার্থকতা তোমার দেওয়া নীনা। আজ আমার মনের তিক্ততায় যাই বলি বা করি না কেন. একথা কখন অস্বীকার করব না যে তার জন্যে আমি গর্বিত, আমি কৃতজ্ঞ নীনা।

নীনা : (ওর দিকে গভীর প্রেমে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকায়) প্রিয়তম, তোমার মুখে ওই কথাগুলো শুনতে খুব ভাল লাগল। (উঠে ওর কাঁধে হাত রেখে চোখে চোখে তাকায়। অনুনয় করে বলে) এই হল চলে যাবার শুভ মুহূর্ত। এই ভালবাসার কথার মধ্যে, প্রেমকূজনের স্মৃতির মধ্যে বিদায়লগ্ন আসুক। কুশ্রী তিক্ততা এই

একবার অন্তত: দূরে থাকুক। এখনি ছেড়ে চলে যাবার মত মনের জোর কি আমাদের নাই ?

ডারেল : (আনন্দে) আছে। ঠিক বলেছ। তুমি যদি ইচ্ছা কর এখুনি চলে যাব !

নীনা : (খেলার ছলে) এখনি মানে এই মুহূর্তে বলিনি। একটু অপেক্ষা করে স্যামকে বলে যাও। তা না হলে ও ভয়ানক দুঃখিত হবে। (গম্ভীর হয়ে) তারপর দু'বছর আসবে না প্রতিজ্ঞা কর। আমি যদি তোমাকে ফিরে আসার জন্যে বারবার অনুরোধ করি, তাহলেও না। কাজ কর, ভাল করে কাজ কর।

ডারেল : তাই চেষ্টা করব নীনা।

নীনা : তারপর কিন্তু আবার আমার কাছে ফিরে এস।

ডারেল : (হাসে) আবার ফিরে আসব নীনা।

নীনা : তাহলে বিদায় প্রিয়তম। (চুমু খায়)

ডারেল : আবার।

(দুজনে হাসে, তারপর আবার চুমু খায়। পেছনের দরজায় গর্ডন এসে দাঁড়ায়। এই দৃশ্যে সে রাগে, হিংসায় দুঃখে কাঁপতে থাকে।)

গর্ডন : (গভীর লজ্জায় ভাবে) 'আমি দেখিনি।···ওকে আমি কখন দেখিনি।···আমি যে দেখেছি ও যেন কখন জানতে না পারে।'

(যেমন নিঃশব্দে এসেছিল তেমনি নিঃশব্দে প্রস্থান করে।)

নীনা : (হঠাৎ সরে এসে চকিত দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকায়) নেড, তুমি কি দেখেছ ? আমার যেন মনে হল কেউ যেন আমাদের লক্ষ্য করছে।

গর্ডন : (কণ্ঠস্বরকে প্রচণ্ড চেষ্টায় স্বাভাবিক করে পেছনের ঘর থেকে হাঁকে) মা। চার্লিকাকা নীচে এসেছে, ওপরে নিয়ে আসব ?

নীনা : (চমকে ওঠে—নিজের স্বরকে স্বাভাবিক করে বলে) নিশ্চয়, এখুনি নিয়ে এস। (চিন্তিত) ওর গলার স্বর অদ্ভুত শোনাল, তাই না নেড ? আচ্ছা তোমার কি মনে হয় ও আমাদের এইমাত্র—

ডারেল : (দুঃখের হাসি হাসে) হ্যাঁ তা হতে পারে বৈকি। তুমি বরঞ্চ ওকে বোল যে আমাকে তাড়াতাড়ি বিদায় করবার জন্যে তুমি আমায় চুমু খেয়ে তাড়াচ্ছিলে। (চটে যায়) ওই মার্সডেনটা আবার এসেছে কেন ? ওটা একটা অকর্মা বুড়ো মাগীর মতো। ওকে আমি এক মুহূর্ত্ত সহ্য করতে পারি না। সত্যি নীনা, গর্ডন যে ওই বুড়ো নপুংসকটাকে কেন এত পছন্দ করে তা আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না।

নীনা : (হঠাৎ কথাটা খেয়াল করে ভাবে) 'গর্ডন চার্লিকে পছন্দ করে বলে ওর হিংসা হয়েছে।··· (সঙ্গে সঙ্গে ভালবাসা আর করুণায় মন ভরে যায়) তাহলে ও নিশ্চয় গর্ডনকে ভালবাসে।···'

(ওর মনের করুণা প্রকাশ হয়ে যায় মুখ দিয়ে) বেচারা নেড। (ওর দিকে যায়)

ডারেল : (চমকে ওঠে। ভয় পেয়ে ভাবে ও নিজে যা স্বীকার করতে চায় না, সেই অপত্যস্নেহ নীনা ওর মধ্যে আবিষ্কার করে ফেলেছে) কেন বলছ অমন করে ? (অত্যন্ত অভদ্রভাবে আত্মরক্ষা করতে চায়) বোকার মত যা তা ভেব না। তুমি ভালই জান, চার্লিকে আমি চিরকাল অপছন্দ করি। স্যাম যখন আলাদা ব্যবসা শুরু করল তখন আমি আমার সব টাকা দিতে চেয়েছিলাম, আমার

ছেলের স্বাচ্ছন্দের জন্যে, কেবল স্যামকে সাহায্য করবার মহৎ উদ্দেশ্যে নয়। কিন্তু মার্সডেন কেন আমার সমান টাকা স্যামকে দেবার জন্যে পীড়াপীড়ি করল? কেন স্যামের ব্যবসায়ে আমার সমান অংশ রাখল? না—ওর টাকা হয়েছে বলে আমি একটুও অভিযোগ করছি না। টাকা ওর আরো বেশী হোক—কিন্তু সর্বদা সব বিষয়ে আমার সঙ্গে ও এমন সমান ভাগ করে যে মনে হয় যেন ও ইচ্ছা করে প্রতি পদক্ষেপে আমাকে অপমান করতে চায়।

(পেছনের ঘরে মার্সডেনকে গর্ডন কলকণ্ঠে আহ্বান জানাল। ডারেল সেটা শোনামাত্র প্রচণ্ড রেগে উঠল রাগত কণ্ঠে বলে ওঠে চীৎকার করে)

ওই বুড়ো গাধাটা গর্ডনের মাথাটাকে খাচ্ছে—আর তুমি নিশ্চিন্তে বোকার মত তাই সহ্য করছ নীনা।

(মার্সডেন আসে পেছন দিক দিয়ে। যথারীতি নিখুঁত তার সাজপোষাক। মনে হয় এক বছরে সে বিশেষ বদলায়নি। চুলগুলো অনেক পেকে গেছে আর কুঁজো ভাবটা বেড়েছে। তার হাবভাব চাল-চলন অনেকটা প্রথম অঙ্কের মত। হয়তো তার জীবনে সার্থকতা আসে নি, কিন্তু নিজের সঙ্গে বোঝা-পড়া করে তার মন স্বস্তি পেয়েছে। পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গেও তার সন্ধি হয়েছে। ফলে আপাতদৃষ্টিতে তার মনে শান্তি এসেছে।)

মার্সডেন: এই যে নীনা, লক্ষ্মী নীনা, কেমন আছ? তোমার ছেলের জন্মদিনে তোমাকেও শুভেচ্ছা জানাই। (চুমু খায়) তোমার ছেলেকে দুমাস দেখিনি আর তার মধ্যে ও এত বড় হয়ে গেছে যে, চিনতে পারছি না বললে অত্যুক্তি হবে না। (ডারেলের সঙ্গে অত্যন্ত শীতলভাবে করমর্দন করে। তারপর খুব পৃষ্ঠপোষকতার স্বরে বলে)

এই যে ডারেল। গতবার তোমার সঙ্গে যখন দেখা হয়েছিল—যতদূর মনে পড়ছে তুমি তখন এক সপ্তাহের মধ্যেই পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপে যাবে বলেছিলে। দেখছি, দুমাসেও যেতে পার নি, এখানেই ঘুরে বেড়াচ্ছ।

ডারেল : (খেপে যায়, বিদ্রূপের স্বরে বলে) হ্যাঁ তাইতো দেখছি। আমি যাবার আগেই তুমি ফিরে এলে। তোমাকে আজকাল খুব বেশী সুখী দেখাচ্ছে মার্সডেন। মনে হচ্ছে তোমার বোন তোমাকে বেশ যত্ন করছেন। সত্যি তোমার বোন এসে যে তোমার মায়ের অভাব মেটাতে পেরেছেন, এটা খুবই সুখের কথা। (কর্কশভাবে হাসে) জানলে মার্সডেন, আমরা দুজন আসলে হলাম দুটি অচল টাকা তাই ঘুরে ঘুরে একই জায়গায় ফিরে আসি। স্যামের ব্যবসা দুটো চমৎকার নিঃশব্দ ভাগীদার পেয়েছে।

নীনা : (বিরক্ত হয়ে ভাবে) 'নেড আবার বিশ্রী ব্যবহার করছে।...বেচারা চার্লি।...ওর অপমান সহ্য করব না।... চার্লি আমার জীবনে এক মস্ত শান্তি। ওকে কিছু না বলতেই ও সব বুঝে ফেলে। ওকে কাছে পেলে আমার মনটাও সান্ত্বনা পায়।'

(ডারেলকে দৃষ্টি দিয়ে দিয়ে তিরস্কার করে বলে) নেডের জাহাজ এই সপ্তাহেই ছাড়বে চার্লি।

মার্সডেন : (বিজয়ী আনন্দে ভাবে) 'ও আমাকে অপমান করতে চেষ্টা করছে।—ও কি বলতে চাইছে তা আমি বেশ বুঝতে পারছি। নীনা ওকে সরিয়ে দিচ্ছে। ইচ্ছা করে আমাদের কাছ থেকে দূরে পাঠাচ্ছে—এখন ওর কথাতে আমার কিছু যায় আসে না।—ওর শেষ হয়ে গেছে।'

ডারেল : (চটে গিয়ে ভাবে) 'আমাকে ওই বুড়ো

গাধাটার সামনে নীনা অপমান করল? বেশ আমিও ওকে বুঝিয়ে দেব যে—। (নিজের মধ্যেকার দ্বন্দ্বে হেরে যায়। দুঃখিত হয়ে ভাবে)—না এবার থাক। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি এবার ঝগড়া করে যাব না। ঠিক। কথা রাখতে হবে।

(ঝগড়া না করতে মনকে সম্মত করে। হেসে মার্সডেনকে মাথা নেড়ে বলে) না সত্যি কথা। এই সপ্তাহেই আমি যাচ্ছি। আর এবার দু বছর বাইরে থাকার ইচ্ছা। এ দুবছর খুব ভাল করে কাজ করতে হবে।

মার্সডেন: (ওর ওপর করুণা হয়, রাগও হয়। ভাবে)

'ওর কাজ।···আর কি বলবে নিজের মুখ রক্ষা করতে। খুব কাজ করার ভাণ করা ছাড়া এই সখের বৈজ্ঞানিকের আর তো কোন উপায় দেখছি না। সত্যি এখন ওকে দেখলে মায়া হয়।'

(যেন অত্যন্ত শুভানুধ্যায়ী—বলে) জীববিদ্যা নিশ্চয় খুব চিত্তাকর্ষক কাজ; কি বল ডাক্তার? আমারও ও বিষয়ে মাঝে মাঝে জানতে ইচ্ছা হয়।

ডারেল: (খোঁচাটা গায়ে না মাখতে চেষ্টা করে। একটু মজাও লাগে, শ্লেষের মত বলে) আমারও তাই মনে হয় মার্সডেন। জীববিদ্যা জানলে তোমার পক্ষেও ভাল হত, তাহলে তোমাব উপন্যাস-গুলোতে জীবন্ত প্রাণী আর একটু বেশী দেখতে পেতাম। অবিবাহিত পুরুষ আর বৃদ্ধারা তোমার লেখায় কম আসত। সত্যি মার্সডেন—তুমি সত্যিকারের জীবন সম্বন্ধে এবার কিছু লেখ।

(মার্সডেনের দিক থেকে ঘুরে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকে। মুখে ঘৃণা।)

মার্সডেন : (বিব্রত হয়) ঠিক বলেছ। কিন্তু ওভাবে আমি লিখি না। (একটা পত্রিকা তুলে নিয়ে পাতা ওল্টায়। মনের যন্ত্রণায় ভাবে)

'ওর মনটা বিষে ভরে আছে। তবে কথাটা ঠিকই বলেছে। আমার লেখার সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক কম।...আমি কখন শিল্পী হতে পারলাম না। সারাজীবন কেবল শিল্পকে নাড়াচাড়াই করলাম।—আমার সুখপাঠ্য বইগুলো বাজে তা আমি জানি। জানি তাই দোষ পাই না মনে হয় ভালই তো।—ভাল? আমরা তিনজন যে সম্পর্ক গড়ে তুলেছি সেটাও কি ভাল?—ডারেল নীনার কাছ থেকে ক্রমে দূরে সরে গেছে, ওর প্রতি নীনার প্রেম কমে আসছে। সেই সুযোগে আমি নীনার মনে সান্ত্বনা আর বিশ্বাসের গোপন সম্বন্ধ তৈরী করে—বেশী জায়গা করে নিয়েছি। ওর সঙ্গে আমার এই জীবন ফল্গুধারার মত আত্মপ্রকাশের অন্তরালে বয়ে চলেছে। ওর ডারেলের প্রতি আকর্ষণ যে কেবলমাত্র দৈহিক তা আমি বুঝেছি জেনে নীনা আশ্বস্ত হয়েছে।...
ওর পক্ষে স্বামকে ভালবাসাও যে কঠিন তা আমি বুঝেছি। ও সেটাও বুঝতে পেরেছে।...কোন কথা না বলে, কোন ভাবের আদানপ্রদান না করে আমি নীনার মনের অবস্থা বুঝেছি। ওকে সান্ত্বনা দিয়েছি, শক্তি দিয়েছি।...এখন ও ডারেলকে আর ভালবাসে না। একদিন হয়তো ডারেল সম্পর্কে সব কথা আমাকে বলবে। হয়তো...।...আমি না বললেও ও জানে যে, ওকে আমি ভালবাসি।...সে ভালবাসা কেমন, তাও ও জানে। (কামনাময়, কোন দেহকামনা আমার ভালবাসাকে কলুষিত করেনা। আমাদের

প্রেম সূক্ষ্মতম তন্ত্রীতে মিলনের সুর গাইবে। আমাদের মৃত্যুর পর একই সমাধিতে উভয়ের ভস্ম রেখে হবে আমাদের বিবাহ, অস্থিতে অস্থি কেবল ছুঁয়ে থাকবে—একের আধার অন্যের আধারকে কেবল স্পর্শ করবে। এই পরম প্রেমের কথা আর কেউ কি ভাবতে পারে? (হঠাৎ দুঃখ পায় নিজেকে তিরস্কার করে) ছিঃ ছিঃ এসব কি ভাবছি!... এর একটা কথাও কি আমি বিশ্বাস করি? এই বয়সে এই আধ্যাত্মিক প্রেমের কথা সত্যি হাস্যকর।...কি সুন্দর ওর চোখ। ...ওই চোখ আমাকে কামনা করুক এই ইচ্ছায় আমি জীবনের সব কিছু দিয়ে দিতে পারি না? তবে? এতক্ষণ কি বাজে আত্মম্ভরিতায় মনকে ভুল বোঝাচ্ছি।... ও আমার কাছে সেই ছোট্ট নীনা হয়ে আছে বলেই তো ওর সব ভাবনাচিন্তা আমি বুঝতে পারি। তাই নিয়ে গর্ব করার কি আছে? যে বিশ্বাস আর সান্ত্বনা ও চেয়েছে—তা সেই সেকালের চার্লির কাছেই চেয়েছে। (গভীর দুঃখে) আমি একটা শক্তিহীন কাপুরুষ।'

নীনা: (ওর দিকে তাকিয়ে কামনায় মন ভরে ওঠে। ভাবে)—'ও আমার কাছে বারবার কি চায়? ও যখন মনে মনে গভীর দুঃখ পায় তখন একমাত্র আমি বুঝতে পারি। ওযে জীবনে আহত হয়েছে, ব্যথা পেয়েছে সে কথাও আমি ছাড়া আর কেউ বোঝে না।...বেচারা চার্লি আমার জন্যে জীবনে কম কষ্ট পায়নি। সবাইকেই আমার জন্যে দুঃখ পেতে হয়েছে। বেচারা চার্লির জন্যে আমি কি কিছু করতে পারি? ... নিজেকে দিয়ে যদি ওকে এক মুহূর্তের জন্যে সুখী করতে পারতাম, তাহলে তাই করতাম।...করতে পারতাম কি?...

এক সময়ে কথাটা ভাবলে মন বিদ্রোহ করত এখন আর কিছুই মনে হয় না। প্রেম সম্পর্কে কিছুই আর বিদ্রোহ জাগায় না মনে। সব কিছুকেই মনে হয় অপ্রয়োজন—কেবল সময়ক্ষেপ!…চার্লি বেচারা ভাবে ওর আমাকে কামনা করা উচিত। কিন্তু কাম ওর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে বলে দুঃখ পায়।…যখন কামনার বয়েস পার হয়ে যাবে, প্রৌঢ়ত্ব ধীরে ধীরে এসে রঙের তেজ কমিয়ে দেবে, তখন চার্লি হবে আমার আদর্শ প্রেমিক। দেহহীন সে প্রেমে কেউ আর ওর জুড়ি থাকবে না! …(নিজের ওপর চটে যায়। প্রচণ্ড বিতৃষ্ণায় বলে) এই পুরুষগুলোকে দেখে গা জ্বলে যায় আমার। …ওদের তিনটেকেই ঘৃণা করি! …ওদের কাউকে দেখলেই বিতৃষ্ণায় মন ভরে ওঠে। …ওরা আমার মধ্যেকার স্ত্রী আর প্রেমিকাকে মেরে ফেলেছে …ভগবানের দয়ায় এখন খালি মা বেঁচে আছে। গর্ডন এখন ছোট্ট পুরুষ, ওই এখন আমার জীবনের একমাত্র পুরুষ। …’ (হঠাৎ বলে)

চার্লি, আমি কিন্তু তোমার ঘাড়ে একটা কাজ চাপাব। আজ দুপুরে খাবার স্যালাডটা তোমায় বানাতে হবে। তুমি তো জান তোমার তৈরী স্যালাড খেতে আমার কি ভাল লাগে।

মার্সডেন: (এক লাফে উঠে দাঁড়ায়) নিশ্চয়—এখুনি চল।

(নীনার কোমর জড়িয়ে ধরে দুজনে হাসতে হাসতে চলে যায়। ডারেলের দিকে একবার ফিরেও তাকায় না।)

ডারেল: (বিরসভাবে চিন্তা করে)—

‘দুপুরে খাবার সময় পর্যন্ত আমার থাকা উচিত হবে না।

আমার ছেলের জন্মদিনের উৎসবে আমাকে অশরীরী ভূতের মতো লাগবে। ···স্যামকে বলে যাবার জন্যে অপেক্ষা করে কি করব ?···ওকে তো আমার বলার কিছু নাই। এখনি চলে যাই। ···ও লোকটার স্বাস্থ্য দিনে দিনেই ভাল হচ্ছে। শূয়োরের মত স্বাস্থ্যবান আর বুদ্ধিমান হয়েছে। আমার তো ভয় হয়েছিল যে ওর মা নীনাকে মিথ্যা কথা বলেছে। খোঁজ নিয়ে জানলাম যে ভদ্রমহিলার প্রত্যেকটা কথা সত্যি। সত্যি ওরা পাগলের বংশ। স্যামের ঠাকুমার বাবা, ঠাকুমা, ওর বাবা, পিসী সবাই পাগল! (অস্বাচ্ছন্দ্যে পায়চারি করে) চুপ কর! ওই সব কথা মনে আসার মানেই হল, যাবার সময় এগিয়ে এসেছে। ···শনিবারেই জাহাজে চাপতে হবে। তারপর ?·· কি, আর কখনও ফিরে আসব না। আমার ছেলের ভালবাসা পাবার জন্যে আর কিছুদিনের মধ্যেই নীনা আর স্যামের মধ্যে ঝগড়া সুরু হবে। তখন তার মধ্যে জড়িয়ে পড়া মোটেই যুক্তিসঙ্গত হবে না। ··· হায় ভগবান কি এক বিরাট গণ্ডগোলের সৃষ্টি করেছি।'

(পেছনের দরজা দিয়ে গর্ডন আসে। তার হাতে বেশ বড় আর দামী ইয়ট নৌকার পালতোলা খেলনা। গর্ডন কি করবে বুঝতে পারে না। জিনিষটা তার ভয়ানক পছন্দ হয়েছে। মনটাকে দৃঢ়চিত্ত করলেও চোখের জল বাধা মানতে চায় না—ভাবে)

গর্ডন :

'না। এ কাজটা আমাকে করতেই হবে। ···কিন্তু এই নৌকাটা খুব সুন্দর, আমার ভয়ানক পছন্দ হয়েছে। ··· ও এ নৌকাটা দিতে এল কেন ? অন্যে দিলে আমাকে ভেঙে ফেলতে হত না। বাবাকে বললে এমনি আর একটা

নৌকা কিনে দেবে বটে···কিন্তু এখন এটাকে আমার খুব ভাল লেগেছে। ···কিন্তু তাহলেও, ও মাকে চুমু খাচ্ছিল··· স্পষ্ট দেখলাম চুমু খাচ্ছিল !···

[বিদ্রোহভরে ডারেলের দিকে হেঁটে যায়। ডারেল মুখ ঘুরিয়ে ওকে দেখে অত্যন্ত বিস্মিত হয়]

এই ডারেল, তুমি কি ?

[তার স্বর বন্ধ হয়ে যায়। সে থামে।]

ডারেল : (কি ঘটবে বুঝতে পারে। প্রাণপণে ভদ্রভাবে জিজ্ঞাসা করে, শান্ত কণ্ঠে) আমি কি গর্ডন ? (পরম দুঃখে ভাবে)

'যা ভয় করেছিলাম এবার ঠিক তাই ঘটতে চলেছে। আমার ভাগ্যের নিষ্ঠুরতায় আমি সময়ে সময়ে অবাক হয়ে যাই।'

আবার অত্যন্ত শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করে)—আমি কি ?

গর্ডন : (মনটা দৃঢ় করে-বাধ-বাধ স্বরে বলে) এটাকে ওঘরে পেলাম। আর কেউ এটা দেয়নি-তাই জিজ্ঞাসা করছি, এটা কি তুমি দিয়েছ ?

ডারেল : (সেও মনটাকে শক্ত করে, বিদ্রোহের স্বরে বলে) হ্যাঁ। তাই কি ?

গর্ডন (রাগে কাঁপতে থাকে) তাহলে দেখ তোমাকে আমি কি ভাবি ? (কেঁদে ফেলে। কাঁদতে কাঁদতে প্রথমে পালসুদ্ধ মাস্তুলটা টেনে তুলে দু'টুকরো করে ভাঙ্গে। তারপর সমস্ত সাজসজ্জা টেনে ছেঁড়ে, তারপর সমস্ত নৌকাটাকে ডারেলের পায়ের কাছে আছড়ে ফেলে। নৌকাটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়।)—এই যে ! তোমাকে তোমার জিনিষ ফিরিয়ে দিলাম !

ডারেল : (প্রচণ্ড চটে যায়) বদমায়েস ছেলে কোথাকার। ভেবেছ আমার কাছে তুমি পার পাবে ?

[মারবার জন্যে তার দিকে এগিয়ে যায়। গর্ডনের মুখ ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেলেও সে পরম বিদ্রোহীভাবে দাঁড়িয়ে থাকে এক জায়গায়। ডারেল এক মুহূর্তে নিজেকে সামলিয়ে নেয়। আহত স্নেহের গভীর অভিমানভরা কম্পিতকণ্ঠে বলে —

—ও কাজটা করা তোমার উচিত হয়নি, বাবা। ওটা তোমার নৌকা—আমার কখনও ছিল না। আমি তোমার কাছে যত দোষই করি না কেন, নৌকাটার কোন দোষ ছিল না। তুমি কি নৌকা পছন্দ কর না? ঐ ছোট্ট নৌকাটা আমার বড় সুন্দর লেগেছিল, তাই তোমার জন্যে নিয়ে এসেছিলাম।

গর্ডন : (অত্যন্ত দুঃখে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলে)—নৌকাটা খুব সুন্দর! আমাব ওটাকে ভেঙে ফেলতে একটুও ইচ্ছা করছিল না, নৌকা আমার খুব ভাল লাগে। কিন্তু—(প্রচণ্ড ভাবাবেগে বলে)—কিন্তু তোমায় আমি ঘৃণা করি।

ডারেল : (অত্যন্ত আবেগহীন কণ্ঠে)—হ্যাঁ সেটা আমিও লক্ষ্য করেছি। (দুঃখে ভাবে)—

'ব্যথা লাগল। বেশ ব্যথা দিল।'

গর্ডন : না তুমি জান না। তুমি যতটুকু জান তার থেকে অনেক বেশী ঘৃণা করি তোমায়। (গোপন কথা হঠাৎ প্রকাশ হয়ে পড়ে) তুমি মাকে চুমু খাচ্ছিলে আমি দেখেছি, তোমাকে মা চুমু খেল তাও দেখেছি।

ডারেল : (চমকে উঠেই সামলে নেয়। হেসে বলে)—দূর বোকা ছেলে, আমি চলে যাচ্ছি বলে তোমার মা আমাকে চুমু খাচ্ছিল। বন্ধুরা দূরে চলে যাবার সময় চুমু খায় তা ত তুমি জান। তোমার মা আমার অনেকদিনের পুরোণ বন্ধু।

গর্ডন: আমাকে যা-তা বুঝিয়ে বোকা বানাতে পারবে না। তোমাদের চুমু খাওয়ার সঙ্গে দূরে চলে যাবার আগেকার চুমু খাওয়ার অনেক তফাৎ তা আমি বুঝি। (হঠাৎ যেন মনে আসে)—তোমার আর মায়ের কথা বাবার কাছে বলে দিলে ঠিক হয়।

ডারেল: বোকার মত একটা কাজ করোনা। আমি স্তামের পুরোণ বন্ধু।

গর্ডন: তুমি কোনদিন তার বন্ধু নও। তুমি খালি বাবার সঙ্গে জোচ্চুরি করবার জন্যে মায়ের চারপাশে ঘুরে বেড়াও।

ডারেল: চুপ কর। তোমার বাবার সঙ্গে জোচ্চুরি করি মানে?

গর্ডন: তা জানি না। তবে এটা বুঝতে পেরেছি যে তুমি ওর বন্ধু নও। আর, একদিন বাবাকে বলে দেবই যে আমি নিজের চোখে দেখেছি—তুমি মাকে—

ডারেল: (গভীরভাবে চিন্তিত। গম্ভীর হয়ে বলে)—শোন গর্ডন। পৃথিবীতে এমন অনেক জিনিষ আছে যা কাউকেই বলা যায় না, এমন কি নিজের বাপ-মাকেও নয়। যে সব লোকের আত্মসম্মান জ্ঞান আছে, বিশেষ করে তারা এ সব কথা কাউকে বলে না। (জোর দিয়ে বলে) তোমার আত্মসম্মান জ্ঞান আছে, আমারও আছে, তাই এসব কথা আমরা কাউকে বলব না। বুঝেছ। (গভীর স্নেহে কাঁধে হাত রাখে—ভাবে)

'এই আমার ছেলে। একে আমি ভালবাসি।'…

গর্ডন: (ভাবে। তার চিন্তা বিভক্ত)

'ওকে এখন আমার ভাল লাগছে কেন?…ওকে এখন ভীষণ ভাল লাগছে…'

(কেঁদে বলে—তেজীয়ান স্বরে) আমরা—আমরা বলছ কেন? আমার আত্মসম্মান জ্ঞান যথেষ্ট আছে—তোমার থেকে অনেক বেশী।

আমি তোমার মতো নই।—সত্যি সত্যি আমি বাবার কাছে গিয়ে তোমার নামে লাগাতাম না। সত্যি বলছি, বিশ্বাস কর।···আমি তোমার মতো নই, কখন তোমার মতো হতেও চাই না।

(বাইরে দরজা খোলা ও বন্ধের আওয়াজের সঙ্গে এভান্সের মজলিসী স্বর ভেসে আসে।)

এভান্স: (ভেতরে আসতে আসতে বলে)—তারপর তোমাদের কি খবর?

ডারেল: (গর্ডনের পিঠ চাপড়ে বলে)—ওই যে ও আসছে। মনে স্ফূর্তি আন। ভাঙা নৌকাটাকে কোথাও লুকিয়ে রাখ নইলে অনেক প্রশ্নের জবাব দিতে হবে।

(গর্ডন এক দৌড়ে সোফার তলায় ভাঙা নৌকা লুকিয়ে রেখে আসে। এভান্স আসবার আগেই গর্ডন সম্পূর্ণভাবে নিজেকে সামলে ফেলে। এভান্স ঢোকামাত্র তার দিকে ছুটে যায়।

এভান্স আরো মোটা হয়েছে। তার মুখটা বেশ ভারিক্কি—দেখলে মনে হয় যে এখন হুকুম দেওয়াটা ও বেশ অভ্যাস করে ফেলেছে। ব্যবসায়ের প্রধান লোক হবার পর থেকে, ওর উপস্থিতিতে সব কিছুর দায়িত্ব নেওয়া বেশ রপ্ত করে ফেলেছে। তার মুখে বয়সের কোন তেমন ছাপ পড়েনি, কেবল মাথার সামনের দিকটায় টাক পড়তে আরম্ভ করেছে। খুব দামী জামা কাপড় পরে আছে।)

এভান্স: (গর্ডনকে জড়িয়ে ধরে)—তারপর বুড়ো ছেলেটা কেমন আছে? জন্মদিনের ব্যাপার স্যাপার কি কতদূর?

গর্ডন: খুব ভাল খবর বাবা।

এভান্স : নেড আমার এ ছেলেটা তার বয়সের থেকে সাংঘাতিক বেড়ে গেছে না।

ডারেল : (জোর করে হাসে) নিশ্চয়ই। (মোচড় লাগে বুকে, ভাবে)

'বড় ব্যথা পাচ্ছি। আমার ছেলেকে ওর ছেলে হতে দেখে বড় কষ্ট হচ্ছে।...না যথেষ্ট হয়েছে। সরে' পড়তে হবে, অজুহাতের দরকার নাই। পরে ফোন করলেই হবে। আর বেশীক্ষণ যদি এখানে থাকি, আমার ছেলের জন্যে সত্যি কথা—চীৎকার করে বলে ফেলব।'

(বলে)—স্যাম আমাকে এখুনি যেতে হবে। জীববিদ্যার আর একজন বিশেষজ্ঞকে দেখা করব বলে কথা দিয়েছি। (দরজার কাছ পর্যন্ত যায়)

এভান্স : (আশাহত)—তুমি তাহলে আজ দুপুরে খাবার সময় থাকছ না।

ডারেল : (ভাবে)

'আর এক মুহূর্ত থাকলে তোমার কাছে সত্যি কথাটা চীৎকার করে বলতে সুরু করব—একথা বোঝ না, বোকা পাগল কোথাকার।'...

না ভাই, তার জন্যে আমিও খুব দুঃখিত। এ ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হওয়াটা খুব জরুরী। আর কয়েকদিনের মধ্যেই জাহাজে উঠতে হবে। তার আগে অনেক কাজ শেষ করতে হবে। পরে তোমার সঙ্গে আবার দেখা করব। চলি স্যাম। চলি রে গর্ডন। (দরজার দিকে তাড়াতাড়ি যায়)

গর্ডন : আবার এস নেডকাকা। (সঙ্গে সঙ্গে ভাবে)

'ওকে আর কখন ওই নামে ডাকব না ঠিক করেছি না।

তবে ডাকলাম কেন ?' ও চলে যাচ্ছে সেইজন্যে বোধ হয় ডেকেছি। এখন আমার মনটা খুসী।'

এভান্স : এস নেড, বিদায়। (নিজের মনে ভাবে, উত্তমর্ণ)—'নেড আর তার জীববিদ্যা। ও ওর এই খেয়ালটা নিয়ে বেশ মেতে উঠেছে। (পরম নিশ্চিন্ত) আমার সঙ্গে ব্যবসা করে ও যা পয়সা জমিয়েছে তাতে ওর পক্ষে এখন যে কোন খেয়াল করাই সম্ভব।'

তোমার মা কোথায় বাবা ?

গর্ডন : রান্নাঘরে আছে চার্লিকাকার সঙ্গে। (ভাবে) 'ও যেন আর কখন ফিরে না আসে।···আচ্ছা ওকে তখন ভাল লাগল কেন ? এক সেকেণ্ড ভাল লেগেছিল হঠাৎ। না বাজে কথা, কখন ভাল লাগেনি।···ও আমাকে যখন গর্ডন বলে ডাকে তখন মনে হয় আমার নামটাকে ও অপছন্দ করে।'···

এভান্স : (বাঁদিকের চেয়ারে বসে)—খাবার নিশ্চয় আর বেশী দেরী নাই। আমার তো ভয়ানক খিদে পেয়েছে, তোমার পায়নি ?

গর্ডন : (অন্যমনস্ক)—হ্যাঁ বাবা।

এভান্স : এস আমার কাছে এস। জন্মদিনে কি কি করলে বল ? (কোলে টেনে নেয়)—তোমার উপহারগুলো সব কেমন বল ? নেডকাকা কি দিল তোমায় ?

গর্ডন : (কথাটা এড়িয়ে যায়)—সবগুলোই চমৎকার হয়েছে বাবা। (হঠাৎ) আচ্ছা বাবা, আমার নাম গর্ডন হল কেন ?

এভান্স : তুমি তো সে সব কথা জান, তোমাকে সে গল্প তো কতবার বলেছি। গর্ডন শ, এর গল্প তো তোমার মুখস্থ হয়ে আছে—তাই না ?

গর্ডন: একবার তুমি বলেছিলে যে মা যখন ছোট ছিল তখন গর্ডন তাকে ভালবাসত।

এভান্স: (বিরক্ত করার জন্যে বলে)—তুমি ভালবাসার কি জান হে ছোকরা? বড় হও, তখন জানবে।

গর্ডন: (নাছোড়বান্দা)—মা তাকে ভালবাসত।

এভান্স: (বিব্রতবোধ করে)—আমার তো তাই ধারণা।

গর্ডন: (বিশেষ জোর দিয়ে ভাবে)—

'বুঝেছি। সেইজন্যে ডারেল আমার গর্ডন নামটা সহ্য করতে পারে না। ও জানে, মা ওকে ভালবাসার অনেক আগে গর্ডনকে ভালবেসেছে। এইবার বুঝেছি ওকে কি করে জব্দ করতে হবে। আমাকে এখন ঠিক গর্ডনের মত হতে হবে। তাহলে মা আমাকে আরো বেশী ভালবাসবে।...

তারপব গর্ডন যুদ্ধ করতে গিয়ে মরে গেল। আচ্ছা বাবা, আমাকে একটুও গর্ডনের মত দেখতে লাগে?

এভান্স: আমার তো তাই আশা। যখন তুমি কলেজে পড়বে তখন যদি গর্ডনের মত ফুটবল খেলতে আর বাইচ করতে পার? তাহলে তুমি সেদিন যা চাইবে তাই আমি দেব, কথা দিলাম।

গর্ডন: (স্বপ্নময় স্বরে বলে)—বাবা, আবার আমাকে গর্ডনের গল্প বল। বিশেষ সেই গল্পটা। সেই যে গর্ডনরা নৌকার বাইচ করছিল। তারপর গর্ডনের নৌকার সাতনম্বর টানিয়ে ভয় পেয়ে ভেঙে পড়তে লাগল, তখন গর্ডন শুধু কথা বলে বলে তার মনের জোর ফিরিয়ে দিল। বাইচ শেষে যখন গর্ডনের নৌকা জিতে গেল, সবাই দেখল গর্ডন অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে, কিন্তু সেই লোকটা ঠিক বসে আছে।

এভান্স : (স্নেহের হাসি হেসে)—তোমার তো দেখি সব মুখস্থ হয়ে গেছে। আমি তোমাকে আর নতুন কি বলব।

(নীনা আসে পেছন দিক থেকে। সে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ মনে ভাবছে।)

নীনা : (ভাবে)—

'গর্ডন কি আমার থেকেও স্যামকে ভালবাসে। না তা হতেই পারে না। তবে ওকে বেশী বিশ্বাস করে। ওর মনের কথাও ওকেই বেশী বলে।'

গর্ডন : আচ্ছা বাবা তুমি ছোটবেলায় অন্য ছেলেদের মেরেছে ?

এভান্স (বিব্রত) হ্যাঁ, দরকার মত কখন সখন মারামারি করেছি বৈকি।

গর্ডন : ডারেলকে কোনদিন মেরেছ ?

নীনা : (ভয় পেয়ে ভাবে)

'ও কথা কেন জিজ্ঞাসা করছে ?'

এভান্স : (আশ্চর্য হয়ে যায়) তোমার নেড কাকাকে ? কেন, ওকে মারব কেন ? ও আমার চিরকালের বন্ধু।

গর্ডন : না মানে বলছি, বন্ধু না হলেও তুমি ওকে হারিয়ে দিতে পার ?

এভান্স : হ্যাঁ তা বেধহয় পারি। নেডের গায়ে কখনই আমার মত জোর ছিল না।

নীনা : (ঘৃণাপূর্ণ ভাবনা)—

'নেড দুর্বল হোক, ক্ষতি নাই তুমি কিন্তু বড় বেশী শক্তিমান হয়ে উঠছ স্যাম!' ..

গর্ডন : কিন্তু গর্ডন তোমাকে হারিয়ে দেবে তাই না ?

এভান্স : নিশ্চয়, সে কথা বলতে।

গর্ডন ঃ (ভাবে)—

'মা বোধহয় গর্ডনকে বাবার থেকেও বেশী ভালবাসত !'

নীনা ঃ (মাঝের চেয়ারটার কাছে এগিয়ে এসে জোর করে হেসে বলে) খুব মারামারির গল্প হচ্ছে দেখি ! এটা কিন্তু আমার মোটেই ভাল লাগছে না। স্যাম, তুমি দয়া করে ওকে আর ওই বিষয়ে উৎসাহ দিও না।

এভান্স ঃ (হাসে) মেয়েদের কথা শুনো না গর্ডন। এই পৃথিবীতে কোন কিছু করতে চাইলে লড়াই তোমায় করতেই হবে। সেইজন্তে আগেভাগে লড়াই করতে শেখাই ভাল।

নীনা ঃ (করুণা করে ভাবে)—

'হায়রে পোড়া কপাল, স্যামের মত উজবুক আজ বীরত্ব দেখাচ্ছে !'

(শান্ত স্বরে) তোমার কথাই বোধহয় ঠিক। (চারিদিকে তাকায়) নেড কি চলে গেছে ?

গর্ডন ঃ (স্পর্ধিত স্বরে) হ্যাঁ। আর ও ফিরে আসবে না বলে গেল, শীগগিরই ওর জাহাজ ছাড়বে !

নীনা ঃ (ভয়ে কেঁপে ওঠে ভাবে)—

'ও স্যামকে জড়িয়ে ধরে অমন স্পর্ধিত স্বরে ও-কথাগুলো বলছে কেন ? তবে কি ও নেড আর আমাকে দেখেছে ? এখন ও আর আমার কোলে আসতে চায় না।···নেড ঠিকই বলেছে, মিথ্যাকথা বলে ওকে আবার আমার কাছে আনতে হবে, আমার কোলে ফিরিয়ে আনতে হবে ! ···'

(এভান্সকে বলে) নেড চলে যাওয়ায় আমি খুব খুসী হ'চ্ছি। আমার তো ভয় হল ও বোধহয় সারাদিন সামনে বসে থাকবে, কোন কাজ করতে দেবে না।

গর্ডন ঃ (উৎসাহে প্রায় বাপের কোল থেকে নেমে পড়ে) তুমি খুসী। (সাবধানে চিন্তা করে)—

'না জোচ্চুরী করছে। ···আমি ওদের চুমু খেতে দেখেছি।'

নীনা ঃ নেঁড়কে আজকাল এত খারাপ লাগে কি বলব। সেই একঘেয়ে কথা, একঘেয়ে কাজ। ঠেলা না মারলে ও এখন আর নিজে থেকে কোন কাজটাই করতে পারে না। শরীরে মনে ভয়ানক দুর্বল হয়ে গেছে।

গর্ডন ঃ (একটু কাছে গিয়ে ওর মুখটা পরীক্ষা করে ভাবে)

'কথা শুনলে ওকে খুব বেশী ভালবাসে মনে হয় না। কিন্তু আমি যে ওদের চুমু খাওয়া দেখেছি।'

এভান্স (আশ্চর্য হয়ে যায়) ছিঃ নীনা, তুমি নেডের ওপর অকারণে কঠোর হচ্ছ। একথা সত্যি, যে বেচারা জীবনটাকে হাল্কাভাবে নিতে গিয়ে নিজের কাজকর্ম, ভবিষ্যৎ সব পণ্ড করেছে। কিন্তু তা হলেও ও আমাদের সব থেকে প্রিয়তম বন্ধু।

গর্ডন ঃ (বাপের কাছ থেকে সরে যায়। অসন্তুষ্ট হয়ে ভাবে)

'বাবা আবার ওর পক্ষ নিচ্ছে কেন।'

নীনা ঃ (মনে মনে খুসী হয়ে ভাবে)—

'ঐ কথাটাই তোমার মুখে শুনতে চাইছিলাম স্যাম।'

(বিরক্ত হয়ে বলে) বন্ধু হলে কি হবে, সব সময় যদি কেউ পেছন পেছন ঘুরে বেড়ায় তাহলে মেজাজ ঠিক রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। ওর সঙ্গে অভদ্র ব্যবহার না করে ওকে কতবার নিজের কাজে ফিরে যাবার জন্যে বললাম। প্রতিজ্ঞা করতে বললাম, দু-বছরের মধ্যে আর যেন ফিরে না আসে। কি বললে জান? বললে যে ও প্রতিজ্ঞা করবে যদি আমি ওকে চুমু খাই। ওর বিশ্বাস আমি ওকে চুমু খেলেই ওর ভাগ্য ফিরবে। এমন বোকার মত কান্নাকাটি অভিমান করতে লাগল

কি বলব? শেষ পর্যন্ত ওকে বিদায় করবার জন্যেই বলতে পার, খোকাটাকে, চুমু খেলাম!

গর্ডন: (অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে ভাবে)—

'এইবার বুঝেছি। ·· সেইজন্যে! ···ও দু বছর থাকবে না।

কি মজা। আমার খুব স্ফূর্তি হচ্ছে!'

(মায়ের কাছে গিয়ে উজ্বল চোখ মেলে ডাকে) মা!

নীনা: এস বাবা। (তাকে কোলে তুলে নিয়ে দু হাতে জড়িয়ে ধরে)

গর্ডন: (চুমু খায়) এই যে! (মনে মনে ভাবে)—

'ওর চুমুর বদলে এই চুমু ওর চুমুকে মুছে দেবে।'

এভান্স: (হাসে) নেড বোধহয় শেষে এই বুড়ো বয়সে তোমার প্রেমে পড়ল।

(ভাবাবেগে) বেচারা! জীবনে কখন বিয়ে করল না, এই হল ওর মুস্কিল। বেচারা নিশ্চই খুব নিঃসঙ্গ বোধ করে। ওর মনের অবস্থা আমি বেশ বুঝতে পারছি। প্রত্যেক লোকেরই জীবনে স্ত্রীলোকের উৎসাহ থাকা দরকার। ওই কমনীয় হাতের ছোঁয়ার ফল যে কত গভীর এ কথা বিয়ে যারা না করেছে কখনও বুঝবে না।

নীনা: (গর্ডনের গালে গাল রেখে হেসে বলে) তোর এমন কাজের-লোক বাবার মনটা আজ খুব স্যাঁৎসেঁতেতে আর নরম হয়ে আছে মনে হচ্ছে। কি বলিস গর্ডন?

গর্ডন: (মায়ের সঙ্গে হাসে) হ্যাঁ মা একেবারে স্যাঁৎসেঁতে হয়ে গেছে। মনটাও হয়ে গেছে নরম। (মাকে চুমু খেয়ে চুপি চুপি বলে) আমি কিন্তু ঠিক গর্ডন শ'র মত হব—তুমি দেখে নিও।

(জয়ের আনন্দে নীনা ছেলেকে প্রাণপণে জড়িয়ে ধরে।)

এভান্স: (হাসে) সত্যি তোমাদের মনগুলো বেজায় কঠোর

হয়ে যাচ্ছে। আমার পক্ষেও তোমাদের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলা কঠিন। (তিনজনেই একসঙ্গে সজোরে হেসে ওঠে।)

নীনা : (হঠাৎ বিবেকের তাড়নায় দুঃখে আর করুণায় মন ভরে ওঠে। ভাবে)—

'ওঃ নেডের সঙ্গে বড় অন্যায় ব্যবহার করা হল।...নেড কত উদার, সেই তো আমাকে শিখিয়ে দিয়ে গেল যে তার ছেলেকে ফিরে পাবার একমাত্র মন্ত্র হল, মিথ্যা করে তাকেই গালাগাল দেওয়া। ঠিক তাই হল। ছেলেকে ফিরে পেলাম।...নেড, নেড আমি তোমার প্রেমের সম্পূর্ণ অযোগ্য।...আমার মন অত্যন্ত নীচ, স্বার্থপর। তবু তোমাকে ভালবাসি বলে আমাদের প্রেমের সন্তানকে বুকে জড়িয়ে ধরে রেখেছি।...মা ভগবতী, আমার একটা প্রার্থনা শোন, একদিন যেন আমার ছেলেকে তার বাপের পরিচয় দিতে পারি, সেদিন যেন বাপকে ভালবেসে ও সুখী করে।'

গর্ডন : (যেন ওর চিন্তাধারা বুঝতে পারে। উঠে বসে ওর মুখের দিকে তাকায়। অপরাধীভাবে নীনা ওর দৃষ্টি এড়িয়ে চলে। ভয় আর ক্ষোভে ভাবে)—

'মা ডারেলের কথা ভাবছে।...আমি বুঝতে পারছি।... মা ওকে পছন্দ করে।...ওকে চুমু খাবার সময় তো একবারও ওকে বোকা গাধা মনে হয় নি।...না। আমাকে ঠকাতে পারবে না।...বুঝেছি মা, বাবাকে আমাকে, দুজনকেই এতক্ষণ মিথ্যা কথা বলেছে।...'

(মায়ের কোল থেকে নেমে পড়ে সরে যায়।)

নীনা : (ভয় পেয়ে ভাবে)—

'ও আমার ভাবনাটাও বুঝতে পারে।...ও কাছাকাছি

থাকলে নেডের কথা ভাবাও চলবে না।...বেচারা নেড।...
না ওর কথা ভাবব না।...'

(গর্ডনের দিকে ঝুঁকে দু হাত বাড়িয়ে দেয়—ওকে খেলাছলে নিজের কাছে ডাকে) আরে গর্ডন, তোমার কি হল, তুমি এমন করে লাফিয়ে নেমে গেলে যেন আমার কোল পেরেকের বিছানা। (জোর করে হেসে ওঠে।)

গর্ডন: (মাটিতে তাকিয়ে থাকে, উত্তরটা ঘুরিয়ে দেয়) আমার ভয়ানক খিদে পেয়েছে। দেখে আসি খাবার তৈরী হতে আর কত দেরী। (ঘুরে, দৌড়ে চলে যায়।)

এভান্স: (বাড়ীর কর্তার পুরুষালী কর্তব্যবোধ তার স্বরে। বাড়ীর মেয়েদের দুর্বলতার বিরুদ্ধে সহৃদয় অথচ কঠোরভাবে যেন নিয়ম তৈরী করে)—নীনা, ওর সঙ্গে আর এমন ব্যবহার করা উচিত নয় যাতে ও মনে করবে যে ও এখনও শিশু আছে। তুমি ভুলে যাচ্ছ যে, ও বেশ বড় হয়ে উঠেছে। আমরা চাই যে আমাদের ছেলে বড় হবে সত্যিকারের পুরুষের মত—চার্লির মতো সারাজীবন 'বৃদ্ধামহিলা' হয়ে থাকবে না। জান আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে চার্লির মা চার্লির সঙ্গে চিরকাল ওই রকম ছোট্ট খোকার ব্যবহার করে-করে ও বেচারার ওই অবস্থা করেছে। আমি চাই আমার ছেলে বড় হয়ে সত্যিকারের পুরুষ হবে, গর্ডনের মত পুরুষ হবে।

নীনা: (ওর কথায় যেন বশ্যতা স্বীকার করে। কিন্তু ওর দিকে তিক্ত ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকায়) তোমার কথাই বোধহয় ঠিক স্যাম।

এভান্স: (দৃঢ় প্রত্যয়ে) আমি জানি, আমি ঠিক কথা বলেছি।

নীনা: (প্রচণ্ড ঘৃণায় স্যামের দিকে তাকিয়ে ভাবে)—
'মা ভগবতী, আমার প্রার্থনা মনে রেখ। এই বোকাটার মুখের ওপর যেন একদিন সত্যি কথা বলতে পারি।...'

॥ সপ্তম অঙ্ক শেষ ॥

॥ অষ্টম অঙ্ক ॥

দশ বছর পর। জুন মাসের শেষের দিকের এক অপরাহ্ণ। এভান্সের মোটর-লঞ্চের পিছনের ডেক। পাশে ইয়ট যাবার পথ। অদূরে পগকিপসির বাইচ শেষ হবার জায়গা। লঞ্চের সম্মুখ ভাগ আর মধ্যভাগ ডানদিকে—নদীর উজানের দিকে মুখ করে আছে। জলযানের পেছনের বাঁকটাকে বাঁদিকে দেখা যায়। বারান্দার ধারে ধারে জাহাজী রেলিং চলে গেছে। কেবিন ঘরের পেছনের দিকের বড় জানালা আর একটা দরজা ডানদিকে দেখা যাচ্ছে। বাঁদিকের ছুটো বেতের চেয়ার আর ডানদিকে একটা আরাম কেদারা। বেতের টেবিল এবং আর একটা বড় চেয়ার মঞ্চের মাঝে রাখা হয়েছে। পেছনের দিকটা ছায়াচ্ছন্ন শীতলতায়, নদীর ওপরকার সোনালী সূর্যের ক্লান্তরশ্মির ঝলমলানির বিপরীত ভাবই সৃষ্টি করছে।

নীনার মাথার চুল সম্পূর্ণ সাদা হয়ে গেছে। কালের পদক্ষেপ যে তার মুখে প্রচণ্ড ছাপ রেখে গেছে, এ কথা নীনা স্বীকার করতে চায় না। প্রসাধনের বাহুল্যে মুখের বলিরেখা ঢেকে রাখতে চায়। কিন্তু রং-এর প্রাচুর্যে তা বেশী করে বোঝা যাচ্ছে। তার মুখটা হয়ে গেছে সরু, গালগুলো বসা, ঠোঁটের কোণে জোর করে আনা নীরস হাসি। তার মুখে অতীত সৌন্দর্যের কোন অবশেষ নাই। শুধু চোখগুলো আরো বড়, আরো রহস্যময় মনে হয়। মুখে প্রৌঢ়তাকে আটকাতে না পারলেও দেহে নীনা যৌবনকে বেঁধে রেখেছে। তার ফলে মুখটাকে আরো বেশী বয়স্ক মনে হয়। তার সাধারণ হাবভাব চাঞ্চ-

চলন. চতুর্থ অঙ্কের মানসিক চিন্তাগ্রস্ত, জীবনের তিক্ততায় অনিশ্চিত আর অভিমানী নীনাকে প্রকাশ করছে। নৌকায় চাপবার সাদা পোষাকে সে সজ্জিত। নীনা মাঝের টেবিলের পাশে বসে আছে।

ডারেল যেন কি মন্ত্রবলে আবার সেই দ্বিতীয় অঙ্কের উঠতি ডাক্তার হয়ে গেছে। তার চালচলন সংযত, স্থিরপ্রতিজ্ঞ। শান্ত গবেষকের দৃষ্টিতে সে যেন নিজেকে আর তার পারিপার্শ্বিক ঘটনাকে লক্ষ্য করছে। তার মন যেন এ সবের থেকে বিচ্ছিন্ন, অযুক্ত। তার চেহারাও বদলে গেছে। তার মুখ ও দেহ রোগা ও সুস্বাস্থ্যপূর্ণ হয়েছে। তার নাকমুখ চোখ আবার আগেকার শীর্ণ সৌন্দর্য ফিরে পেয়েছে। গত অঙ্কের মেদগ্রস্ত অস্বাস্থ্যকর চেহারা সম্পূর্ণ মুছে গেছে। রোদের মধ্যে পশ্চিমভারতীয় দ্বীপে কাজ করে সূর্যের রশ্মিতে তার গায়ের রং পুড়ে প্রায় কাল হয়ে গেছে। তার মাথা ভর্তি চুলে সাদা রং-এর প্রাচুর্য সত্বেও ঔজ্জ্বল্য কমে নি। তার পরণে ফ্ল্যানেলের প্যাণ্ট, নীলকোট, আর হরিণ চামড়ার সাদা জুতো। তার বয়স একান্ন বছর হলেও, রূপে স্বাস্থ্য স্পষ্ট। সে সব থেকে বাঁদিকের চেয়ারটাতে বসে আছে।

মার্সডেনকে বেশ বুড়ো দেখায়। তার চুল প্রায় সব সাদা হয়ে গেছে, তার লম্বা চেহারায় কুঁজোভাবটাও বেশী মনে হয়। পঞ্চম অঙ্কে যে মার্সডেনকে দেখেছি তারই বৃদ্ধতর রূপ এখন দেখা যায়। সেবার মায়ের মৃত্যুতে সে কাতর হয়েছিল, এখন তার বোনের মৃত্যুতে সে কাতর হয়ে পড়েছে। দু মাস আগে তার বোন মারা গিয়ে তাকে গভীর হতাশায় ভরে দিয়েছে। এবারকার দুঃখকে ভাগ্যের বিধান বলে মনে করে মার্সডেন নিজের মনকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করছে। পঞ্চম অঙ্কের মত কালো পোষাকে সে নিখুঁত-ভাবে সজ্জিত হয়ে ডানদিকে আরাম কেদারায় বসে আছে।

এভান্স সব থেকে স্বাভাবিকভাবে প্রৌঢ় হয়েছে। আগের মতই তার সহজ হাসিখুসী স্বভাবের কোন ব্যতিক্রম হয় নি। জীবনে সাফল্য আর সেই সঙ্গে ধনসম্পদের প্রাচুর্য তার আত্মবিশ্বাসকে এত চরম করে তুলছে যে মাঝে মাঝে নিজের মতামত একগুঁয়ে দৃঢ়তায় জাহির করতে তার বাধে না। খুব মোটা হয়েছে, মেদ-ভারে তার মুখটা খুব ভারী আর লাল দেখায়। সামান্য উত্তেজনাতেই মুখে রক্তস্রোত এসে বুঝিয়ে দেয় যে, অর্থ সমাগমের সঙ্গে সঙ্গে রক্তের উচ্চ চাপ তার দেহে বাসা বেঁধেছে। তার মাথার ওপর দিকটায় একেবারে টাক পড়ে গেছে। মাথায় জাহাজী টুপি, সাদা হরিণের জুতো, সাদা ফ্ল্যানেলের প্যাণ্ট আর নীল কোট তার পরণে। এভান্স নীনার পেছনে দাঁড়িয়ে একজোড়া বড দূরবীন দিয়ে নদীর দিকে দেখছে। ম্যাডেলাইন আর্ণল্ড ঠিক তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

ম্যাডেলাইন আর্ণল্ড উনিশ বছরের এক সুন্দরী। তার চুল আর চোখ কাল রং-এর, তার গায়ের রং সূর্যরশ্মিতে গভীরভাবে পোড়া। বেশ লম্বা, খেলাধূলা করা চেহারা—প্রথম-দেখা নীনার কথা বিশেষ করে মনে করিয়ে দেয়। তার কথা শুনলে মনে হয় যে তার মনটা কপটতাহীন এবং সরল। তার মনের দৃঢ়তা তার চালচলনে প্রকাশ পায়। স্পষ্ট বোঝা যায় যে এ মেয়েটি নিজের প্রয়োজন সম্বন্ধে সচেতন, আর কি করে তা লাভ করতে হবে সে বিষয়ে প্রায়ই ভুল করে না। সব মিলিয়ে মেয়েটির মনের খেলোয়াড়ী ভাবটা পরিষ্কার। হারতে যেমন লজ্জা পায় না, জিতবার পরও আত্মম্ভরিকতার প্রকাশ নাই। ফলে পুরুষরা যেমন তার বন্ধুত্ব কামনা করে, মেয়েরাও তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে ভয় পায় না। খুব উজ্জ্বল রং-এর হাল্কা পোষাকে সে সজ্জিত।

এভান্স: (চকিত ও উত্তেজিত তার মন ভয়ানক ব্যতিব্যস্ত। দূরবীন নামিয়ে বলে)—এখনও ওখানে কিছু দেখতে পাচ্ছি না। সূর্যের আলোয় নদীর জলটা এত চকচক করছে। (ম্যাডেলাইনকে দূরবীন দিয়ে বলে)—দেখ দেখি ম্যাডেলাইন, তোমার বয়স অল্প, চোখের তেজ আছে।

ম্যাডেলাইন: (পরম উৎসাহে)—ধন্যবাদ। (নদীর দিকে দূরবীন দিয়ে দেখে)

নীনা: (তিক্তমনে ভাবে)—

> 'অল্প বয়েসের চোখ! ওই চোখ দিয়ে ও গর্ডনের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে! ···ওই চোখের মধ্যে গর্ডন এখন ভালবাসা খুঁজে পায়। আমার চোখ বুড়ো হয়ে গেছে।'

এভান্স: (ঘড়ি দেখে বলে) এখুনি বাইচ সুরু হবে। (সামনের দিকে এগিয়ে এসে অসহিষ্ণু হয়ে বলে) দেখ, আজকের জন্যে বিশেষ করে এই নতুন রেডিওটা কিনলাম, তা সে ব্যাটাও সময় বুঝে বন্ধ হয়ে গেল। এখন এই বাইচ প্রতিযোগিতার ধারাবিবরণী শুনব কি করে, নাঃ আজ আমার ভাগ্যটাই খারাপ। (নীনার কাঁধে হাত রাখে) নিশ্চয় গর্ডন এখন ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে আছে। কি বল নীনা?

ম্যাডেলাইন: (দূরবীন নামায়) সত্যি ও বেচারার মন এখন নিশ্চয় টানটান হয়ে আছে।

নীনা: (প্রচণ্ড বিতৃষ্ণায় ভাবে)—

> 'ওই গলার স্বরেই বোঝা যায় যে, ওর প্রেম গর্ডনকে এর মধ্যেই বশীভূত করেছে।···বশীভূত করেছে আমার ছেলেকে। (প্রতিহিংসাপরায়ণ) কিন্তু ও ওকে কখনো পাবে না অন্ততঃ যতদিন আমি বেঁচে আছি।···

(ভাবহীন কণ্ঠে) হ্যাঁ, একটু ভয় গর্ডন নিশ্চয় পেয়েছে।

এভান্স : (চট করে হাত সরিয়ে নেয়) কি যা-তা বলছ। ভয় সে কক্ষণ পায় নি। ভয় কি তা সে জানেই না। আজ পর্যন্ত কোনদিন কোন বিষয়ে গর্ডন ভয় পায় নি।

(নীনার দিকে বিরক্ত হয়ে তাকিয়ে, রেলিং-এর দিকে এগিয়ে যায়।)

ম্যাডেলাইন : (সচেতন জ্ঞানের শান্ত প্রকাশ হয়) সে কথা ঠিক। গর্ডন যে কখনও ভয় পাবে না এ কথা নিশ্চিন্ত হয়ে বলা যায়।

নীনা : (অত্যন্ত শীতল) আমার ছেলে যে দুর্বল কিংবা ভীরু নয় তা আমি জানি। (ম্যাডেলাইনের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে) অবশ্য তাই বলে সে কখনও দুর্বলতা দেখায় না, এ কথা বলব না।

ম্যাডেলাইন : (চোখ থেকে দুরবীন না নামিয়েই সহজ মনে ভাবে)—

> 'ইস্! ও—কথাটা আমায় বললেন! ...(ব্যথিত হয়) আমাকে উনি এত অপছন্দ করেন কেন? ...গর্ডনের কথা মনে করে আমি সর্বদা ওঁর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করি। ...'

এভান্স : (নীনার কথাটা অত্যন্ত অপছন্দ হয়, ভাবে)—

> 'আবার ম্যাডেলিনকে খোঁচা মারল। ...সত্যি দিনে দিনে নীনার মনটা বিশ্রী হয়ে গেছে। ...আমার ধারণা ছিল যে বয়েস বাড়লে ওর ছেলেকে আঁকড়ে থাকতে লজ্জা হবে। তখন সবাইকে হিংসা করার পাগলামিটা কমে যাবে। কিন্তু দেখছি ঠিক উল্টো হচ্ছে, ওর হিংসা ক্রমে বেড়ে চলেছে। আমি নীনাকে কখনও গর্ডন আর ম্যাডেলাইনের ভালবাসার মাঝে আসতে দেব না। ওরা দুজনে দুজনকে ভালবাসে। ম্যাডেলাইনের বাপমায়ের অর্থ আর প্রতিপত্তি দুই-ই আছে। সব থেকে বড় কথা মেয়েটাকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে।

কাজেই নীনা যতই চেঁচামেচি করুক আমি ঠিক সময়ে ওদের দুজনার বিয়ের ব্যবস্থা করে দেব। …'

ডারেল ঃ (এদের বিশেষ করে লক্ষ্য করে,— ভাবে)—

'এই যুবতীকে নীনার পক্ষে ঘৃণা করাই স্বাভাবিক। গর্ডন অন্য মেয়েকে ভালবাসবে তা নীনার সহ্য হবে না। … সুযোগ পেলে ওদের বিয়ে ভেঙে দিতে নীনা একটুও পেছ-পা হবে না। ঠিক এমনি করে একবার ও আমার বিয়ে ভেঙে দিয়েছিল। ভগবানকে ধন্যবাদ দিই। আমার কৃতদাসগিরি শেষ হয়েছে। …অমন ব্যাকুলভাবে চিঠি লিখে আমাকে না ডেকে আনলে এবারও ওর সঙ্গে দেখা না করেই আমি চলে যেতাম। আমি সহরে ফিরেছি জানতে পারল কি করে? …ও লিখেছিল, গর্ডনের প্রতি আমার কর্তব্যে, দেখা করা প্রয়োজন। এতদিন পরে, জীবনকে প্রায় শেষ করে এনে এখন আবার কিসের কর্তব্য? কর্তব্যের কথা আর না তোলাই ভাল। যা মরে গেছে তা কবরেই থাকুক!' …

এভান্স ঃ (ঘড়ি দেখে) এইবার, এইবার বাইচ সুরু হবার সময় হয়েছে। এখুনি ওদের দেখা যাবে। (রেলিংএ ঘুষি মেরে নিজের মনের ব্যাকুলতায় চীৎকার করে ওঠে) চলে এস গর্ডন!

নীনা ঃ (চমকে উঠে, ভয়ানক চটে যায়) স্যাম তোমাকে কতবার বলব যে আমার ভয়ানক মাথা ধরেছে। (রেগে ভাবে)—

'এই অভদ্র ইতরটার জন্যেই গর্ডন আজ ওই মেয়েটাকে বিয়ে করবে বলে কথা দিয়েছে! …'

এভান্স ঃ (অস্বচ্ছন্দ হয়ে বলে) কিছু মনে কোর না, কিন্তু তোমার পক্ষে এখন গোটাকতক অ্যাসপ্রিন খাওয়া উচিত। (রেগে ভাবে)—

'নীনার মেজাজ খারাপ, চার্লি দুঃখে ডুব দিয়েছে। স্ফূর্তি

নষ্ট করতে এমন এক জোড়া মানুষ আমি দেখি নি! ...
ভাবছিলাম বাইচে জিতলে গর্ডন আর তার বন্ধুদের এখানে নিয়ে এসে একটু হৈচৈ করব কিন্তু তার কোন সম্ভাবনা দেখছি না। ঠিক হয়েছে, হৈচৈ করে উৎসব আমরা নিউইয়র্কে করব, আমি ম্যাডেলাইনকে নিয়ে যাব। এই সব বদমেজাজী লোকগুলো সঙ্গে থাকলে কোন আনন্দই জমবে না। ...নীনা অবশ্য তাতে দারুণ চটে যাবে। যাক! এখন থেকে এসব ওকে সহ্য করতে হবে। ...'

ডারেল : (নীনাকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করে)—
'নীনাকে যখন প্রথম দেখেছিলাম, তখন ওর মনের প্রায় এই রকমই অস্বাভাবিক অবস্থা। (খুসী হয়) ওকে যে এই রকম বাইরের লোকের মত লক্ষ্য করতে পারছি, তার জন্যে ভগবানকে ধন্যবাদ দেব। গত তিন বছর ওর কাছ থেকে দূরে থেকে আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছি! (দুঃখ পায়) তবু নীনার জন্যে দুঃখ হয়। একে একে আমরা সবাই ওর কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছি। (মার্সডেনের দিকে তাকিয়ে বিদ্রূপের হাসি হাসে) এমন কি মার্সডেন পর্যন্ত নীনাকে ছেড়ে ওর মত আত্মীয়-স্বজনদের নিয়েই মেতে আছে!'

মার্সডেন : (অস্পষ্ট বিরক্তিতে ভাবে)—
'আমি এখানে কি জন্যে এলাম? বোকার মত কোন্ দল তাড়াতাড়ি দাড় বাইতে পারে তা দেখে আমার কি হবে? বেচারা জেন মাত্র দু মাস আগের শনিবারে মারা গেছে! ... এখন আমার একলা বসে তার কথাই ভাবা উচিত! নীনা আমাকে জোর করে নিয়ে এল! ...আমার আসা উচিত হয় নি।'

ম্যাডেলাইন : (অসহিষ্ণু হয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে দূরবীন নামায় । —না মিঃ এভান্স, আমি কিছু দেখতে পেলাম না ।

এভান্স : (বিরক্তিতে রেগে যায়) শালার রেডিওটাও সময় বুঝে বিগড়ে গেল !

নীনা : (অত্যন্ত রেগে) আঃ কি করছ ! গালাগাল দেওয়াটা বন্ধ কর দেখি !

এভান্স : (ব্যথা পায় । অসহিষ্ণু হয়ে বলে) আমি একটু উত্তেজিত হয়েছি স্বীকার করি, কিন্তু তাতে দোষ কি হল ? এইটা গর্ডনের শেষ বাইচ, শেষবারের মতো ও বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়ে টানছে । আর একটু আগ্রহ আর উৎসাহ দেখালে তোমার শরীরের খুব ক্ষতি হবে বলে মনে করি না ! (ওর দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নেয়)

ম্যাডেলাইন (ভাবে)—

'উনি ঠিকই বলেছেন । আমি গর্ডনের মা হলে কখনই ওই রকম বিশ্রী ব্যবহার করতে পারতাম না ।'

এভান্স : (প্রচণ্ড রাগে নীনার দিকে আবার ফেরে) গর্ডন শ যখন নৌকা বাইত তখন তো কোনদিন তোমাকে কম চীৎকার করতে শুনি নি ।

—আমাদের গর্ডন অন্ততঃ নৌকা চালানতে তাকে বহুগুণ ছাড়িয়ে গিয়েছে এ কথা তোমার স্বীকার করা উচিত । (ডারেলের দিকে ফিরে বলে) গর্ডনের বাবা বলে আমি এ কথা বলছি না । সবাই এ কথা বলে, এমন কি এ বিষয়ে যাঁরা বিশেষ জানেন শোনেন, তাঁরাও ।

ডারেল : (শ্লেষের সুরে বলে)—কি যে বল স্যাম তার ঠিক নাই । নীনার কাছে গর্ডন শ'র সঙ্গে কারুর তুলনা হয় নাকি ? সে সর্বদাই শ্রেষ্ঠ । (নীনার দিকে হেসে তাকায়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজের ওপর চটে যায় । ভাবে)—

'ছিঃ, কি বোকার মত কাজ করলাম। পুরোণ অভ্যাসে কথাটা হঠাৎ বেরিয়ে গেল।…বহু দিন হয়ে গেছে, নীনাকে আর ভালবাসি না।'

নীনা : (পরম ঔদাসীন্যে ভাবে)—

'নেডের এই হিংসা, আর আমার মনকে খুসী করে না। এখন আর কিছুই মনে হয় না।…তবু ওকে আমার দরকার। ওকে দিয়েই'—

(ডারেলকে তিক্তভাবে বলে)—স্যাম মুখে যতই আমাদের গর্ডন, আমাদের গর্ডন বলুক, মনে মনে ও জানে যে গর্ডন কেবল ওর। কেবলমাত্র ওর একার। সত্যি নেড, গর্ডন এমন স্যামের মত হয়ে গেছে যে তুমি দেখলে আর চিনতেই পারবে না!

ম্যাডেলাইন (অসহিষ্ণু হয়ে ভাবে)—

'উনি নিশ্চয় পাগল হয়েছেন! …গর্ডনকে দেখতে কি সুন্দর, শক্তিমান, একটুও বাবার মত নয়! …

এভান্স : (খুসী হয়, গর্ব অনুভব করে) তোমার কথায় আমি গর্বিত হচ্ছি নীনা। ' কথাটা সত্যি হলে আরো খুসী হতাম। কিন্তু ওর ভাগ্য ভাল যে ও একেবারেই আমার মতো নয়। ওর সঙ্গে যদি কারুর মিল থাকে সে হচ্ছে গর্ডন শ' —আর তারও জীবনের সব থেকে ভাল সময়ের সঙ্গে।

ম্যাডেলাইন : (ভাবে)—

'শ, ? তার ছবি দেখেছি ওদের ব্যায়ামাগারে। কিন্তু তার থেকে আমার গর্ডন অনেক বেশী সুন্দর। …গর্ডন বলছিল শ' নাকি ওর মায়ের বাগদত্ত ছিল। …অনেকে বলে সে সময়ে উনিও নাকি সুন্দরী ছিলেন।' …

নীনা : (চটে গিয়ে মাথা নাড়ে) অত বিনয় করছ কেন স্যাম।

গর্ডন হচ্ছে তোমার মত। খেলাধুলায় ও আমার গর্ডনের মত হয়েছে কারণ ছোট বেলা থেকে তুমি ওর পেছনে লেগে রয়েছ। ওকে গর্ডনের মত খেলোয়াড় করাই তোমাদের জীবনের ধ্যান, জ্ঞান, সাধনা। কিন্তু ওখানেই শেষ, খেলার মাঠেই গর্ডনের সঙ্গে ওর মিল শেষ হয়ে গেছে। অন্য কোন বিষয়ে গর্ডনের সঙ্গে ওর কোন মিল নাই! এতটুকুও মিল নাই!

এভান্স: (প্রাণপণ চেষ্টায় নিজের রাগকে সংযত করে—ভাবে)—

'ওর কথাবার্তা ক্রমেই বিশ্রী হয়ে যাচ্ছে! ···ওর পচা হিংসাটাকে বড্ড বেশীদূর পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাচ্ছে।'

(শেষে আর সামলাতে পারে না, রেলিং-এ ঘুষি মেরে চীৎকার করে বলে) ছিঃ নীনা ছিঃ! তুমি যদি ওকে এতটুকু ভালবাসতে তাহলে ঠিক এই সময়ে ওই কথাগুলো বলতে না। এক্ষুণি হয়তো ও নৌকাতে চাপছে। (নিজেকে সংযত করার চেষ্টায় চুপ করে যায়, হাঁপায়—মুখ রক্তোচ্ছ্বাসে ভরে ওঠে)

নীনা: (তার দিকে গভীর ঘৃণায় তাকিয়ে থাকে। শান্ত তাচ্ছিল্যে বলে) হল কি। আমি তো সাংঘাতিক খারাপ কথা কিছু বলি নি। (বিদ্বেষপূর্ণ) অত উত্তেজিত হয়ে ওঠা তোমার স্বাস্থ্যে ঠিক উচিত নয়, জান ত? বিশেষ তোমার রক্তের চাপ যে রকম উচু, দুর্ঘটনা ঘটতে কতক্ষণ? আমার কথা বিশ্বাস না হয় নেডকে জিজ্ঞাসা কর। (প্রচণ্ড ইচ্ছায় ভাবে)

'এখন ও মরলে বেশ হয়! ···(সঙ্গে সঙ্গে ভাবে) না না এসব কথা আমার ভাবা উচিত না। কখনও ভাবা উচিত না।' ···

ডারেল: (তীক্ষ্ণভাবে ভাবে)—

'নীনা চায় স্যাম মরুক। ...তাহলে দেখছি ঘটনা অনেক

দূর এগিয়েছে। স্যামের চেহারাটাও ভাল না, খুব বেশী রক্তের চাপ থাকতে পারে। ...আগেকার দিন হলে আমি এতে কী খুসীই না হয়ে উঠতাম। ...এখন আর কিছু মনেই হয় না। উঃ ভগবান বাঁচিয়ে দিয়েছেন।...

(ঠাট্টা করে বলে) স্যামকে দেখে তো আমার মনে হচ্ছে না ওর শরীরে কোন রোগ বসবার জায়গা পেয়েছে।

এভান্স : (রূঢ় স্বরে) আমাব শরীর চমৎকার আছে। (ঘড়িটাকে এক ঝটকায় বের করে দেখে) বাইচ সুরুর সময় হল। এস নেড কেবিনে গিয়ে এক পাত্তর মদ খাওয়া যাক। ম্যাকেব ছোঁড়াটা রেডিওটাকে সারাতে পারল কিনা দেখা যাবে। (মার্সডেনের পাশ দিয়ে যাবার সময় তার কাঁধে চাপড় মেরে বলে) এস চার্লি, তোমার ধ্যান থেকে বেরিয়ে এস।

মার্সডেন : (তার ধ্যানমগ্নতা থেকে চমকে জেগে উঠে দিশাহারা হয়ে যায়) অ্যাঁ? কি বলছ, সুরু হয়েছে?

এভান্স : (তার সহজ ভদ্রতায় ফিরে যায়, হাত ধরে হেসে বলে) এস হে এক পাত্তর মদ খাবে এস। তোমার অবশ্য একটায় কিছু হবে না। শেষ পর্যন্ত দেখবার মত অবস্থায় তোমাকে আনতে হলে অন্ততঃ দশ পাত্তর মদ গেলাতে হবে। (ডারেলের চেয়ারের কাছে দাঁড়িয়ে) এস নেড।

নীনা : (তাড়াতাড়ি বলে)—নেডের সঙ্গে আমাব গোটাকতক কথা আছে। তুমি বরঞ্চ চার্লি আর ম্যাডেলাইনকে নিয়ে যাও।

মার্সডেন : (তার দিকে অনুনয়ের দৃষ্টিতে তাকায়)—কিন্তু নীনা, এখানে আমি পরম নিশ্চিন্তে বসে আছি। (ওর চোখের দিকে তাকিয়ে ভাবে)—

'বুঝেছি ও ডারেলের সঙ্গে একা থাকতে চায়। ভাল। এখন আর ভাবনার কিছু নাই।...ওদের ভালবাসা কবে মরে ভূত হয়ে গেছে।...কিন্তু এখনো ওদের অনেক গোপন কথা আছে যা নীনা এখনও আমাকে বলেনি।...ভাবনা কি? একদিন আমাকেই সব কথা বলতে হবে...আর কিছুদিনের মধ্যে আমি ছাড়া আর ওর কাছে আর কেউ থাকবে না। (খুব অপরাধ বোধ করে)—জেন, জেন, তোমার কথা ছাড়া অন্যের কথা আমি ভাবছি কি করে! ভগবান, আমি কি ঘৃণ্য।...যাই ওই বোকাটার সঙ্গে মদ খেয়েই আজ মাতাল হই—এ ছাড়া আজকে আমার আর কিছু করবার নাই।'

ম্যাডেলাইন: (বেগে যায়, ভাবে)—

'সব সময় উনি আমাকে ছোট্ট মেয়ের মত হুকুম করেন। আমি এখন কিছু বলব না, কিন্তু একবার বিয়েটা হয়ে গেলে আমিও দেখে নেব।...'

এভান্স: এস ম্যাডেলাইন তোমায় না হয় কম করে একটু দেব। (অধৈর্য)—চল চার্লি, মাথা তোল হে।

মার্সডেন: (প্রাণপণ চেষ্টায় পাগলের মত হেসে বলে)—তোমার দেওয়া বিষটা বেশ জোরাল হলেই আমি খুসী হব।

এভান্স: (হাসে)—বাঃ এইতো চাই। আজকের দিনে স্ফূর্তি না করলে চলে? তোমার এখনও আশা আছে।

ম্যাডেলাইন: (হেসে মার্সডেনের হাত ধরে বলে)—আমি আপনাকে বাড়ী পৌঁছে দেব মিঃ মার্সডেন।

[তারা কেবিনে চলে যায়, এভান্স তাদের পেছনে যায়। নীনা ও ডারেল অনেকক্ষণ পর পরস্পরের

দিকে ত কিয়ে থাকে। একের মনের অবস্থা অন্যে যেন বুঝতে চায়। ডারেল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যেন একটু অস্বস্তি বোধ করে।]

ডারেল : (অতীত স্মৃতি তার মনের প্রশ্নকে ব্যথাতুর করে। সে ভাবে)—

'এবার কি হবে ?···ওর চোখ দুটোর বয়স কখন বাড়ল না। ভারী অদ্ভুত।···আমি এখন নিশ্চিন্ত মনে মনে ওই চোখ দুটোর দিকে তাকাতে পারি ?—আশ্চর্য।··· এখন ওর দিকে তাকালে কামনা, তিক্ততা বা হিংসা, কিছুই অনুভব করি না।···ওকে কি আমি কখনও ভালবেসেছিলাম ?···ওই দেহটাকে কখন কি উপভোগ করেছি ?··· ওই কি আমার ছেলের মা ?···আমার কি সত্যি কোন ছেলে আছে ?···মনে হয় সে সব যেন অন্য এক জনের ঘটনা, আমার সঙ্গে সে সবের কোন সম্বন্ধ নাই।··'

নীনা : (গভীর দুঃখে ভাবে)—

'ওকে এখনো কত সুন্দর কত কম বয়সী লাগে।···এখন আর আমরা কেউ কাউকে ভালবাসি না। ভগবানের রাজত্বে আমাদের জীবনের হিসাব নিকাশ শেষ হয়ে গেছে। দীর্ঘ জীবনের ব্যথায় আর কষ্টে, সেই শ্রান্ত দুপুরগুলোর আনন্দের দাম মেটান হয়েছে। প্রেম, কামনা, সম্ভোগের আশ্লেষ কবে যে আমাদের জীবনে এসেছিল এখন আর মনেই পড়ে না। বর্তমান কাল যেন এক অপূর্ব বিশ্রামের সময়। এই বিচিত্র জীবনের গতিপথে অতীত জীবনের সঙ্গে ভবিষ্যৎ জীবনকে যুক্ত করে প্রমাণ করছে আমরা আজও বেঁচে আছি।'

(দুঃখের হাসি হেসে বলে)—বস নেড। আমি যখন শুনলাম তুমি ফিরে এসেছ তখন তোমায় না ডেকে থাকতে পারলাম না। আজ আমার সত্যিকারের বন্ধুকে প্রয়োজন। বহুকাল আগে আমরা দুজন দুজনকে ভালবাসতাম। সে কথা এখন আর ভেবে লাভ নাই। কিন্তু সেই স্মৃতি মনে করে আমরা কি এখনও পরস্পরের বন্ধু হতে পারি না? তোমার কি মনে হয়?

ডারেল: (কৃতজ্ঞ হয়) তাতে কোন বাধা আছে বলে মনে হয় না। (বাঁয়ের একটা চেয়ারে বসে সেটাকে নীনার কাছে টেনে নিয়ে নিজেকে সাবধান করে ভাবে)—

'বন্ধু হতে আমারও ইচ্ছা হয়। কিন্তু আমি আর কখনও—'

নীনা: (খুব সাবধান হয়ে ভাবে)—

'আমি যদি খুব শান্ত হয়ে বিবেচনা করে কথা না বলি, ও আমাকে সাহায্য করবে না।'

(সহৃদয় হেসে বলে)—তোমার সঙ্গে সেই প্রথম আলাপের পর তোমাকে এত সুন্দর কখনও দেখিনি। মনে হচ্ছে বয়েসটাও তুমি কমিয়ে ফেলেছ। তোমার মন্ত্রটা আমাকে শিখিয়ে দেবে? (তিক্ত) দেখ, আমি কি রকম বুড়ী হয়ে গিয়েছি। আগে ভাবতাম বয়স বেড়ে যাওয়া বুঝি ভাল, ভাবতাম বুড়ো হলে মনে শান্তি আসবে। কিন্তু তা হল না, ঠকে গেলাম। আমার আশা একেবারে ভেঙে গেল। (জোর করে হেসে বলে)—কোন্ ঝরণায় স্নান করে তুমি যৌবনকে আটকে রেখেছ তাই আমায় শিখতে হবে। আমার শেখা দরকার।

ডারেল: (গর্বিত)—ওটা খুব কঠিন কাজ নয়। খুব কাজ কর। আমি যেমন এক সময় চিকিৎসাশাস্ত্র নিয়ে মেতেছিলাম এখন ঠিক তেমনি জীববিদ্যা নিয়ে মেতে উঠেছি। জানি, আমার পক্ষে

কখনই জীববিদ্যা বিশারদ হবার সম্ভাবনা নাই—কিন্তু সকলে মিলে কাজ করে আনন্দ পাই। আমাদের পরীক্ষাগারও এর মধ্যে বেশ সুনাম অর্জন করেছে। অনেকগুলো নতুন আবিষ্কারও আমরা করেছি। স্থানের ভাষায় বলা চলে যে আমরা বেশ সার্থক কাজ কিছু করেছি। আমরা বলছি বটে কিন্তু সত্যি করে সব কাজই সেই প্রেস্টন ছোকরা করে, সব কৃতিত্বই তার। তোমাকে চিঠিতে আমি তার কথা লিখেছিলাম, মনে পড়ে? ও কিন্তু এর মধ্যে ওর নামটাকে পৃথিবীর জীববিদ্যা বিশারদদের মহলে বেশ ছড়িয়েছে। ওকে দেখি আর ভাবি, আমারও বুদ্ধি ছিল, আমিও ঠিক ওর মত হতে পারতাম। শুধু আমার মনের জোর যদি আমার অহঙ্কারের থেকে বেশী হত, আমি কখনই জীবনটাকে এমনি করে ভাসিয়ে দিতাম না, আমার পেশায় মাটি কামড়ে পড়ে থাকতাম। (অপ্রস্তুত হয়ে হেসে বলে)—না, ব্যর্থজীবনের জন্যে দুঃখ করছি না। জীবন আমাব ব্যর্থ হয়নি। প্রেস্টনকে আমি প্রাণপণে সাহায্য করেছি, ওর কাজের অনেকখানি আমার কীর্তি। ও সেটা স্বীকার করে। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার অবলুপ্তপ্রায় প্রথাটা, ও এখনও ভুলে যায়নি। এইভাবে আমি জীবনের ঋণ কিছু কিছু শোধ করেছি নীনা। (সস্নেহ গর্বে)—প্রেস্টন বড় ভাল ছেলে। এখন অবশ্য আর ছেলে বলা ঠিক নয়, ত্রিশের উপর বয়স হল।

নীনা: (গভীর দুঃখে ভাবে)—

‘গভীর তিক্ততার মাঝে এখন ’তুমি তাহলে আমাদের ভালবাসার কথা ভাব।···ভাব কি বোকার মত তুমি সমস্ত ভবিষ্যৎ নষ্ট করেছ অশক্ত অহঙ্কারে। আমার মোহে কি বিরাট ভুল তুমি করেছ।···ওঃ! (নিজেকে সম্বরণ করে শ্লেষাত্মক)—আমার কাছে এই প্রেমের স্মৃতি কেমন?···

কামনাহীন, বাসনাহীন এমন কি তিক্ততাহীন !…(হঠাৎ ভয় পায়)—ও গর্ডনের জন্যে রাখা ভালবাসা, প্রেস্টনকে দিয়েছে !…(কি করবে ভেবে পায় না) ওকে ভুলে যেতে দিলে চলবে না। ওকে মনে করিয়ে দিতে হবে গর্ডন ওর ছেলে—তা না হলে ওর কাছ থেকে কোন সাহায্য পাব না।'

(অনুযোগের সুরে বলে)—তাই বল, তুমি ওদিকে একটা ছেলে খুঁজে পেয়েছ। এদিকে আমার ছেলে ক্রমেই আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। সে যে তোমারও ছেলে সেকথা ভুলে যেও না।

ডারেল : (তার কথায় খেয়াল হয় নৈব্যক্তি কৌতূহলে মন আচ্ছন্ন হয়) ও কথাটা কিন্তু আমার আগে কখনও মনে হয়নি। এখন তোমার কাছে শুনে (হাসে) হ্যাঁ ঠিকই বলেছ। প্রেষ্টন আমার মনে বোধহয় ছেলের অভাব পূর্ণ করছে। তা হোক না! ক্ষতি কি এতে আমাদের দুজনারই ভাল হয়েছে আর কারু ক্ষতি হয়নি।

নীনা : (জোর করে যেন কটূক্তি করে) নিশ্চয়, নিশ্চয় ঠিক বলেছ। তোমার সত্যিকার ছেলে আর আমার কথা না তোলাই ভাল—তোমার কাছে আমরা মূল্যহীন।

ডারেল : (শান্তস্বরে বলে) গর্ডনের ক্ষতি হবার কোনই কারণ দেখি না। সে তো বেশ ভালই আছে, তাই না (ব্যঙ্গ করে) এসে থেকে তার সম্বন্ধে যে সব কথা শুনছি তাতে তো মনে হয়, যে নামের সেই অভ্রান্তিকর বীরপুরুষের মতো সে তোমাদের সমস্ত ভাবস্বপ্ন সফল করেছে। সে আজকে তার কলেজের খেলার রাজত্বের শ্রেষ্ঠ পুরুষ।

নীনা : (অপছন্দ ভাবনা)—

'নিজের ছেলেকে ব্যঙ্গ করছে।…(হিসেব করে দেখে) কিন্তু এখন রেগে গেলে চলবে না। ওকে দিয়ে আমার কাজটা করিয়ে নিতে হবে।…'

(ভদ্রভাবে প্রতিবাদ করে) আর আমি হলাম সুখী মাতৃত্বের প্রতিমূর্তি। তাই না নেড।

ডারেল : (সঙ্গে সঙ্গে করুণায় মন ভরে যায়। নিজের কথায় লজ্জিত হয়) ক্ষমা কর নীনা। এখনও আমার মনের সমস্ত কটুত্ব কবরস্থ করতে পারিনি সেজন্য ক্ষমা কর। (ভদ্রভাবে বলে) তোমায় অসুখী দেখে খুব দুঃখিত হলাম নীনা।

নীনা : (খুব পরিতৃপ্ত মনে ভাবে)—

'ওর মনে এখনও দুর্বলতা আছে।...মন থেকে বলল কথা-গুলো।...শুধু যদি এই সুযোগে আমার কাজটা করাতে পারি... ।'

(দুঃখিত স্বরে বলে) নেড আমি আমার ছেলেকে হারিয়েছি। ও এখন সম্পূর্ণভাবে স্যামের হয়ে গেছে। এমন ধীরে ধীরে একটু একটু করে স্যাম ওকে নিজের আয়ত্তে নিয়ে নিল, যে আমি বুঝেও বাধা দিতে পারলাম না। স্যামের উপদেশ, গর্ডনের ভবিষ্যতের পক্ষে সর্বদা উপকারী মনে হত। শুধু কি তাই, গর্ডন সব সময়ে আমাব কাছ থেকে পালাতে চেয়েছে। স্যামেব মনের মত বীর খেলোয়াড় হবার জন্যে, ও ইস্কুলে আর কলেজে পড়বার সময় বোর্ডিংএ থেকেছে।

ডারেল : (অধৈর্যে) এবার বাজে কথা বলছ নীনা, তুমি নিজেও চিরকাল চেয়েছে যে ও ঠিক গর্ডন শ'র মত হোক !

নীনা : (ইচ্ছার বিরুদ্ধে চটে যায়। প্রচণ্ড ক্ষোভে বলে) ও একটুও গর্ডনের মত নয়। এমন কি ও আমাকেও ভুলে গেছে। (আরেকটু যুক্তিপূর্ণভাবে বলে)—ও ভাল খেলোয়াড় হল কিনা তাতে আমার কিছু যায় আসে না। সমস্ত ব্যাপারটা আমার চোখে বোকামি মনে হয়। অযথা হৈচৈ করে মানুষের মনকে উত্যক্ত করা। ধর না, আজকের এই বাইচ, আমার মনকে একটুও নাড়া দিতে

পারেনি। ও যদি হেরে গিয়ে সবার শেষে আসে তাহলেও আমার কিছু যায় আসে না। (ভয় পেয়ে থেমে যায় তাড়াতাড়ি ভাবে)—

'গর্ডন যদি কখনও কল্পনা করে আমি একথা বলেছি—তাহলেই সাংঘাতিক ব্যাপার হবে।'

ডারেল : (উৎসুক হয়ে ভাবে)—

'আরে ও—কথা বলল কেন? যেন ও হেরে গেলেই নীনা সুখী হবে। দৈনন্দিন জীবনে এই সব গর্ডনরা যদি খুব মার খায় আমি খুব খুসী হব।—'

(কেবিন থেকে ম্যাডেলাইন দৌড়ে আসে। উত্তেজনায় মুখে রক্তোচ্ছ্বাস।)

ম্যাডেলাইন : বাইচ সুরু হয়ে গেছে। মিঃ এভান্স রেডিওটা ধরতে পেরেছেন। খুব আস্তে হলেও শোনা যাচ্ছে। নেভি আর ওয়াশিংটংরা আগে আসছে, তার পরেই গর্ডন।

(এক দৌড়ে আবার কেবিনে ফিরে চলে যায়।)

নীনা : (গভীর ঘৃণায় ম্যাডেলাইনের চলে যাওয়া দেখে ভাবে)—

'ওর ধারণা গর্ডন ওর। একেবারে নিশ্চিত জেনেছে। তবু ওর ওই সুন্দর মুখটাকে আমি মনে প্রাণে ঘৃণা করি।—'

ডারেল : (শ্লেষাত্মক ভাবনা)—

'তারপরেই গর্ডন। এমন করে বলে গেল যেন গর্ডন ছাড়া ওই কাঠের নৌকাখানা পৃথিবীতে আর কেউ টানতে পারে না। সত্যি, মেয়েগুলো তাদের গর্ডনদের নিয়ে চিরকাল এমন বোকামি করে কেন—কে জানে? এই ম্যাডেলাইন মেয়েটা কিন্তু দেখতে সুন্দর। ওর দেহটা অনেকটা নীনার অল্প বয়সের মত, সেই যখন আমি ওকে

ভালবেসেছিলাম। সেই দুপুরগুলোর কথা ওকে দেখে মনে পড়ে গেল। নীনার দেহটা এখনও চমৎকার আছে, যদিও মুখের ওপর ভয়ানক বয়সের ছাপ পড়েছে।'

(একটু হিংসার ছোঁয়া গলায়—শুকনো ভাবে বলে)—গর্ডন সব থেকে শেষে বাইচ শেষ করলে একটি যুবতী কিন্তু মনে খুব ব্যথা পাবেন বলে মনে হচ্ছে।)

নীনা: (নিজের দুঃখ প্রকাশ করে তার সহানুভূতি আকর্ষণের চেষ্টা করে)—ঠিক বলেছ নেড, গর্ডন এখন ওর হয়ে গেছে! (কিন্তু এ চিন্তাও সহ্য করতে পারে না। প্রতিহিংসাপরায়ণতায় বলে) তার মানে ও গর্ডনকে বিয়ে করবার জন্যে বাগদত্তা। অবশ্য তার মানে এই নয় যে শেষ পর্যন্ত ওকে বিয়ে করতেই হবে। তুমি ভাবতে পার নেড, যে গর্ডনের মত ছেলে ওই রকম একটা বোকা মেয়েকে পছন্দ করেছে। ও ওই মেয়েটাকে ভালবাসে একথা কিছুতেই আমি বিশ্বাস করতে পারছি না! মেয়েটা দেখতে সুন্দর নয়, তার ওপর চূড়ান্ত বোকা। প্রথম প্রথম আমি মনে করতাম যে গর্ডন তার দেহকাম মেটাবার জন্যে মেয়েটার সঙ্গে ভালবাসার অভিনয় করছে। (ব্যথায় মুখ কুঁচকে যায়) জানি, সময় হলে প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়ম মাকেও স্বীকার করে নিতে হয়, কিন্তু গর্ডন ওই মেয়েটাকে ভালবেসে একেবারে বিয়ের প্রস্তাব করে বসবে একথা স্বপ্নেও ভাবিনি। এই সাংঘাতিক বোকামি ভাষায় প্রকাশ করা যায় না!

ডারেল: (ব্যঙ্গ করে চিন্তার)—

'তাই বল! গর্ডন ওর সঙ্গে অপকর্ম করলে তুমি কিছু মনে করবে না, গর্ডনের ওপর ওর অধিকার বিস্তার হলেই তোমার আঁতে ঘা লাগবে। তোমার অধিকার সর্বদা ঠিক থাকা চাই, তাহলে তুমি মেয়েটাকে তোমার বাঁদীর মত

নিজের কাজে লাগাতে পারবে যেমন এতদিন আমাকে করেছো।'

(অসন্তুষ্ট হয়ে বলে) না। তোমার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না, নীনা। মেয়েটাকে আমার চমৎকার লেগেছে। আমি যদি গর্ডন হতাম তাহলে ও যা করেছে ঠিক তাই করতাম। ···(দ্বিধাগ্রস্ত মনে তিক্ত ভাবনা আসে)—

'গর্ডন হতাম? ...চিরকালই তো ওই গর্ডনের প্রতিভূ হয়ে কাজ করেছি। ···আমি এখন আবার এই গর্ডনের দিক টেনে কথা বলছি কেন? ওর সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক।'···

নীনা: (ডারেলের কথা যেন তার কানে যায়নি) ওই মেয়েটাকে বিয়ে করলে গর্ডন আমাকে একেবারে ভুলে যাবে। স্যাম যেমন তার মাকে ভুলে গিয়েছে সেই রকম একেবারে ভুলে যাবে। বউরা কি করে আমি জানি। আমার কাছ থেকে ওকে চিরকালের মত দূরে সরিয়ে দেবে। যতদিন না গর্ডন আমাকে একেবারে ভুলে যায় ততদিন ওর ওই দেহটাকে পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগাবে। ওকে পর করে দেবে! ও আমার ছেলে নেড, ও তোমারও ছেলে। (হঠাৎ ওর কাছে গিয়ে তার একটা হাত দুহাত দিয়ে চেপে ধরে বলে) নেড, ও আমাদের সেই ভুলে যাওয়া ভালবাসার একমাত্র সুফল!

ডারেল: (ওর ছোঁয়াতে একটু কেঁপে ওঠে। ভয় যেমন পায়, আকর্ষণও অনুভব করে)—

'ভালবাসা! ···সেই পুরোনো ভালবাসা! ···ওর স্পর্শ! বুড়ো হয়েছি, বোকার মত এসব চিন্তা মনে আনাও অশ্লীলতা। নীনার কি ধারণা আমি এখনো ওর সম্পত্তি?'

নীনা: (ছেলের মা, ছেলের বাবার সঙ্গে যেভাবে কথা বলে

সেই স্বরে)—গর্ডনকে তুমি একবার ভাল করে বুঝিয়ে বল নেড।

ডারেল : (আরো উৎকণ্ঠিত হয়ে ভাবে)—

'ওর দেহের স্পর্শ লাগলে এখনও কি রকম অদ্ভুত অনুভূতি হয়। ...আমার ওপর ও যেন প্রভাব বিস্তার করে।। বুড়ো। ...কিন্তু ওর দেহটা এখনও চমৎকার আছে। কত বছর হয়ে গেল ? ...এখনো ওই উলঙ্গ চামড়ার ছোঁয়া ভয়ঙ্কর। ...যত বাজে কথা। ...ওর বন্ধু আর ডাক্তার হিসেবে না হয় ওকে সন্তুস্ট করলাম, ক্ষতি কি ? আর গর্ডনকে বুঝিয়ে বলাতেই বা দোষ কোথায় ? হাজার হোক আমি তো ওর বাপ, দুচারটে ভালমন্দ উপদেশ যদি (ভয় পায়) আসবার সময় নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি এদের কোন কিছুর মধ্যে থাকব না। ...'

(তীক্ষ্ণভাবে বলে) আমি প্রতিজ্ঞা করেছি নীনা, মানুষের কোন ব্যাপারে আমি আর থাকব না।

নীনা : (ওর কথা যেন শোনে নি) এইভাবে তোমার ছেলের জীবন নষ্ট হয়ে যেতে দেবে ?

ডারেল : (প্রাণপণে নিজের সঙ্গে লড়াই করে) আমার জীববিদ্যার জীবদের ছাড়া আর বাকি গায়ে আমি আর হাত দেব না। (কর্কশভাবে বলে) তোমাকে আমি আর কোন বিষয়ে যে সাহায্য করব না একথা বলাই বাহুল্য। তোমারও অন্যের জীবন নিয়ে খেলা করবার এই বদঅভ্যাসটা ছেড়ে দেওয়া উচিত। তুমি ভগবান নও যে নিজের তৈরী জীবদের নিয়ে যা ইচ্ছা তাই করবে !

নীনা : (যেন বুঝতে পারে না) তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না। গর্ডন তো আমার ছেলে তাই ?

ডারেল : (হঠাৎ অদ্ভুত প্রচণ্ডতায়) আর আমারও ! আমারও ! (চুপ করে ভাবে)—

'চুপ কর বোকা কোথাকার, এইভাবে তুমি ওর সন্তোষ আনবে ?'

নীনা : (একটু চুপ করে থেকে বলে) আমি তোমাকে এখনও বোধহয় একটু ভালবাসি নেড।

ডাবেল : (একই সুরে উত্তর দেয়)—আমিও তোমাকে বোধহয় একটু ভালবাসি নীনা। (শক্ত হয়ে বলে)—কিন্তু তোমার জীবনে আমি আর কোনভাবেই হস্তক্ষেপ করব না। (কর্কশ হাসি হেসে)—তুমিও বহু মানুষেব প্রেম নিয়ে এতদিন অনধিকার চর্চা করে এসেছ। এখন বোঝা উচিত যে তোমার বয়স হয়েছে, সে দিনগুলো চলে গেছে। আমি ববঞ্চ ফিবে গিয়ে তোমায় কযেক লক্ষ জীবাণু পাঠিয়ে দেব। নিজের কোন ক্ষতি না করে তুমি তাদের জীবন নিয়ে যা ইচ্ছা তাই তাই করতে পারবে। (লজ্জিত হয়ে—নিজেকে সংযত করে) নীনা আমাকে ক্ষমা কব।

নীনা : (যেন স্বপ্ন থেকে উঠে আসে—উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা করে)—কি বলছিলে নেড ? (ওর হাত ছেড়ে দিয়ে নিজেব চেয়ারে ফিরে যায়।)

ডাবেল : (নীরস) কিছু না।

নীনা : (অসাধাবণ সুরে) আমরা স্যামের কথা আলোচনা করছিলাম—না ? ওব চেহারা দেখে তোমার কি রকম লাগছে ?

ডাবেল : (কি বলবে বুঝতে পারেনা। সাধাবণভাবে উত্তর দেয)—ভালই। একটু বেশী মোটা হয়ে গিয়েছে বটে কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। হয়তো সাধারণ লোকের থেকে রক্তের চাপ একটু বেশী আছে—সেটাও অসাধারণ কিছু নয়। ওর বয়সের আর চেহারার বেশীর ভাগই লোকেরই সেটা থাকে। আশা করবাব—মানে ভয় পাবার তাতে কিছু নাই। (প্রচণ্ড রাগে বলে)—তুমি কেন আমাকে দিয়ে ওই আশা কথাটা বলালে ?

নীনা : (শান্ত) আমি বলিয়েছি? কথাটা হয়তো তোমার মনের মধ্যেই আসা যাওয়া করছিল।

ডারেল : না! মোটেই না। স্যামের বিরুদ্ধে কোনদিন আমার কোন অভিযোগ নাই—ছিল না। আমি চিরকাল ওর শ্রেষ্ঠ বন্ধু। আমার জন্যেই আজ ও সুখী হয়েছে।

নীনা : (আবার সেই অসাধারণ সুরে)—কত কথা চিন্তা করবার কারণ আছে তা কি আমরা স্বীকার করি? নিজের ভাবনার কারণ নিজের কাছে প্রকাশ হয়ে গেলে লজ্জা পাই।

ডারেল : (অভদ্রভাবে)—ভাবনা চিন্তায় কারু কোন ক্ষতি হয় না। জীবন হল এমন এক কোষ বিশিষ্ট জীব যে চিন্তা ছাড়াই তার স্ফুরণ হয়।

নীনা : (আগের মত)—জানি। মা ভগবতীর দান।

ডারেল : (উত্তেজিত) এ ছাড়া আর সব কিছু হচ্ছে মেরুদণ্ডহীন আত্মম্ভরিতা। জাহান্নমে যাক যত বাজে কথা। যে কথা তোমাকে বলতে চাইছিলাম—স্যাম মরবে এই আশা করবার আমার কি কারণ থাকতে পারে?

নীনা : (আগের মতো) সারাজীবন ধরে আমরা হয় নিজের নয়তো অন্যের মৃত্যু কামনা করি। ওপরকার চকচকে ভদ্রতার পালিশ ঠিক রেখে, মনে ভাবি কি করে পড়শীর গাধাটাকে আত্মসাৎ করা যায়।

ডারেল : (ভয় পায়)—তুমি আবার সেই ছোটবেলার নীনার মত কথা বলছ—সেই যখন তোমায় প্রথম ভাল বেসেছিলাম। দোহাই তোমার—এ বয়সে আমাদের আর ওই রকম কথা বলা শোভা পায় না। (প্রচণ্ড ভয়ে ভাবে)

'সেই সেকালের নীনা।...আমিও কি সেকালের নেড?

তাহলে তার মানে ?···না না আমাদের পরস্পরের জীবনে৷ কোন রকম হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। সেটা হবে অনধি-কারীর চর্চ্চা !'

নীনা : (অদ্ভুতভাবে বলে)—আমি সেই পুরোন নীনা! কিছুতেই আমি গর্ডনকে চিরকালের মত পালিয়ে যেতে দেব না।

(এভান্স কেবিন থেকে বেরিয়ে আসে। উত্তেজিত আর অসন্তুষ্ট)

এভান্স : শুনতে শুনতে রেডিওটা বন্ধ হয়ে গেল। ম্যাডেলাইন শুনছে আর অমনি চালু হল। (দূরবীণ তুলে, রেলিংএর কাছে গিয়ে দেখে)—সব শেষ খবর শুনলাম, নেভি আর ওয়াশিংটন এগিয়ে আছে তারপরেই গর্ডন। গর্ডন বলছিল ওদেরকেই ভয় ভয়। বিশেষ করে নেভিকে (বিরক্তিকর আওয়াজ করে দূরবীণ নামায়)—দূর। ঝক-মকির কিছু না বলেছে) আমার চোখ বুড়ো হয়ে যাচ্ছে। (তারপর হেসে বলে)—চার্লির কাণ্ড দেখলে তোমরা না হেসে পারতে না। হুইস্কির বোতলটা নিয়ে এমন করে খেতে লাগল যেন ওর সময় হয়ে এসেছে। ওর হাত থেকে বোতলটা কেড়ে নিতে হয়েছে। খুব মাতাল হয়েছে এখন। (দুজনের মুখের দিকে তাকায়)—তোমাদের দুজনের আবার কি হল, দুটো মরা ঝিনুকের মতো তোমরা বসে আছ—দেখলে কেউ বুঝতে পারবে না যে ওখানে এক সাংঘাতিক বাইচ প্রতিযোগিতা সুরু হয়েছে।

ডারেল : (সন্তুষ্ট করতে চায়)—আমি ভাবলাম বাইরে থাকলে যখন ওদের দেখা যাবে তোমাদের ঠিক সময় খবর দিতে পারব।

এভান্স : (নিশ্চিন্ত হয়)—হ্যাঁ সেটা ঠিক করেছ। এই নাও দূরবীণ। তোমার চোখ চিরকালই বেশ ভাল।

(ডারেল দূরবীণটা নিয়ে রেলিংএর কাছে উঠে যায়—দেখতে থাকে।)

ডারেল : গর্ডনের কোন দলকে সব থেকে বেশী ভয় বললে ?

এভান্স : (কেবিনের দরজার কাছে চলে গেছে) নেভিকে। '(গর্বিত হয়ে বলে)—ওদের গর্ডন নিশ্চয় হারিয়ে দেবে দেখ।' দেখি, ম্যাডেলাইন কোন নতুন খবর পেল কি না ? (কেবিনে চলে যায়)

ডারেল : (নদীর দিকে তাকিয়ে তিক্ত প্রতিহিংসাপরায়ণতায়) চলে এস নেভি, সব আগে চলে এস।

নীনা : (তিক্ত মনে ভাবে)

'আমার সুখের বিনিময়ে স্যামকে বাঁচাবার এই হল পুরস্কার।...আমার ছেলে আজ ম্যাডেলাইনের গর্ডন, স্যামের গর্ডন হয়েছে।...আমি কিছুতে এটা সহ্য করব না। স্যামকে এখন আমি ঘৃণা করি—তার কিছু হলে আমার কিছুই যায় আসে না।...ওকে আমি বলব যে গর্ডন ওর ছেলে নয়—আরো বলব যে আমার কথামত না চললে গর্ডনকেও একথা জানিয়ে দেব। আমার হুকুমে ও ওদের বিয়ে ভেঙে দেবে। তা ও পারে—গর্ডনের ওপর ওর অদ্ভুত দখল।...কিন্তু নেড আমার কথায় সায় না দিলে স্যাম আমার কথা বিশ্বাস করবে না। নেডকে দিয়েও বলাতে হবে...কিন্তু নেড কি বলবে ? ওর ভয় হবে, যদি স্যাম পাগল হয়ে যায়। ওকে বোঝাতে হবে সে সব বাজে কথা। পাগল হবার কোন সম্ভাবনাই স্যামের কখনও ছিল না।'

(সত্য আবিষ্কারের সুরে বলে)...জানলে নেড, স্যামের মায়ের শেষের দিকের চিঠিগুলো থেকে আমি একটা জিনিষ আবিষ্কার করেছি। স্পষ্টভাবে উনি এ কথা না লিখলেও আমি বুঝেছি যে, ওঁর সেই স্যামের পাগল হয়ে যাবার গল্পগুলো একেবারেই বাজে। স্যাম

আমাকে ভালবাসে এটা ওঁর সহ্য হয়নি—তাই প্রতিহিংসা নেবার জন্যে ওই সব আজেবাজে কথাগুলো বলেছিলেন।

ডারেল : (দূরবীন না নামিয়ে শুকনো গলায় বলে)—না। উনি তোমায় সত্যি কথাই বলেছিলেন। তোমাকে কখনও বলিনি বটে, কিন্তু আমি নিজে ওদের বংশের সম্বন্ধে খোঁজখবর নিতে গিয়েছিলাম। তখন ওদের বংশগত পাগলামি সম্পর্কে সমস্ত খুঁটিনাটি খবর জানবার সুযোগ হয়েছিল।

নীনা : (আশাহত হয়ে অসন্তুষ্ট হয়)—বুঝেছি। ও পাগল হয়ে যাবে এই আশাকে নিশ্চিন্ত করতে গিয়েছিলে।

ডারেল : (সাধারণভাবে বলে)—তখন আমার মনকে শান্ত করার জন্যে ওই আশারও দরকার ছিল নীনা। তোমাকে তখন সত্যি ভয়ানক ভালবাসতাম।

নীনা : (ওর হাত ধরে)—এখন আর একটুও ভালবাস না। না নেড? (ভাবে)—

'যেমন করে হোক ওকে আবার আমাকে ভালবাসাতে হবে! তা না হলে ও কিছুতে স্যামকে বলবে না।...'

ডারেল : (নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করে—তার মনের চিন্তা অদ্ভুত)

'ও আবার আমায় পেতে চায়।...ও আমাকে না ছুঁলেই ভাল হত। ওই ছোঁয়া পেলেই আমাদের দেহের প্রাচীন বন্ধুত্ব পরস্পরের স্পর্শ পাবার সুখে ব্যাকুল হয়ে ওঠে।' (দূরবীন না নামিয়ে ওর হাতটা সরিয়ে দিতে চেষ্টা করে। মনের ভয়কে কর্কশ স্বরে ঢেকে বলে) তোমাকে তো আমি বলেছি মানুষের জীবন নিয়ে আর কোন খেলা আমি খেলব না।'

নীনা: (কথা শোনে না, হাতও ছাড়ে না) আমিও তোমায়

ভীষণ ভালবাসতাম নেড। এখনও ঠিক তেমনি ভালবাসি। আমি প্রায়ই ভাবতাম স্যাম পাগল হয়ে গেলে বেশ হয়, তাহলে আমি তোমাকে পাব। কিন্তু দেখ কি হল একটা খেড়ে শূয়োরের মতো স্যামের স্বাস্থ্য ক্রমেই ভাল হচ্ছে। বিপদের কোন সম্ভাবনাই এখন আর নাই।

ডারেল : (ভয় পেয়ে ভাবে)—

'এবার আবার কি মতলব? আমার কাছে এবার কি চায়? ...'

(আড়ষ্টভাবে বলে) আমি অবশ্য এখন আর ডাক্তার নই। তবে এ কথা বলতে পারি যে, স্যামের মত ভাগ্য হাজারে একজনের হয়। প্রকৃতির খেয়ালে অসুস্থ পরিবারে যে অত্যন্ত অল্পসংখ্যক সুস্থ ছেলে জন্মায় স্যাম তাদেরই একজন। এতদিন পরে ওর কিছু হবে বলে আর মনে করি না।

নীনা : (হঠাৎ প্রচণ্ড জেদের সঙ্গে বলে) এখন কি ওকে সত্যি কথা বলবার সময় হয়নি? ওর জন্যে আমরা সারাজীবন দুঃখকষ্ট সহ্য করেছি। আমরা ওকে আনন্দে রেখেছি, ওকে অর্থবান হতে সাহায্য করেছি। ওর এখন অন্ততঃ আমাদের ছেলেকে ফেরৎ দিয়ে দেওয়া উচিত।

ডারেল : (ভাবে)—

'তাই বল। এতক্ষণে আসল কথাটা বুঝলাম! ...অবশেষে স্যামকে সত্যি কথা বলতে হবে। মন্দ লাগবে না ওকে কথাটা এখন বলতে।'

(শ্লেষাত্মক কণ্ঠে বলে) আমাদের ছেলে? কি বলছ বাজে কথা? ছেলে তোমার। আমি তো তোমাকে বারবার বলছি, কোন মানুষের জীবন নিয়ে আর আমি খেলা করব না।

নীনা : (শান্তস্বরে অনুরোধ করে) শুধু আমি বললে স্যাম তো আজ আর বিশ্বাস করবে না। ও ভাববে যে ওকে কষ্ট দেবার জন্যে আমি ইচ্ছা করে মিথ্যা কথা বলছি। ও ভাববে, গর্ডনের অধিকার হারাবার ভয়ে আমি প্রতিহিংসাপরায়ণতায় অমন পাগলের মতো কথা বলছি। তখন তো তোমাকে সত্যি কথা বলতে হবে।

ডারেল : (ভাবে)—

'যখন বলব যে তার এই বিখ্যাত নৌকা চালিয়ে তার নয় আমার ছেলে, তখন তার মুখের অবস্থা কেমন হয় দেখতে ইচ্ছা করছে বৈকি! …ও আমার কাছ থেকে যত জিনিষ নিয়েছে তার কিছু ফিরে পাওয়া যাবে ও কথাটা বলে!'

(কর্কশভাবে) বললাম তো, স্যামের জীবন নিয়েও কোন ছেলেমানুষী আমি করতে পারব না!

নীনা : (তবু জেদ করে) ভাব, স্যাম আমাদের জীবনে কি ভয়ানক দুঃখের কারণ হয়েছে। কত কষ্ট তার জন্যে আমরা পেয়েছি। তুমি এখনও আমাকে একটু ভালবাস নেড, সেই ভালবাসার দোহাই—স্যামকে তোমায় বলতেই হবে। মনে কর, আমরা দুজনে দুজনকে কত আনন্দ দিয়েছি। আমার এই ব্যর্থ জীবনে তুমি আমার একমাত্র সুখ নেড। তোমাকে বলতেই হবে।

ডারেল : (ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ে)—

'মিথ্যা কথা বলছে! …ওর জীবনের একমাত্র প্রেম হল গর্ডনের সঙ্গে। সেই হল ওর জীবনের প্রথম পুরুষ তারপর এই গর্ডন! …(প্রগাঢ় বিদ্বেষে) প্রাণপণে নৌকা বাও নেভি। অন্ততঃ আমার জন্যে আজ ওর গর্ডনদের হারিয়ে দাও! …'

নীনা : (জোর করে) তুমি ইউরোপ থেকে ফিরে যেদিন আমায়

পালিয়ে যাবার জন্যে ডেকেছিলে সেদিন যদি তোমার সঙ্গে পালিয়ে যেতাম, তাহলে আজ সুখে ঘরকন্না করতাম। স্যাম মাঝে না থাকলে আমাদের ছেলে তোমাকে কি রকম ভালবাসত ভাব দেখি।

ডারেল : (তার মন ক্রমেই দুর্বল হয়, ভাবে)—

'সত্যিই তো স্যাম না থাকলে আমার সুখে কেউ বাধা দিতে পারত না! ...আমি আজ তাহলে হয়ে উঠতাম পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ স্নায়ুবিদ্যাবিশারদ! ...তাহলে আমার ছেলে আমাকে ভালবাসত, আমি আমার ছেলেকে ভালবাসতাম?'

নীনা : (প্রচণ্ড শক্তিতে ডারেলের মনের শেষ বাধাকেও ভেঙে ফেলে দিতে চায়) ওকে তোমাকে বলতেই হবে নেড! আমার জন্যে অন্ততঃ একথা তোমাকে বলতে হবে। আমি তোমাকে ভালবাসি নেড, সেই ক্লান্ত দুপুরগুলোর স্মৃতি তোমাকে ভালবাসে। আমাদের সেই পাগলামিভরা আনন্দের কথা মনে করে, তুমি আমাকে ভালবাস একথা মনে করে স্যামকে ওকথা তোমায় বলতেই হবে।

ডারেল : (পরাস্ত হয়। সম্মোহিত হবার মত বলে) হ্যাঁ বল, কি করতে হবে? অন্যের জীবন নিয়ে আবার ছিনিমিনি খেলতে হবে?

(ম্যাডেলাইনের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর, হাততালি আর চীৎকার শোনা যায়। মার্সডেনের মত চীৎকার আর হাততালি কেবিন থেকে ভেসে আসে। এভান্সের উত্তেজিত স্বর শোনা যায়—জোরে টান, আরো জোরে গর্ডন। মার্সডেন, গর্ডন বলে চীৎকার করে কেবিন থেকে বেরিয়ে আসে। ও ভয়ানক মাতাল হয়েছে। ডারেল যেন দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে উঠল এমন প্রচণ্ডভাবে কেঁপে ওঠে। নীনাকে নিজের কাছ থেকে ঠেলে সরিয়ে দেয়। তার সম্মোহিত ভাবটা এখনও যায়নি তবুও যেন স্বস্তি পায়।)

(ভাবে)—

'ভগবানকে ধন্যবাদ, এবারও মার্সডেন আমায় বাঁচিয়ে দিল!···নীনা আর তার গর্ডনদের হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে।···'

(বিজয়ী নিশ্চিন্ততায় নীনার দিকে ফিরে বলে)—না নীনা কিছু মনে কোর না। তোমাকে সাহায্য করতে পারব না, সেজন্যে সত্যি খুব কষ্ট হচ্ছে। তোমাকে বললাম তো, আমি মনস্থির করে ফেলেছি, আব কোন মানুষের জীবনেব মধ্যে হাত দিতে যাব না। (আরো আত্মবিশ্বাসে)—তারপর আমি নিশ্চিন্ত জানি যে, গর্ডন আমার ছেলে নয়। না আশ্চর্য হয়োনা। আমি জানি আর তুমিও জান যে, আসলে তোমার গর্ডন এসে সেই দুপুরগুলোতে আমার দেহে ভর করেছে। আমি তোমার সেই মৃত প্রেমিকের প্রতিভূ হওয়া ছাড়া তোমার কাছে আর কিছুই কোনদিন ছিলাম না। তোমার কাছে আমি শুধু একটা দেহ হয়েছিলাম যে প্রয়োজনে, সে প্রয়োজন মিটেছে। আজকের গর্ডন সেই আগেকার গর্ডনের ছেলে। কাজেই বুঝতে পারছ স্যামকে একটা মিথ্যা কথা বলা আমার উচিত হবে না। আমারও যে একটু আত্মসম্মানজ্ঞান আছে—সেটা অন্ততঃ প্রমাণ করতে দাও। (দূববীন তুলে নদীর দিকে দেখে খুসী হয়ে ভাবে)—

'যাক অবশেষে মুক্তি পেয়েছি!···শেষ পর্যন্ত ওকে হারাতে পেবেছি।···এইবার, এইবার কোথায় নেভি, এই বাইচ জেতবার জন্যে এগিয়ে এস। গডনদের যেমন করেই হোক আমাদের হারাতেই হবে।···'

নীনা : (ওকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে লক্ষ্য করে তারপর ওর কাছ থেকে উঠে দূরে সরে যায়। নিজের অদৃষ্টকে দোষ দিয়ে নিরা··ন্দ হয়ে ভাবে)—

'ওকেও হারিয়ে ফেললাম—আর পাব না!…ও আর কখন স্যামকে বলবে না।…ও যা বলল তাকি সত্যি? গর্ডন কি গর্ডনের ছেলে?…ওঃ তাই যেন হয়। ওগো বিদেশী গর্ডন, তুমি তোমাব ছেলেকে ফিবে পেতে আমায় সাহায্য কর।…কোন একটা উপায় আমায় বাব করতেই হবে।'…

(আবার বসে পড়ে)

মার্সডেন: (বোকার মত একমুখ হেসে ওদেব দিকে হাঁ করে তাকিয়ে ছিল)—আরে আরে, তোমাদের দুজনকে দেখে মনে হচ্ছে যেন কি একটা মস্ত অপকর্ম করে বসে আছ। তোমরা আর কেউ কাউকে ভালবাস না—ভালবাসাটাই একটা বাজে কথা। প্রমাণ চাও? বেশ এই দেখ, তোমাদেব একসঙ্গে দেখেও আমার মনে এতটুকু হিংসা হচ্ছে না। কি এবার বিশ্বাস হয়েছে? (হঠাৎ ক্ষমা প্রার্থনা করার সুরে)—কিছু মনে কোরনা, আজ আমার কথাবর্তা একটু মাতালের মত শোনাচ্ছে। সত্যি কথা বলতে কি বেশ মাতালের মত শোনাচ্ছে। যখন মাত্র পাঁচ পাত্তর খেয়েছি—দশ পাত্তর খেয়েছি বলে স্যাম বোতলটা কেড়ে নিল।—কিন্তু তাই দুঃখ ভোলবার পক্ষে যথেষ্ট। আমি তোমাদের হলপ করে বলতে পাবি নীনা যে, আমাদের জীবনে দুঃখ পাবার মত কিছু নাই। কিসৃসু নাই! এইবার ওই নৌকার দৌড় দেখতে হবে। (গান গাইতে সুরু করে)—বেয়ে চল, বেয়ে চল, নদী বয়ে বেয়ে চল। আমবাও বেয়ে যাব বে—(বেতালা বেসুবো গান শেষ হয়)। সুরটা মনে পড়ছে নীনা? তুমি তখন ছোট্ট মেয়ে ছিলে। ও হ্যাঁ, স্যাম তোমাদের বলতে বলে দিল যে, এগিয়ে যারা ছিল তাদের সঙ্গে গর্ডন সমান সমান হয়ে গেছে। খুব জোরে টেনে এগিয়ে এসেছে। এখন খালি ডোবাও,

টান, তোল, ডোবাও। গর্ডন ছাড়া আর যে কেউ জিতলেই আমি খুসী হব। আমায় বলে কিনা বুড়ো মেয়েমানুষ। বড় হবার পর আর ওকে পছন্দ করি না। (গান ধরে)—বেয়ে চল, বেয়ে চল। সবাই একজোট হয়ে গর্ডনকে পেছনে ফেলে বেয়ে চল, বেয়ে চল।

ডারেল : (মহানন্দে সায় দেয়)—ঠিক বলেছ। (দূরবীন দিয়ে দেখে)—আরে, দূরে জলটা ঝকমক করে উঠল মনে হচ্ছে। নিশ্চয় দাঁড়গুলো দেখা যাচ্ছে। ওই যে ওরা আসছে। যাই স্তামকে বলে আসি।

(তাড়াতাড়ি কেবিনে চলে যায়।)

নীনা : (বিষাদগ্রস্ত মনে ভাবে)—

'স্তামকে বলবে ? কি বলবে ?···না ওকথা বলতে যায়নি।··· আমাকে অন্য কোন উপায় বের করতে হবে।···'

মার্সডেন : (মত্তপদে নীনার কাছ পর্যন্ত হেঁটে যায়)—বুঝলে নীনা, গর্ডনের নিজের ভালর জন্যেই আজকে হেরে যাওয়া উচিত। ওই ম্যাডেলাইন খুব সুন্দরী—না ? এই গর্ডনগুলোর ভাগ্যও এমন অসম্ভব রকমের ভাল হয়। এদিকে আমাদের কপাল ফুটো। (যেন প্রায় রেগে ওঠে)—আমাদের তাই প্রতিহিংসা নেবার জন্যে ওকে আজ হারিয়ে দিতে হবে। (নীনার পাশের ডেক চেয়ারটায় ধপাস্ করে গিয়ে বসে, তারপর নীনার হাতটা নিয়ে সস্নেহে বারবার চাপড় মারে)—এই যে আমি এসে গেছি আমার নীনা, লক্ষ্মী নীনা। কিছু ভেব না—তোমার ওই সুন্দর মুখটায় ভাবনার যেন কোন ছাপ না পড়ে। সব ঠিক হয়ে যাবে। আব কিছুদিন অপেক্ষা করে থাক—তারপর তোমাকে আমি চুপচাপ বিয়ে করে নিশ্চিন্ত করব। (কানে কথাটা যাওয়া মাত্র ভয় পেয়ে ভাবে)—

'এই সেরেছে।···এসব আমি কি বলছি ?···মদ খেয়ে বড্ড

মাতাল হয়েছি। হয়েছি তো বেশ করেছি।···সারাজীবন ধরেই তো এই কথাগুলো বলতে চেয়েছি।···'

(বলে)—আমি জানি তোমার এখন একটা স্বামী আছে—তা থাকুক না। ক্ষতি কি? আমি অপেক্ষা করে থাকব। অনেকদিনই তো অপেক্ষা করলাম, আর কয়েকটা দিন পারব না? আলবাৎ পারব। কিন্তু কিছুকাল যাবৎ আমার মনে একটা চিন্তা দিব্যি বাসা বেঁধেছে! সেটা হল যে, অমুক লোকের মরা পর্যন্ত বেঁচে থাকার জন্যে আমার জন্ম হয়নি।—

(এভান্স, ম্যাডেলাইন আর ডারেল এক দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। তাদের প্রত্যেকের হাতেই দূরবীন। রেলিংএর কাছে গিয়ে নদীর দিকে সবাই দূরবীন ফেলে দেখে।)

ম্যাডেলাইন : (উত্তেজিত হয়ে চীৎকার করে)—ওই যে ওদের দেখতে পেয়েছি। (এভান্সের হাত ধরে টানে—দেখায়)—দেখুন মিঃ এভান্স—ওই যে দেখতে পাচ্ছেন না?

এভান্স : (উত্তেজিত)—না—না—এখনও পাইনি। পেয়েছি —এবার ওদের দেখতে পেয়েছি। (রেলিংএ ঘুষি মারে)—চলে এস গর্ডন ছেলে। জোরে টান।

ম্যাডেলাইন : গর্ডন—তাড়াতাড়ি। জোরে আরো জোরে।—

(নদীর ধারের বিভিন্ন নৌকার বাঁশী ও সিটি বেজে ওঠে। ক্রমে আওয়াজ বাড়তে থাকে। প্রতি নৌকা অন্যের থেকে জোরে আওয়াজ করতে চায়। নতুন নৌকা আওয়াজে যোগ দেয় প্রতিযোগীদের উৎসাহ দেবার জন্যে। শেষ পর্যন্ত আওয়াজের প্রলয় নাচন সুত্র হয়ে যায় উত্তেজনার দক্ষযজ্ঞের মধ্যেই।)

নীনা : (তিক্ত ঘৃণায় ভাবে)—'উঃ মেয়েটাকে কি ঘৃণা করি ! (তারপর মারাত্মকভাবে হিসেব করে—চিন্তার জাল গেঁথে তোলে)—আচ্ছা—ওই মেয়েটাকে বললে কেমন হয় ?··· স্যামের মা যেমন আমায় বলেছিল, আমিও তেমনি করে যদি বলি গর্ডনও পাগল হয়ে যাবে ?···ওর কাছে গর্ডন স্যামের ছেলে, কাজেই সে সম্ভাবনা ও ঠেলে ফেলতে পারবে না ! (তার মুখে ক্রমে বিজয়িনীর মারাত্মক হাসি ফুটে ওঠে)—তাহলেই সব কিছুর সমাধান হয়ে যাবে। সত্যি কথা বলতে কি, সেটা মোটেই 'অন্যায় কাজ হবে না'। ভগবানের বিচারের মত হবে। মেয়েটা গর্ডনকে বিয়ে না করে পালাবে—আর মনের দুঃখে গর্ডন আমার কাছে ফিরে আসবে। কিন্তু সমস্ত পরিকল্পনাটা খুব সাবধানে করতে হবে '

মার্সডেন : (সমানে অমিতব্যয়ী আনন্দে বলে চলে)—শোন নীনা। আমাদের বিয়ের পর আমি একটা উপন্যাস লিখব। সেটা হবে আমার প্রাণ থেকে লেখা প্রথম বই। এতদিন বসে বসে কথার মালা গেঁথে যে খান কুড়িক বই লিখেছি—ওগুলো আসলে হল বড়দের জন্যে লেখা—বাক্যাড়ম্বরপূর্ণ রূপকথা। ও বইগুলোতে খালি কতকগুলো মিষ্টি মিষ্টি বুড়োর কথা আছে। আছে শ্লেষমগ্ন চিরকুমারদের কথা। আর আছে অদ্ভুত সব চরিত্র যারা তাদের বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে, বিবাহিত স্বামী-স্ত্রী সর্বদা নিজেদের পছন্দ করে—একে অন্যের প্রশংসা করে, প্রেমিকেরা নিঃশব্দ সঙ্কোচে বারবার প্রেমকেই এড়িয়ে চলে।—সত্যি নীনা, আমি এই রকম লোক—একটা মৃদুস্বর পরকুৎসাকারী মিথ্যাবাদী। এইবার নীনা জীবনটাকে পাল্টে ফেলব। সব আগে সহজ স্বাস্থ্যের সত্যিকারের একটা চীৎকার করে সূর্যের মুখ

ঘুরিয়ে দেব আমার জীবনের অন্ধকার ছায়াগুলোর দিকে। চীৎকার করে বলব—এই হচ্ছে জীবন আর এ জীবন হচ্ছে কামনাময়। তার সঙ্গে মিশে আছে ঘৃণা আর উত্তেজনা, হতাশা আর আনন্দ, ব্যথা আর আবেশ। এই সব স্ত্রী-পুরুষ, ছেলেমেয়ে এরা কেউ শক্ত, কেউ কোমল কিন্তু এদের দেহের মধ্যে বইছে আসল রক্ত—খানিকটা লাল সরবৎ নয়। আমি পারি নীনা, সত্যি কথা আমিও লিখতে পারি। সত্যকে আমি দেখেছি তোমার মধ্যে, তোমার বাবার মধ্যে। আমার মা, বোন, গর্ডন, স্যাম, ডারেল এমনকি আমার নিজের মধ্যেও এ সত্যকে আমি দেখেছি। আমি আমাদের ভেতরকার এই সত্যকে প্রকাশ করব—এটা হবে আমাদের উপন্যাস। ইস দেখ কাণ্ড—আমি বসে বসে বকামো করছি আর আমার উপন্যাসের শেষ পরিচ্ছেদ ওদিকে সুরু হয়ে গেছে। (তাড়াতাড়ি বলে)—কিছু মনে কোরনা নীনা, তোমার কাছ থেকে সরে যেতে হচ্ছে। শিল্পী হিসেবে আমার প্রধান কর্তব্য হল দেখা—শুধু দেখে যাওয়া।

(উঠে দাঁড়ায় কোন রকমে, তারপর প্রচণ্ড ঔৎসুক্যে চারিদিক দেখে। নীনা তার উপস্থিতিকে স্বীকারই করতে চায় না।)

এভান্স : (দূরবীন নামিয়ে বিরক্ত হয়ে বলে)—দূর। কিছু দেখা যাচ্ছে না। কোন্‌টা কার নৌকা ? কে আগে আগে আসছে ? এর থেকে আমার রেডিওতে শোনাই ভাল। (তাড়াতাড়ি বেবিনে ফেরে)

নীনা : (বিজয়িনীর হিংস্র হাসিতে মুখ ভরে যায়)—

'ঠিক স্যামের মায়ের মতন করে বলব। যেন ওদের ভালর জন্যেই কথাগুলো বলতে বাধ্য হচ্ছি। ওকে চুপি চুপি খুব গোপনে এমন করে বলব, যাতে ও কিছুতেই অবিশ্বাস

অবিশ্বাস করতে না পারে। ওদের বিয়েতে আমার অমতের কারণ তাহলে বুঝতে পারবে। বুঝতে পারবে যে গর্ডনের সুখ আর আনন্দের জন্যে এ বিয়ে ভেঙে দেওয়া ছাড়া ওদের গত্যন্তর নাই।…গর্ডন আবার আমার কাছে ফিরে আসবে। …আমি ওকে আর কখনও ছেড়ে দেব না।…'

(ডাকে) ম্যাডেলাইন !

মার্সডেন ঃ (ভাবে)—

'ম্যাডেলাইনকে ডাকছে কেন ? …ভাল ক'রে ব্যাপারটা দেখতে হচ্ছে।…'

এভান্স ঃ (ছুটে আসে কেবিন থেকে—অত্যন্ত ভীত) খারাপ খবর ! নেভি আধ-নৌকা এগিয়ে গিয়েছে। ধারা বিবরণী দেওয়ার লোকটা বলছিল—মনে হচ্ছে আজ নেভির কপালটাই ভাল। ও লোকটা জানে কি ? যে কথা বেচে খায় সে নৌকার বুঝবে কি।

ম্যাডেলাইন ঃ (উত্তেজিত) ও গর্ডনকে চেনে না। জানে না যে নিরাশার শেষ প্রান্তে ঠেলে না দিলে ওর সম্পূর্ণ শক্তি বেরোয় না।

নীনা ঃ (তীক্ষ্ণভাবে ডাকে)—ম্যাডেলাইন।

ডারেল ঃ (ঘুরে দাঁড়িয়ে নীনার দিকে তাকিয়ে ভাবে)—

'ম্যাডেলাইনকে ডাকছে কেন ? ওদের জীবন নিয়ে নিশ্চয় এক হাত খেলা করতে চায়। …ওকে লক্ষ্য করতে হবে, দেখতে হবে…।'

(ম্যাডেলাইনের কাঁধ ছুঁয়ে বলে)—মিস আর্নল্ড, মিসেস এভান্স আপনাকে ডাকছেন।

ম্যাডেলাইন ঃ (অত্যন্ত অধৈর্যে)—আমাকে ডাকছেন মিসেস এভান্স ? ওরা কিন্তু এগিয়ে আসছে। এখানে এলেই কিন্তু ওদের দেখতে পাবেন।

নীনা : (ওর কথা শোনে না। গম্ভীরভাবে বলে)—তোমাকে আমার কয়েকটা কথা বলার আছে।

ম্যাডেলাইন : (বিরক্তি ঢেকে কাছে যায়)—কিন্তু—আচ্ছা বলুন। (ঘাড়ের ওপর দিয়ে বারবার নদীর দিকে তাকায়) বলুন মিসেস এভান্স।

ডারেল : (রেলিংএর কাছ থেকে ওদের দিকে সরে আসে। চিন্তিত মন)—

> 'আমাকে ভাল করে লক্ষ্য করতেই হবে! ···নীনার হাব ভাব ভাল না। ··ওদের জীবন ও নষ্ট করে দেবার মতলব করছে।'

নীনা : (অত্যন্ত গম্ভীর) কিন্তু সব আগে তুমি আমায় কথা দাও, বুকে হাত দিয়ে বল যে, তোমাকে যা আজ বলব, কখনও কোন জীবিত লোককে সে সব কথা বলবে না। গর্ডনের কাছে কখনও সে কথা প্রকাশ করবে না।

ম্যাডেলাইন : (তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। তারপর শান্তস্বরে বলে) কথাগুলো কি পরে বললে হয় না? ওই নৌকা বাইচের পরে না হয় সব কথা শুনতাম।

নীনা : (তার কব্জিটা চেপে ধরে তীক্ষ্ণভাবে বলে) না, এখুনি তোমায় শুনতে হবে। প্রতিজ্ঞা করছো কাউকে বলবে না?

ম্যাডেলাইন : (কিছু করার উপায় নাই। অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বলে) করছি মিসেস এভান্স।

নীনা : (তীক্ষ্ণভাবে বলে) আমার ছেলের আর তোমার ভবিষ্যতের সুখের জন্যে বাধ্য হয়ে একথা আমায় বলতে হচ্ছে। তুমি যদি গর্ডনের বাগদত্তা না হতে তাহলে আজ আর আমার কিছুই বলার ছিল না। তুমি ভেবে অবাক হচ্ছিলে যে, তোমাদের বিয়েতে আমি কেন অমত

করেছিলাম। অমত করেছিলাম কেননা তোমাদের বিয়ে অসম্ভব, কিছুতেই হতে পারে না। তোমাকে বন্ধুর মত উপদেশ দিচ্ছি—গর্ডনের সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ এই মুহূর্তে ভেঙে দাও!

ম্যাডেলাইন ঃ (নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারে না। দারুণ ভয় পায়) কিন্তু কেন—কেন?

ডারেল ঃ (আরো কাছে আসে। প্রতিবাদে মন ভরে যায়। ভাবে)—

'ঠিক যেমন করে ও আমার জীবনটাকে ধ্বংস করেছে, ঠিক তেমনি করে আবার আমার ছেলের জীবনটা নষ্ট করতে চায়!...'

নীনা ঃ (নিষ্ঠুরভাবে বলে বলে) বিয়ে করা উচিত নয় কেন না।

ডারেল ঃ (ঠিক সেই মুহূর্তে ওদের পাশে এসে দাঁড়ায়। তীক্ষ্ণ আদেশের সুরে বলে) না নীনা। (ম্যাডেলাইনের ঘাড় স্পর্শ করে তাকে একদিকে ডেকে এনে বলে। নীনা তাদের দিকে অনড় অজ্ঞানের মত একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে) মিস আর্নল্ড, ডাক্তার হিসেবে আপনাকে বলা কর্তব্য মনে করছি যে, মিসেস এভান্সের মন আজকে মোটেই সুস্থ নয়। উনি আপনাকে যা বলবেন সে সব কথার কোন গুরুত্ব দেবেন না দয়া করে। উনি এইমাত্র জীবনের এক অত্যন্ত সঙ্কটময় মুহূর্ত কাটিয়ে উঠেছেন। যে কোনও স্ত্রীলোকের জীবনেই সে মুহূর্তটা অত্যন্ত দুঃখের, সেজন্যে ওঁর মন আপনার প্রতিহিংসায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে—নানা আজগুবি গল্প ও চিন্তা ওঁর মনকে সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্ন করে আছে। (গভীর করুণায় তার দিকে তাকিয়ে হাসে)—ওর কোন কথা আজ শুনবেন না, শুনলেও বিশ্বাস করবেন না। বরঞ্চ নৌকা প্রতিযোগিতা দেখুন। ভগবান যেন আপনাকে রক্ষা করেন। (অত্যন্ত অভিভূত হয়ে তার হাতটা চেপে ধরে)।

ম্যাডেলাইন : (কৃতজ্ঞ হয়) আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। এবার আমি বোধহয় সব বুঝতে পেরেছি। বেচারী মিসেস এভান্সের জন্যে খুব দুঃখিত হলাম। (তাড়াতাড়ি রেলিংএর কাছে গিয়ে দূরবীন তোলে)

নীনা (সম্বিত পেয়ে লাফিযে ওঠে। হতাশ আক্রোশে অভিযোগ করে) নেড !

ডারেল : (তাড়াতাড়ি পাশে এসে দাঁড়ায়) আমি দুঃখিত নীনা, কিন্তু তোমাকে আগেই বলেছিলাম, অন্যের জীবন নিয়ে খেলা কোর না। (স্নেহের সঙ্গে বলে) তারপর গর্ডন প্রায় আমার ছেলের মত, আমি ওকে সুখী দেখতে চাই। (শান্তভাবে হেসে বলে) তাহলেও আজকের ওই বাইচ প্রতিযোগিতায় ওর হারাটাই আমি চাই নৌকার ওপর ওকে দেখে ওর বাপ গর্ডন শ'র কথা মনে পড়ে যায় ! (ঘুরে আবার রেলিংএর কাছে গিয়ে দূরবীন তোলে। নীনা চেয়ারে গা এলিয়ে দেয়।)

এভান্স : জাহান্নমে যাক ! এখান থেকে সবগুলোকেই তো এক রকম লাগছে। কোনটা কে ? বলতে পার ম্যাডেলাইন ?

ম্যাডেলাইন : না এখন বুঝতে পারছি না ! ও মা কি সাংঘাতিক গর্ডন !

নীনা : (চারিদিকে তাকায জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে) গর্ডন ?

মার্সডেন : (ভাবে)—

> 'ওই ডারেলটা চুলোয় যাক। ···ও এসে বাধা না দিলে, নীনা এতক্ষণে কোন একটা অত্যন্ত জরুরী আর দরকারী কথা ম্যাডেলাইনকে বলে ফেলত, এ বিষযে আমি নিঃসন্দেহ।'

(এসে নীনার পাশের ডেক চেয়ারে বসে তার হাত ধরে বলে)

বিয়ে করা কেন উচিত নয়? আমার নীনা, লক্ষ্মী নীনা। আমাকে বল, আমি তোমায় সাহায্য করব। কেন উচিত নয়?

নীনা: (সামনের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, যেন ধ্যান করছে। ছোট্ট মেয়ের মত সহজ সুরে বলে) তোমাকে সব কথা বলব, চার্লি। তোমাকে সব কথা বলব বাবা। বিয়ে করা উচিত নয় কারণ স্যামের বাবার বংশের সবাই পাগল। ওর মা আমাকে বলেছিল যেন আমার কোন সন্তান না জন্মায়। এই কথাই আমি ম্যাডেলাইনকে বলতে চেয়েছিলাম যাতে সে গর্ডনকে বিয়ে না করে কিন্তু সে কথা বললেও মিথ্যা কথা বলা হত, কারণ আসলে গর্ডন নেডের ছেলে, স্যামের ছেলে নয়। স্যাম সুস্থ সবল ছেলে পেয়ে যেন আনন্দিত হয়, পাগল হয়ে না যায় তাই আমি নেডের কাছ থেকে ওই ছেলে চেয়ে নিয়ে স্যামকে দিয়েছিলাম। স্যাম আজ সুখী হয়েছে, ভাল আছে, তাই না? (ছোট্ট শিশুর মত) দেখলে তো বাবা, আমি সত্যি করে খুব একটা দুষ্টু মেয়ে না?

মার্সডেন: (এই সব কথা শুনে তার নেশা ছুটে যায়। সে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। তার চোখ বিস্ফারিত হয়ে যায়। নীনার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে) হায় ভগবান। নীনা। তুমি কি জান, এতক্ষণ তুমি কি বলেছ।

ম্যাডেলাইন (উত্তেজিত হয়ে চীৎকার করে ওঠে) ওই যে, ওই যে। সব থেকে এ পাশেরটা গর্ডনের নৌকা। আমি এইমাত্র দাঁড়ের রং দেখতে পেলাম।

এভান্স (শঙ্কিত) ঠিক দেখেছ তো? তাহলে তো ও দুজনের পেছনে আছে।

ডারেল: (উত্তেজিত) ওই মাঝের নৌকাটা সব থেকে এগিয়ে আছে ওটাই কি নেডি?

(কিন্তু তার কথা কেউ শোনে না। তিনজনের চোখেই দূরবীন যেন আঠা দিয়ে আটকান, রেলিংএর ওপর ঝুঁকে পড়ে তিনজনেই নদীর দিকে গভীর ঔৎসুক্য নিয়ে তাকিয়ে থাকে। নদীর ধারের দর্শকদের চীৎকার ও উৎসাহধ্বনি জেগে ওঠে। ক্রমে তার রবও বেড়ে যেতে থাকে। জাহাজের বাঁশী ও সিটির শব্দ ক্রমে বেড়ে চলে।)

মার্সডেন : (নীনার মুখের দিকে অনেকক্ষণ গভীর করুণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বসে) দয়াময় ভগবান। নীনা, তুমি এই বীভৎসতার সঙ্গে এতদিন একসঙ্গে বাস করলে কি করে। তুমি আর ডারেল তাহলে সব জেনেশুনে ইচ্ছা করে ?

নীনা : (তার দিক তাকায় না। যেন আকাশকে উদ্দেশ্য করে বলে) স্যামের মা বলেছিলেন আমারও আনন্দ পাবার অধিকার আছে।

মার্সডেন : তুমি তখন ডারেলকে ভালবাসতে না ?

নীনা : (আগের মত) পরে কখন ভালবাসতে আরম্ভ করেছিলাম এখন আর মনে পড়ে না। সে নেডও মরে গেছে। (খুব কোমল স্বর) এখন খালি তুমি আছ, বাবা। তুমি আর গর্ডন।

মার্সডেন : (অপূর্ব, আনন্দপূর্ণ অপার্থিব করুণায় উঠে দাঁড়ায়। পিতার গভীর স্নেহে ধীরে ধীরে তার চুলে হাত বুলিয়ে দিতে থাকে) নীনা, বেচারা নীনা, আমার নীনা, কত কষ্টই না তোমাকে পেতে হয়েছে। তোমাকে আমি ক্ষমা করেছি, তোমার সব দোষ আমি ক্ষমা করেছি। গর্ডনকে তোমার নিজের কাছে রাখবার জন্যে ম্যাডেলাইনকে তুমি যে মিথ্যা কথা বলতে যাচ্ছিলে তাও আমি ক্ষমা করছি। আমি আজ সব বুঝতে পারছি।

নীনা : (আগের মত, এবার তার সঙ্গে স্নেহপূর্ণ স্বর যোগ হয়)

আমিও তোমাকে ক্ষমা করছি বাবা। জান সমস্ত ব্যাপারটা তোমার দোষেই ঘটেছে। গোড়ার দোষ হচ্ছে তোমার। আর কখনও মানুষের জীবন নিয়ে খেলা করতে যেও না।

এভান্স : (ভয়ানক উত্তেজিত)—গর্ডন এবার জোর দিয়ে টানছে, তাই না ? দ্বিতীয় জনের সঙ্গেও সমান হয়ে গেল।

ম্যাডেলাইন : হ্যাঁ হ্যাঁ। জোরে টান গর্ডন—আরো জোরে।

ডারেল : জোরে টান নেভি।

এভান্স : (ডারেলের পাশে দাঁড়িয়েছিল—প্রচণ্ড বেগে ঘুরে দাঁড়ায়)—কি বললে ? তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে ?

ডারেল : (মুখোমুখি দাঁড়ায়—গভীর বন্ধুত্বে এভান্সের পিঠ চাপড়ে বলে)—আমাদের ওই গর্ডনদের হারিয়ে দিতে হবে। যেমন করে পারি গর্ডনদের হারিয়ে দিতে হবে।

এভান্স : (প্রচণ্ড রেগে ঘুষি তোলে)—তোমাকে আমি—(পরক্ষণেই কি করতে যাচ্ছে খেয়াল হয়। ঘুষি নামিয়ে নেয়—মনে রাগ যথেষ্ট থাকলেও নিজেকে সংযত করে ডারেলের দুই কাঁধ ধরে খুব ঝাঁকায়)—জেগে ওঠ, জেগে ওঠ। হল কি তোমার ? পাগল হয়ে গেলে নাকি ?

ডারেল : (ব্যঙ্গ করে)—তা হতে পারে।—আমাদের বংশটাই পাগল। আমাদের পিতৃকুলের সবাই মনের আনন্দে সারাজীবন পাগলামি করেছে। অত্যন্ত নিশ্চিন্ত মনে পাগলা গারদে বাস করছে। তোমার বংশের মত সহজ স্বাস্থ্য আমার বংশের কারুরই ছিল না। বুঝলে।

এভান্স : (ওকে লক্ষ্য করে বলে)—আরে ভাই নেড, তোমার হল কি ? মনে হল তুমি নেভি বললে।

ডারেল : (শ্লেষাত্মক—তিক্ত আশাহীন হাসি হেসে বলে)—

আরে ভাই মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেছে। বলতে গেলাম গর্ডন, হয়ে গেল নেভি। গর্ডন—গর্ডনইতো বলতে হবে। গর্ডন মানে জয়, জয় মানেই গর্ডন। কই গর্ডন জোরে টান, জোরে টান—তোমাকে ছাড়া ভাগ্য আর কারু গলায় বিজয়মালা দেবে না।

ম্যাডেলাইন : ওই যে, ওই যে ওরা আসছে। দু'দলই জোর টানছে! আমি গর্ডনের পিঠ দেখতে পেয়েছি।

এভান্স : (সব ভুলে বাইচের দিকে ফেরে। রেলিংএ ঝুঁকে পড়ে বলে)—চলে আয় গর্ডন, জোরে টান বাপ।

[নৌকাগুলো প্রায় প্রতিযোগিতার শেষ প্রান্তে পৌঁছয়। চারিদিকের হট্টগোল চীৎকার চরম হয়। চীৎকার করে কথা না বললে, একজনার কথা অন্যে শুনতে পায় না।]

নীনা : (উঠে দাঁড়ায়—অদ্ভুত উত্তেজনায় সমস্ত শরীর চঞ্চল। অদ্ভুত চিন্তা মনে)—আমি বাবার হাসি শুনতে পাচ্ছি।...মা ভগবতী আমার ছেলেকে রক্ষা কর মা।...আমার গর্ডন যেন তোমার কাছে স্বর্গে উড়ে চলে যায়, তা না হলে ম্যাডেলাইন পোড়াতে পোড়াতে ওই কাদার মধ্যে ওকে নামিয়ে এনে ফেলবে।...গর্জন, বাজ পড়ায় আমার বাবার ভালবাসা প্রকাশ পায়। সেই বাজ তোমার মাথায় পড়ুক। তারপর আমার কাছে উড়ে চলে এস তাড়াতাড়ি।...ওই যে, ওই যে গর্ডন চীৎকার করে হাসছে—আমি শুনতে পাচ্ছি।

[আকাশের দিকে বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকায়—জীবন-মৃত্যুর কোন বাইচ প্রতিযোগিতা যেন সেখানে অনুষ্ঠিত হচ্ছে]

এভান্স : (একটা খুঁটি ধরে বাইরে ঝুঁকে পড়ে উত্তেজিত হয়ে চীৎকার করে। এতটা ঝুঁকেছে যে, যে কোন মুহূর্তে বিপদ আশঙ্কা করা যায়)—আর একটু জোরে টানলেই হবে। আর একটু জোরে টান বাপ আমার। জোরে টান ব্যাটা। মৃত্যু ছাড়া আর কেউ গর্ডনকে হারাতে পারেনি—তোকেও পারবে না। গর্ডন, নৌকাটাকে জল থেকে উড়িয়ে নে। টান, টান, জোরে টান। এগোচ্ছে এগোচ্ছে। টান, জোরে টান। আর একটু দূর বাকী—তাহলেই শেষ। টান, টান। হ্যাঁ ওই রকম—টান টান। জিতেছে—জিতেছে। গর্ডন জিতে গেছে।

ম্যাডেলাইন : (তীক্ষ্ণ চীৎকারে প্রায় সঙ্গে জয়োল্লাসে নৃত্য করতে থাকে)—গর্ডন! গর্ডন! গর্ডন জিতেছে। আহা অজ্ঞান হয়ে হয়ে গেছে বেচারা! (অত্যন্ত সাংঘাতিকভাবে রেলিংএর ওপর দিয়ে ঝুকে পড়ে নীচে গর্ডনের নৌকার দিকে গভীর ভালবাসা আর উৎকণ্ঠায় তাকিয়ে থাকে।)

এভান্স : (এক লাফে ভেতরে এসে আনন্দে নৃত্য করতে সুরু করে। আনন্দের উত্তেজনায় তার মুখ চোখ লাল হয়ে যায়)—জিতেছে, গর্ডন জিতেছে। ভগবানকে অনেক ধন্যবাদ। কি সাংঘাতিক-ভাবে জিতল! একেবারে শেষ মুহূর্তে। নৌকা টানার ইতিহাসে এ রকম কেউ কোনদিন দেখেনি। এতবড় নৌকা বাইয়ে ভগবান এর আগে সৃষ্টি করেন নি। আমার গর্ডন—গর্ডন। (দৌড়ে গিয়ে নীনাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খায়) নীনা আমাদের গর্ডন সবাইকে হারিয়ে দিয়েছে—তুমি সুখী হও নি?

নীনা : (দুঃখ পায় কিন্তু প্রাণপণে মনের সব শক্তিকে একত্রে

জড় করে প্রতিবাদ করে)—না !—তোমার নয় !—আমার ! আমার আর গর্ডনের ! গর্ডন আমার ছিল—গর্ডনকে, গর্ডন সৃষ্টি করেছে ।—এ গর্ডন আমার—খালি আমার !

এভান্স : (ওকে শান্ত করার জন্যে আবার চুমু খায়)—ঠিক তোমার। একেবারে গর্ডন শ'র প্রতিচ্ছবির মত—সেই দেহ, সেই তেজ। তার সঙ্গে মিশছে তোমার দেহ আর তেজ। ওর ভাগ্য ভাল যে, ও একটুও আমার মত দেখতে হয়নি। আমি চিরকালই একটা বাজে—কখনও একহাতও নৌকা বাইতে পারি নি।

(হঠাৎ মাতালের মত টলতে থাকে, মার্সডেনের কাঁধ ধরে। এক মুহূর্ত পরেই হাঁ করে কয়েকবার নিশ্বাস ফেলেই অসাড় হয়ে চিৎ হয়ে পড়ে যায় ডেকের ওপর।)

মার্সডেন : 'তার দিকে বোকার মত তাকিয়ে থাকে। তারপর অস্বচ্ছন্দ হয়ে ভাবে'—

'আমি বুঝেছিলাম ঠিক এই রকমই কিছু হবে·· এই শেষের সুরু দেখতে পেয়েছিলাম।

(নীনার হাত ছুঁয়ে নীচু গলায় বলে) —

নীনা তোমার স্বামী।

(ডারেল সামনে দিকে একদৃষ্টে তাকিয়েছিল। মুখে ছিল তার তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের হাসি। তার হাতে টেনে মার্সডেন বলে)

নেড তোমার বন্ধু - ডাক্তার ডারেল একজন রোগী।

নীনা : (এভান্সের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। ওর মনটাকে এভান্সের কাছে নিয়ে আসতে চেষ্টা করে)—আমার স্বামী। (হঠাৎ গভীর বেদনায় চীৎকার করে উঠে এভান্সের দেহের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে) —স্যাম।

ডারেল : (ঘুরে এভান্সকে দেখে—আশাপূর্ণ মন, সঙ্গে সঙ্গে ভাবে) 'তাহলে ? শেষ পর্যন্ত ওকি সত্যি মরল। (নিজের ভাবনাতে নিজেই কেঁপে ওঠে।) না।···আমি ওর মৃত্যু চাই না···মৃত্যু চাই না।

(চীৎকার করে কাছে আসে)—স্যাম। (তাড়াতাড়ি পাশে বসে বুক, নাড়ী পরীক্ষা করে। তার ভাব পাল্টায়। অত্যন্ত খাঁটি পেশাদারী ভঙ্গীতে বলে)—না। মরে যায় নি। তবে এটা অত্যন্ত খারাপ ধরণের ষ্ট্রোক।

নীনা : (গভীর দুঃখের কেঁদে ওঠে)—নেড, আমাদের মনের গোপন আশা শেষকালে কি এই সর্বনাশ করল।

ডরেল : (অত্যন্ত পেশাদারী ভঙ্গীতে শান্তভাবে নীনার দিকে চায়)—ওসব বাজে চিন্তা মনে স্থান দিও না মিসেস এভান্স। ভাবনা চিন্তায় মানুষের অপকার করা যায় একথা এখন কেবল অসভ্যরাই বিশ্বাস করে। (কঠিন স্বরে) —মিঃ এভান্সের শরীরের বর্তমান অবস্থায় সম্পূর্ণ বিশ্রাম এবং নিস্তব্ধতা প্রয়োজন, তা না হলে—। ওঁকে এখন অত্যন্ত যত্নে রাখতে হবে। দিবারাত্র তোমাকে এখন ওঁর দেখাশোনা করতে হবে। ভয় নাই আমি সাহায্য করব। ওর জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে, আমাদের আনন্দে ভরে রাখতে হবে।

নীনা : (নীরস কণ্ঠে) আবার ! (তারপর নিজেকে সংযত করে কঠোর সংকল্প গ্রহণ করে। প্রতিজ্ঞা করার মত বলে) আমি কখনো ওর পাশ ছেড়ে যাব না। কখন এমনও কোন কথা বলব না যাতে ওর একটুকু শান্তিভঙ্গ হয়।

মার্সডেন : (ওদের পাশে দাঁড়িয়ে ভাবে)—

'আর বেশীদিন আমাকে অপেক্ষা করে থাকতে হবে না।

(লজ্জিত হয়ে ভাবনা পাল্টায়)—'ছি ছি এসব কি ভাবছি।...বেচারা স্যাম। ওযে আমার সব থেকে বড় বন্ধু ছিল।...ছিল কেন আছে, আছে—ও আমার আজও বন্ধু।'

(তার বিশ্বাসকে দৃঢ় করে প্রকাশ করে) অদ্ভুত মানুষ। এত চমৎকার মন আজকাল দেখা যায় না। ভাল লোক—হ্যাঁ! সত্যিকারের একজন ভাল লোক। ওর ওপর ভগবানের আশীর্বাদ নেমে আসুক।

(ধর্মজাজকের আশীর্বাদ করার মত ভংগী করে স্যামের দেহের ওপর।)

ডারেল: (হঠাৎ তার গলার, স্বর প্রচণ্ড দুঃখে ভেঙে পড়ে। অকপটভাবে তার মনের গভীর থেকে প্রকৃত দুঃখ উঠে আসে)—স্যাম, ভাই আমার। আমাকে তুমি ক্ষমা কর। তোমায় বাঁচাতে যদি আমার জীবন দিতে হয় তাও দেব!

নীনা: (নীরস উৎকণ্ঠায়): আবার বাঁচাতে হবে! (তারপর গভীর প্রেমে এভান্সকে চুম্বন করে) স্বামী আমার! আমাকে সুখী করতে তুমি প্রাণপণ করেছ। আমি তোমাকে আবার আমার সব সুখ দিয়ে দেব। এমন কি ম্যাডেলাইনের হাতে তুলে দেবার জন্যে আমার গর্ডনকে দিয়ে দেব!

ম্যাডেলাইন: (সেই আগের মতই অর্ধঝুলন্ত অবস্থায় গর্ডনের নৌকার দিকে তাকিয়ে ভাবে)

গর্ডন!.. আমার প্রিয়তম!.. তুমি কত ক্লান্ত হয়েছ। ভয় নাই, তুমি আমার দুই হাতের মধ্যে এখনি বিশ্রাম পাবে।...তোমার মাথাটা আমার বুকের ওপর রাখব। এখনি...গর্ডন.. এখনি।'

॥ অষ্টম অঙ্ক সমাপ্ত ॥

॥ নবম অঙ্ক ॥

কয়েক মাস কেটে গেছে। লঙ আইল্যাণ্ড দ্বীপে এভান্সদের বিস্তৃত সম্পত্তির মধ্যেকার বাড়ীর বারান্দা। দৃশ্যের পেছনে দিগন্তে একটা ছোট্ট বন্দর আর সমুদ্র দেখা যায়। ডানদিকে এক সুদৃশ্য বাড়ীতে যাবার সুন্দর প্রবেশ পথ। বাঁদিকে লতার বেড়ার মাঝে বাগানে যাবার চমৎকার পথ, আর্চ করা বেড়ার আড়ালে ঢাকা। বারান্দাটা—অমসৃণ পাথর দিয়ে তৈরী। মাঝখানে তৈরী একটা বেঞ্চি দেখা যায়। একটা আরাম কেদারা দক্ষিণে আর বাঁয়ে একটা বেতের টেবিল ও হাতল দেওয়া চেয়ার।

প্রথম বসন্তের অপরাহ্ণ প্রায় শেষ হচ্ছে। গর্ডন এভান্স পাথরের বেঞ্চিতে বসে আছে। তার পেছনে ম্যাডেলাইন তার কাঁধ জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। গর্ডনের শরীর পেশাদারী খেলোয়াড়ের মত। সে ছ'ফিটেরও বেশী লম্বা। তার রোদে পোড়া মুখ দেখতেও খুব সুন্দর। পত্রিকার প্রচ্ছদপটে আমেরিকান ছাত্রদের যে রূপ কল্পনা করা হয়—ওকে দেখতে অনেকটা সেই রকম। তার মুখে বস্তুতান্ত্রিক কঠোরতা। ওর দেহমনকে এক বিশেষ দিকে যাবার জন্যে এমন ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, সে পথ ছাড়া অন্য দিকে ওর পক্ষে যাওয়া কঠিন। এমনকি সেই পথটা ঠিক কি ভুল এ সম্বন্ধেও কোন প্রশ্ন তার নিয়মতান্ত্রিক মনে আসে না। এ পথে অসফল হলেও, পথটাকে সন্দেহ না করার শিক্ষা ওর চরিত্রে মিশে গেছে। কল্পনাহীন নিয়মের বইয়ে বাঁধা হলেও সাধারণতঃ ওকে ভালই লাগে। তার ছেলেমানুষী মন, ভদ্র ব্যবহার সত্ত্বেও প্রকাশ হয়ে পড়ে। শৌর্যবীর্যবান দেহ

হলেও মনটা তার কৌতুকোচ্ছল ও বিনয়ী। এখনও তার মুখে ছোট ছেলের দুঃখ পাওয়ার বেদনা—ও সেটাকে প্রকাশ না করতে প্রাণপণ চেষ্টা করছে।

ম্যাডেলাইন প্রায় আগের মতই আছে। শুধু গর্ডনের প্রতি তার একটা স্পষ্ট মাতৃত্ববোধ ফুটে উঠছে। গর্ডনকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টার মধ্যে এই নতুন ভাবটা খুবই প্রকটভাবে বোঝা যায়।

ম্যাডেলাইন: (সস্নেহে গর্ডনের চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে) আর নয় প্রিয়তম। আমি জানি তোমার পক্ষে এ কাজটা কত কঠিন। আমিও তাঁকে খুব ভালবাসতাম। আমার সঙ্গে উনি সর্বদা এত চমৎকার মিষ্টি ব্যবহার করতেন।

গর্ডন: (তাঁর কণ্ঠস্বর কাঁপে) কবরখানায় যাবার আগে পর্যন্ত আমার একবারও মনে হয়নি যে, ও সত্যি চলে গিয়েছে। (গলা ভেঙে যায়)

ম্যাডেলাইন: (ওর চুলে চুমু খায়)—না গো। আর বোল না ও সব কথা থাক।

গর্ডন: (বিদ্রোহভবে) তবুও আমি একবারও বুঝতে পারি না যে, এর মধ্যে ওর মরে যাবার কি কারণ হল। (গুমরে ওঠে) অফিসে ক্রমাগত ভূত খাটুনি খেটে খেটেই ওই রকম শরীরের অবস্থা হয়েছিল। শরীরটাকে আরো—আরো যত্ন করার কথা আমার বলা উচিত ছিল। কিন্তু আমি তো কখন বেশী দিন বাড়ীতে থাকিনি বুঝব কি করে? (তিক্ত হয়ে বলে) মায়ের বলা উচিত ছিল। মা যে কেন বাবাকে কোনদিন সাবধান করেনি বুঝতে পারি না।

ম্যাডেলাইন: (তাকে বাধা দিলেও তার যে এ বিষয়ে একমত তা বোঝা যায়) নাও এখন মায়ের উপর রাগ করতে হবে না।

গর্ডন : (অনুতপ্ত হয়) আমি জানি এ সব কথা আমার ভাবা উচিত নয়। কিন্তু—(আগের তিক্ত সুরে ফিরে যায়) আমাদের বাগদানের সময় ওঁর ওই রকম কারণহীন ব্যবহার আমি আজও বুঝতে পারি না।

ম্যাডেলাইন : তোমার বাবার অসুখের পর থেকে উনি কিন্তু আমাদের সঙ্গে চমৎকার ব্যবহার করেছেন।

গর্ডন : (একই স্বরে) ভাল মোটেই নয় বলতে পার চলনসই উদাসীনতা। আমাদেব সঙ্গে কোন বিশেষ ধরণেব ব্যবহার করা প্রয়োজন এটা তার নিরপেক্ষ ভাব দেখে মনে হয় না।

ম্যাডেলাইন : তোমার বাবার অসুখের মধ্যে ওর পক্ষে অন্য কারো কথা ভাবা সম্ভব ছিল না। সত্যি আমি এ রকম নিষ্ঠা দেখিনি। এক মুহূর্তেব জন্যেও উনি ওব কাছ থেকে সরে যান নি। (ভাবে) আচ্ছা গর্ডন কোনদিন অমনি বুড়ো হয়ে অসুস্থ হবে ?··ভাব আগে যেন আমরা দুজনেই মরি। · কিন্তু যদি হয়·· তাহলে ওর মা যেমন ওব বাবাকে কায়মনোবাক্যে সেবা করল তেমনি আমিও করব।···আমি ওকে চিবকাল ভালবাসব।’·

গর্ডন : (সান্ত্বনা পায়) সে কথা ঠিক। মা বাবাকে সত্যি দারুণ সেবা করেছে। (আবার আগের স্বরে বলে) কিন্তু জান, বললে হয়ত খারাপ শোনাবে—আমাব কিন্তু চিরকাল কেন জানি না মনে হয়েছে যে, মা খালি বাবাব সঙ্গে সর্বদা কর্তব্য করে যায়। এমন কি বাবা যখন মবে গেল তখনও আমার মনে হল, মা দুঃখ পেয়েছে ঠিকই। কিন্তু সে দুঃখ যেন ভালবাসার দুঃখ নয়। মায়ের দুঃখ কোন পরম বন্ধুকে হারাবার দুঃখ, স্ত্রীর দুঃখ নয়। (ভেতর থেকে যেন বলার তাগিদ অনুভব করে) জান, তোমাকে আমি

কখন বলিনি, কিন্তু সেই ছোটবেলা থেকে সর্বদা অনুভব করেছি যে মা কখন বাবাকে ভালবাসেনি। মা তাকে পছন্দ করত, সম্মান করত—তার সঙ্গে চমৎকার স্ত্রীর ব্যবহার করত—কিন্তু আমি স্থির বুঝতে পেরেছি—কখনও ওকে ভালবাসত না। (যেন নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বলে ফেলে)—জানলে ম্যাডেলাইন, আমার কি মনে হয়েছে জান! মনে হয়েছে মা চিরকাল ওই ডারেলকে পছন্দ করে। (তাড়াতাড়ি বলে)—অবশ্য আমার ভুল হতে পারে। পরমুহূর্তেই সজোরে বলে)—না আমার ভুল হয় নি। সেই ছোটবেলা থেকে আমি বুঝতে পেরেছি আমার যখন এগার বছর বয়স তখন একটা কাণ্ড হয়েছিল। সেদিন থেকেই আমার মনের এ ধারণা বিশ্বাসে দাঁড়িয়েছে।

ম্যাডেলাইন : (অবাক হয়ে যায় কিন্তু সেই সঙ্গে অদ্ভুতভাবে খুসীও হয়ে ওঠে। ভাবে)

'ও কি বলতে চাইছে। উনি কি কোন অবিশ্বাসের কাজ করেছিলেন? না তা ও বিশ্বাস করবে না।...তবে আর কি হতে পারে?...' (জিজ্ঞাসু): গর্ডন! তুমি কি বলতে চাইছ যে তোমার মা—

গর্ডন : (তার গলার স্বরে মাকে দ্বিচারিণী সন্দেহের যে ভাব ছিল তাতে ভয়ানক চটে যায়। একলাফে উঠে দাঁড়িয়ে অভদ্রভাবে তার হাতটাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বলে)—আমার মা কি? কি তুমি বলতে চাইছ ম্যাডেলাইন?

ম্যাডেলাইন : (ভয় পেয়ে যায়। ওকে খুসী করার জন্যে জড়িয়ে ধরে)—কিছুই বলছি না আমি। আমি ভাবছিলাম যে তুমি বলতে চাইছ—

গর্ডন: (তখনও রাগ যায়নি)—আমি শুধু এই কথাই বলতে চাইছিলাম যে, বিয়ের বেশ কিছুদিন পরে, মা ওই ডারেল-টাকে ভালবাসতে আরম্ভ করেছিল। তারপর বাবার জন্যে, আর আমার জন্যেও বলতে পার ওকে এখান থেকে সরিয়ে দেয়। তা সত্ত্বেও প্রতি দু'বছর অন্তর ফিরে আসত। চিরকাল দূরে থাকবার মত জোর ওর মধ্যে ছিল না। বোধহয় ও কথাটা বলা আমার উচিত হল না। ডারেল নিজেরও বাবার সঙ্গে বন্ধুত্বের খাতিরে প্রাণপণে দূরে থাকতে চেষ্টা করেছে। (কটু হাসি হেসে বলে)—এবার বোধ হয় ওদের বিয়ে হবে আর আমাকে শুভেচ্ছা জানাতে হবে। এসব বিষয়ে বাবার মত খুব উদার ছিল সে বেঁচে থাকলেও আমাকে তাই করতে বলত। (গভীর দুঃখে বলে)—সত্যি জীবনটা একটা ভারী কিম্ভুতকিমাকার খেলা—এ ছাড়া আর কিছু বলতে পারি না।

ম্যাডেলাইন: (ওর ছেলেমানুষী সারল্যে হাসে, একটু বিরক্ত হয়। গভীর প্রেমে আর করুনায় সাধারণ জগৎ সম্পর্কে ওর অজ্ঞানতা দেখে ভাবে)

> 'ওর মাকে ও কতটুকু বোঝে!·· মিঃ এভান্স অবশ্য খুব ভাল লোক ছিলেন, কিন্তু ডারেলও অল্পবয়সে নিশ্চয় আরো চমৎকার লোক ছিলেন।·· আর ওর মা যদি ডারেলকে সত্যি ভালবেসে থাকেন তাহলে কেবল দার্শনিক তত্ত্বের দেহহীন প্রেম করবার মেয়ে উনি নন।·· আমি আজকে গর্ডনকে ভালবাসি ওর সঙ্গে কোন কিছুতেই আমি পেছপা নই।···আমি কখন গর্ডনকে ঠকাব না, কখন ওর সঙ্গে মিথ্যাচার করব না। ওকে চিরকাল ভালবাসব।'

—(ওর চুলের মধ্যে দিয়ে অন্যমনস্কভাবে আঙুল চালায়। সান্ত্বনা দিয়ে বলে)—ওদের কখনও দোষ দিও না প্রিয়! কাউকে কেউ ভালবাসলে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারে না! আমরাই কি পেরেছি? পারি নি।

(গর্ডনের পাশে গিয়ে বসে। গর্ডন তাকে জড়িয়ে ধরে। তারা পরস্পরকে চুমু খেতে সুরু করে। প্রতি মুহূর্তে তাদের কামনা বেড়ে যায়। আরো কামনাময় হয়ে পরস্পরকে চুমু খায়।

বাগানের দিক থেকে মার্সডেন নিঃশব্দে আসে। তার এক হাতে গোলাপফুলের গুচ্ছ অন্য হাতে গাছ ছাঁটবার কাঁচি। তার চেহারা শান্ত, পরিতৃপ্ত এমন কি তার বয়সটাও কম দেখায়। যথারীতি নিখুঁতভাবে শোকের কাল পোষাক পরে আছে। পোষাকের স্বাভাবিক নিপুণতার মধ্যেও এবারকার পোষাকের ছাঁটকাট খুবই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। দাঁড়িয়ে প্রেমিকযুগলকে দেখে অদ্ভুত রকম চটে যায়। তার মুখেও রাগের প্রকাশ হয়।)

মার্সডেন : (কোন বুড়ো মহিলার সামনে যেন সাংঘাতিক কিছু ঘটেছে—এমন করে ভাবে)—

'ছিঃ ছিঃ ছিঃ! এরা জানোয়ার নাকি?·· কবরের মধ্যে ওর বাপের দেহ এখনও ভাল করে ঠাণ্ডা হয় নি।··· (নিজের সঙ্গে ঠাট্টা করে রাগটাকে সংযত করে)—তবে ওতো আর ওর সত্যিকারের বাপ ছিল না। স্যাম মরেছে তাতে ডারেলের ছেলের কি?· আর যদি ও স্যামের ছেলে হতই তাহলেই বা কি হত?···জীবন্ত

লোকেরা কবে মরা লোকেদের কথা ভাবে।...ওর কাজ হচ্ছে কেবল জীবনকে ভালবাসা, যাতে জীবন চিরকাল বেঁচে থাকে তার চেষ্টা করা।...ওদের ভালবাসায় আমার কোন ক্ষতি নাই।...আমার জীবনটা এখন গাছের শান্ত সবুজ ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছে। কামনার কোনও তীব্র সূর্য এসে আর আমার শান্তিভঙ্গ করতে পারবে না। অধিকার বিস্তারের লড়াই-এর তিক্ত বিষে আমার হৃদয় আর কখনও ভরে উঠবে না। আমার জীবন এখন পড়ন্ত রোদেব ফিকে লাল আলোয় ঢাকা বাগানে গোলাপফুল তুলে বেড়াচ্ছে। শ্রান্ত সন্ধ্যার প্রেমে মজে আছে। সাবাদিনের রোদের তাপে এই গোলাপগুলো ফুটে উঠেছে সন্ধ্যায় বিশ্রাম পাবে বলে। ·· আমি হলাম এই সন্ধ্যা, নীনা হল গোলাপ, আমাব গোলাপ। সে দীর্ঘদিনেব খররৌদ্রতাপে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে- এখন শান্তি চায়।...

(গোলাপগুলোকে চুমু খায়, ভাবে বিভোর হয়ে হাসে। তারপর হাসিমুখেই প্রেমিক যুগলকে লক্ষ্য করে ভাবে)

'ওই যে ওখানে আর এক গ্রহ—তাব নাম পৃথিবী। আমি আর নীনা এখন চাঁদের অধিবাসী।'

ম্যাডেলাইন: (গভীর কামনায়)— প্রিয়তম। প্রিয়।

গর্ডন: ম্যাডেলাইন, তোমাকে আমি ভালবাসি।

মার্সডেন: (ওদের দেখে, ব্যঙ্গ করে, ভাবে)—

'একদিন ছিল, যখন এ দৃশ্য দেখলে আমার হিংসা হত। · মনে হত ভগবান আমার সঙ্গে জোচ্চুরি করেছেন, আমাকে ঠকিয়েছেন। গর্ডনদের সমস্ত

বিষয়ে সৌভাগ্য দেখে নিজের ওপর ধিক্কার আসত।...আজ কামনাকে পেছনে ফেলে রেখে এসে বুঝতে পারছি যে, এই হতভাগ্য প্রেমহীন চার্লিই হচ্ছে সত্যিকারের সৌভাগ্যবান পুরুষ।... (বস্তুতান্ত্রিক হয়ে ভাবে)—কিন্তু এবাব ওদের জীববিদ্যার প্রদর্শনীতে বাধা দিতে হবে। এখনও অনেক কাজ বাকী। জীবনযুদ্ধের পর প্রৌঢ়রা সবেমাত্র বিশ্রাম পেয়েছে, শান্তিকে দীর্ঘস্থায়ী ব্যবস্থা করবার এখনও অনেক কাজ বাকী, সবগুলোকে ধীবে ধীরে চুক্তিপত্রে লিখিয়ে নিতে হবে।...এখন যৌবনকে দূবে সরিয়ে বাখতে হবে। ...কত পুরোন ক্ষতেব এখন বাঁধন খুলতে হবে। পুবোন আঘাতেব চিহ্নকে গর্বের সঙ্গে খুলে দেখিয়ে প্রমাণ করতে হবে যে, এতদিন আমরা সদাশয় বীরের মত যুদ্ধ করেছি।...'

(কাঁচিটা মাটিতে ফেলে দেয়। প্রেমিকবা চমকে উঠে সবে যায়। মার্সডেন হেসে বলে)

কিছু মনে কোব না তোমাদের বিরক্ত করলাম। গর্ডন, আমি তোমাব মায়ের জন্যে কিছু ফুল তুলে নিয়ে যাচ্ছি। দুঃখকে সান্ত্বনা দেবার অদ্ভুত ক্ষমতা ফুলেব আছে। এইজন্যেই বোধহয় শোকের সময় ফুল দেবার রীতির চলন হয়েছে। হ্যাঁ, আর বিয়েতেও বোধহয় ওই একই কারণে ফুল দেওয়া হয়। (একটি গোলাপ ম্যাডেলাইনকে দেয়)—এই যে ম্যাডেলাইন, এ গোলাপটা তোমার জন্যে। প্রেম চিরজয়ী হোক। আমরা, মৃতের দল, তোমাদের অভিবাদন করছি।

(ফুল দেওয়া নেওয়া যান্ত্রিকভাবে হয়। ম্যাডেলাইন মার্সডেনের দিকে তাকিয়ে অস্বস্তি বোধ করে।)

ম্যাডেলাইন : (গভীর সন্দেহে ভাবে)—
'এ লোকটা ভারী অদ্ভুত।...ওর মধ্যে কি একটা অস্বস্তিকর ভাব আছে। আমি বোকার মত ভাবছি।...ও-তো আমাদের সেই সেকালের বুড়ো চার্লি।'
(ঠাট্টার ছলে প্রত্যভিবাদন করে বলে)—তোমাকে কি বলে ধন্যবাদ দেব চার্লি কাকা!

গর্ডন : (অসহায়কে যেন দয়া করছে এমন করে ভাবে)—
'বেচারা বুড়ো মানুষ।...তবে লোকটা ভাল।... বাবা ওকে পছন্দ করত।..'
(ফুলগুলো ভাল লেগেছে এমন ভাব করে বলে)— ফুলগুলো ভারী সুন্দর। (হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে)—মা কি এখন বাড়ীর মধ্যেই আছে?

মার্সডেন : হ্যাঁ। সান্ত্বনা জানাতে যে সব লোকজন এসেছে তাদের বিদায় করে দেবার চেষ্টা করছে। আমি তো ভেতরে যাচ্ছি—না হয় বলব তুমি একটু কথা বলতে চাও। তাহলে বেচারা একটু বাইরে আসবার সুযোগ পাবে।

গর্ডন : হ্যাঁ তাই বোল। (মার্সডেন ডানদিকে বাড়ীর মধ্যে চলে গেল।)

ম্যাডেলাইন : 'তোমার মায়ের সঙ্গে তোমার একলাই দেখা করা ভাল। আমি তোমার এরোপ্লেনের কাছে গিয়ে তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি। তুমি

কি আজকে অন্ধকার হবার আগেই তোমার এরোপ্লেন নিয়ে ফিরে যাবে।

গর্ডনঃ হ্যাঁ। তাড়াতাড়ি ফিবব। (ভেবে বলে)—ঠিক বলেছ, তোমার এখন এখানে না থাকাই ভাল। মাকে আব ওই ডারেলকে আমাব গোটাকতক কথা বলতে হবে। বাবা থাকলেও তাই চাইত। সে সাবাজীবন সবারই সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করে এসেছে—আমাকেও তাই কবতে হবে।

ম্যাডেলাইনঃ তোমাকে এইজন্যেই এত ভালবাসি। তুমি চেষ্টা কবলেও কাবও সঙ্গে কখনও খাবাপ ব্যবহার কবতে পাববে না। (চুমু খায়)—বেশী দেবী কোব না কিন্তু।

গর্ডন. (চিন্তিত মনে)—তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পাব। ব্যাপাবটা মোটেই খুব আনন্দেব নয়। কথাটাকে আমি টেনে বাব করতে চাই।

ম্যাডেলাইনঃ তাহলে এখনকাব মত বিদায নিচ্ছি।

গডনঃ এস।

(তার চলে যাওযাব দিকে প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিযে থাকে। ডান দিকে বাড়ীব কোণ ঘুবে ম্যাডেলাইন পেছন দিক দিযে চলে যায। গর্ডন ভাবে।)

'ম্যাডেলাইন চমৎকাব মেয়ে। অমন মেয়ে পাওয়া খুবই ভাগ্যেব কথা সন্দেহ নাই। ভগবান, ওকে আমি কি ভালই না বাসি।

(বেঞ্চিতে গালে হাত দিযে বসে ভাবে)

'এক এক সময় মনে হয়, সুখী হতে চাওয়া অত্যন্ত স্বার্থপব

আর বিশ্রী ব্যবস্থা। বিশেষ বাবা যখন নাই।···আমি জানি বাবা মনে প্রাণে চাইতেন কেবল আমার সুখ, আর আনন্দ।···আমি সর্বদা মায়ের থেকে বাবার কথা বেশী চিন্তা করি কেন? বোধহয় ডারেলকে মা ভালবাসে বুঝতে পেরেই আমি বাবার দিকে সরে গিয়েছিলাম।··· ডারেলকে মা চুমু খাচ্ছে, সে ছবিটা আজো আমার স্পষ্ট মনে আছে। কি যেন হয় আমার—কিছুতেই আমি ভুলতে পারি না।...কিন্তু মা বাবাকেও সুখী করেছিল। বাবার জন্যে নিজের সমস্ত সুখ ত্যাগ করেছিল।···এই ভাবেই সব কিছু হওয়া উচিত—সোজাসুজি খেলা করাই নিয়ম, হারজিত যাই হোক। · সত্যি, মায়ের এ কাজটাকে তারিফ না করে পারছি না। আমি তো আচ্ছা ছেলে, বসে বসে নিজের মাকে সমালোচনা করছি। (ভাবনার পথ পরিবর্তন করে) ও সব কথা ভুলে যাওয়াই ভাল। ম্যাডেলাইনের কথা ভাবি। শীগগিরই আমাদের বিয়ে হবে।···তারপর দু'মাস ধরে সারা ইউরোপ ঘুরে মধু-চন্দ্রিকা যাপন করব। বাঃ চমৎকার হবে। তারপর ফিরে এসে ব্যবসার মধ্যে ঢুকতে হবে। বাবা বিশ্বাস করত যে, ওই ব্যবসাকে আমি ঠিক চালিয়ে নিয়ে যাব। বাবা যেখানে শেষ করেছে সেখান থেকে আমি সুরু করব। · তুমি কিছু ভেব না বাবা। আমাকে সব কিছু গোড়া থেকে শিখতে হবে জানি—তাহলেও আমি কথা দিচ্ছি তোমার ব্যবসাকে আমি ঠিকমত নিয়ে যাব।

(লোনা আর ডারেল ডানদিকের দরজা দিয়ে বাড়ীর ভেতর

থেকে আসে। দরজা খোলার আওয়াজে ও ঘুরে দাঁড়ায়। ওদের দেখে রেগে ভাবে।)

'আশ্চর্য। এখনো আমি ওদের সহ্য করতে পারছি না।··· ওই ডারেলকে মায়ের সঙ্গে দেখলে আমার—আমার ইচ্ছা হয় ওকে ধরে খুব মারি।'

(উঠে দাঁড়ায়। ওর মুখ আপনা থেকেই বয়স্ক কঠিন আর শীতল হয়ে যায়। ওর দৃষ্টিতে অভিযোগ আর হিংসা। নীনা আগের তুলনায় অনেক বুড়ো হয়ে গেছে। তার সমস্ত মুখে ত্যাগের ছাপ স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। এই ত্যাগ নিজেকে পুরুষের কাছে আকর্ষণীয় করবার সব চেষ্টা ছেড়ে দিয়েছে। যেন যৌবনকে বিদায় দিয়েছে। তাই তার মুখে কোন রংএর স্পর্শ নাই, দেহে মাদকতা জাগাবার চেষ্টা নাই। গাঢ় কাল রংএর পোষাকে তার সমস্ত দেহ ঢাকা। ডারেলের দেহের রোদে-পোড়া তামাটে রং অদৃশ্য হয়ে মঙ্গোলীয় হলদে রং রেখে গেছে। তাকেও অত্যন্ত বুড়ো দেখায়। তার মুখের ভাবে গভীর বিষাদ আর তিক্ততা।)

নীনা : (গর্ডনের দিকে জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে তাকায়। গভীর দুঃখে ভাবে)

'আমার কাছে বিদায় চাইবার জন্যে ও আমাকে পাঠিয়েছে। এটাই ওর সঙ্গে আমার শেষ বিদায় তাও আমি বুঝি।···এই ভাল। ও আর এখন আমাদের ছেলে নয়—না গর্ডনেরও নয়। স্যাম, নেড কারুর ছেলে নয়। ওর আজ একমাত্র পরিচয়, ও একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত পুরুষ—অন্য এক স্ত্রীলোকের প্রেমিক।'···

ডারেল : (গর্ডনের মুখের দিকে চকিতে তাকিয়ে শঙ্কিত হয়ে ভাবে)

'ওর মনে যেন কি একটা ইচ্ছা।...হায় ভগবান। শেষ হিসাবনিকাশ কি এখনও বাকী? (আত্মসমর্পণের ভাবে) যা হবার হয়ে যাক তাড়াতাড়ি—তাহলে আমি আমার কাজে ফিরে যেতে পারব। এবার এখানে বড় বেশী দিন থাকা হয়ে গেল, প্রেষ্টন হয়তো ভাবছে আমি ওকে ফেলে পালিয়েছি। (গভীর দুঃখে গর্ডনকে লক্ষ্য করে, ভাবে) ওই কি আমার ছেলে? আমার রক্ত, আমার মজ্জা? আমার দিকে পরম শত্রুর মত জমাট হিংসায় তাকিয়ে আছে। সমস্ত ব্যাপারটা শুধু বোকামি আর দুঃখে পূর্ণ।'...

নীনা: (গর্ডনের মুখ দেখে শঙ্কিত হলেও ঠাট্টার সুরে বলে)—ওই বোকা লোকগুলো তাদের সমবেদনার ভারে আমাকে প্রায় মেরে ফেলেছিল, তোমার ডাক পেয়ে পালাতে পেরে বেঁচেছি। আমার মনে হয় যে, ওই লোকগুলো ওঁর মৃত্যুতে মনে মনে বেশ খুশীই হয়েছে। হয়তো আমার মনেরই দোষ, কিন্তু স্পষ্ট মনে হচ্ছিল কেউ কোথাও মরলেই ওরা খুশী হয়। ওরা যে বেঁচে আছে এটা অন্যের নাকের ডগায় জাহির করতে না পারলে ওদের যেন আত্মতৃপ্তি আসে না।

(ক্লান্তভাবে বেঞ্চিতে বসে, ডারেল্ বসে আরাম কেদারায়।)

গর্ডন: (কথাগুলো পছন্দ হয় না—কঠোর স্বরে বলে)—ওরা সবাই বাবার বন্ধু তাঁর মৃত্যুতে ওঁরা সবাই সত্যি সত্যি দুঃখ পেয়েছেন বলেই এসেছেন—নইলে আসার কি দরকার ছিল? যারা তাকে একবার জেনেছে তাদের প্রত্যেকের কাছে আমার বাবার মৃত্যু যে কতবড় লোকসান তা আমি বুঝি।...

(তার কণ্ঠস্বর কাঁপে। তিক্তমনে ভাবে)

'মায়ের মনে একটুও দুঃখ নাই।...ও যখন ইচ্ছা তখন ডারেলকে বিয়ে করতে পারে।'

নীনা ঃ (গর্ডনের পিঠের দিকে তাকিয়ে গভীর দুঃখে ভাবে) 'আমি কাঁদছি না বলে ও আমার উপর রেগে যাচ্ছে। কিন্তু কি করব? যতক্ষণ চোখে জল ছিল কেঁদেছি। এখন আমার চোখের জলও ফুরিয়ে গেছে। স্যামের মরে যাওয়া উচিত হয়নি। বেঁচে থাকাই তাকে বেশ মানাত। জীবনটাকে বেশ পরিতৃপ্ত মনে সে উপভোগ করতে পারতো। আমি নিজেকে আর অপরাধী মনে করি না। আমি তাকে এই পরিতৃপ্ত জীবনে সাহায্য করেছি, তাকে আনন্দ দিয়েছি। তার মনে দৃঢ় বিশ্বাস এনেছি —আমি তাকে ভালবাসি। মৃত্যুর সময় পর্যন্ত ওর স্পষ্ট জ্ঞান ছিল। শেষ নিশ্বাস ফেলবার ঠিক আগের মুহূর্তে আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। সে হাসিতে এত ক্ষমা ছিল, এত কৃতজ্ঞতা ছিল যে আমার মনে হল, আমাদের দ্বৈত জীবনে পূর্ণচ্ছেদ টানা হয়ে গেল। আমার জীবনও শেষ হয়ে গেছে, জীবনের দুঃখবেদনার মৃত্যু হয়েছে। এই দুঃখের মধ্যে একমাত্র সান্ত্বনা যে এবার আমি পরম নিশ্চিন্ত আরামে, স্বাধীন শান্তিতে নিজেকে ক্ষয় করতে পারব। এখানে থাকব না। স্যাম, বাবার বাড়ীটা কিনে আমাকে দিয়ে গেছে। সেখানেই ফিরে যাব। চার্লি প্রতিদিন দেখা করতে আসবে। দু'জনে বসে পুরোন দিনের গল্প করব। চার্লির কথা, আমায় সান্ত্বনা দেবে, আনন্দ দেবে। সেই ছোট বেলার গল্প করব—

যখন আমি ছোট ছিলাম, মনে যখন আলো ছিল। গর্ডন শ'র সঙ্গে প্রেমে পড়বার আগের দিনের গল্প করব— যখন প্রেম আর ঘৃণা, ব্যথা আর জন্ম, এইভাবে জালের মত আমার জীবনকে শেকল দিয়ে বন্দী করেনি···।'

ডারেল—(গর্ডনের পিঠের দিকে তাকিয়ে চটে যায়। ভাবে) 'ও যখন ওর মায়ের সঙ্গে এই রকম সমবেদনাহীন ব্যবহার করে তখন রাগে আমার গা জ্বলে যায়!···ও যদি ঘুণাক্ষরেও জানত যে, কেবল ওর জন্যে ওর মা কি পরিমাণ দুঃখ, কষ্ট, ব্যথা বরণ করে নিয়েছে!···স্যামের ভেতর দিয়ে গর্ডন শ'র ফলিতরূপ ওর মনে বাসা বেঁধে আমার ছেলেকে আজ একটা অনুভূতিশীল মাটির তাল করে দিয়েছে। (গভীর বিরক্তি)—দূর দূর! ওই ছেলেটার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি?···প্রেস্টনের সঙ্গে তুলনায় ও অত্যন্ত বুদ্ধিহীন। একটা সুপেশী স্বাস্থ্যবান বোকা গাধা ছাড়া ও আর কিছু নয়! (আবার রাগের ছোঁয়া লাগে)—আমার মাঝে মাঝে ওর ওই আত্মতৃপ্তির ভাবটাকে ঝাঁকিয়ে দিতে ইচ্ছা করে।···ওর নিজের জীবন সম্বন্ধে সত্যি কথাটা জানা থাকলে স্যামের মৃত্যুর কথা উঠলেই অমন সজল নয়নে কেঁদে উঠবে না।·· ও যদি ওর মায়ের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার না করে—তাহলে ও কথাটা আমার বলতে লোভ হবে।·· সত্যি এতদিনেও কি ওর মনে একটু সন্দেহও জাগেনি? আশ্চর্য বোকা!'

(গভীর রাগে মুখচোখ রক্তবর্ণ হয়ে যায়)

গর্ডন: (নিজেকে সম্পূর্ণ সংযত করে ঘুরে দাঁড়ায়)—বাবার উইলের অনেকগুলো জিনিষ তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করা

দরকার! (একটু উত্তমর্ণ আনন্দে)—মা, বাবা কি তোমাকে এই উইলের কথা বলে গিয়েছে?

নীনা: (অনাগ্রহে)—না।

গর্ডন: বুঝতেই পারছ, সমস্ত বিষয় সম্পত্তি তোমার আর আমার নামে আছে, একথা বলা বাহুল্য। কিন্তু সেজন্যে বলছি না। (ডারেলের দিকে অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে চায়) কিন্তু উইলের মধ্যে একটা ব্যবস্থা আছে যেটা আমার কাছে খুবই অদ্ভুত মনে হচ্ছে। ব্যাপারটা আপনাকে নিয়ে ডাক্তার ডারেল—আপনার জীববিদ্যা গবেষণাগারে ভালভাবে গবেষণা চালিয়ে যাবার জন্যে পাঁচলক্ষ ডলার দেওয়া হয়েছে।

ডারেল—(তার মুখ রাগে লাল হয়ে ওঠে)—এসব কি? তুমি ঠাট্টা করছ—তাই না? (ভীষণ রেগে ভাবে)—'কি অন্যায়!···কি অপমান!···আমার কোন কিছুই নিজের বলতে থাকবে না···আমার জীবনটাকে পর্যন্ত তামাসা করে তুলবে?'···

গর্ডন: (অত্যন্ত শীতল ব্যঙ্গের স্বরে)—বাবার কথা শুনে আমার ওটাকে ঠাট্টাই মনে হয়েছিল। কিন্তু বাবা জেদ করে ওটা ঢুকিয়ে দিল উইলের ভেতর!

ডারেল: (রেগে)—বেশ! আমি ও দান নেব না—এটাই আমার শেষ কথা।

গর্ডন: (শীতল)—আপনি ভুল করছেন, টাকাটা আপনাকে দেওয়া হয়নি—আপনার গবেষণাগারকে দেওয়া হয়েছে। পরিদর্শক হিসাবে আপনার নাম অবশ্য আছে, কিন্তু আপনি যদি আর কাজ করতে না চান—তাহলে সেখানে যিনি দৈনিক হাতেকলমে কাজ করছেন তিনি নিশ্চয় এ টাকাটা পেলে খুসীই হবেন।

ডারেল: (তড়িতাহত)—কি বললে? তার মানে প্রেস্টন?

কিন্তু আমার কাছ থেকে শোনা ছাড়া স্যাম তো কোনদিন প্রেস্টনকে চিনত না, স্যামের সঙ্গে প্রেস্টনের কি সম্পর্ক? প্রেস্টনের ভালমন্দ নিয়ে স্যামের মাথা ঘামান আমি সহ্য করব না। আমি প্রেস্টনকে বলে দেব সে যেন এই দান নিতে অস্বীকার করে! (মানসিক যন্ত্রণায় ভাবে)—

'কিন্তু বিজ্ঞানের প্রসারের জন্যে দান, প্রেস্টনের তো না নেবার কোন অধিকার নাই।...আমিই বা তাকে বারণ করব কি বলে!...স্যাম নরকস্থ হোক! সারাজীবন ধরে আমার বউ ছেলেকে নিজের করে নিয়েও ওর সন্তোষ হল না, এখন মৃত্যুর পর আমার প্রেস্টনকে চুরি করতে চায়, আমার জীবনের শেষ কাজ, শেষ অবলম্বনকেও কেড়ে নিতে চায়!...'

নীনা: (তিক্ত মনে ভাবে)—'মরে গিয়েও স্যাম আমাদের দুঃখ দিয়ে চলেছে' (সমবেদনায় বলে)...তুমি ভুল করছ নেড। টাকাটা তোমাকে বা প্রেস্টনকে দেওয়া হচ্ছে না—টাকাটা বিজ্ঞানের উন্নতি, গবেষণার প্রসারে দেওয়া হচ্ছে, এই কথা মনে কর-না কেন।

গর্ডন: (গভীর বিরক্তিতে ভাবে)—'ওর জন্যে মায়ের মন করুণায় ভরে গেছে।...আমার বাবাকে এর মধ্যে ভুলে গেল।' ...(ব্যঙ্গ করে বলে)—আমার তো মনে হয় যে, টাকাটা আপনার নিয়ে নেওয়াই ভাল। শুধু শুধু এই রকম পাঁচলক্ষ ডলার দৈনিক কেউ আপনার দিকে ছুঁড়ে দেবে না।

নীনা: (গভীর দুঃখে ভাবে)—'গর্ডন ওই রকম করে নেডকে অপমান করতে পারল?.. ও যে ওর বাপ! নেড বেচারা সারা জীবন কষ্ট পেল!'...

(তীক্ষ্ণ ভাবে)—গর্ডন, আমার মনে হচ্ছে ও বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে।

গর্ডন : (নিজেকে সংযত করে তারপর তিক্তভাবে বলে)—আমার এখনও সব কথা বলা হয়নি, মা।

নীনা : (ভয় পেয়ে ভাবে)—'ও এখন কি বলতে চায় ? ও কি জেনেছে যে নেড ওর'· · ? (ভাগ্যেব হাতে নিজেকে ফেলে দিয়ে স্বস্তি অনুভব করে)—'ও এখন আমাব সম্বন্ধে কি ভাবে তাতে আর আমার কিছু যায় আসে না।···ও এখন অন্য স্ত্রীলোকের সম্পত্তি।'

ডারেল : (প্রতিহিংসাপরায়ণ ভাবনা)—'আশা কবি সত্যি ঘটনাটা এতদিনে জেনেছে, যদি না জেনে থাকে তাহলে আমি ওকে বলে দেব। স্যাম যত জিনিষ আমাব কাছ থেকে চুবি কবেছে তাব মধ্যে অন্তত একটা জিনিষ ফিবে পাবাব জন্যেও ওকথা আমাকে প্রকাশ করে দিতে হবে! '

(কথাটা বলতে গর্ডনেব দ্বিধা দেখে কর্তৃত্বপূর্ণ স্বরে বলে)—কই হে, বল, কি তোমার বলাব আছে। তোমার মা আব আমি অপেক্ষা কবে আছি।

গর্ডন : (প্রচণ্ড চটে গিয়ে দিকবিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে যায়। মারমুখী হয়ে ডাবেলেব দিকে এক পা এগোয়)—আপনি চুপ করুন! খবরদার, আমার সঙ্গে কখনও ওইভাবে কথা বলবেন না, আমি আপনার বয়স ভুলে গিয়ে—(গভীর অবজ্ঞায়)—আপনাকে ধরে মার লাগাব!

নীনা : (গভীর আক্ষেপে ভাবে)—'কি সর্বনাশ! ছেলে বলছে, বাপকে ধরে মারবে ?' (হেসে ওঠে পাগলের মত)—ওঃ

গর্ডন আমাকে আর হাসিও না! সমস্ত ঘটনাটাই এত মজার! হা হা হা—

ডারেল : (এক লাফে চেয়ার থেকে উঠে নীনার কাছে এসে অনুরোধের স্বরে বলে)—নীনা, দোহাই তোমার, ওর কথায় কিছু মনে করো না। ও বেচারা কিছুই জানে না—

গর্ডন : (ভয়ঙ্কর রেগে কাছে আসে)—আমি সবই জানি। জানি যে, তুমি এতদিন কুকুরের মত ব্যবহার করেছ।

(এক পা এগিয়ে ডারেলের গালে এক প্রচণ্ড চড় মারে। মারের ধকলে ডারেলের পা টলে। সে স্তম্ভিত হয়ে মুখে হাত দিয়ে টাল সমলাতে চেষ্টা করে। বীভৎস রাগে গর্ডন গর্জায়। নীনা ভয়ে চীৎকার করে উঠে গর্ডনের গায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর দুহাত চেপে ধরে।)

নীনা : (পাগলের মত চীৎকার করে বলে)—ভগবানের দোহাই গর্ডন। তোমার বাবা কি বলবে? তুমি কি করছ তা তুমি জান না—তুমি তোমার বাবার গায়ে হাত তুলেছ?

ডারেল : (হঠাৎ ভেঙে পড়ে—তার গলার স্বর রুদ্ধ হয়ে যায়) না বাবা, ঠিকই করেছ। তুমি জানতে না—

গর্ডন : (মারের সঙ্গে সঙ্গে তার রাগ উবে যায়। গভীর অনুশোচনায় তার মন ভরে যায়। অত্যন্ত গ্লানি অনুভব করে) আমি খুবই—অত্যন্ত দুঃখিত। দুঃখিত। তুমি ঠিক বলেছ মা, বাবা থাকলে ঠিক ওই রকম মনে করত। মনে করত আমি তাকেই মেরেছি---এ আঘাত তার বুকে খুব বড় হয়ে বাজত, না।

ডারেল : না বাবা। এটা কিছুই নয়, আমার—আমার লাগেনি।

গর্ডন : (এবার সত্যি ভেঙে পড়ে) সত্যি ডারেল, আপনি খুব ভাল লোক। ভয়ানক ভাল লোক---সত্যিকারের

খোলোয়াড়ী মন আপনার আছে। আমি ভয়ানক অন্যায় কাজ করেছি, আপনি আমায় মাপ করুন। দয়া করে এবারকার মত আমায় ক্ষমা করুন, ডারেল।

ডারেল : (ওর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে ভাবে)—

'ডারেল ?…এখনো আমাকে ডারেল বলছে ?… … তবে কি ও বুঝতে পারে নি ?…আমার মনে হল নীনা ওকে ওই কথাটাই বলল।'

নীনা : (পাগলের মত হাসতে হাসতে ভাবে)—

'আমি বললাম— তুমি তোমাব বাবার গায়ে হাত তুলেছ। ও কিন্তু আমার কথা বুঝতে পারল না।…সত্যি ওর পক্ষে এক নিমেষে সে কথা বোঝা সম্ভব নয়।…কি করে বুঝবে ?…'

গর্ডন : (জোর করে হাত বাড়িয়ে দেয়)—সত্যি বলছি, আমার ভয়ানক অনুতাপ হচ্ছে। ঝোঁকের মাথায় কাজটা করে ফেলেছি ডারেল, আমায় ক্ষমা করুন। ও রকম কিছু করবার আমার একটুও ইচ্ছা ছিল না। আসুন শেকহ্যাণ্ড করি।

ডারেল : (যান্ত্রিকভাবে ওর হাতটা ধরে করমর্দন করে)— তোমার সঙ্গে আলাপ করে খুবই খুসী হলাম। তোমার সুনাম অনেক শুনেছি। তুমি হলে একজন বিখ্যাত নৌকা বাইয়ে। গত জুন মাসের বাইচে জিতে তোমার কৃতিত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমি কিন্তু সর্বদা আশা করছিলাম যেন তুমি নেভির কাছে হেরে যাও।

নীনা : (দারুণ উৎকণ্ঠায় ভাবিত হয়)—

'নেড এখন এখান থেকে চিরকালের মত চলে গেলেই তো পারে।—আমি চুপ করে বসে আর ওর কষ্ট দেখতে

পারছি না।···ভয়ানক ভয় লাগছে আমার।···হ্যাঁ, তোমার হাসি শুনতে পাচ্ছি ভগবানের বাবা—জীবনের এই ভয়ানক ঠাট্টা তুমি দেখতে পেয়েছ। তাই আমিও হাসছি, তোমার সঙ্গে আমিও হাসছি—জীবনটাই একটা পাগলামি, তাই হেসে চলেছি।'

(পাগলের মত হাসতে থাকে)—নেড, নেড—তোমাকে দেখে দুঃখ হয়। কি প্রচণ্ড দুর্ভাগ্য নিয়েই না তোমার জন্ম হয়েছিল।

গর্ডন: (তাকে ধরে বসায়। সান্ত্বনার সুরে বলে)—মা আর হেস না। দয়া করে আর হেস না। এই দেখ আমরা সব মিটমাট করে ফেলেছি। আমি ওঁর কাছে মাপ চেয়েছি, উনি ক্ষমা করেছেন। (নীনা একটু শান্ত হল দেখে) এইবার আমি তখন যা বলতে চাইছিলাম সে কথাটা বলি। খারাপ কিছু তোমাদের বলতে চাইনি। আমি শুধু বলতে চাইছিলাম যে, তোমরা এতদিন যে রকম ব্যবহার করেছ—আমি তার প্রশংসা করতে চাই। সেই ছোট্ট বেলা থেকে আমি জানি যে, তোমরা দুজনে দুজনকে ভালবাস। আমি অবশ্য বাবার কথা মনে করে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই সেটা তখন পছন্দ করতে পারিনি। পরে অবশ্য বুঝেছি যে, ভালবাসার ওপর কারু কোন হাত নেই। আমি তো কই ম্যাডেলাইনকে ভাল না বেসে থাকতে পারিনি। তাই আজ প্রাণ খুলে তোমাদের প্রশংসা করব। অত ভালবাসা সত্ত্বেও তুমি মা, কোনদিন স্ত্রীর কর্তব্যে এতটুকু অবহেলা করনি, আর ডারেল আপনি বাবার চিরকাল সত্যিকারের বন্ধু ছিলেন। বাবা আপনাদের দুজনকেই খুব ভালবাসতেন—আর আপনারা তাঁর চিরকালের সুহৃদ।—তাই আমার মনে হচ্ছিল যে, বাবা এখন আর নেই, কাজেই তাঁর হয়ে আমারই একথা বলা কর্তব্য যে এখন আমি আশা করব যে মা

তোমরা পরস্পরকে বিয়ে করে সুখী হবে। এ সুখে তোমাদের অধিকার আছে—আর আমি তাতে খুব খুসী হব। (হঠাৎ চুপ করে যায়। গলা বন্ধ হয়ে আসে। মাকে চুমু খেয়ে ভিন্ন স্বরে বলে)—এবার চলি মা। অন্ধকার হবার আগেই ফিরে যেতে চাই। ম্যাডেলাইন অপেক্ষা করছে।

(ডারেলের হাত তুলে নিয়ে করমর্দন করে। দুজনেই ওর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।)

—চলি ডারেল। আপনার জীবন সৌভাগ্যে ভরে উঠুক। বিদায়।

ডারেল : (যন্ত্রণা পায়, ভাবে)—

'ও কেন আমাকে খালি ডারেল বলে? ওকে আমি আর ও নাম বলতে দেব না। ও আমার ছেলে, আমি ওর বাবা। যেমন করে পারি ওকে আমায় বোঝাতেই হবে যে আমি, আমিই ওর বাবা।'

(গর্ডনের হাত ধরে বলে) শোন বাবা, এইবার আমার কয়েকটা কথা বলার আছে। তোমাকে আমার কতকগুলো কথা জানান উচিত।

নীনা : (গভীর ব্যথায় ওকে লক্ষ্য করে, ভাবে)—

'এইবার ও সব বলে দেবে। ওর বলা উচিত নয়। যে কথার মৃত্যু হয়েছে তাকে তুলে আনলে কারু মঙ্গল হবে না।'

(গভীর আগ্রহে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে)—নেড, দাঁড়াও। সব আগে আমি গর্ডনকে একটা প্রশ্ন করতে চাই। (তারপর ছেলের চোখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে ধীরে ধীরে গভীর ভাবাবেগে বলে)—গর্ডন, তোমার মনে কখনও কি সন্দেহ

হয়েছে যে আমি তোমার বাবার সঙ্গে মিথ্যাচার করেছি—অসতী হয়েছি ?

গর্ডন : (চমকে উঠে মায়ের দিকে বিস্ময়স্তম্ভিত কম্পিত দৃষ্টিতে তাকায়। তারপর গভীর ক্ষোভে বলে ওঠে)—মা, তুমি কি মনে কর আমার মন অত নীচু ? ওই রকম বিশ্রী ভাবনা আমার মনে আসার আগে যেন আমার মরণ হয়। ছিঃ ছিঃ। (দয়া ভিক্ষা করে)—সত্যি বলছি মা, বিশ্বাস কর আমি অত খারাপ এখনও হইনি। আমি জানি, সমস্ত পৃথিবীতে তোমার মতো আর কেউ নয়। তুমি হলে সবার থেকে শ্রেষ্ঠ, হ্যাঁ মা, ম্যাডেলাইনের থেকেও তুমি অনেকগুণে শ্রেষ্ঠ আমি তা জানি, আমি তা জানি।

নীনা : (বিজয়িনী চীৎকারে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে) গর্ডন, আমার গর্ডন। তুমি আমাকে তাহলে সত্যি ভালবাস ?

গর্ডন : (ওর পাশে নতজানু হয়ে বসে চুমু খেয়ে বলে)—তোমার থেকে কাউকে আমি বেশী ভালবাসি না, মা।

নীনা : (অত্যন্ত স্নেহশীলভাবে ওকে ধীরে ধীরে সরিয়ে দিয়ে বলে) এইবার যাও, তাড়াতাড়ি। আর একটুও দেরী করলে চলবে না। ওখানে ম্যাডেলাইন তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে। ওকে আমার ভালবাসা জানিও। আর মাঝে মাঝে যখন সময় পাবে, আগামী বছরগুলোতে কখনসখন এসে আমার সঙ্গে দেখা করে যেও। এস বাবা।

(ডারেলের দিকে ফেরে। তাকে গভীর দুঃখে সর্বস্ব ত্যাগের ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে যেন অনুরোধ করে।)

—নেড, তুমি কি এখনো গর্ডনকে কিছু বলতে চাও ?

ডারেল : (তার মুখে গভীর ব্যথার হাসি ফুটে ওঠে)—এ

পৃথিবীর কোন কিছুর জন্যেই ওকে আমার আর কিছু বলার নাই। এস বাবা, তোমার যাত্রা শুভ হোক।

গর্ডন: আপনাকে প্রণাম জানাই।

(তাড়াতাড়ি চলে যায়। ডানদিকে বাড়ীর কোণ ঘুরে পেছন দিক দিয়ে গর্ডন চলে যায়—ঠিক যে পথে ম্যাডেলাইন গেছে, ভাবতে ভাবতে যায়।)

'আমাকে মা কি মনে করে? ও কথা আমি জীবনে কখনও ভাবিনি। কখনও ও চিন্তা মনে আসা মাত্র আমি নিজেকে মেরে ফেলব।'

(চলে যায়)

নীনা: (নেডের দিকে ফিরে গভীর কৃতজ্ঞতায় তার হাত চেপে ধরে)—নেড, তোমাকে সারাজীবন খালি দিয়েই যেতে হল। তোমাকে আমি কেমন করে কৃতজ্ঞতা জানাব?

ডারেল: (তার মুখে শ্লেষের হাসি ফুটে ওঠে। ঠাট্টার সুরে বলে)—খুব সহজে। তোমাকে যখন আমি বিয়ে করতে চাইব, রাজী হয়োনা। কারণ আমাকে ও-কথাটা তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে, কারণ গর্ডন তাই আশা করে। তুমি আমাকে বিয়ে করতে রাজী হও নি জানলে সে মনে মনে খুব খুশী হবে। (বাড়ীব ভেতর থেকে মার্সডেন আসে)— বাঃ এইতো চার্লিও এসে গেছে। কাজটা তাহলে সাক্ষী রেখে তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেলা যাক। নীনা, তুমি আমাকে বিয়ে করবে?

নীনা: (দুঃখের হাসি হেসে বলে)—না নেড, কখনও না। আমাদের ছায়ার অত্যাচারে তাহলে আমরাই যন্ত্রণা ভোগ করব, কষ্ট পাব। (আশাহীন হয়ে বলে) তবু তোমায় ভালবাসতে

পারলে বেশ হত নেড। সেই অনেকদিন আগেকার অপূর্ব আনন্দের কথা মনে করে যে নীনা নিয়ত আনন্দ পায়, সে নীনা আমার মধ্যেই বাস করবে। সে চিরকাল তার প্রিয়তমকে ভালবাসবে,নেড,চিরকাল তার ছেলের জন্মদাতাকে ভালবাসবে।

ডারেল : (গভীর ভালবাসায় তার হাতটা তুলে নিয়ে চুমু খেয়ে বলে) অনেক আনন্দ দিলে আমায় ও-কথায়। সেদিনকার নেড সেই নীনাকে চিরকাল ভালবাসবে, তাকে মনে রেখ। আমাকে ভুলে যাও ভুলে যেও নীনা। আমি আবার আমার কাজের মধ্যে ফিরে চললাম। (শান্তভাবে দুঃখের হাসি হেসে বলে)

তোমাকে আমি চার্লির কাছে রেখে যাচ্ছি। শান্তি যদি চাও ওকে বিয়ে করতে পার। সারাজীবন ধরে যে গভীর নিষ্ঠায় ও তোমাকে ভালবেসে এসেছে তাতে এই শেষ পুরস্কার তুমি ওকে দিলে অন্যায় হবে না।

মার্সডেন : (অস্বস্তিতে ভাবে) —'ওরা আমার কথা বলছে।···ও এখনও চলে যাচ্ছেনা কেন ?···ওকে তো নীনা আর ভালবাসে না।···এখনও ওর ভেতরে অনেক উত্তাপ, অনেক কর্ম্মশক্তি রয়েছে। মধ্যাহ্ন-সূর্যের তেজ এখনো ওকে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। ওকি বুঝতে পারে নি যে, সেই নীনা এখন সন্ধ্যার শান্তির প্রেমে পড়েছে।···'

(গলা ঝেড়ে নিজের উপস্থিতি জানিয়ে বলে)—আমার নামে কি কথা হচ্ছে, শুনতে পাই না ?

নীনা : (মার্সডেনের দিকে অদ্ভুত মোহে তাকিয়ে ভাবে)—

'শান্তি ! ··হ্যাঁ। এখন শুধু তাই চাই !···

সুখের কথা এখন আর ভাবতে পারি না।···চার্লি

শান্তি পেয়েছে—ও আমাকে শিখিয়ে দেবে কেমন করে শান্তি পেতে হয়। ও আমায় স্নেহ করবে, আমার বাবা যেমন ছোট্টবেলায় আমাকে স্নেহ করত—যখন আমি সুখের কল্পনা করতাম—ঠিক তেমনি করে।'

(তার পাশে মার্সডেনের বসার জায়গা করে দেয়। তারপর ছোট্ট মেয়ের মত অস্বস্তি অনুভব করে আদুরে স্বরে বলে)—এইমাত্র নেড আমাকে বিয়ে করার কথা বলছিল, চার্লি। ওকে বিয়ে করতে আমি রাজী হলাম না। কেননা ওকে আর এখন ভালবাসি না।

মার্সডেন : (তার পাশে বসে)—আমারও তাই মনে হচ্ছিল। এখন তাহলে তুমি কাকে ভালবাস ? আমার নীনা, লক্ষ্মী নীনা ?

নীনা : (দুঃখের হাসি হাসে)—বোধহয় তোমাকে চার্লি ! চিরকাল তোমার আমার প্রতি ভালবাসাকে ভালবেসেছি চার্লি। (চুমু খায়—লজ্জিত ভাবে)—আমাকে তুমি নিশ্চিন্ত শান্তির মধ্যে জীবনটাকে ক্ষয় করতে দাও।

মার্সডেন : (গভীর সম্মানে)—তোমাকে শান্তি দেব বলে আমি সারাজীবন অপেক্ষা করে আছি নীনা।

নীনা : (এত দুঃখের মধ্যেও ঠাট্টার সুরে বলে)—তুমি যখন আমার জন্যে সারাজীবন অপেক্ষা করে আছ চার্লি, তখন কালই আমাদের বিয়ে হোক। কিন্তু ভুলে যাচ্ছি—তুমি তো এখনও আমাকে বিয়ে করতে চাওনি। আমাকে তুমি সত্যি বিয়ে করতে চাও চার্লি ?

মার্সডেন : (বিনীত ভাবে)—চাই নীনা।...(অপূর্ব আনন্দে ভাবে)—

'আমি জানতাম একদিন সুসময় আসবে যখন নীনা আমাকে ও কথা জিজ্ঞাসা করবে!...আমি কখনও ওকে ও কথা বলতে পারতাম না—কখনও না!...ওগো আমার পাকা সোনা রঙের ক্লান্ত সন্ধ্যা, তুমি জীবনের পরিপূর্ণ আনন্দের রসে ভরা ফল, আজ আমার কোলে ঝরে পড়ার সময় এসেছে।...'

ডারেল ঃ (খুসী হয়। দুঃখের হাসি হেসে বলে)—তোমাদের আমার আশীর্ব্বাদ জানাই। (যাবার জন্য প্রস্তুত হয়)

নীনা ঃ তোমার সঙ্গে আর জীবনে কখনও বোধহয় দেখা হবে না, নেড!

ডারেল ঃ না নীনা। বৈজ্ঞানিকের ছায়া বা ভূত কোনটাকেই বিশ্বাস করা উচিত নয়! (ঠাট্টার হাসি হেসে বলে)—তবে কিছুই বলা যায় না। এ জীবনের শেষে যখন অনন্ত শূন্যে দুজনেই বিলীন হয়ে যাব তখন হয়তো কোন শুভক্ষণে প্রত্যক্ষ আর পরোক্ষ বিদ্যুৎশক্তি হয়ে দুজনের দেখা হবে। আমাদের সেই ক্ষণিক মিলনে পৃথিবী চমকে উঠবে।

নীনা ঃ হ্যাঁ—আবার আমাদের দুপুরবেলায় মিলন হবে।

ডারেল ঃ (হেসে বলে)—হ্যাঁ—আবার দুপুরবেলায়।

মার্সডেন ঃ (স্বপ্ন থেকে উঠে আসে) নিশ্চয় দুপুর বেলাতেই আমাদের বিয়ে হবে! এর মধ্যে আমি বিয়ের জায়গা ঠিক করে ফেলেছি। ওই যে আইভি লতায় ঢাকা ছাই রংএর শান্ত ছোট্ট গীর্জা—ওটাই আমাদের এই ছায়া-ঘেরা শান্তির যোগ্য প্রতীক হবে নীনা। জানলার কাচের লাল আর গোলাপী রং আমাদের মুখকে ফেলে আসা কামনার স্মৃতিতে রাঙা করে তুলবে। ঠিক সূর্যাস্তের আগের ঘণ্টা হওয়া চাই। যখন সমস্ত জগৎ সারা-

দিনের ক্লান্তিতে জীবনের সৌন্দর্যের ধ্যানে মগ্ন হয়ে থাকে!—তারপর আমরা তোমার বাবার বাড়ীতে ফিরে গিয়ে বাস করব। আমার বাড়ী মায়ের আর জেনের স্মৃতিতে ভরে আছে—সেখানে আমরা কখনও ফিরে যাব না। আমি তোমার বাবার পড়ার ঘরে বসে কাজ করব—উনি সেটা অপছন্দ করবেন না।

[সমুদ্রের ধারে এরোপ্লেনের আওয়াজ ওঠে। নীনা আর ডারেল চমকে উঠে পেছনের দিকে গিয়ে এরোপ্লেনটাকে জল থেকে ওপরে উঠতে দেখে। ওরা পাশাপাশি দাঁড়ায়। মার্সডেন বসে থাকে। কোন কিছু তার রোমন্থনকে ভাঙতে পারে না।]

নীনা: (গভীর উৎকণ্ঠায়)—গর্ডন বিদায়। বিদায় বাপ আমার। (এরোপ্লেন ওপরে উঠে ক্রমে বাঁদিকে চলে যায়।) দেখ নেড, দেখ একবার পেছনে না তাকিয়ে আমার ছেলে আমায় ফেলে চলে যাচ্ছে। (খুব দুঃখ পায়)

ডারেল: (খুসীতে)—না নীনা, ওই দেখ ফিরে আসছে। আমাদের ওপরে চক্র দিচ্ছে। (এরোপ্লেনের শব্দ ক্রমেই বাড়তে থাকে) ওই দেখ ঠিক আমাদের মাথার ওপর দিয়ে যাবে। (ওদের চোখ এরোপ্লেনের গতিকে অনুসরণ করে। প্লেনটা খুব তাড়াতাড়ি এসে ওদের মাথার ওপব দিয়ে চলে যায়।) দেখছ? দেখলে, ও আমাদের দিকে হাত নাড়ছে। হাত নেড়ে আমাদের বিদায় জানাচ্ছে।

নীনা: ও গর্ডন গর্ডন। আমার আদরের দুলাল। (প্রাণপণে হাত নাড়ে)

ডারেল: (শেষবার দুঃখ পায়, বাধা দিতে যায়।) নীনা, তুমি ভুলে যাচ্ছ। ও যে আমারও ছেলে। (আকাশের দিকে নিজেকে ভুলে চীৎকার করে ওঠে) তুমি আমার ছেলে

গর্ডন! তুমি আমার (হঠাৎ নিজেকে সংযত করে নেয়। নিজেকে ঠাট্টা করার বিদ্রূপের হাসি ঠোঁটে) না, শুনতে পাবে না। যাক, আমি আমার কর্তব্য করেছি। ভাগ্যহীন দুঃখে হাত নাড়ে আকাশের দিকে, বলে) বিদায়, গর্ডনের ছেলে, বিদায়।

নীনা : (প্রচণ্ড উৎসাহে বলে চলে) উড়ে চল গর্ডন, স্বর্গ পর্যন্ত উড়ে যাও। তোমার প্রেমিকাকে নিয়ে স্বর্গ পর্যন্ত উড়ে চল। কেবল উড়বে, কেবল সুখী হবে। আমার গর্ডনের মত কখনও মাটিতে ভেঙে পোড় না। চিরকাল আকাশে থাক। সুখী হও সুখী তোমায় হতেই হবে।

ডারেল : তোমার ওই সুখী হবার ডাকে আমার অনেকদিন আগেকার কথা মনে পড়ে গেল নীনা। অনেকদিন আগেকার কথা, আমিও তোমার সুরে সুর মিলিয়ে সেদিন ওই কথাগুলো বলে চীৎকার করে উঠেছিলাম। কতদিন পার হয়ে গেল। এবার আমার কাজে ফিরে যাই নীনা। জীববিদ্যার এই তৃপ্তি, বুদ্ধিমান এককোষী জীব, সমুদ্রের মধ্যে ভাসমান থাকে তারা কখনও সুখের জন্যে ডাক দিতে শেখেনি। আমি চলি নীনা।

[নীনা শুনতে পায় না। সে তখন তার সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে এরোপ্লেনের চলে যাওয়া দেখছে।]

(ভাগ্যবাদী হয়ে চিন্তা করে)

'ও আর আমার কথা শুনতে পাচ্ছে না; (আকাশের দিকে চেয়ে হেসে বলে) হায় ভগবান, এত মূক, বধির, অন্ধ যদি মানুষ হয় তাহলে আমাকে একটা পরমাণুর নিশ্চিন্ত স্থবিরতা শিখিয়ে দাও।' (ডানদিকে বাড়ীর ভেতরে চলে যায়।)

নীনা : (অনেকক্ষণ পরে চোখ নামায়) চলে গেছে। আমার চোখের দৃষ্টি কমে গেছে, আর ওদের দেখতে পাচ্ছি না। নেড কোথায় গেল ? চলে গেছে। স্যামও চলে গেছে। ওরা সবাই মরে গেছে। বাবা আর চার্লি কোথায় ? (ভয়ের শিহরণ বয়ে যায় শরীরের মধ্য দিয়ে। তাড়াতাড়ি মার্সডেনের পাশে বসে তাকে জড়িয়ে ধরে।) এখুনি খবর পেলাম বাবা, গর্ডন মরে গেছে। তার মানে সে অন্য জীবনে উড়ে চলে গেছে। আমাব ছেলে গর্ডনও তার নিজের জীবনে ফিরে চলে গেল চার্লি। আমবা এবাব একা সেই আগেকার মত একা।

মার্সডেন : (এক হাত দিয়ে ওকে জড়িয়ে ধবে। স্নেহভরে বলে) হ্যাঁ নীনা। আবার সেই আগেকার মত। গর্ডন আসার আগেকার মত, আমাব নীনা, লক্ষ্মী নীনা।

নীনা : (আকাশের দিকে তাকিয়ে অদ্ভুতভাবে বলে) আমার ছেলে হওয়াটাও ব্যর্থ হয়েছে সে তো আমার জীবনে সুখ আনতে পারল না। ছেলেরা চিরকাল তাদের বাপেদের সম্পত্তি। তারা তাদের মায়ের দেহের মধ্যে জন্মায় কেবল তাদের বাপের কাছে ফিরে যাবার জন্যে। আমাদের জীবনে বাপের ছেলেরা কেবল ব্যর্থতা আনে। তারা আমাদের জীবনকে ব্যর্থ করে দিয়ে চলে যায়, তারা তাদের নিজের কাজের জীবনে ফিরে যায় আমাদের কাছে কখনও থাকে না। কখনও আমাদের জীবনকে সুখে, আনন্দে ভরিয়ে তুলতে পারে না।

মার্সডেন : (তার বাপের মত পিতৃত্বের ভাবে বলে) তোমার এই গর্ডনদের সঙ্গে পরিচয়ের সমস্ত ব্যাপারটাই আমার

মতে ভুলে যাওয়া ভাল। সত্যি কথা বলতে কি, তোমার গর্ডন শ'র সঙ্গে আলাপ হবার পর থেকে যা কিছু ঘটেছে তার মধ্যে কিছু কিছু অসম্ভাব্যতা রয়েছে। সমস্ত ঘটনা-গুলোই অবিশ্বাস্য উচ্ছলতায় পরিপূর্ণ। দুপুর বেলার কল্পনার রঙিন স্মৃতি যে সত্যি নয় এ তো সহজেই বোঝা যায়। কাজেই এসো তুমি আর আমি দুঃখভরা এই সমস্ত গল্পটাই ভুলে যাই। মনে করি জীবনের আগামী আয়োজনে, এ ইতিহাস বিশ্রামের অবকাশে আত্মপরীক্ষার মত আমাদের জীবনের যা কিছু আবিলতা, যা কিছু অন্যায়, যা কিছু অস্পৃশ্য সমস্ত পুড়িয়ে শেষ করে দিয়ে আমাদের দেহকে শুচিস্নাত করেছে। শান্তির তোরণে উত্তরণের যোগ্য করেছে।

নীনা: (অদ্ভুতভাবে হাসে) জীবনের বিশ্রাম। হ্যাঁ ঠিক বলেছ। আমাদের এই জীবনবিচিত্রার মাঝে মাঝে অন্ধকার অবকাশ-গুলো ভগবানের আতশবাজীর খেলা। (ক্রমে ওর মাথাটা মার্সডেনের কাঁধে রাখে)—তোমার দেহটায় কি শান্তি চার্লি। আমার মনে হচ্ছে আমি যেন আবার ছোট্ট মেয়ে হয়ে গেছি— আর তুমি চার্লি আর আমার বাবা একসঙ্গে মিশে একজন হয়ে গেছ। ভাবছি, আমাদের সেই পুরোণ বাগানটা কি সেই রকমই আছে। আমরা তাহলে একসঙ্গে ফুল তুলব। একসঙ্গে বুড়ো হব গ্রীষ্ম-বসন্তের দুপুরে দুপুরে। বাড়ী ফিরে গেলে আরাম পাব। বাড়ীতে ফিরে গিয়ে অবশেষে বুড়ো হব। দুজনে একসঙ্গে শান্তিকে ভালবাসব, একে অন্যের শান্তিকে ভালবাসব, শান্তির সঙ্গে একসঙ্গে থাকব, একসঙ্গে ঘুমোব। (ওকে চুমু খায়। তারপর চোখ বন্ধ করে গভীর ক্লান্তিতে দীর্ঘশ্বাস ফেলে)—তারপর একদিন

শান্তিতে মরব।' পরিতৃপ্ত জীবনের ভারে ক্লান্ত হয়ে গেছি।

মার্সডেন: (পরম শান্তির সুরে বলে)—বিশ্রাম কর নীনা। (কোমল স্বরে)—দিনটা খুব বড় ছিল। এখন একটু ঘুমোও। সেই আগে যেমন অল্প ক্ষণের জন্যে ঘুমিয়ে পড়তে।

নীনা: (গভীর ঘুমে ঢুলে অস্ফুট স্বরে কৃতজ্ঞতা জানায়)—তাই করব বাবা। আমি সারাদিন খুব দুষ্টুমি করেছি। তুমি খুব ভাল চার্লি, খুব লক্ষ্মী।

মার্সডেন: (সঙ্গে সঙ্গে পুরোন ব্যথায় যান্ত্রিক গতিতে কুঁচকে যায়)—

'ভগবান লক্ষ্মী চার্লিকে অভিশাপ দাও। (তারপর নীনার মুখের দিকে তাকিয়ে তার মুখ আনন্দের হাসিতে ভরে যায়)—না না ভগবান লক্ষ্মী চার্লিকে আশীর্বাদ কর। কামনার সমুদ্র পার হয়ে দিনের শেষে সে তার সৌভাগ্যকে ফিরে পেয়েছে।..'

[নীনা ঘুমিয়ে পড়েছে। সে শান্ত তৃপ্ত দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। সন্ধ্যার ছায়া চারিদিক থেকে তাদের ক্রমে ঢেকে দেয়।]

// সমাপ্ত //